কাব্যসমুচ্চয়

কাব্যসমুচ্চয়

মজিদ মাহমুদ

আশ্রম

কাব্যসমুচ্চয়
মজিদ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ: জুলাই-২০১৯

প্রকাশক
আশ্রম
৩১/৩/এ, বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা- ১২১৬।
মোবাইল: ০১৭৪৭৩৬৮১৯৮, ০১৭১৬৯৬৪৫১৯, ০১৭১২৬৫১৬৩৬
ই-মেইল: asrombd1952@gmail.com

স্বত্ব
ফৌজিয়া আকতার

প্রচ্ছদ
রাজীব রায়

পৃষ্ঠাসজ্জা
মনসুর আলম

প্রেস
পুনশ্চ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান
পাঠক সমাবেশ, প্রথমা, বিদিত, সন্ধিপাঠ, মধ্যমা, প্রকৃতি,
কবিতা ক্যাফে, বাতিঘর, রকমারি.কম।

মূল্য: ৮০০ টাকা

Kabya Samuchchay by Mozid Mahmud; 1st Edition: July 2019, Published by
Asrom, 31/3/A, Barha Bagh, Mirpur-2, Dhaka-1216.
E-mail: asrombd1952@gmail.com
ISBN: 978-984-34-4398-4
Price: BDT 800 USD 30

উৎসর্গ

কবি হওয়া এমন কোন আশীর্বাদেও নয়
তবু আশীর্বাদ যথেষ্ট পেয়েছি
আমি এমন গুণের অধিকারী নই যে-
কেউ শত্রু ভেবে দূওে ঠেলতে পারে
তবু অনেক বন্ধু শত্রুর মর্যাদা দিয়েছে
তাই আমার সকল কবিতা
সেই বন্ধু আর সেই শত্রুদের জন্য
যার অস্তিত্ব আমার কবিতার বিন্দুতে

কবিতামালা

এই কবিতাগুলোই আমি। আমার সময়। আমার দেশ ও মহাকাল। আমার মায়ের মৃত্যু ও পিতার অনুশাসন। প্রথম কন্যার জন্ম ও অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসে থাকা। কৈশোর পেরোবার কালে কোনো এক মানবী ডেকেছিল দ্ব্যর্থ ইশারায়। এগুলো অবলম্বন করে জেগে আছে সোমপুর বিহারের সিদ্ধাচর্যগণ, গৌরাঙ্গকে ঘিরে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ, রোসাং রাজদরবারের পুঁথি হাতে বাঙালি কবিগণ, সেন-দরবারে জয়দেব-বোধায়ন, রেড়ির প্রদীপ জ্বেলে মনসার ভাসান রচয়িতা বিজয়গুপ্ত। এই কবিতাগুলো মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে না-আসা সন্তানের অপেক্ষায় থাকা মা, নূহের প্লাবনে ডুবে যাওয়া কেনান, ক্রুশবিদ্ধ যিশু, তীক্ষ্ণ ছুরির নিচে হাজেরার পুত্র, পিতার অনুগত কাসাবিয়ানকা, যুদ্ধে পরাস্ত সৈনিক, প্রমত্ত দামোদরে সন্তরণরত ঈশ্বর শর্মা।

এই কবিতাগুলো সেজদারত অসংখ্য ফেরেশতার মাঝে একাকী আদম; ইন্দ্রের সভায় নৃত্যরত বেহুলা, মৃতের জগত থেকে ফিরে না আসা গিলগামেস, ছয়দিনে জগত নির্মাণ। এই কবিতাগুলো শিকার যুগ থেকে কৃষিযুগ, পলিলিথিক থেকে নিওলিথিক, ককেশাসের পর্বতশৃঙ্গে বন্দি প্রমিথিউস, বরফের নিচে চাপাপড়া খনিশ্রমিক। এই কবিতাগুলো পুত্রহন্তা একিলিসের কাছে প্রার্থনারত প্রায়াম, থেয়ানেস পর্বতে লেয়াসের পুত্র, নিয়তি তাড়িত জোকাস্টা। এই কবিগুলো ভলতেয়ারের কাদিদ, গেটের ফাউস্ট, শেক্সপিয়ারের 'হ্যামলেট'। এই কবিগুলো আধুনিক কবিতা থেকে বাদপড়া শব্দ ও ক্রিয়াপদসমূহ। এই কবিতাগুলো ক্ষত-বিক্ষত অর্ফিউসের শরীর থেকে জন্ম নেয়া নাইটিঙ্গেল।

এই কবিতাগুলো সেই সব মানবড়্যারা আলতামিরার গুহায় নিজেদের শিকারের অভিজ্ঞতা এঁকেছিলেন, চেয়েছিলেন মহিষ-দেবতার কৃপা, খাবার আনতে গিয়ে যারা নিজেরাই হয়েছিলেন খাবার। এই কবিতাগুলো দুগ্ধপানরত সিংহশাবক, গৌতমের গৃহত্যাগ, পায়েসের ভাণ্ড হাতে সুজাতা, ব্যাঘ্রের থাবা থেকে পলায়নরত মৃগশিশু। এই কবিতাগুলো অন্ধ হোমারের গান, অন্ধ মিল্টনের স্বর্গচ্যুতি, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া ঈশপ, ঊষরপ্রান্তর থেকে রেলিং ভেঙে পড়ে-যাওয়া এলিয়ট। এই কবিতাগুলো রত্নাকর মুনির আশ্রমে কুশ ও লবের কণ্ঠে উপেক্ষিত সীতা, পাশার মঞ্চে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, মহারণ কুরুক্ষেত্র।

এই কবিতাগুলো বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কালীদাস, মালবিকার সন্ধানে মেঘদূত, গুরুগৃহে কচ ও দেবযানির মাল্যবদল। এই কবিতাগুলো হিরোসিমা-নাগাসাকি জ্বলন্ত আগুনে গলে-পড়া মানুষের শরীর, আউৎসভিসের গ্যাসচুল্লিতে ইহুদি নিধন, বুকে বোমাবাঁধা ফিলিস্তিনি বালক, ইন্ডিয়ানার তামাক ক্ষেতে যক্ষ্মায় ধুঁকেমরা আরব ক্রীতদাস। এই কবিতাগুলো আসিরিয়-ব্যাবিলনিয় মৃৎপাত্রের নিদর্শন, এন্টনি ও ক্লিওপেট্রার রাজনৈতিক প্রণয়, হারানো যোশেপের কেনানে ফিরে আসা, লেবুর বদলে ললনাদের আঙুল কেটে ফেলা। এই কবিতাগুলো বুশ ও লাদেন, চেঙ্গিস ও তৈমুর, শাদা ও কালোর যুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য প্রাণ।

এই কবিতাগগুলো লেখা হয়েছিল ভূর্জপত্রে, পশুর চামড়ায়, পোর্চমেন্ট ও প্যাপিরাস স্ক্রোলে। এই কবিতাগুলো শীতের পাখিরা পশ্চিম থেকে পুবে বয়ে নিয়ে আসে, ডিমে তা দেয়ার সময়, অঙ্কুরোদ্গমের সময় তাদের মায়েরা এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করে বাচ্চাদের পৃথিবীর পথে আহ্বানের জন্য। এই কবিতাগুলো অহিংস চরকা, সহিংস মেঘনাদ, প্রশান্তির গীতবিতান, অশান্তির অগ্নিবীণা, ধূসর-পাণ্ডুলিপি, ৭ মার্চের মহান ভাষণ। এই কবিতাগুলো কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম আকাঙ্ক্ষা, উদ্বৃত্ত মুনাফার বণ্টন।

এই কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিল মাতৃগর্ভ থেকে, পিতার ঔরস থেকে, যখন একজন পুরুষ ও নারী ভাগাভাগি করে আমাকে বহন করছিল। এই কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিল পিতার পিতাদের জন্মের আগে, মাইটোসিস মেয়োসিস বিভাজনের আগে, মুরগি ও ডিম আলাদা হওয়ার আগে, ভাষা নির্মাণের আগে, এমনকিড়্সমুদ্রের শেওলা ও পানি নির্মাণের আগে। এই কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিলড়্যখন সমগ্র সৌরজগৎ সূর্যের চুল্লিতে রান্না হচ্ছিল, যখন সকল ছায়াপথ ও গ্যালাক্সিমণ্ডলী, ব্ল্যাকহোল ও নক্ষত্র-নিচয় ঈশ্বর কণার সঙ্গে ছিল।

এই কবিতাগুলো লেখা হচ্ছিলড়্যখন মায়ের প্লাসেন্টোর অন্ধকার গর্ভ থেকে দাইমারা ধরাধরি করে আমাকে বের করে আনছিল, আবার কিছুদিন পর ধরাধরি করে কবরে শুইয়ে দিচ্ছিল। এই কবিতাগুলো আমাদের ভূতজীবনের কাহিনি; হাড় থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন করার কাহিনি, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জীবনের কাহিনি; প্রবল জোছনায় পদ্মপুকুরে নৃত্যরত জলপরীদের অব্যক্ত কান্নার গান।

এই কবিতাগুলো বর্ণ ও শব্দ-প্রতীকে লেখা হয়েছে, দুটি শব্দের মাঝখানে খালি জায়গায় লেখা হয়েছে, একটি অক্ষরের পেটের ভেতর লেখা হয়েছে, শব্দ ও বাক্যের অর্থ আলাদা করে লেখা হয়েছে। এই কবিতাগুলো প্রকৃতপক্ষে এখনো লেখা হয়নি, যারা এখনো এগুলো পড়েনি কিংবা কখনো পড়বে নাড়তাদের হৃদয়ে যে কবিতার জন্ম হচ্ছে, এগুলো তারই

প্রাকপ্রস্তুতি। এই কবিতাগুলো হারিয়ে গিয়েছিল মানবজন্মের প্রাক্কালে, জীব ও জড় বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে, দ্বিপদী ও চতুষ্পদী আলাদা হওয়ার আগে, সরীসৃপ ও মেরুদণ্ডীর গোলযোগপূর্ণ সময়ে। পৃথিবীর সকল মানুষের দুঃখ এই কবিতাগুলোর মধ্যে নীরবে কাঁদতে থাকে, লুকিয়ে থাকে মরণশীল মানুষের অমরতার মন্ত্র।

এই কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল সপ্ত-আকাশের উপরে, এই কবিতাগুলো পতিত হয়েছিল সহস্র পাতালের নিচে, এই কবিতাগুলো ধূলোয় লুটোপুটি খাচ্ছিল নেংটো শিশুদের হাতে, এই কবিতাগুলো নিজেই লিখিত হয়েছিল, এই কবিতাগুলো সবাই মিলে রচনা করেছিল। এই কবিতাগুলো কেউ শুরু করে নাই, এই কবিতাগুলো কেউ শেষ করতে পারবে না। এই কবিতাগুলো ছাড়াই এই কবিতাগুলো পাঠ করা যাবে, যা লেখা হয়েছে সেগুলোও এই কবিতার অংশ, যা লেখা হবে সেগুলোও, এমনকিড়্যা লেখা হয় নি, সেগুলোও এই কবিতার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এই কবিতাগুলো কোনো মরণশীল পড়তে পারবে না, এই কবিতাগুলো দ্বিতীয় মৃত্যুর অধীনস্তরা পড়তে পারবে না; এই কবিতাগুলো চিতায় দাহ করার আগে, সমুদ্রে বিমানধসের আগে, মৃতদের আত্মা মহাকাশে উত্থিত হওয়ার আগে, গ্যাংরেপে হারিয়ে যাওয়ার আগে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আগে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগে, প্রেম-প্রবঞ্চার আগেড়স্বয়ং ধ্বনিত হয়ে উঠবে।

মজিদ মাহমুদ
ঢাকা, বাংলাদেশ

কাব্যসমুচ্চয়

প্রতিদিন ঘুমথেকে উঠেই আমি বন্ধুদের একটি কবিতা উপহার দিই; যেভাবে অন্যরা শুভ সকাল বলে, কবিতা লেখাই তো আমার কাজ—যেভাবে ভোরবেলা সব্জিবিক্রেতা হাঁকডাক ছাড়ে, প্রতিদিন তো কেউ সব্জি কেনে না, কোনোদিন বিক্রিপাট্টা ভালো, কোনোদিন নয়; ক্ষতিতেও করতে হয় বিক্রি মাঝে মাঝে, নষ্ট-পঁচা বলে কেউ দুর-দুর করে, চাষির কাজ চাষ, বিক্রেতার বিক্রি; আমিও কবিতার চাষি, নেই অন্য দক্ষতা, রোদ-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্মে করি কবিতার চাষ, শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করি-গতকাল যে-সব মানুষ পেয়েছিল ব্যথা, যাদের হৃদয় অন্যের দুঃখে উঠেছিল কেঁপে, ক্ষমতার নিষ্পেষণে যে-সব নীরব-কান্না চেয়েছিল সশব্দে উচ্চারিত হতে, আমার কবিতা তাদের চেতনার সিঞ্চন, প্রতিদিন প্রাতঃরাশের আগে আমিও মানুষের ভেতরের মানুষ জাগিয়ে তুলি, যেভাবে একটি কাক কা কা করে ওঠে; বলতে চাই-অসংখ্য পিপীলিকা একটি বৃহত্তর কামানের চেয়ে বড়, জেগে ওঠো প্রবঞ্চিত প্রেমিকের দল, সম্ভ্রম হারানো বোন, যারা কালরাতে ঘুমাতে পারনি নিজের বিছানায়, যে সব মা জেগে আছ সন্তানের ফেরার প্রত্যাশায়, যারা ভূগছ মাদক আর সিৎজোফ্রেনিয়ায়-তোমাদের কথা লিখেছি আমার কবিতায়।

কবিতাকে কবিতা হতে দেখলেই আমি বিরক্ত হই, কবিতা কবিতার মতো হলে আর পড়তে ইচ্ছে করে না-মনে হয় সাজানো গোছানো, মনে হয় কেউ লিখতে চেয়েছিল, মনে হয় বিয়ের আগে পার্লারে গিয়ে সেজেছে অনেক, এসব সাজাটাজা তো একদিনের ব্যাপার, সবাইকে দেখানোর জন্য, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য, গায়ের রঙ চড়ানোর পরে, দামি অলঙ্কার ও শাড়ির আড়ালে, পরচুলা ও ভ্রু-প্লাক করার পরে, আসল কনে যেমন হারিয়ে যায়, এমনকি ঘরে ফিরে আসার পরেও তো, ফটো-শেসনের অলঙ্কার খুলে আলিঙ্গন করতে হয়, কবিতা তো আলিঙ্গন করার জন্য, কবিতা তো খালিপায়ে ফুটপাতে হাঁটার জন্য, কবিতা তো সারিবদ্ধভাবে গার্মেন্টস কারখানায় যাওয়ার জন্য, পার্কে নেতিয়ে পড়া শিশুর সাথে ঘুমিয়ে থাকার জন্য, অবশ্য মাঝে মাঝে জিন্স পরলেও খারাপ লাগে না, বুকের ক্লিভস কিংবা মাথার স্কার্ফ সবই থাকতে পারে, কবিতাকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে চাই, ঘরের লক্ষ্মীরা ঘরে থাক, যারা বেরিয়ে আসতে পারবে রাস্তায়, মাঠে ঘাটে মিছিলে সংগ্রামে, যারা লিঙ্গহীন বন্ধুর মতো চারপাশে, যারা মিলনে পারঙ্গম শয্যায়, যারা সহমরণে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠবে, তারাই আমার কবিতা, তাদের জাতপাত ধর্মাধর্ম বর্ণগোত্র, দেশকাল আমার বিবেচ্য নয়।

আমার কবিতা তো এমন না হয়ে এমনও হতে পারতো, যে সব নম্র মেয়েদের জন্য আমি কবিতা লিখেছিলাম-তারা না হয়ে তারাও তো হতে পারতো, যাকে আমি স্বদেশ বলছি, যে ভাষার জন্য আমার পূর্বপুরুষ করেছিলেন লড়াই, হয়তো অবলীলায় পাল্টে যেতে পারতো

তার দৃশ্যপট, আমার পিতা ছিলেন ভারত বিভাগে একাট্টা, আর তার সন্তানেরা জয়বাংলার জন্য ঢেলে দিলেন রক্ত, কোনটি হবে আমার সন্তানের দেশ, কি হবে নাতিপুতিদের ভাষা, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল আঁকা পাসপোর্ট ফেলে দিয়ে, তারা কি ইয়াঙ্কিদের পাসপোর্টের জন্য করবে লড়াই, আমার নিবেশ কি হবে তাদের উপনিবেশ, দেশের ইনকাম পাঠাবে কি তারা অন্য দেশে, তারাও কি লিখবে কবিতা, শুনবে লালনের গান, নাকি নতুন বব ডিলান, তাদের বাহুতে থাকবে অন্য দেশের পিঙ্গল-শ্যামাঙ্গী, এ ভাবেই হয়তো বদলে যাবে রূপ, কেবল অর্ধেক অপরিবর্তনীয় আমি জিনের সুতা ধরে, সন্তানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নতুন রূপ করব পরিগ্রহ, কখনো শাদা কখনো নিগার অন্ধকার, কখনো হাই আলাস্‌সালাহ বলে যাব মসজিদের পথে, কিংবা একটি রক্তজবার পাপড়ি তুলে দেব মা-উমার পদে, যারা একটি পথ নিয়েছে বেছে, তারা সে পথে চলে যাও, পথের প্রান্তে রয়েছে তোমাদের ট্যাক্স-কালেক্টর, আমি তো কেবল ভ্রমণ-পিয়াসু, সব পথেই একদিন আমাকে যেতে হতে পারে...

একটা কবিতার অর্থ অনেক রকম হতে পারে, তারুণ্যে ও বার্ধক্যে তার মূল্যায়ন পাল্টে যেতে পারে, বস লিখলে এক, অধস্তন লিখলে বিপরীত মানে, নারী কবিদের ক্ষেত্রে বয়স ও সম্পর্ক বিবেচিত, শিক্ষক ও ছাত্রের কবিতার আলাদা নন্দন-বিচার, আমলার সান্নিধ্য পেতে কবিতা মোক্ষম উপায়, প্রমোশন, এমনকি সচিবালয়ের গেটপাসের বদলে অনেকে দু'চার লাইন কবিতা নিয়ে ঘোরে, দল ও ক্ষমতা বিবেচনায় পাল্টে যায় কবিতার রূপক, ভবিষ্যত সম্ভাবনার মাত্রা যোগ হতে পারে, টেলিভিশনের প্রোগ্রাম নির্মাতা কিংবা এনজিও কর্মীদের মদের টেবিলগুলো কবিতার শৈলি নির্ধারণের উপযুক্ত স্থান, যদিও সবাই জানে কবিতা বহুরূপী, স্থান ও কালভেদে অর্থ হেরফের হয়, তবু কবিতার গূঢ়ার্থ কবির পদবি।

মজিদ মাহমুদ
ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বল উপাখ্যান (২০০০)

বল উপাখ্যান ২৭
বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী ২৯
গাছজীবন ৩০
পুত্র ডুবে যাচ্ছে ৩১
পাদপ-প্রেয়সী ৩২
সাব এডিটর ৩৩
বনসাই ৩৪
অব্যক্ত কান্নার গান ৩৬
অলৌকিক বেদনা ৩৭
মজনুর কাছে প্রার্থনা ৩৮
মধ্যাহ্নভোজ ৩৯
জাতক ৪০
বাবা ৪১
স্টক এক্সচেঞ্জ ৪২
গানের শরীর ৪৩
রাতের সন্ত্রাস ৪৪
মকরাক্ষ ৪৫
অবর সম্পাদকের বৈবাহিক জীবন ৪৬
বাতাসের ঘূর্ণাবর্ত ও গুরুপদ ৪৭
প্রমিথিউস ৪৯
অন্ধকার ৫০
কসোভো আমার বাংলাদেশ ৫১
পহেলা ভাদ্র ৫২

আপেল কাহিনি (২০০২)

৫৯ আপেল কাহিনি
৬০ সাপ
৬২ ভালোবাসা তোমার প্রভু
৬৪ ইলিশ
৬৫ আনন্দ
৬৫ রেখ মা দাসেরে মনে
৬৬ মদ্যের পদ্য
৬৭ যুদ্ধ
৬৭ শিক্ষক
৬৮ বর্গীর গান
৬৯ অভিজ্ঞান
৬৯ অন্ধবালক
৭০ ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯
৭১ প্রেমের কবিতা
৭২ তেত্রিশ সহস্রাব্দ কোটিতম জন্মদিনে
৭৩ আমার ছিল ঈশ্বরী
৭৫ জলের উপরে দাঁড়িয়েছ
৭৫ যৌবনে ছিল রবীন্দ্রনাথ
৭৭ নিষিদ্ধ কবিতাগুচ্ছ
৮২ গর্ভপাত
৮৩ হাত
৮৪ সিদ্ধার্থ
৮৫ মৃত্যুর জয়গান
সমুদ্র দেখার পরে ৮৬
পরিপ্রেক্ষিত ৮৯
3909 on ৯০

গোষ্ঠের দিকে (১৯৯৬)

গোষ্ঠের দিকে ৯৫
ভালোবাসাহীন ভালো থাকা ৯৬
নদী ও যুবক ৯৬
অনুপ্রভা ৯৭
সুরের যাতনা ৯৮
জানালা কে বাতায়ন ৯৯
পরমা ১০০
দেবদাস ১০১
বসন্তগত জীবনে ১০১
ময়ূর ১০২
ফসল ফলানো গান ১০৪
আবার গৌতম ১০৫
কবিতা ফিরে আসবে ১০৬
আমি যা চাই ১০৭
স্মৃতির যাতনা ১০৮
ভুসুকুপার মূষিক ১১১
কাগজের নোট ১১২
কুকুর ১১৩
পাগল ১১৪
পক্ষের সৈনিক ১১৬

ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম (২০০৬)

ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম ১১৯
যাত্রার প্রথম গান ১২০
কবরে শুইয়ে দেয়ার পরে ১২৪
ডাক্তার ১২৫
কাক ১২৫
আগুন ১২৬
১২৬ অর্জুন
১২৭ মুক্তিযোদ্ধা
১২৭ পিতা
১২৮ পুত্র
১২৯ আমার গুরু-দ্রোণাচার্য
১৩০ শহর
১৩১ আইন
১৩২ ওয়ান-ইলেভেন
১৩৩ কবি নয় বকি, কাব্য নয় বাক্য
১৩৪ দোজখে এক আলেমকে দেখার পর
১৩৫ শবে বরাত
১৩৬ আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা
১৩৭ নববর্ষের দুঃখ
১৩৮ দান
১৩৯ রবার্ট ফিস্কের প্রতিবেদন
১৩৯ পিকাতারো
১৪০ যুদ্ধ শেষে
১৪১ ঘোড়া বিষয়ক এলিজি
১৪২ দুখু মিয়ার কবিতা
১৪৩ রাতের বেলা
১৪৩ সমান্তরাল রেল
১৪৪ নিরুদ্দেশ ডাক
১৪৪ আমার কলম
১৪৫ কুড়িটি আঙ্গুল
১৪৬ আগুন ও ইস্পাত দণ্ড
১৪৬ ঝরাপাতা
১৪৭ কানকো
১৪৭ বেহালা
১৪৮ ক্রুশকাঠ
১৪৮ জগন-মগন
১৪৯ সমস্তীপুর
১৪৯ বাংলাদেশ
১৫০ শালিক
১৫০ এখন দার্শনিক কবিতা লেখার সময়
১৫২ শশী চক্রবর্তী আমার মেয়ে

বিদায় ১৫৩
আমেরিকা ১৫৩
চোখ ১৫৪
পুতুল পূজক ১৫৫
কানা রফিকুল আমার ভাই ১৫৬
ঈশ্বর আমাকে বাঁচতে দেননি ১৫৭

সিংহ ও গর্দভের কবিতা (২০০২)

সঙ্গী ১৬৩
ভূত ১৬৩
চিত্রশিল্পী ১৬৩
জাহান্নাম ১৬৪
চাকরি ১৬৪
ঘৃণা ১৬৪
স্বজন ১৬৫
বিধবা ১৬৫
রক্ত ১৬৬
কবি ১৬৬
কবিতা ১ ১৬৬
কবিতা ২ ১৬৭
ঈশ্বর ১৬৭
জুতা ১৬৭
বেশ্যা ১৬৮
নশ্বর ১৬৮
বাণী ১৬৮
পাতক ১৬৯
তফাত ১৬৯
মৃত ১৬৯
দাইসেলফ ১৭০
পার্টিক্যাল ১৭০
জীবন-মরণ ১৭০
ঘৃণা ১৭১
দাস ১৭১
পথ ১৭১
১৭২ রুশো
১৭২ হন্তারক
১৭২ সময়
১৭৩ দূরত্ব
১৭৩ কবিতা
১৭৩ পাপড়ি
১৭৪ ভাষা
১৭৪ প্রজাপতি
১৭৫ জমি
১৭৫ আগুন
১৭৫ রূপসী বাংলা
১৭৫ মৃতশিশু
১৭৬ মিথ্যা
১৭৬ ক্ষুদ্র
১৭৬ ফুল
১৭৭ রথ
১৭৭ স্বপ্ন
১৭৭ আহত
১৭৮ জন্মদিন
১৭৮ পিতা
১৭৮ আপন মাহমুদ
১৭৯ ফটোগ্রাফি
১৭৯ দৌড়
১৭৯ স্পর্শ
১৮০ চিহ্ন
১৮০ পোডাক্ট
১৮০ ঈমান
১৮১ সম্রাজ্ঞী
১৮১ একা
১৮১ প্রমাণ
১৮২ ছবি
১৮২ কপট
১৮২ ঈশ্বর
১৮৩ নদী
১৮৩ পাপ

ক্ষয় ১৮৩
দূর ১৮৪
কয়েদি ১৮৪
চাবুক ১৮৪
জ্ঞান ১৮৫
নতুন ১৮৫

অনুবিশ্বের কবিতা (২০০৮)

গর্দভ ১৮৯
কবি ১৮৯
প্রতারক ১৮৯
ধর্ম ১৮৯
টেন্ডার ১৮৯
বিবেচনা ১৯০
মুনাফিক ১৯০
খোজা ১৯০
ঈশ্বর ১৯০
নির্লোভ ১৯০
বীজকণা ১৯১
দুর্নীতি ১৯১
মালিক ১৯১
প্রবঞ্চক ১৯১
আবহমান ১৯১
সরলরেখা ১৯২
পথ ১৯২
ভস্ম ১৯২
বেপুথ ১৯২
সাধনা ১৯২
জীবন ১৯৩
বৃক্ষ ১৯৩
নদী ১ ১৯৩
নদী ২ ১৯৩
কুকুর ১৯৪
সত্য ১৯৪
১৯৪ সময়
১৯৪ কেয়ামত
১৯৫ কালো
১৯৫ চিঠি
১৯৫ ক্ষুদ্র
১৯৫ অলঙ্কার
১৯৬ খুন
১৯৬ নৈঃশব্দ্য
১৯৬ দ্ব্যর্থ
১৯৬ মানুষ
১৯৬ জাগ্রত
১৯৭ রহস্য
১৯৭ প্রাচীর
১৯৭ স্বর্গ-নরক
১৯৭ মিলন
১৯৭ সঞ্চয়
১৯৮ কবর
১৯৮ দেনা
১৯৮ ক্ষুধা
১৯৮ ঘৃণা
১৯৮ প্রভু
১৯৯ ত্যাগ
১৯৯ সুন্দর
১৯৯ ডায়মন্ড
১৯৯ ঠিকানা
১৯৯ বিছানা
২০০ কেন্দ্র
২০০ ভরত
২০০ প্রজাহিতৈষণা
২০০ কবিতা
২০০ কুকুর
২০১ গুহা
২০১ খাদ্য
২০১ লটারি
২০১ সম্পদ

রূপান্তর ২০১
জীবন ২০২
যাত্রা ২০২
যন্ত্রণা ২০২
মূর্খ ২০২
বহুগামী ২০২
শিশু ২০৩
সর্বপ্রাণ ২০৩
মৃত্যু ২০৩
সাত্রী ২০৩
ধন ২০৪
কালামনসা ২০৪
সীতা ২০৪
শ্রীচরণেই ২০৫

ভালোবাসা পরভাষা (২০১৫)

তাজমহল ২০৯
স্বপ্নে ভালোবাসা খুঁজি না ২১১
আমি ভালোবাসায় ভালো নই ২১২
স্তব্ধ সময় ২১৩
আমি তোমাকে ধরতেও পারি না
ছাড়তেও পারি না ২১৪
বিপরীত-কাঙ্ক্ষা ২১৫
স্বেচ্ছাচারী-সম্রাজ্ঞী ২১৬
অবাস্তব-বাস্তবতা ২১৭
সুনামির পূর্বাভাষ ২১৮
প্রেমের কবিতা ২১৯
নিকোটিন ২২০
একতারা ২২১
কৃপণ ২২২
তার জন্য শেষকবিতা ২২৩
সম্রাট ২২৩
ব্যর্থতা ২২৪
গোলাপ ২২৪
২২৫ হুরি
২২৬ ভালোবাসার পা
২২৭ ভালোবাসার বাস
২২৮ ভালোবাসার সুর
২২৯ শিকারি জারার গান
২৩২ ষষ্ঠীসঙ্গীত
২৩৮ ৩০০১
২৪০ আম আদমী
২৪১ তাদের সঙ্গে থাকো

মাহফুজামঙ্গল (১৯৮৯-২০১১)

২৪৫ কুরশিনামা
২৪৬ দেবী
২৪৭ এবাদত
২৪৭ দাসের জীবন
২৪৮ খবর
২৪৯ মাতাল ডোম
২৫০ এন্টার্কটিকা
২৫১ তোমার অহংকার
২৫১ তোমাকে জানলেই
২৫২ ফেরে না মানুষ
২৫৩ শুভদিন
২৫৩ যা ছিল সব নিয়ে গেলি
২৫৪ কেমন আছেন
২৫৫ কেন তুমি দুঃখ দিলে
২৫৬ তোমারই মানুষ
২৫৬ রিনিঝিনি
২৫৭ মাহফুজামঙ্গল
২৬১ দাক্ষিণ্যে
২৬১ একদিন আসবে দিন
২৬২ মাহফুজা

মাহফুজামঙ্গল উত্তরখণ্ড

২৬৩ হারানো গল্প

নদী ২৬৪
ফিরে যাচ্ছি ২৬৪
গল্প ২৬৫
ক্রীতদাসী ২৬৫
নিঃসঙ্গতার পুত্র ২৬৬
বিষকাঁটা ২৬৬
হেয়ারলিপস ২৬৭
পুরস্কার ২৬৭
পয়দায়েশ ২৬৮
ডালিমকুমার ২৬৮
একমুঠো বীজ ২৬৯
নাম ২৭০
মাছের পোনা ২৭০
সংগীতের ভেতর ২৭১
বিদগ্ধ মাধব ২৭১
কঙ্কালের শিস ২৭২
দুধের নহর ২৭২
নিরুদ্দেশযান ২৭৩
পেছনের পা ২৭৩
আদ্যাক্ষর ২৭৩
ফিরিয়ে নাও ২৭৪
একক মুদ্রা ২৭৫
একটি হাত ২৭৫
জুমচাষ ২৭৬
প্রোলিতারিয়েত ওম ২৭৬
ইচ্ছার সন্তান ২৭৭
বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ২৭৭
যুপকাঠ ২৭৮
রূপান্তর ২৭৮
আশ্রয় ২৭৯
বহুগামী ২৭৯
তারা আমাকে মারবে ২৭৯
পতনের মতো ২৮০
আলিঙ্গন করো ২৮১
মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি ২৮১
২৮২ চারপাশ
২৮২ শুভসন্ধ্যা
২৮৩ সঙ্গে থাকবে
২৮৪ আড়িপাতা
২৮৪ শীত
২৮৫ ভয়
২৮৫ সম্পর্ক
২৮৬ সেকেলে নাম
২৮৭ উল্টোরথ
২৮৭ মন্দির
২৮৮ শূন্যতা
২৮৮ শব্দ
২৮৯ রাজা
২৮৯ কেয়ামত

যুদ্ধমঙ্গল

২৯০ যুদ্ধমঙ্গল ১
২৯০ যুদ্ধমঙ্গল ২
২৯১ যুদ্ধমঙ্গল ৩
২৯১ যুদ্ধমঙ্গল ৪
২৯২ যুদ্ধমঙ্গল ৫
২৯২ যুদ্ধমঙ্গল ৬
২৯২ যুদ্ধমঙ্গল ৭
২৯৩ যুদ্ধমঙ্গল ৮
২৯৪ সন্ধি

গ্রামকুট (২০১৫)

২৯৭ বিহঙ্গের মা
২৯৮ ঘোড়া ও কুকুর বিষয়ক রচনা
২৯৮ স্বজাতি
২৯৯ গোলাপ না ফুটলেও ভালো
৩০০ আমাদের গ্রাম
৩০১ তালগাছ
৩০৩ জ্ঞান ও আয়ু

লিপি ৩০৪
গড্ডলিকা ৩০৫
দীর্ঘশ্বাস ৩০৬
ভার্টিক্যাল ৩০৬
সহোদর ৩০৭
জন্মদিন ৩০৮
পুতুল পাখি ৩০৯
খাঁটি বাঙালি ৩১১
পাঁঠা ও ডাক্তার ৩১২
বায়ুনামা ৩১৩
বায়ুবদাভাস ৩১৪
প্রভঞ্জন ৩১৫
জমি ৩১৬
সুসমাচার ৩১৭
পা ৩১৮
অ্যামিবা ৩১৯
প্রকল্প ৩১৯
অপরাধ ৩২০
বিহারি ফারজানা খবর ৩২১
পানি ও মদ ৩২২
মাসীর মায়া উনপাঁজুরে ৩২৩
বাংলাদেশের বাড়ি ৩২৪
চালের দোকানির সঙ্গে কথোপকথন ৩২৬
একটি কবিতা ৩২৭
সৈনিক ৩২৭
হাট ৩২৮
পায়ে হেঁটে ৩২৯
পাখিটি ৩৩০
বাড়ি ৩৩০
গ্রামে ফেরা ৩৩১
জমি ও কৃষক ৩৩১
দুধ সমাচার ৩৩৩
দাদী ও দালিমকুমার ৩৩৪
ভয়ঙ্কর একাকীত্ব ৩৩৭
আনত ৩৩৮

৩৩৮ মৌমাছি
৩৩৯ অবশেষে
৩৩৯ ঘড়ি
৩৪০ সমুদ্র
৩৪১ প্রথম আলো
৩৪২ প্রভু-আমাদের পুরস্কার
৩৪৩ পট্টবস্ত্র
৩৪৪ বয়নযন্ত্র
৩৪৪ কথামালা
৩৪৫ রক্তস্নাত
৩৪৬ দেশদ্রোহী
৩৪৬ বরষা মেয়ের নাম
৩৪৮ মৃত্যুমেহন
৩৪৯ বিড়াল
৩৫০ বিজেতারা হাসতে পারে না
৩৫১ মিলনের অপরাধে
৩৫২ প্রভু যিশুর তিনটি বাণী

দেওয়ান-ই-মজিদ (২০১২)

৩৫৭ ক্ষুৎকাতর
৩৫৮ বিচ্ছেদ
৩৬০ কাব্যকলা
৩৬১ কামনা
৩৬২ অন্বেষণ
৩৬৩ গুড়েবালি
৩৬৪ ঘাতসহা
৩৬৫ তোমার নৃত্য
৩৬৬ অভিসম্পাৎ
৩৬৮ প্রেম-উপহার
৩৭৯ শরাব
৩৭০ মদছাড়া
৩৭১ খাস-কামরা
৩৭৩ চুলের ভাঁজে
৩৭৪ হাফিজ ১

বিহঙ্গ ৩৭৫
ভিক্ষুক ৩৭৬
মদ-মাতাল ৩৭৭
হাফিজ ২ ৩৭৮
ফল ৩৭৯
আজান ৩৮০
বিষণ্ণ দিন ৩৮১
খল ৩৮২
সুরা ও সাকি ৩৮৩
প্রিয়ার স্মৃতি ৩৮৪
যুগল চাঁদ ৩৮৫
চির-বিবাহিত ৩৮৭
মহানৃত্য ৩৮৮
বরণ ৩৮৯
শরাব-সাকি ৩৯০
জল ৩৯১
দিওয়ান ৩৯২
কবিতা ৩৯৩
উপেক্ষা ৩৯৫
বিগত ৩৯৬
সহমরণ ৩৯৭

কাটাপড়া মানুষ (২০১৭)

কবিতা ৪০১
কাটাপড়া মানুষ ৪০২
গিভ আপ ইয়ুর হাঙ্গার স্টাইক ৪০৪
কিভাবে বলব ৪০৫
নিয়তি ৪০৬
আমার কবিতা ৪০৭
কবির বিষয় ৪০৮
জীবনের জয়গান ৪০৯
পুরস্কার ৪১০
এমন নয় এমন ৪১১

৪১২ দাঁত
৪১২ বিবিধার্থ
৪১৩ নৈঃশব্দ্যে বাঁচা
৪১৪ অ্যানাটমি
৪১৫ রাজন
৪১৫ কবি
৪১৬ অহেতুক গল্প
৪১৭ তনুজা
৪১৮ দুঃখ
৪১৯ ক্রসফায়ার
৪১৯ একজন স্বৈরাচারি কবির উক্তি
৪২১ অন্ধকারের সৈন্য
৪২২ হত্যাকাণ্ড
৪২৩ এক হতাশাবাদির উক্তি
৪২৪ কবি অঙ্গ সংগঠন
৪২৫ সংখ্যা
৪২৬ রাজা
৪২৭ যুদ্ধ
৪২৯ কতিপয় আমলা ও হাজারী মশাই
৪৩০ কবিতার জন্য
৪৩২ আহসান হাবীব ও কবিতার শিশু
৪৩৩ সুন্দরবন
৪৩৪ বারাক-হিলারি আলিঙ্গনের পরে
৪৩৫ শরমিন্দা
৪৩৬ সাম্যতত্ত্ব
৪৩৮ বুড়ো হয়ে যাচ্ছি
৪৩৯ সময়
৪৪০ ঘুমপাড়ানি গান
৪৪১ নিন্দুক
৪৪২ শ্রম
৪৪৩ তয়
৪৪৪ আবোল-তাবোল
৪৪৬ মহররম

ভদ্দরলোক ৪৪৮

লঙ্কাবি যাত্রা (২০১৯)

দশম দশা ৪৫১
নিষ্কামী ৪৫২
লাশ নামাবার গল্প ৪৫৩
সম্পর্ক ৪৫৪
কেউ এখনো আছে ৪৫৫
গম ৪৫৬
স্বীকারোক্তি ৪৫৬
লঙ্কাবি যাত্রা ৪৫৭
আনন্দ-ঈশ্বর ৪৫৮
পর্বতারোহি ৪৫৯
কেউ কি আছে ৪৬০
কেউ আছে ৪৬০
ঈর্ষান্বিত নই ৪৬১
প্রত্নপথের সন্ধানে ৪৬২
রহস্য ৪৬৩
ঘুমে না জাগরণে ৪৬৪
ফুল খুব কম দিন বাঁচে ৪৬৫
পথ নতুন ৪৬৬
আনন্দ ৪৬৭
বিদায় সম্ভাষণ ৪৬৮
আমি এখনো ৪৭০
দর্জি ও কাপড় ৪৭১
কর্তিত গোলাপ ৪৭১
পৃথিবী আমার মা ৪৭২
ল্যাম্পোস্ট ৪৭৩
পাখি ও আমরা ৪৭৪
কৃপণ ৪৭৪
দুঃখ ৪৭৫
নজরদারি ৪৭৬
মসজিদ ৪৭৭
আল্লাহ বিল্লাহ ৪৭৮
৪৭৯ ভালোবাসা উদ্‌যাপন
৪৮০ মেয়েরা না থাকলে
৪৮১ লজ্জাবতী
৪৮২ কলা
৪৮৪ বন্ধু
৪৮৫ ঘোড়া
৪৮৬ ছবির দেশে
৪৮৭ ঘুম
৪৮৮ কোথাও যাব না
৪৮৯ তোমার মৃত্যুর পরে
৪৯০ সন্তান বলে কিছু নাই
৪৯১ দৃশ্যেন্দ্রিয়
৪৯২ উত্তর নেই
৪৯৩ উমা
৪৯৪ প্রেম ও কামনা
৪৯৫ আলিঙ্গন
৪৯৭ মা
৪৯৮ সৈনিক
৪৯৯ মর্ম-প্রিয়া

শুঁড়িখানার গান (২০১৯)

৫০৩ লেখা
৫০৪ হাওয়া
৫০৫ স্বর্গবাস
৫০৭ পরাগ
৫০৮ হোলান
৫০৯ পুব না পশ্চিম
৫১০ শিকার
৫১১ কবিতা
৫১২ সমকাল
৫১৩ ভয়
৫১৪ দ্বন্দ্ব
৫১৫ জেগে উঠছি
৫১৭ নতুন বছর
না কবি ৫১৮
হেলায় খেলায় ৫১৯
সানোয়ারা প্রপার জন্মদিনে ৫২১
দুঃখ ৫২২
কুকুর ৫২৩
বিজয় দিনের কবিতা ৫২৪
রবীন্দ্রনাথ ৫২৬
প্রাপ্তি ৫২৭
কবি ও ক্রীতদাস ৫২৮
দেশের মধ্যে দেশ ৫২৯
উড়াউড়ি ৫৩০
দীর্ঘশ্বাস ৫৩১
ভালোবাসা ও ঘৃণাস্ত্র ৫৩২
উদারা মুদারা তারা ৫৩৩
পা ৫৩৪
মাতা ৫৩৫
ধীবরবিলাসী ৫৩৬
ছুরি-বটি ৫৩৬
আচ্ছালামু আলাইকুম! আই লাভ ইউ ৫৩৭
নীল গোলাপ ৫৩৮
তার মতো হও ৫৩৯
অংশীদার ৫৪০
গালিব ও আমার বন্ধুরা ৫৪১
ঈর্ষা ৫৪২
বৃষ্টি ৫৪৩
ভোম্বল ৫৪৪
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বদলে ৫৪৫
মানুষ ৫৪৭
মেধা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৮
হিন্দু-মুসলিম ৫৪৯
শরৎ মেঘের স্বগতোক্তি ৫৫০
অক্ষত ৫৫১
অনুধ্যান ৫৫১
পড়ন্ত বেলা ৫৫৩
বাংলাদেশ ৫৫৫
৫৫৬ শুঁড়িখানার গান

সমীরণজেঠুর বারান্দা (২০১৯)

৫৬১ সাপেক্ষ
৫৬১ বাঙালিরা আসছে
৫৬২ লড়াই
৫৬৩ পাটরানি
৫৬৪ ইন্দো-চিন সম্পর্ক
৫৬৫ আশ্রয়
৫৬৬ স্পর্শ
৫৬৬ সকল প্রশংসা কর্তার
৫৬৭ বৃষ্টি
৫৬৮ চুলে ধরেছে পাক
৫৬৯ জাতিস্মর
৫৭০ ফজল আলি আসছে
৫৭১ ভাষা মাসের ইশতেহার
৫৭৩ খুলে বলতে নেই
৫৭৪ পুরস্কার
৫৭৪ ও নববধূরা শোন
৫৭৫ ঘাস
৫৭৬ সমীরণ জেঠুর বারান্দা
৫৭৭ দুঃস্বপ্ন
৫৭৮ সেই সব যুদ্ধ
৫৭৯ বিশ্রামবার
৫৭৯ ভাগ্য
৫৮০ বেণীমাধব রায়চৌধুরী
৫৮২ বজ্রপাতের গান
৫৮৩ চোখ বন্ধের সময়
৫৮৪ দূরাগত
৫৮৫ সাগরে নগরে
৫৮৬ মিলে মিছিলে
৫৮৮ কুকুর
৫৮৯ গ্লাসের ঠোঁট
৫৯১ অমৃতের পুত্রগণ

সমানুপাতিক ৫৯২
অলীক ফুৎকার ৫৯২
আয় রে আমার কাঁচা ৫৯৩
কষ্ট ৫৯৫

বায়োস্কোপ (২০১৯)

ঈশ্বরের নাম ৫৯৯
খৃষ্টের পুনরুত্থান ৬০০
চকবাজার ৬০১
সুবীর নন্দী ৬০২
হাজার সালের প্রতিশোধ ৬০৩
মহিষাসুর ৬০৪
বান্দার কান্দা ৬০৫
দুঃখের আনন্দ ৬০৭

৬০৮ গন্তব্য
৬০৮ ফে বুবু
৬০৯ হচ্ছেটা কি
৬১০ ধূলি
৬১১ মোহনা
৬১২ নুসরাত
৬১৩ মন্ত্রিসভায় পাখিরা
৬১৪ কবিতা
৬১৫ বায়োস্কোপ
৬২২ নিদারুণ মাস ফেব্রুয়ারি
৬২৭ জীবনের গান

৬২৯ গ্রন্থপঞ্জি

৬৩২ উপলক্ষ

বল উপাখ্যান (২০০০)

বল উপাখ্যান

প্রথমে একটি গোল অথচ নিরাকার বলের মধ্য দিয়ে
গড়াতে গড়াতে আমি তোমার শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেলাম
আর সেই থেকে তুমি—
মরণকে একটি পিচ্ছিল জিহ্বার মতো বিছিয়ে রেখে
আমাকে ধরার জন্য ছুটে চলেছ, আর আমি
প্রাণ-ভোমরা একটি সিন্দুরের কৌটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে
তোমার নাগাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি
এই পলায়ন একটি খেলা
যেহেতু সমুদ্রসঙ্গমের আগেই তোমার বিছানো
পিচ্ছিল জালের সূক্ষ্ম সুতায় গেঁথে নেবে আমাকে
যেহেতু আমার তর্জনিতে জড়ানো সৌর-মণ্ডল
ঘুরতে ঘুরতে একদিন তোমার চারপাশে গড়ে তুলবে দুর্গ-পরিখা
তুমি ধরে ফেলবার আগেই
আমি সাড়ে সাতশ' কোটি নিরাকার বল
তোমার চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছি
অসহায় বাঘিনীর মতো তুমি থাবা বিস্তার করে আছ—
হায়রে আমার দুরন্ত সন্তান
একদিন ভালোবেসে তোদের করেছি সৃজন
অথচ আজ আমি পিং পং বল
আমার হাতে আছে বজ্র তুফান ভূমিকম্প
'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান'
তোমার বাতাসকে বাহন করে বজ্রের মধ্যে
আমরা তোমার গানকে ছড়িয়ে দিচ্ছি
আমরা বাতাসকে বললাম আমাদের শরীরের মধ্যে
গমন নির্গমন ছাড়াও তোমার
কিছু কাজ করা উচিত
আমরা বজ্রকে বললাম আমাদের ঘরের মধ্যে
আলো জ্বেলে দাও
গরুর পরিবর্তে আমাদের লাঙ্গলগুলি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো

শূন্যতা আমাদের বায়ুযান ভাসিয়ে নিয়ে
বোরাকের মতো ছুটে চলেছে...
এই যাত্রা একদিন শেষ এবং নিঃশেষ হয়ে
তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে
তুমি একমাত্র সন্তানের জননীর মতো
হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়বে আমার অপুষ্ট তনুর উপর
আমি বলবো, মাগো তোমার বাবা কে
তুমি বলবে, 'তুই,
আমি তোর জননেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে গড়াতে গড়াতে
বেরিয়ে এসে তোকেই করেছি ধারণ'

আমরা যখন বাতাসের কণা ছিলাম
দুই অণু হাইড্রোজেন এবং এক অণু অম্লজান ছিলাম
তখন ব্রহ্মার নাকের মধ্যে ছিল আমাদের অবাধ যাতায়াত
ব্রহ্মা তখন আমাদের মতো ছিলেন
আমরা তখন ব্রহ্মার মতো ছিলাম
ব্রহ্মা কিছুকাল মাটি ছিলেন
আমরা কিছুদিন আকাশ ছিলাম
তারপর একটি মোরগের মতো কুরুক্কুরু করে
আমরা মানুষের ঘুম ভাঙাতে থাকি এবং
একটি জবে করা শুকরের মাংস এবং রক্তের সঙ্গে
মানুষের রক্ত এবং মাংস মেশানোর কাজ
বহুকাল ধরে করে চলেছি
অথচ এই গোনাহ থেকে নাজাতের কোন পথ খোলা নেই
কেবল একটি নিরাকার বল তোমার শরীর থেকে
পৃথক হয়ে অনবরত ছুটে চলেছে...

বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী

এই বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রাত আগুন পানির রাত
ফুঁসে উঠছে দামোদর নদী
নদীর মধ্যে মহিষ
মহিষের শিং ধরে ভেসে যাচ্ছে
আদিম মেয়োসিস
উঠছে আর নামছে; নামছে আর
উঠছে; এই ভয়াল রাতে অভয়ার কাছে যেতে হবে
অভয়া আমার মা; আর দামোদর
পৃথিবীর আদিমতম নদী
তরঙ্গ নৃত্যের মধ্যে লুফে নিচ্ছে শরীর
আমি শুশুকের মতো ভেসে উঠছি
ডুবে যাচ্ছি; নদীর সমার্থক হয়ে
মহিষ ধেয়ে আসছে আমার দিকে

আমার রক্তের মধ্যে দামোদর
আমার রক্তের মধ্যে মহিষ
মাগো তুই মহিষাসুর বধের মন্ত্র শেখা
আমি তোর কাছে যাব
আমার অর্ধেকটা শরীর জলের কাছে রেখে
বাকি অর্ধেক তোকে দেব; তোর
পুঁইয়ের মাচা লাল শাক
আর আমার দামোদর নদী
নদীর মধ্যে মহিষ
মহিষের শিং ধরে ভেসে যাচ্ছে
আদিম মেয়োসিস।

গাছজীবন

আজ রাত ভোর হলে আমার গাছজীবন শেষ হয়ে যাবে
কাঠুরিয়া এসেছিল কাল রাতে, সব ঠিক হয়ে গেছে
করাত কলের শব্দে আমার রাত্রির ঘুম ভেঙে যাবে
বুকের মধ্যে তুমুল আলোড়ন, আমি শুধু মৃত্তিকার কথা ভেবে
কষ্ট পাচ্ছি; আমার নিবিড় ডালপালা একমাত্র আশ্রয় করে
একটি মা পাখি দুটো ডিম বুকে নিয়ে কী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে
তাকে কীভাবে জানাই, পাখির ভাষা গাছের ভাষা এক নয় কেন
অথচ এই বিহঙ্গ ছিল আমার জায়া—যাকে জননী বলে ডাকি
অন্তত একটা দিন আমি তার উদরে ছিলাম
নদীর ওপার থেকে কুড়িয়ে এনে গাছের শূককীট গুহ্যের দ্বার
প্রসারিত করে এইখানে করেছিল বপন, পাখি ছাড়া
আমাদের জীবনের কী মানে হতে পারে
গাছের স্বপ্ন কেবল উড়বার সাধ, মানুষ চায় গাছের জীবন
গাছ বৃত্তের মধ্যম পর্যায়, সিদ্ধার্থের ইচ্ছার সন্ততি বোধিদ্রুম
সিদ্ধার্থ গাছ হয়েছিলেন, গাছের শাখাতে বসেছিল পাখি
বল্কলের পেটে রেখেছিল হাত, সুজাতার হাত, পায়েসান্ন
নির্বাণ দিয়েছিলেন তাঁকে, করাত কলের শব্দে আমি সেই
মুক্তির আহ্বান শুনি, মুক্তি কেবল দৃশ্যের রূপান্তর!
তবু এই খোলসের মায়া আমাকে ব্যথিত করে তোলে
কাল রাতে ফিরে এসে পক্ষীমাতা তার সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে
কোথায় যাবে, গাছের বিড়ম্বনা একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকা
গাছের বিড়ম্বনা পায়ের ব্যথা, তবু মানুষের জন্য অম্লজান
তৈরির আনন্দ আছে, আমার শুষ্ক ডালের মধ্যে রয়েছে আগুন
আগুন মানে ঈশ্বর, জীবনের অক্ষ বিন্দু, হা ঈশ্বর!
পাখি আর গাছ, গাছ আর মানুষ
এই ত্রিভুজ কষ্টের মধ্যে আনন্দ কোথায়...

পুত্র ডুবে যাচ্ছে

কেনান কেনান বলে ঘুমের মধ্যে কেঁদে ওঠে নূহ
প্রভু! পুত্র ডুবে যায়

অবাধ্য! তবু সে পুত্র আমার
মানুষের পাশে থেকে করেছে বিদ্রোহ
সবাই জানে তোমার নৌকায় সে লেখায়নি নাম
তাই বলে তার ধান ডুবে যাবে!
পর্বতের গোড়ালির মতো অহংকার নিয়ে জেগে আছে
মানবসন্তান
একদিকে নবুয়ত অন্যদিকে পুত্রের মায়া
আমি পুত্রের মায়া চাই
আমার পুত্র আজ ডুবে যাচ্ছে গজবের জলে
সেই জলে আমি নৌকা চালাব
এক জোড়া মানুষের নমুনা নিয়ে!
তোমার নতুন স্বর্গগড়ার স্বপ্নে আমার কোন ভালোবাসা নেই
আমি মানুষের পিতা
মানুষ আমার ভাই
নবুয়তের লোভ দেখিও না
তোমার কিসতি থেকে নেমে যেতে একটুও দেরি হবে না

পুত্র ডুবে যাবে আর পিতা থাকবে প্রমোদ তরীতে!
সেই ভিতুদের নবী আজ গতায়ু প্রভু
আমিও জলে যাব আমার পুত্রের সাথে
আমিও থৈ থৈ আগুন পানির মধ্যে হাবুডুবু খাব
জীবন মৃত্যুর স্বাদ মেখে নেব শরীরে

তোমার কিসতি প্রভু তুমিই সামলাও...

পাদপ-প্রেয়সী

মরণকে কাঁধে করে আমরা যখন গোরস্থানের দিকে এগুতে থাকি
তার কিছুক্ষণ আগেই আমি প্রকৃত জন্মের কোলে মাথা রাখলাম
তোমাদের পায়ের নিচে মাড়িয়ে যাওয়া অসংখ্য ঘাস আর
তোমাদের পুত্রবধুদের প্রসূকালীন অশ্রুসিক্ত নয়ন
আমার জন্মের কথা ঘোষণা করছিল
প্রথমে আমি পরিত্যক্ত দেহ পচনের জন্য একটি ছত্রাক
তারপর চোলাই ও পাচনের মধ্য দিয়ে অস্থি থেকে মাংস
আলাদা করে ফেললাম
আমার দেহের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি গাছ
আমি বললাম গাছ রে তুই আমার সখা
একদিন তোর জন্য আমার বুকের ঠিক এইখানে
এইখানে ব্যথা হয়েছিল, আর তুই
তমাল শাখার মত বিছিয়েছিলি গভীর স্তন
সেই থেকে আমার বুকে জেগে আছে নীড় রচবার সাধ
আমার ব্যথার বেছন থেকে উৎসারিত হয়ে
তুই আজ পাদপ প্রেয়সী
তোর শাখায় আমি বেঁধেছি বাসা
সেই বাসায় একটি কাক পেড়েছে তিনটি ডিম
সেই ডিমের পাশে অনিদ্রায় বসে রইলাম আঠারটি রাত

নাহ্! এখন আমার ছানারা বেশ বড়
আমি তাদের চঞ্চুতে চঞ্চু রেখে
বাতাসে ডানার গন্ধ মেখে
তাদের গলবিলে দিই আহারের পোকা
মানব জন্মে আমার মা'র কাছে শিখেছিলাম এই সব রীতি
মা তুমি আজ পাখিদের মা
মা তুমি আজ বৃক্ষের মা
তোমার সন্তান আজ গর্বিত পক্ষীমাতা।

সাব এডিটর

আমি কী তোমাকে চিনি!
যখন মাঝরাতে তোমার শরীর থেকে
খুলে পড়ে কোলাহল
তখন আমাদের অটোমোবাইল
খোড়া তৈমুরের অশ্বের মত
তোমার নাভিমূলে
রাজত্বের অধিকার করে পত্তন
দিবস আর রাত্রির মধ্যযামে তোমার শরীর ছেনে
জেগে ছিল যারা
তুমি এক মন্ত্রবলে তাদের ঘুমিয়ে দিয়ে
কেবল সম্রাটের প্রতীক্ষায়
জনশূন্য শরীর বিছিয়ে জেগে আছ
আর আমি ডায়ানার ছিনালি লীজ টেলরের
নিতম্বের অসুখ অনুবাদ করে কাহ্নের মত
তোমার শরীর স্পর্শ করে খটখট ছুটে চলেছি

এ কোন নিয়তির সঙ্গে আমাকে বেঁধেছ জোকাষ্ট
নাগকন্যার মত পুচ্ছে জড়াতে জড়াতে
তার চক্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছ
তোমার আঁশটে শরীরে গলে পড়ছে চাঁদের মোম
আঠালো পদার্থে আটকে যাচ্ছে আমার পা
মাথার ওপর উড়ছে সাড়ে সাত'শ শকুন, তবু
তোমাকে পরিত্যাগ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা ভাবি আমি

যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম
শরীরকে দু'ভাগ করে গোপনাঙ্গের মত
একটা নদী
আমাদের শৈশব করেছিল ধারণ
সেই নদীতে মুখ ধুয়ে চুল বাঁধত দেও কুমারী
জলের অভাবে কুমারীরা ধেয়ে আসছে তোমার দিকে
তুমি তাদের নীল দংশনে ঘুমিয়ে রেখে
কী মরণ খেলায় মেতেছ আমার সাথে
এই অসুখ এই রাত্রি
এক ঝাঁক কাকের কা কা ডেকে ওঠার আগে
আমার কোন পরিত্রাণ নেই
এখন আমার বিছানার ডানপাশে ঘুমায় কে বা
দরোজায় কড়া নাড়লেই একটি বিড়াল
সন্তর্পণে কার্নিশ বেয়ে উঠে আসে রোজ
আমি তার পরিত্যাক্ত লোমে ঘামের গন্ধে
দেহ রেখে তোমার পীড়নের ক্লান্তি ভুলি
আমাকে ঘুমিয়ে রেখে আবার কোলাহল তুলে নাও তুমি।

বনসাই

একে তুমি ভালোবাসা বলো
তোমার ভালোবাসার বিশাল হা এখনও
ধেয়ে আসছে আমার দিকে আর
আমি পশ্চাৎ হাঁটছি
পশ্চাৎ হেঁটে হেঁটে
পাইথনের গুহার মধ্যে পতিত হচ্ছি
দ্রুত নিচে নামছি
নিদান চিৎকারে বন্ধুদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি হাত
তবু তোমার ওই তৃষিত চোখ অজগরের নিঃশ্বাসের মতো
আমাকে টেনে নিচ্ছে
তুমি তাড়া করছ আমাকে এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে কবিতা
আমি ছুটছি আমি ছুটছি লোকালয় থেকে লোকান্তরে
লোকে বলছে কবিতা তাড়িত যুবক
সম্ভবনাময় নষ্ট যুবক
তাহলে কি তুমি বেশ্যার সমান্তরালে হেঁটে যাও
আমাকে এমন অসহায় বিব্রত করে এ কেমন আনন্দ তোমার
অথচ তুমি বলছ, তুমি নাকি আমার শৈশব থেকে

আমার জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে বেড়ে উঠেছ
আমার পতনে তাই তোমার মুক্তি
কিন্তু আমি জানি-সুদূর শৈশব থেকে আমার বর্ধিষ্ণু প্লাজমালেমা
তোমার মেয়োসিসের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ
আমার ত্রাণ নেই আমার পরিত্রাণ নেই
যমুনার ওপার থেকে পালিয়ে এসেছে যে যুবক
তুমি তার কতখানি জান
আমার কাছে তোমার কোন স্মৃতি নেই বিস্মৃতি নেই
তুমি অতীত ও ভবিষ্যৎহীন জন্মরহিত
তবু তুমি ষোলশ' গোপিনীর মুখের অবয়ব নিয়ে
রাধার মতো আমাকে তাড়া করছ কবিতা
আমি ছুটছি আমি ছুটছি মানব থেকে মানবেতরে

১নং রাজউকের অন্ধকার সেরে
আমি যখন বেড়িয়ে পড়ি রাস্তায়
তুমি তখন নগর নটীর সঙ্গে হেঁটে আস আমার দিকে
আমি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকি আমি পালাতে থাকি
তবু তোমাকে পীড়নের একটি মহৎ চিন্তা
আমার মস্তিষ্কে খেলতে থাকে
তোমার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হবার আগেই
তোমার সঙ্গে ঘনীভূত হবার আগেই
১৩৭ বাগান বাড়ির কোন এক বন্ধ দরোজার কপাট খুলে যায়
তুমি কপাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকো
এইভাবে তোমার দিন কাটে-প্রতিদিন কাটে
আমার শয়নকক্ষে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না তোমার
তবু বারান্দার কোন এক টবের মধ্যে
বনসাই হয়ে
হনন বিরোধী হয়ে
তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে বেঁচে আছ কবিতা
আমি তোমার রেণুর মধ্যে জেগে আছি।

অব্যক্ত কান্নার গান

তোমরা কী সব কথা বলো!
আমার জানতে ইচ্ছে করে
তোমরা বলতে বলতে হাসো
হাসতে হাসতে পরস্পর কোলের পরে ঢলে পড়
তোমরা কী সব কথা বলো!
আমার কেবল জলপরী আর আকাশপরীর কথা মনে পড়ে
শুনেছি জোছনায় ভিজে ভিজে আকাশের পথে উড়ে আসে তারা
আসতে আসতে নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলে
কী সব কথা বলে তারা
জলের ঘাটলায় এসে খুলে ফেলে নিভাঁজ পোশাক
শুরু হয় ঝাপাই খেলা
তোমরাও খেল নাকি
একবার কোন এক ফাজিল যুবক নাকি করেছিল চুরি
পরীদের পরিত্যক্ত পোশাক
বুকের লজ্জা নিয়ে নিতম্বের লজ্জা নিয়ে তাই
জলের অপ্সরী রয়ে গেল জলে
আকাশপরীও উড়ল না আকাশে
এখনও রাত এলে জোছনায়
তাদের নগ্ন দেহের নৃত্যের ভাঁজে
কেঁপে ওঠে পুকুরের জল
দিন এলে পরীদের শব শাপলা হয়ে ফোটে
তোমরা কি সেই পরী-পুকুরের কথা বলো
বলতে বলতে হাস
হাসতে হাসতে কেঁদে ওঠো মানবিক ব্যথায়
আমার তো মনে হয় না তোমাদের সেই ব্যথা
কোনোদিন জানা হবে আমার!

অলৌকিক বেদনা

ভালোবাসা এক আশ্চর্য বাড়ির নাম
সুনসান নিঝুম দুপুর
একাকী প্রান্তরে হেঁটে এসে অসুখী কিশোর
নুনের বেচন বোনে চৈত্রের বাতাসে
বায়ুর কুণ্ডলী ভেদ করে আরবি দৈত্য
বলে কি কখনও কি চাহ বালক
ভালোবাসা এক ঘরহীন ঘরের নাম

থেয়ানেস পাদদেশে লেয়াসের পুত্র দেখ
হামাগুড়ি দেয়, 'স্বামী সে যে আপন মাতার'
ভালোবাসা এক রূপহীন রূপের শরীর

রিমঝিম রিমঝিম আকাশ শাওয়ার...
রাধার রাত্রি আসে তমালের ডালে
জলের নূপুর বেয়ে নামল কার কোমল পদতল
শ্রুতির ভূভাগ জুড়ে কিঙ্কিনি বোল
আয় আয় ডাক দেয় পারস্য দুলালী
অতনু অধর ধরে মনসুর হাল্লাজ
কেবলই সুধান সুহৃদ আমিও নই কি তোমারই মতন
ঝুটবাত বলি যদি হইও তুমি গোয়ালিনী রাধা
ভালোবাসা এক অলৌকিক বেদনার নাম।

মজনুর কাছে প্রার্থনা

এই যে এখানে আমি দাঁড়িয়েছি, মজনু
তোমার রিক্ততা আমাকে দাও
আমি তো ছেড়েছি এক পোয়া আটার অভাব
আমার পায়ের কাছে অযুত সিংহাসন
দেখ মনের দরজা বন্ধ করেছে হোমোস্যাপিয়ানস
জানু পেতে বসেছে পরমাণুর কাছে
আমাকে দেখে হাসি গোপন করে হাজার জিল্ট
লাইলিকে দিয়েছি নির্বাসন
আমি মানুষের আবাস ছেড়ে এই বৃক্ষের অরণ্যে
সারারাত আকাশ পাঠায় নক্ষত্র
সমুদ্র বয়ে আনে লবনাক্ত পানির পাতাল
তবু কি মিটবে বলো এ মরুর পিপাসা
তাই দৃষ্টিকে উপড়ে ফেলেছি, রহিত করেছি
সত্ত্বার অহং, অন্তরে আজ
লাইলিকে করেছি ধারণ, সারাক্ষণ দ্রব
সেই অদৃশ্য নামের জিকিরে
এই যে এখানে আমি দাঁড়িয়েছি, মজনু
তোমার রিক্ততা আমকে দাও
আমি তো ছেড়েছি এক পোয়া আটার অভাব
আমার পায়ের কাছে অযুত সিংহাসন।

মধ্যাহ্নভোজ

অশ্বত্থের তলে আবার নড়ে উঠলেন গৌতম
অহিংসবাদি জনক; শতকোটি মানুষ দেখলো
দেখলো চীনের জনতা
একজন অশীতিপর বৃদ্ধ পাইনের মতো
ঋজু হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে
দূরত্ব কমালেন ইয়াংসির
বোধি! এ কিসের নদী
এ কী অশোকের ভ্রাতৃঘাতি রক্তের নদী
এখন সুখের সময় নয়
দ্রুত পৌঁছে গেলেন হোয়াংহোর মোহনার কাছে
না উজান স্রোতে লাগেনি রক্তের রঙ
সাবধানে গৈরিক কৌপীন খুলে
সর্বাঙ্গ প্রক্ষালণ করে স্নাপিত
উঠে এলেন যুবক ওয়াং উইলিন
তখন তিয়ানমেন চত্বর পেয়ে গেছে রক্তের নুন
দেং পেং চড়িয়েছে রান্না
কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে সমতার মধ্যাহ্নভোজ
তাই নুন আর মাংসের খোঁজে
পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহরে
মাতাল ছুটে আসছে আদিম ট্যাংকের বহর
শুচিস্নাত বুদ্ধের অবতার ওয়াং উইলিন
ধীর প্রশান্ত বদনে দাঁড়ালেন ট্যাংকের সম্মুখ
‘তোমরা ফিরে যাও
আমার লোককে হত্যা করো না।’
কয়জন মানুষ কী করে বেঁধে রাখে সম্পূর্ণ মানুষ
মানুষের জবান পদক্ষেপের দূরত্ব প্রার্থনার শ্লোক
মুহূর্তে থেমে গেল ধাতব ট্যাংক
যান্ত্রিক সভ্যতার পারমানবিক হৃদয়
অবশেষে শয়তান পরাজিত হয় না জেনে
চর্যার মুষিক এসে কেটে দিল
অবশিষ্ট মানবিক তন্ত্রী
শ্রমিক শুদ্ধোদনের পুত্র!
তুমি ধৃত হলে মহাস্থবির
আসন্ন ভোজের টেবিলে তোমার মাংসের কিমা
শ্যামপেন হুইস্কি বণ্টনের সমতা নিয়ে
পলিটব্যুরো তুলল অসম্ভব ঝড়...

জাতক

তোমাদের তো আগেই বলেছি, তখন আমি ছিলাম একটি পুঁচকে খরগোশ
আমার কান দু'টি কেবলই খাড়া হয়ে উঠছিল, আর
পেছনের পা মাটিতে সমান্তরাল রেখে আমার মা
শেখাচ্ছিলেন ছুটে চলার কৌশল
খরগোশদের সামনের পা ছোট হয় বলে তখন আমার কী যে আক্ষেপ
মা বলতেন মানুষের তো দু'টি পা-ই নেই
ওদের বাচ্চারা দু'পায়েই দেখ কেমন লাফিয়ে চলে
তারপর একদিন একটি শেয়াল সত্যিই আমাকে
তাড়াতে তাড়াতে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে
একটি বেগুন ক্ষেত পার করে দিল

আমার পায়ের যন্ত্রণা মাংসের স্বাদ
সে সব এখন আর মনে নেই
কেবল মনে আছে
ঘাসের নরম ডগা নিয়ে ফিরে আসতেন মা, আর
মাটির বিছানায় শুয়ে আমার সহোদর মায়ের উদোরে
আদর ঘষে খুটে খেত ঘাসের ডগা।

বাবা

আমার বাবা বড় শক্ত ধাতের মানুষ ছিলেন
পাঞ্জাবিটার বোতাম খুললেই অবাক হয়ে দেখেছি ওই শরীর
কখন বাবা উদোম করেন শরীর
যখন আমার বাবা তিনি শ্বেতশ্মশ্রু কান্তিমান বৃদ্ধ তখন
সারাক্ষণই দ্রব থাকেন অদৃশ্যের নাম জিকিরে
ভয় বলে আর হয় না বলে শব্দ দু'টি অজানা তার চিরদিনের
মোগলরাজের শেষ সীমানায় পা রেখেছেন
ইংরেজের রেজিমেন্টে নাম লিখেছেন
ভারত ভাঙার আন্দোলনে সামনে ছিলেন
বাংলাদেশের স্বপ্ন সে যে তারচে আর
বেশি করে কে দেখেছেন
বাবা বড় শক্ত ধাতের মানুষ ছিলেন

মা বলে সে নরম ছিল
পিঠের পরে কাল গোখরার খড়ম ছিল
আমার মা'র কাছে সে নরম ছিল
হানাদারের আঘাত সয়ে ভাইয়া যখন চলে গেলেন
বাড়ির সবাই কাল বোশেখি ঝড়ের মতো
দমকা দমকা মূর্ছাহত
বাবা তখন আদর করে ভাইয়ার গালে চুমু খেলেন
কত দিনই ঝড় বয়েছে
                    ঘর ভেঙেছে
উতাল করা ঝড়ের মুখে আমরা তখন হাবুডুবু
দিকভ্রান্ত নাবিক তখন দক্ষপেশী হাল ধরেছে
মুচকি হেসে বলতো খোকা ভয়টা কিসের?
জীবনটা যে অজানারে মৃত্যু ছাড়া
মৃত্যু দিয়েই জীবনটাকে জয় করা যায়
আজো যখন ঝড়ের মুখে উড়তে থাকি
ভাসতে থাকি প্রচলিত স্রোতের সুখে
                    প্রতিবাদে দাঁড়াইনিকো

বলি আমার শক্তি কোথায়?
হঠাৎ তখন মনে পড়ে শ্বেতশ্মশ্রু কান্তিমান বৃদ্ধটাকে
ধন্দ জাগে তিনি আমার পিতা কিনা
না কোনো এক কাপুরুষের জারজ আমি
তা না হলে প্রতিবাদে হয় না মুখর
আদায় করে নেয় না কেন ন্যায্য হিস্যা।

স্টক এক্সচেঞ্জ

কবি গেছে শেয়ার মার্কেটে
আর আমি নীলকান্তের পোষা কুকুরের মতো
                    অভ্যাস বশে
নদীর কিনার ঘেষে কেবলই তোমাকে খুঁজি
একটি উদ্‌বিড়াল একটি মাছরাঙা আর আমি
                    চাঁদে পাওয়া মানুষ
কাগজ কিনবে খুব লাভ নাকি ভাই?
রবীন্দ্র সঙ্গীতের দশটি আছে
অগ্নিবীণা প্রাইভেট লিমিটেড
দাশ দত্ত এবং বোস কোম্পানিরও দু'একটি
                    পাওয়া যেতে পারে
এই কাগজ আমার বুক পকেটে করাঙ্গুলে
                    চেপে ধরে
আমি খাঁ খাঁ রোদ্দুরে ছুটে চলেছি
রৌদ্রের সাত রং বিশ্লিষ্ট হয়ে
বেগুনি নীল কমলা হলুদ
অবশেষে সরিষার ফুল
পরাগ মাখতে কার না ভালো লাগে
আমার নাক চোয়াল আর চিবুকে
          সরিষার পরাগ
ক'দিনেই বাজার এমন ওলোট-পালট

চড়া হয়ে গেল
টাগোর কোম্পানির বদলে বেক্সিকো ফিস
রূপসী বাংলার পরিবর্তে এক্সে ফুড
আর তোমার পরিবর্তে মুন্নু সিরামিক
এমন ডকইন কোম্পানির বড়কর্তা সেজে
ধানের শীষের ওপর শিশির বিন্দু দেখে
কেবল আমিই তোমার কোম্পানির দিকে
হেঁটে চলেছি।

গানের শরীর

এ কোন সঙ্গীত বেজে উঠছে আমার শরীরে
এক মহাসমুদ্রের পার থেকে অন্য মহাসমুদ্রে
কূল থেকে উপকূলে আছড়ে পড়ছে সেই সুর
বাতাসকে বাহন করে আমি সেই গান
লোকালয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি
চন্দ্র বলে রাত্রি তিন প্রহর থামাও তোমার গান
আমাকে একটু ঘুমুতে দাও ভাই
আমি বলি অলস বুড়ি সারারাত ঘুমাও
আর আমি রাত্রি জেগে সূর্যকে জ্বালাতে থাকি
বাষ্পের মধ্যে আলো এবং তাপ সঞ্চার করি
ভোর হবার আগেই একটি গনগনে চুলা
মানুষের সামনে ভোরের প্রাতঃরাশের মত মেলে ধরি
তারপর গরুগুলোর গা ধুইয়ে একটি পান চিবুতে চিবুতে
রাতের বল-নাচের জন্য প্রস্তুত হই
নৃত্যের ফাঁকে একটি মানব কন্যা আমাকে
জড়িয়ে ধরে জানতে চায়
মানুষের শরীরে গান বাজে কিনা
অমনি সে গানের শরীর হয়ে
অনবরত বাজতে থাকে।

রাতের সন্ত্রাস

এই জ্যোৎস্না রাতের সন্ত্রাস
বিধবার স্তনের মত ঝুলে আছে রাতের বক্ষে
ধূসর শাড়ির আড়ালে ঢেকে আছে সুকুমার নক্ষত্র
কুমারী গর্ভ সঞ্চয় করে চাঁদ
দ্রাক্ষাগ্রথিত অবয়ব পাঁশুটে হয়ে আসে
প্রকৃতির অনবরত রক্তক্ষরণে
তখন আমাদের পৃথিবীতে নেমে আসে
কবরের নিস্তব্ধতা
বুকের কাছে মেতে ওঠে শেয়াল
হৃৎপিণ্ডের সন্ধানে
আমি তখন ডুবতে থাকি
বরফের মত হীম হয়ে আসে রক্তের উষ্ণতা
আরশের পায়া ধরে ঝুলতে থাকে
দাদীমার পৌরাণিক দৈত্য
কিছুতেই চোখ মেলতে পারি না
ধবল জ্যোৎস্নার সন্ত্রাসে
সারারাত ভীতত্রস্ত নাবিকের মতো
স্মৃতির প্লেট থেকে মুছে ফেলি পথের সীমানা
এক নিঝুম নির্জনতা গ্রাস করে
অসহিষ্ণু অতলান্তে
এই জ্যোৎস্না রাতের বিমারী
মহামড়ক শেষে পৃথিবীর নির্জন বসতি
এই জ্যোৎস্না বয়ে আনে স্মৃতির উৎকট গন্ধ
রাতের ক্ষুধা রক্তাক্ত করে বুকের কলিজা
নিষ্প্রভ চাঁদের জোয়ারে প্রার্থনা
জ্যোৎস্নার অবসান চাই
রাত্রি আসুক দীপ্তমান তারার তিমির
নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যে পথ খুঁজে চলি।

মকরাক্ষ

ফেরে না যুবক যেন ভগ্নদূত মৃতপ্রায়
প্রত্যহ অন্ধকারের ক্রীড়া
সোডিয়াম নিয়নের আলো রঙিন ফোয়ারা
নগর তিমির খোঁজে তারে
চরের বালিতে ঢাকা তরমুজের মসৃন
শরীরের ঋদ্ধ সমাহারে
অবাধ্য বালক আজ মায়ের আঁচল তলে
ঢেকেছে বালসুলভ ব্রীড়া
অথচ পায়ের নিচে বিশাল চর তখন
ধাবমান ইলিশের পিঠ
মাস্তুলে বাদাম তুলে কেবলই সরে যায়
সে যে তোমাদের লোক বঁধু
মানুষের বিভাজন নরের শ্রেণিবিন্যাস
বিভক্তি বিষয় নিয়ে শুধু
বানরের হাড় আর লিনিয়াস শ্রেণিতত্ত্ব
সুকৌশলে মননের গিট
জগৎশেঠের মুদ্রার চিহ্ন সব মুছে ফেলে
ফলবান মানুষের মতো
বৃক্ষের পল্লব ডালপালা মেলে দাঁড়িয়েছি
আমার বিস্তৃত অশ্বত্থের
তলে রাখাল বালক আর শাক্য যুবরাজ
কিংবা বোধি ফিরে আসে ফের
পৃথিবী ধ্বংসের আগে সমস্ত সঞ্চিত ধন
আমার দু'করতলগত
ও ধরণী ও মৃত্তিকা স্বর্ণমৃগের প্রচ্ছায়ে
আমার দৃষ্টির অন্ধকার
দ্রাঘিমার বিপরীত ধাবিত হলে কোথায়
সাক্ষাতে দাঁড়াব বল আর।

অবর সম্পাদকের বৈবাহিক জীবন

তার স্বামীর ঘুম
প্রেম আর রাত্রির ভালোবাসা লেগে আছে
মায়া লাগে এই কথা ভেবে, বিতৃষ্ণা
হাতের মুঠোয় পেতে চায় সপত্নীর চুলের গোছা
টেবিলে ছড়ানো থাকে, প্রেস কনফারেন্স
পরকীয়া কামনায় মজে প্রাক্তন প্রেমিকের হাত ধরে
চলে গেছে তিরিশোত্তর রমণী।
এখন কোথায় তিনি, রবীন্দ্রনাথের সকল প্রেম
একাকী দিয়েছিলেন তাকে, যদিও
প্রেম আর রমণের তফাত ভুলে আজ
রাত্রির বিনিদ্র প্রহর গোনে কামনার জ্বরে
সুখ! কে তবে দিয়েছিল নাম
ক্ষুধা কাম আর রমণের হাতে
তবু প্রতিদিন দর্শন সমাজতত্ত্ব
বিচিত্র পোশাকের মতো মানিয়েছে ভালো।

শরীর ক্লান্ত হলে চৌষট্টি পাঁখুড়ি মেলে
শুরু হয় ডোম্বির নৃত্য
আমরা তার নাচের মুদ্রা
বিভিন্ন নাম আর ভঙ্গিমা ধরে কিছু সময়
মঞ্চের শরীরে কম্পন তুলে চলে যাই
তবু কিছুকাল মুদ্রা সাজানোর কষ্ট আমাদের
ব্যতিব্যস্ত করে।

বাতাসের ঘূর্ণাবর্ত ও গুরুপদ

আমি তো আর তোমাদের সব কথা বলি না
এই যে এখন তোমরা যারা পান্ডাগার্ডেনে কফি খাচ্ছ
তাদের কেউ কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে রেখেছ তরবারি
আবার কারো বুকে এক জোড়া হত্যার আকাঙ্ক্ষা
পীনস্ফীত হয়ে উঠছে, যদিও
গত রাতে তোমাদের সফল সঙ্গমের স্মৃতি
আমি ভুলিয়ে দিয়েছি, তবু
তুমি দেখতে কিংবা অনুমান করতে পার না
কারণ, তোমার জ্ঞান ভাঙা চিত্রকল্পের মধ্যে আবদ্ধ
হেনা নামের যে মেয়েটিকে তুমি ভালোবাসার কথা
বলেছিলে, ভালোবাসা আর কামনার
অর্থ তুমি বুঝতে শেখনি
আজ এখন এই মুহূর্তে তার স্বামীর কিস্তিতে কেনা
গাড়িসহ বংশির রেলিং ভেঙে
নিচে পড়ে যাচ্ছে!
নিচে পড়ে যাচ্ছে!!
কেন এমন হয়?
তাহলে কি আমাদের বসবাস মুষিকের গর্তে
যেখানে মৃতজন হারিয়েছে তাদের অস্থি
অথচ, তোমরা বল, আমি কিছুই বুঝি না
কিংবা এত কম বুঝি!
ইঁদুর দৌড়ে আমি বরাবরই বিড়ালের মুখের কাছে
চলে আসি

তবু তোমাদের আলাদা কিছু দেখাব আমি

যদিও তোমার শোক কথনে হেনাকে পাওয়া যাবে না
'হে পার্থ, প্রত্যহ প্রাণীগণের মৃত্যু হচ্ছে; তবু
অবশিষ্টেরা চিরকাল বাঁচতে চায়
এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে'
এই সব কথা পৃথিবীতে কোন কোন কবি আগেও বলেছেন

সম্প্রতি আমাকে দিয়ে আবারও তা বলানো হচ্ছে
অথচ আমি তোমার বাবার পাশেই বসে থাকি
অগ্রজ ইতিহাসকারের প্রতি তার অসম্ভব শ্রদ্ধা
মুখে মুখে ফেরে তার অসংখ্য শ্লোক
ঠিক ততোধিক অবজ্ঞা ছুঁড়ে দেন আমার প্রতি
অথচ একদিন তোমার প্রিয় কবি হয়ে উঠব আমি
আর তুমি ভবিষ্যতের কবির প্রতি ছুঁড়ে দেবে
বাবার স্বভাব।

পাদটীকা: গুরুপদ আমাদের সহকর্মী কিছুকাল আগে মারা গেছে
সে এখন ভিনদেশী শব্দের মানে, বঞ্চিত বিশ্বাস, আর
লাভ ক্ষতির হিসাব ভুলে গেছে
আমাদের পরিচিত বাতাস
গোপনে সংগ্রহ করছে তার দেহভস্ম; পুড়ছে আর উড়ছে
এই ভাবে বাতাসের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল
তার বার্ধক্য আর তারুণ্যের সকল পর্যায়
কাটা কিংবা অকাটা
তোমরা যারা অনুবাদের টেবিল জুড়ে গভীর আগ্রহে
অবলোকন কর শব্দের মানে
বিশেষ করে গুরুপদের কথা মনে রেখ
সেও তোমাদের মত দক্ষ ঈর্ষাকাতর
ও অনুবাদক ছিল।

প্রমিথিউস

আমরা ছিলাম কবিতাতান্ত্রিক পরিবারের সন্তান
জলের যোনি থেকে উৎপন্ন হলেও
ক্যাসিওপিয়া আমার মা
ভূমিতে বিচরণশীল প্রাণীদের মধ্যে মানুষকেই
প্রথম বেছে নিয়েছিলাম
তখন হিমযুগ
পৃথিবীতে দারুণ শীত
মানুষ মাংসের ব্যবহার শেখেনি
সোনা মাছ তেরচা মাছ আর কাঁচা মাছ মাংস দিয়ে
উদর আর নাভিমূল পুড়িয়ে
মানুষ আজ যাকে সভ্যতা জানে
তার নাম আগুন
আমরা বাহাত্তর হাজার কোটি আলোকবর্ষ পেরিয়ে
যে অগ্নিতে সংস্থাপিত ঈশ্বর
যে আগুনে পুড়েছিল তুর
আমরা আমাদের সন্তানকে সেই আগুন চুরির
কৌশল শিখিয়েছিলাম
তিমির তেল থেকে নারী এস্কিমো এখনও যেভাবে
ধরে রাখে পিলসুজ
শরীরে শরীর ঘষে যে আগুন
সেসব তো অনেক পরের ঘটনা
আমরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর
ঈশ্বরের মধ্যে শয়তান
এবং শয়তানের মধ্যে যুক্তির
অবতারণা করেছি
হে বিশ্বকর্মা স্বয়ম্ভূ সেদিনের কথা স্মরণ কর
অলিম্পাস থেকে নেমে আসেন জিউস
হংসির উপর দেবতার আপতনকেও
আমরা লিপিবদ্ধ করেছি
তারপর একটি আগুাকে দু'ভাগ করে নিয়ে এসেছি
যুদ্ধের মোহন শরীর
মাংসের জন্য মানুষের যুদ্ধ
মাছের জন্য মানুষের যুদ্ধ
তার শরীরে আঁশ গন্ধ ছিল
আমরা শব্দকে কালো সুতা দিয়ে
তসবির দানার মতো গেঁথে তুলেছি
শব্দ মানে শব্দ-ব্রহ্ম সৃজন এবং ছেদন
যার একটি বৃহৎ রশি মানুষকে বাঁধতে বাঁধতে
গুহাঙ্কিত চিত্রলিপির মধ্যে পতিত হয়েছে
যখন বৃষ্টি ছিল
রামগিরি পর্বত ছিল
নির্বাসন দণ্ড ছিল
কেবল ছিল না যক্ষের সর্বভুক বেদনার রূপ
আমরা জানতাম পাখির বিষ্ঠাপতনের শব্দ
মানুষকে আহ্লাদিত করে না
মাংস এবং গুহ্যের অধিক কিছু আবিষ্কার
করেছেন কবি।

অন্ধকার

সব পথ এক পথ হয়ে অন্ধকার রাত্রিতে গেছে মিশে
অন্ধকার এক সর্বগ্রাসী পথের নাম; যে পথ চলে গেছে সমুদ্রের দিকে
নীল জলের তুমুল আলোড়ন আমাকে ডাকে
আমি জলের নূপুর পরে তাতা থৈথৈ অন্ধকারের
যোনির দিকে এগুতে থাকি জানি, আজ আলো সব ভালো নয়,
আলো শ্রেণি-বৈষম্যের প্রতীক

আলোর শরীর ধবল কুষ্ঠ, আলোর শরীর কৃষ্ণময়
আলোর মধ্যে অনেক পথ ও মতের সংঘাত
আমার পশ্চিম ডুবে গেছে অন্ধকারে, আমার বকুলতলায় কালো পাইথন

ভুলে গেছি সিনাগগ কোন দিকে ছিল
অভ্যাসবশত কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করে অক্ষবিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে থাকি
এইভাবে কতকাল দাঁড়িয়ে আছি বোধিকল্পদ্রুম
অন্ধকারের শিকড় আমাকে আঁকড়ে ধরেছে কেমন
মোসেজের ঈশ্বর ছিলেন আলোর প্রতীক আর
আমার কাছে ঈশ্বর এসেছেন অন্ধকারের কালো বিন্দুর মতো
আমাকে না হয় অন্ধকার নবী বলেই ডাকো।

কসোভো আমার বাংলাদেশ

আমাদের ঘর ছিল অথচ আশ্রয় ছিল না
আমাদের মসজিদ ও গির্জাগুলো দখল নিয়েছে হিমশীতল গ্রানাডা
খোলা আকাশের নিচে শিশুরা একটি পিপিং ব্যাগের জন্য প্রার্থনায় বসেছে
(যদিও ইয়াঙ্কি ব্যাগ আমাদের জন্য নিরাপদ নয়)
রাতের খাবার তৈরি হচ্ছে মেসিডোনিয়ার শরণার্থী শিবিরে
মিলোসেভিচের খাদ্যের তালিকায় রয়েছে
আমার স্ত্রী ও কলেজগামী দুই পুত্র আর
প্রিয়কন্যা আকুলিনা বন্দি যুগোশ্লাভ কনসেন্টেশন ক্যাম্পে

সার্ব তুমি আজ গোষ্ঠীতন্ত্র তুমি কুৎসিত, তুমি ফ্যাসিস্ট
মানুষের বিরুদ্ধে তোমার অবস্থান
অথচ তোমাকে আমি ভাই বলে ভেবেছিলাম
তোমার বুকের মধ্যে আমার বুক
তোমার আত্মাকে আমি মানুষের আত্মা বলে জানতাম
কিন্তু আত্মার বদলে সেখানে ছিল একটি টাইম বোমা
মানুষকে তুমি লীগ কিংবা পার্টি ভাবো
মানুষ তোমার কাছে ধর্ম এবং সংখ্যাবাচক
এই গ্রীষ্মে ঢাকার রাজপথ রক্তে ভেজে ইতিহাসের পাতা
তুমি ভাষা থেকে মানচিত্র কিংবা মানচিত্র থেকে
ভাষা আলাদা করতে পার না

যখন তুমি ভাষার কথা বলো কিংবা কেবল ধর্ম কিংবা মানচিত্র
তখন তুমি স্বার্থবাদী জাতীয়তাবাদী মিলোসেভিচ

মিলোসেভিচ তুমি মহিষাসুর তুমি কংস
তুমি ফারাও ও পিলাত
যিশুর আশীর্বাদ তোমার জন্য নয়
আমাদের মা রণরঙ্গিণী মহিষমর্দিনী উমা দশভুজা
দশদিক থেকে ধেয়ে আসুক তোমার দিকে
তোকে বধ করা ঈশ্বরের কর্তব্য!

পহেলা ভাদ্র

রাত ১২টা ৩৫ মিনিট
বোয়িং সাত'শ সাত বিমানটি ছেড়ে গেল
পৃথিবীর মাটি
নিউজার্সি কতদূর হবে?
এখন বাতাসে স্থিত আমাদের ভীইকল
শূন্যতা বিদীর্ণ করে অবিরাম ছুটছে
আমরা যারা মাটির মেয়োসিস ভেদ করে
উৎপন্ন হয়েছিলাম
পেয়েছিলাম ব্যাধের জীবন
সেই শাপভ্রষ্ট কালকেতু আজ স্বর্গারোহণ করছে
আসলে কোনটি আমার দেশ
গতকালের টেলিভিশন ঘোষিকা তিনিও
আমাদের সাথে আছেন
তাছাড়া টেকো মাথার উপস্থাপক
যার বাম চোখ কোন কিছু দেখবার জন্য অপ্রশস্ত
হাতের আঙ্গুল শূন্যতায় বাড়িয়ে দিয়ে বলে
এই দেখ আমাদের দেশ

শূন্যতা আরও অসংখ্য শূন্যতায় বিভাজিত হয়ে

কেবল জিজ্ঞাস্যের পবন একটি বিশেষ চিহ্নের মতো
ফুঁসে উঠছে ভ্যাকুয়াম
আর পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাকার বিন্দুর মতো
আমার দৃশ্যেন্দ্রীয় অতিক্রম করে যাচ্ছে
তাহলে নিউজার্সিই আমাদের দেশ!
সাতটি ধবল স্তম্ভ ছেড়ে
মানবপুত্র তোমাদের সকলকেই একদিন
যেতে হবে অগস্ত্যয়
যে নদীর মধ্যে তোমার স্বপ্ন
বৃহদাকার মহিষের শিং ধরে দ্রষ্টব্য করেছিল ধারণ
সেই নদী আজ অক্ষৌহিণী কুজ্ঝটিকার মধ্যে
নখদন্তহীন বকরির মতো
আমার স্মৃতিতে অবিরাম ডেকে চলেছে
আমি আজ এসাইলাম চেয়ে
'গাছ কেটে ফেল বন উজাড় করে দাও
নেতা বলেছেন'
আমি তো বৃক্ষ ছিলাম
আমার বুকের মধ্যে একটি ঘুঘু পাখি
তাইরেসিয়াসের চোখের মতো দু'টি ডিম
পেড়ে রেখেছে
অথচ আজ রাতে আমাদের বায়ুযান
আকাশ গঙ্গায় ভেসে ভেসে
নক্ষত্রের পালে বাতাস লাগিয়ে
গ্যালাক্সি মধ্যে দিয়ে অসংখ্য ব্ল্যাকহোল
পেরিয়ে যাচ্ছে
হে পয়গম্বর বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী
তোমরা যারা খাদ্য এবং সঙ্গমের ভয়ে সন্ত্রস্ত
মনে রেখ, এই শূন্যতা থেকে তোমরা
উৎপন্ন হয়েছ, এই শূন্যতায়
তোমাদের বিলীন, আবার শূন্যতায়
পুনর্জীবন দেয়া হবে।

আমার সহযাত্রী ভাই ও বন্ধুরা,
যদিও নারী পুরুষের পার্থক্যসূচক
লিঙ্গরেখা অনুপস্থিত এখানে
তবু মিলনের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষা
আমাদের শূন্যতায় টেনে নিচ্ছে
আমার চঞ্চুর মধ্যে যে বালক অস্তিত্ব
করেছে ধারণ
একদিন কচ্ছপের ডিম ভেবে আমি যাকে
করেছি আহার
আজ তার প্রভেদ ভুলে হয়ে গেছি কচ্ছপের ডিম।

কেবল অসংখ্য অম্লজান উদ্‌যানে
বিভাজিত হয়ে
পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ছুটছি
আর আমরা যাদের পুত্রকন্যা ভেবেছি
এমন কি আমার স্ত্রীও
সঙ্গম ও সঙ্গমহীনতা ছাড়া
কী এমন পার্থক্য ছিল আমাদের
যে মাটি থেকে উৎপন্ন আমি সেই
মাটিতেই বপন করেছি আমার বীজাণু
বধূ কন্যা জননী
স্বামী থেকে স্বামী
পুত্র থেকে পুত্র
আজ আমি এবং আমরা একই আর্থবোধক
আমরা একটি আবরণের ছদ্মবেশ ধরে
নিজেরা বিভিন্ন নাম এবং লিঙ্গে বিভক্ত
হয়েছিলাম
সেই শরীর আজ বহু ব্যবহৃত জীর্ণ
পোশাকের মত খুলে রেখে
আপন ভূমির দিকে ফিরে যাচ্ছি
পশ্চাতে পড়ে আছে এমন অসংখ্য গার্মেন্টস
যার চাকচিক্য একটি নতুন পোশাকের মতো
আমাদের পাবার আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করেছিল

সেই আকাঙ্ক্ষার অনলে জ্বলতে জ্বলতে
কখনও আমাদের বরাদ্দ পোশাকের চেয়ে
অতিরিক্ত করেছি ব্যবহার
আজ আমাদের সঙ্গে কোন পোশাক নেই
বলাৎকারের আকাঙ্ক্ষা নেই, অথচ
সেই কামনার অগ্নিপবন
লজ্জার রোষানলে জ্বলে
আমাদের ভীইকল মহাসভার দিকে
এগিয়ে চলেছে...

আপেল কাহিনি (২০০২)

আপেল কাহিনি

সৃষ্টির শুরুতে তুমি অখণ্ড একটি আপেলের মতো ছিলে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তোমার রক্তিমগণ্ডের আভা
অরণ্যের মধ্য দিয়ে হাজারো গিরিপথ অতিক্রম করে
তুমি সমুদ্রের দিকে নামতে থাকলে
তোমার এই একাকী যাত্রা বড় কঠিন ছিল
তুমি কোন দিকে যাবে
বামে গেলে ডান, ডানে গেলে বাম
বড় অরক্ষিত হয়ে পড়ে
তোমার যাত্রা সমুদ্র অরণ্য মরুভূমি ও পর্বতের দিকে
তোমার ইচ্ছে হলো বাম গালকে দেখার
তোমরা পরস্পর কথা বলতে থাকলে
ঈশ্বর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে
তোমার শরীরকে সমান দু'ভাগ করে দিল; আর
সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হয়ে উঠলে এক ও অদ্বিতীয়
এবং কেউ কাউকে তোয়াক্কা না করে দুই বিপরীত
মেরুর দিকে ছুটতে থাকলে
সেই থেকে তোমার শরীর হতে গড়িয়ে পড়ছে
লাল রক্তের ধারা
অসম্ভব যন্ত্রণায় তোমরা দূর থেকে পরস্পরকে দেখতে থাকলে
অথচ তোমার শরীরের সঙ্গে এত সুখ ও সৌন্দর্য ছিল
তুমি জানতে পারো নি
কেননা তোমার পিঠ ছিল পিঠের সঙ্গে
তোমাদের একদিকে ছিল সমুদ্র ও পর্বতের ঝর্ণাধারা
অন্যদিকে আকাশ ও মরুভূমি
এতদিন বৃথাই তোমরা ছুটছিলে
কিন্তু নিজেদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর
যখন তোমরা জানলে
মরুভূমি ও সমুদ্রের মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে উঠলো
এবং তোমাদের দুঃখিত করে তুলল...
সেই থেকে বন্ধুর গিরিপথ দিয়ে অমসৃণ শরীরে
গড়াতে গড়াতে প্রায়শ তোমরা ক্ষতাক্ত হয়ে উঠছ
আর কাটা হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধারা
সমুদ্রের গর্জন সিংহের আর্তনাদ উপেক্ষা করে
পূর্ণতোয়ার সঙ্গমবিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছ
কিন্তু তোমরা পুনরায় একত্রিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ
এই অক্ষমতাই তোমাদের মিলন ও ভালোবাসার গান হয়ে
অরণ্য পর্বত আর সমুদ্র অতিক্রম করে অন্ধকারের
কালোবিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছে...

সাপ

আমি যখন বুকে ভর দিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছিলাম
তুমি তখন সরীসৃপ ছাড়া কিছু বলোনি
বুকের পাঁজর সংকোচন করে হাঁটতে বেশ কষ্ট হয়
সেই সাপ-জীবনের যন্ত্রণা এখনও আমি ভুলতে পারিনি

অথচ ঈশ্বরের সবুজ বাগানে তুমি দু'পায়ে কি চমৎকার
হাঁটছিলে; পল্লবের আড়াল থেকে আমার ঈর্ষা কেবল
তোমাকে দগ্ধ করছিল; সেই থেকে আমার মনে জেগেছিল
তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ার সাধ
পা না থাকার লজ্জা তুমি বুঝতে পারবে না; তবু
কেবল কৌতূহলবশত হাত দিয়ে বুকের কাছটা ছুঁয়ে দিলে

জন্ম থেকেই আমার ছিল শরম লুকানো স্বভাব; কেননা
মাথা আর বুক পেটের দিকে কি শ্রীহীন একই রকম
বড় জোর গর্তে ঢোকার সময়ে শরীরের নির্মোকগুলো
কিছুটা পাল্টে যেতে পারে
তখন পিছনের লেজ টেনে কেউ ফেরাতে পারে না
কারণ বুকে হাঁটার যন্ত্রণায় আমার মস্তিষ্কে
কষ্টের বিষকণা জমা হতে থাকে
সেই গরল দাঁতের ছিদ্রপথে নির্গমন না হলে
মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর মরণ আমাকে গ্রাস করতে থাকে
ঈশ্বর দেখে ফেলার আগেই এমন একটি লম্বমান প্রাণি
তুমি কোথায় লুকাবে
তোমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি
পূর্ব-নির্ধারিত গুহার মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলাম
অথচ তুমি তো জানো সাপ নিজে কোন গর্ত খুঁড়তে পারে না
তবু তোমার সঙ্গে আমার এই লুকানো ক্রীড়া
ঈশ্বর পছন্দ করতে পারলেন না
তাড়িয়ে দিলেন অভিশপ্ত আমাদের তার সবুজ উদ্যান থেকে
দিলেন বিচ্ছিন্নতার শাস্তি; অথচ এই বিজন
বিরান মরুমৃত্তিকায় তোমাকে ছাড়া আমি কি কাউকে চিনি?
কিন্তু আমি কিভাবে তোমার কাছে যাবো
আমি তো পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারি না; তাই
দিনের আলোতে ঘাসের নিচে লুকিয়ে রাখি পথ চলার লজ্জা
রাত এলে তোমার খোঁজে এঁকে-বেঁকে
বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়

ভালোবাসা তোমার প্রভু

ভালোবাসাকে সবকিছু দাও
তোমার অবজ্ঞা এবং আজ্ঞাবহতা
তোমার আজকের এবং ভবিষ্যতের দিনগুলো
তোমার হৃদয় সাম্রাজ্য তোমার সুখ্যাতি
পরিকল্পনা, ঋণ, সঙ্গীত এবং জ্ঞান
ভালোবাসাকে দিতে কিছুই কার্পণ্য করো না

ভালোবাসা এক সাহসী প্রভু
চলো ভালোবাসার কাছে যাই
ভালোবাসাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করি
অব্যর্থ ডানায় ভর করে ভালোবাসা
মধ্যাহ্নের ছায়াপথে চলতে থাকে
ভালোবাসা যদিও অব্যক্ত অভিপ্রায়, তবু
ভালোবাসাই ঈশ্বর
ভালোবাসা তার নিজের এবং
গ্যালাক্সিমণ্ডলের বহির্গমনের পথ সম্বন্ধে জ্ঞাত

ভালোবাসার কখনও কোন মানে ছিল না
ভালোবাসা এক অপরিমিত সাহসের নাম
সন্দেহের ঊর্ধ্বে ভালোবাসার আত্মার অধিষ্ঠান
ভালোবাসা অবিচল অনমনীয়
ভালোবাসার প্রাপ্ত পুরস্কার যা দেবে
ভালোবাসা তার অধিক ফিরিয়ে দেবে
ভালোবাসা সর্বদা শূন্যতায় ভেসে বেড়ায়

ভালোবাসার জন্য সবকিছু ত্যাগ করো
তুমি যা ত্যাগ করবে ভালোবাসা তা-ই নেবে
তোমার ধর্ম ও জাত্যাভিমান
তোমার বিত্ত এবং অহংকার
ভালোবাসার অগ্ন্যাশয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে

তোমার হৃদয়ে ভালোবাসার যে শরমিন্দা উপস্থিতি
তা যেকোন কঠোর সংকল্পের চেয়েও কঠিন
তাই আজ এই ভালোবাসাকে রক্ষা করতে হবে
আগামীকাল এবং চিরদিনের জন্য

ভালোবাসা যদিও অবিবাহিত পুরুষের শরীরের সঙ্গে
আঁটসাঁট হয়ে লেগে থাকে, তবু যখন প্রথম ভালোবাসার
অস্পষ্ট ছায়া পড়ে তার শরীরে
তখন এই অদ্ভুত আশ্চর্য ভালোবাসা তার এতদিনের
পরিচিত তরুণ বন্ধুকেও অতিক্রম করে যায়
তখন সে আনন্দের শরীরে পরিণত হয়
বসন্তের গোলাপ পাপড়ির মতো নিজেকে মেলে ধরে
ভালোবাসার আধিপত্যবাদী পতাকা উড়তে থাকে তার শরীরে

যদিও ভালোবাসাকে তুমি তোমার নিজের মতো
করেই ভালোবাসো, তবু ভালোবাসাই তোমার নিয়ন্তা
ভালোবাসাই তোমার প্রভু
সকল অনুজ্জ্বলতার মাঝে ভালোবাসা
সকল জীবন্ত বস্তুর সৌন্দর্য চুরি করে
ভালোবাসার দেবতা হয়ে ওঠে
ঈশ্বর এবং ভালোবাসা- উভয়কেই তুমি এক নামে
ডাকতে পারো।

ইলিশ

এক

লবণ সমুদ্র পার হয়ে এইখানে মোহনার কাছে
থেমে গেল ইলিশের মাতা; পোয়াতি মায়ের মতো আজ
সন্তানের কথা ভেবে তাই পরেছে সে নাইয়রের সাজ
কোথায় রয়েছে পড়ে সেই বাড়ন্ত দিনের ধাচে
পুরুষ মাছের সাথে তার জমেছিল জীবনের খেলা
শরীরে লবণ ছিল; ছিল সবিতার সাতরঙা দিন
কে তাকে শিখিয়েছিল ব্যথাময় কামের গন্ধে রঙিন
কে তাকে বলল নুনজল ছেড়ে যাও এখনি এ বেলা
তোমার বুকের ধন ডিম্বাণুর কোমল শরীর ক্ষয়ে যাবে
সাগরের জলে; এইসব প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তার
হৃদয়ের কোণে; তাই চোখ মুছে দেখে নেয় বারংবার
সন্তানের জন্ম দিয়ে এইখানে নিরাপদ ফিরে আসা হবে?
শুনেছে সে চারিদিকে মৎস্যভুক মানবসন্তান
পেতেছে জলের নিচে ফাঁদ; শোনে তারা মরণের গান।

দুই

ডিম পাড়া হয়ে গেছে শেষ, এখন ফিরবার সময়
উজান বেয়েছে দ্রুত শিকারীর তীক্ষ্ণ জাল কেটে
পানির গভীর থেকে চুপিচুপি খালি পায়ে হেঁটে
এতসব প্রসবের কষ্ট জেনে তবু কি অনন্দময়!
সেইসব হৃদয়ের ধন এইখানে যেতে হবে ফেলে
এইখানে রয়েছে মানুষ; হাঙ্গর-কামুট শুশুকের
জলের ওপর ভেসে ওঠা কামনার মুখচ্ছবি ঢের
তবুও তো এইখানে জন্মদানের আনন্দটুকু মেলে
সাগরের জল তরঙ্গায়িত হয়ে বন্ধুরা দিয়েছে ডাক
দয়িতের আহ্বানের মতো সেইখানে ফিরে যেতে হবে
অনেকে পড়েছে ধরা শিকারীর জালে কখন কিভাবে
আমাদের হয় নি কো জানা; জেনে গেছি জীবন অবাক
শিকারীর জীবনও কি আমাদের মতো সময়ের শরে
ক্ষতাক্ত আহত হয়ে শুয়ে আছে অন্ধকার হিমাগারে?

আনন্দ

আনন্দ তোমার নাম লিখেছি বেদনার অক্ষরে
তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকুক
নাকের মধ্যে বেলের কাঁটার ফোঁড় দিলাম বলে
কষ্ট নিও না; পাড়ার লোকে দুঃখ বলেই ডাকুক
সবাই জানুক সুখ তো নয় যমেরও অরুচি
তবুও আমার সঙ্গে থাকো

তোমাকে পরিহার করুক মৃত্যু ভালোবাসা শোক
তুমি পরিত্যক্ত জনপদ; তবু আমার হোক
শূন্য প্রান্তরে একমাত্র আমার নাম ধরে ডাকো
তুমি মরীচিকা তুমি ছায়ালোক
আমার একাকীত্বের নিদারুণ কালে তুমি দুঃখ
কিংবা সুখ আমাকে জড়িয়ে থাকো।

রেখ মা দাসেরে মনে

তোমার এপিটাফের প্রান্তে আঁকিবাঁকি চলি গেছে অন্ধকার পথ
সেই পথে হাঁটি যায় হানিফ-নন্দিনী প্রমীলা সুন্দরী
যুবতীর যৌবনমধু বাঞ্ছা করি দাঁড়িয়ে আছে ভক্ত প্রাসাদ
আশার ছলনে ভুলি কি কুক্ষণে দেখেছিলি
বানতলার নেহারবানু অনিতা ইয়াসমিনের লাশ
কনক আসনে বসি রাঘবের দাস রামের নন্দিনী
নাচিছে কদম্বমূলে নৃমুণ্ডধারিণী, আমাদের মুণ্ডের দামে কেনে
জানকীর নাম; অধম ভালুকে শৃংখলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে
মারি অরি পারি যে-কৌশলে
কেমনে রাখিব প্রাণ জনকবিহনে
আমরা তো ভাই দশানন রাক্ষসকুলে জন্ম তোমার ছাওয়াল
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী
নমি আমি, কবিগুরু, তব পদাম্বুজে, মধুসূদন
এই কি জীবন বলো পঙ্কিল সলিলে এই অবগাহন
এই কি সভ্যতা, নববাবু বৈদ্যনাথ কর্তামহাশয়
রাধে-কৃষ্ণ আমাদের কলেজে বাংরাজী পড়ায়
মাতৃকোষ শূন্য আজ শেতাঙ্গীর গর্ভকোষে জমা হয় ধাতবমুদ্রা
সমুদ্রের পাড়ে পড়ে আমাদের রতির ক্ষরণ
তবু রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
জন্ম যদিও এ বঙ্গে তবু কেউ না জানুক বিপদে।

মদ্যের পদ্য

মৃত্যুকে আমার ভয় তাই কবিতা লিখি, অন্যে যেমন নামাজ পড়ে
ডিবি অফিসের জলট্যাঙ্কে গলিত এক যুবকের লাশ, চোলাই
পাচন ফারমেন্টেশন, দেশী মদ্যের আসর বসাবে কেউ
আটক করা ফেনসিডিলে হচ্ছে না আর, নির্গত সেই জল পাইপের
দু'এক ফোটা খেয়েছ নাকি ভাই, অস্ত্র ফেলে
গোপনাঙ্গ বর্শার মতো হাতে নিয়ে ঘুরছ কেন, নামিয়ে রাখ
শেতাঙ্গিনী আজ রাতদুপুরে ঘরে ফিরবে, সরে দাঁড়াও
আমি ভয় পাচ্ছি ভয়, পিতা আমার সাহসী ছিলেন
বাঘ তুমি দূরে থাকো, বনের বাঘ তো ধেয়েই আসে
মনের বাঘে খেয়েই ফেলবে নাকি, ভয় পেয়েছি
তাই চেঁচাচ্ছি, পুরনো সেই কিচ্ছা ঘাঁটাঘাঁটি
অরণ্যের পশু মানুষের কথা বোঝে না তো কিছু, বলো তো ভাই
লাদেনের বাহিনি আমাকে কী প্যাদানী দেবে
কবিতা লেখা তো অপরাধ নয়, বুঝিয়ে বলো তাকে।

যুদ্ধ

আমার বয়স থেকে এক যুদ্ধ আমাকে আলাদা করে দিল
আমি সেই স্বপ্নাতুর কৈশোরে রয়ে গেলাম
শক্রুরা হত্যা করল আমার পিতাকে আর ওরা আমার বেড়ে ওঠার বয়স
আমার যৌবন যাতে বিদ্রোহ না করে, এখন আমি
বয়সে পাওয়া এক বামন, তুমি কেবল যুদ্ধের গল্প বলো, কিন্তু
নতুন কোন যুদ্ধের কথা বলো না, কারণ তুমি ভালো আছ
তুমি বলো আমি নাকি এক যোদ্ধার সন্তান, কিন্তু আমার কী হবে?
আমাকে জুজুর ভয় দেখিও না, আমি এখন বিয়ে করব
ছোট হয়ে আছি ঠিকই, তবু বয়স পেকেছে ভিতরে
আমার প্রাণে জেগেছে রতির স্বপ্ন, কামনায় স্ফীত
তোমার স্তনযুগল- আমাকে আন্ডারস্টিমেট করে
আমি আজ যোদ্ধার বাপ হতে চাই
আমার গল্প জানুক আমার সন্তান।

শিক্ষক

আমার শিক্ষক কালে আমি অসৎ ছিলাম, তাই বলে
আমার এই কনফেশনের মানে তোমাকে প্রলুব্ধ করুক
এমন ভেবো না যেন; তবু আত্মা বদলের কাহিনি শোনো

বাতাসে দুলেছিল দেবদারু গাছ, পালে লেগেছিল হাওয়া
'দেখি নাই কভু শুনি নাই কভু এমন তরণী বাওয়া'
আমাকে বলেছে—স্যার, কী মহাশয় দেখা মিলবে না আর
তোমাকে দিয়ে অমৃতলোক জরার বাহন আমি
স্বপ্ন দেখার অধিকার থেকে বঞ্চিত করো নি

পাখি উড়ে যায় ওড়না দোলে ইউক্যালিপ্টাস তলে
আমি দর্শক, একই অভিনয় নতুন মঞ্চে চলে
তোমাকে শোনাব না রাত্রি ভোরের গান
তোমাকে দিলাম বৃদ্ধ অসহায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণ

যখন তিনি শেষের কবিতা লিখছেন, তখন তিনি একাত্তর
ধুত্তর, কিছুই বলা হলো না আর।

বর্গীর গান

ফুসমন্তর ফুস
দেশে আবার বর্গী আসবে ফিরে
ঘুমাও বাছাধন
জাগবে না কিছুতেই

গল্প যদিও হাজার সনের আগে
ঘুমিয়ে আছে হাজার বছর ধরে
ধান কাটছে বর্গীর ছেলে মেয়ে
আমরা উপোষ ঘুমন্ত রাত কাটে

ঘুমে আমার হারিয়ে গেল কয়েক কুড়ি বছর
রাজকুমারীর জিয়নকাঠি আজও ধুলোয় গড়ায়
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে সোনালি সেই দেশের
রাজকুমারের পথ চেয়ে দিন কাটে তার আজও

ফুসমন্তর ফুস
দেশে নাকি বর্গী আসবে ফিরে
ফিরবে নাকি হুশ
বর্গী মরে ভূত হয়েছে ফিরবে নাতো আর
রাজকুমারীর জিয়নকাঠি নাড়াও এইবার।

অভিজ্ঞান

কিছু দুঃখ এবং কষ্ট আছে আমাকে চেনার মত
অবজ্ঞার এঁটোপান্তা খেয়ে আমার সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে
আমার সঙ্গে রাত্রি যাপন আমার সঙ্গে অশ্রুপাত
কিভাবে তাকে আলাদা করে দেখি
আমাকে চেনার জন্য আর কি কোন রাস্তা খোলা আছে
পথের পাশের নেড়িকুত্তা লোম গিয়েছে ঘিয়ে
কুষ্ঠরোগীর ঘা চাটে সে তরুণ জিহ্বা দিয়ে।
দুঃখ থেকে আমাকে বাদ দিলে
দুঃখগুলো কষ্ট পাবে জেনো
তোমরা তো থাকো লোকালয়ে ভিড়ের সম্মুখে
দুঃখগুলো বিপদের দিনেও নিভৃতে রয়ে যাবে।

অন্ধবালক

এক অন্ধ বালকের স্মৃতি আমার হৃদয়ে জেগে আছে
রঙের গন্ধ সে ঠিকঠিক বলে দিতে পারে
এমন অদ্ভুত যাদু সে শিখেছিল আঁধারের কাছে
অন্ধকারের গুহার মধ্যে কোলের মধ্যে চুপিসারে
উঠেছে সে বেড়ে, হোগলার পাতায় বিছিয়ে ভিক্ষার ঝুলি
ধাতবমুদ্রা কাগুজেনোট কেউ দেখে ফেলে পাছে
হৃদয়ে জমেছে যে সম্পদগুলি
চোখ সকল দৃশ্যের বাহন নয় জেনেছিলাম তার কাছে
আমাদের ধারণার চিন্তার কথাদের রঙের ছবি
শতশীর্ণ চাদরের পরে সাজিয়েছে সবই
বস্তুর শরীর থেকে আলো নিভে গেলে
আলোর কুজ্ঝটিকা আমাদের গ্রাস করে ফেলে
দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে অন্ধবালক
এক দুই তিন করে খেলে।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯

রাত ৯.৪৫। অনেক আগেই আমি ঘুমিয়েছিলাম। অনন্ত ঘুমের কোল আমাকে বিছিয়ে দিয়েছিল পউষের কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির চাদর। ঘুমিয়েছিলাম কিংবা কোনো দিন জাগিনি আমি। অত্যাচারী রানির ভয়ে আমি এক অন্ধকার গুহার মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমার সাথে ছিল একটি কুকুর; রাত্রি গভীর হলে গভীর যন্ত্রণা নিয়ে কুঁইকুঁই করে কেঁদে ওঠে বুকের ভেতর। এখনো আমার পাঞ্জাবির পকেটে আসহাবে কাহাফের ধাতব মুদ্রা। এইভাবে যিশুর জন্মের কয়েক সহস্রাব্দ আগের সূর্যকে বর্তমান জেনে কি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম। প্রার্থনা, প্রভু পৃথিবীতে কোন ত্রাণকর্তা এলে আমাকে জাগিয়ে দিও।

কিন্তু আজ রাতে আমার সহস্রাব্দ আগের ঘুমের মধ্যে কার স্পর্শে জেগে উঠলাম? কে তুমি আমার প্রভু কিংবা ত্রাণকর্তা যেই হও; আমি আজ অন্ধবধির-চলৎশক্তি রহিত এক স্মৃতিবিধুর কবির নাম। দেখ, আমার শিরোদেশ তোমার পায়ের কাছে নামিয়ে আনার ক্ষমতা হারিয়েছে। এমনকি আমার আঙ্গুল উপাস্যের ফুল কুড়াতেও পারে না। কিন্তু ইচ্ছেগুলো তোমাকে স্পর্শ করতে চায়।

অথচ তুমি বললে, হে ঘুমকাতুরে ঘুমের শিল্পী, ওঠো, আমি তোমাকে ছবি আঁকা শেখাতে চাই। তোমার মধ্যে যে ভয়, তোমার মধ্যে যে ক্ষোভ, সৃষ্টির মহাসম্ভাবনা গভীর ঘুমে অচেতন; আমি সেই ঘুমন্ত গিরির বিস্ফোরণ-মুখ খুলে দিতে চাই। এই তোমার চোখ স্পর্শ করলাম। আমার দিকে তাকাও, আমি ঈশ্বর কিংবা ত্রাণকর্তা নই। আমি ভেনাস, তোমরা যাকে মেডোনা বলে ডাকো। তুমি তো জানো, সব শিল্পীকেই যিশুর শেষ নৈশভোজ আর ভেনাসের ছবি আঁকতে হয়, তুমি তুমি আবার সরস্বতীর পূজারী।

ভাবলাম, কি অসম্ভব ভুল জায়গাতেই না এসে পড়েছ তুমি। আমি তো কোনকালে শিল্পী ছিলাম না। তুমি আমাকে আমার বন্ধু জামাল বলে ভুল করেছ, ওই তো ছবি-টবি আঁকে; তার তুলিতে দেখেছি তোমার শরীরের মুদ্রা।

আর তোমার রোষের অগ্নিপবন কেড়ে নিলো সকল কৃত্রিমতা। নন্দনকাননে তুমি ঈভ। একটি সর্বভুক সর্প তোমাকে আলিঙ্গন করলো। তুমি ঈশ্বরী হয়ে গেলে। তোমার মধ্যে জন্ম নিলো সৃষ্টির ক্ষমতা। তুমি শক্র ঈশ্বরের। আর আমি সেই থেকে পিকাসোর মতো শরীরকে তুলির মতো করে আঁকিবুকি করতে থাকলাম...

প্রেমের কবিতা

আমি যখন ভালোবাসার কবিতা লিখতাম
তখন ভালোবাসার সবখানি জানতাম না
যেমন ভালোবাসার একটি শরীর, তার ঠোঁট বুক ও
যৌনাঙ্গ এবং তার পেটের মধ্যে কয়লার আগুন ও ক্ষুধা আছে
আমি যাকে আমি বলছি, সেই আমিই আসলে
সবকিছুর অধিকর্তা, যেমন কোন রাজন্য কিংবা সহিস
হস্তীর পিঠে সোয়ার হয়ে কোথাও গমন করেন
কিংবা হস্তী কিংবা অশ্ব ব্যতীত তার রাজ্যের
বিস্তারই সম্ভব নয়, অর্থাৎ রাজা হওয়ার জন্য
বাহনের গুরুত্ব অতি আবশ্যক কিন্তু হাতি ও
অশ্বসমূহ থেকে রাজা সম্পূর্ণ আলাদা
তেমনি ভালোবাসা কোন একটি শরীরে সোয়ার হয়ে
দৌড়াতে থাকে; কখনও অদক্ষ সহিস কিংবা
ভালোবাসা তার পিঠ থেকে পড়ে যেতে পারে
ভালোবাসার মালিককে দক্ষ হতে হয়, যেমন
তার বিষ্ঠা এবং খাদ্য এবং শুক্রাণুর গন্ধ
জানা থাকা দরকার
ভালোবাসা একটি ধারণার মত, যেমন ঈশ্বরকে
সব সময়ে স্পর্শের বাইরে রাখতে হয়
স্পর্শে ভালোবাসার মৃত্যু ঘটে; যাকে তুমি
ছুঁয়ে দিলে তার শরীর থেকে ভালোবাসা উড়ে গেল
তোমাকে তখন অবশ্যই তার শরীরকে
পরাস্ত করতে হবে, কেননা
ভালোবাসার মধ্যে যে মমতা ছিল
ভালোবাসা আসলে এক ধরনের মমতার নাম
যে শরীরে তুমি ভালোবাসা দেখতে পাও
তাকে স্পর্শের বাইরে রাখ
তোমার হাত যখন তার স্তনের কাছাকাছি আসবে
তখন সে গল্পের হিরামন পাখির মতো দূরে চলে যাবে

প্রথমত তুমি বুঝতে পারো না, শরীরকে ভালোবাসা ভেবে
কিছুক্ষণ মোচড়াতে থাকো
তখন ভালোবাসার জঠরে যে আগুন তাতে তোমার
আঙ্গুল পুড়তে থাকে, ভালোবাসার বিষ্ঠায়
তোমার পা পিছলে পড়ে; ভালোবাসার যৌনাঙ্গ
তোমাকে গ্রাস করতে থাকে
এ সব কথা আজ আমি যখন জানি তখন আর
আমি কবিতা লিখি না; এবং সবাইকে বলি
তোমরা আমার কবিতা পড়ো না; বিশেষ করে
প্রেমের কবিতা।

তেত্রিশ সহস্রাব্দ কোটিতম জন্মদিনে

তেত্রিশ বছর আগের এই প্রভাত আমার মানবজন্মের প্রাক্কাল ছিল
তেত্রিশ হাজার বছর আগের এই প্রভাত আমার পশুজন্মের প্রাক্কাল ছিল
তেত্রিশ লক্ষ বছর আগের এই প্রভাত আমার বৃক্ষজন্মের প্রাক্কাল ছিল
তেত্রিশ কোটি বছর আগের এই প্রভাত আমার জলজন্মের প্রাক্কাল ছিল
এইভাবে তেত্রিশ সহস্র কোটি আলোকবর্ষের পথ পরিক্রম শেষে
এক নতুন জন্মের কষ্ট টের পাই আমি
পুরাণ বর্ণিত জ্বীনদের মতো
হাওয়ায় ভর দিয়ে আমাদের সন্তানেরা
আত্মার কষ্টের অনুভবের আবিষ্কারক হয়ে
তাদের কন্যা আর জায়াদের হাত ধরে জেনে নেবে গমনের ঠিকানা
যে সব পশু নিজেদের ভ্রাতার মতো জেনে আমাদের
জীবনের মহার্ঘ্য করেছিল দান
আমরা যাদের রক্তকে পবিত্র ভেবে ঈশ্বরের নামে করেছিলাম পান
আমাদের জয়ের স্তম্ভ প্রকাশিতে ঈশ্বর যে সব
পশুর প্রাণ বেসেছিলেন ভালো

মানবজন্মের সেই হন্তারক কুটিল রহস্যের কথা নিয়ে
ঈশ্বরের সাথে বহু বাকবিতণ্ডা দীর্ঘ আলোচনা শেষে

আমাদের পুনর্জন্মের দিনক্ষণ করেছিলাম ঠিক
বলেছিলাম এরচেয়ে আলোজন্ম ঢের ভালো ছিল
ঢের ভালো অন্ধকার পানি আর বাতাসের প্রাণ
যেহেতু আমাদের কোন বিলয় নেই তাই
চেতনার মহান স্তম্ভ ভেদ করে মানব জন্মের এইসব
ইতর কাহিনির বিস্ময় থেকে আমাকে নির্বাপিত কর
জন্ম মানে তো গর্ভমূল থেকে উন্মূল হওয়া
জন্ম মানে তো পৃথিবীর মাটির উদর থেকে উগলে দেয়া
তাই অবশেষে তেত্রিশ সহস্রাব্দ শেষের জন্মবর্ষে
কোন এক মাকে কান্নার গহ্বরে রেখে
কোন এক নববধূর জরায়ুতে দ্রুত ঢুকে পড়ছি আমি
আর বারংবার বুদ্ধকে শরণ জেনে বলেছি
প্রভু কিভাবে হবে আমার এই মায়ামোহ আর লোভের সংবরণ...

আমার ছিল ঈশ্বরী

আমার তো বান্ধবী ছিল না
আমার ছিল ঈশ্বরী
আমি তার বুকের কাছে শুয়ে
মুখের কাছে মুখ রেখে জেনেছিলাম জীবনের মানে
শিলার আড়াল থেকে নদীর উৎসমুখ খুলে দিয়ে
বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে করেছিলাম আমাদের যাত্রার সূচনা
'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
গগন অন্ধকার
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার'
তোমার ঝংকারে আমার নিষ্প্রাণ পাথর উঠেছিল নড়ে
অযুত সহস্র বছরের পার থেকে একটি শ্যাওলার বীজ
পানির যোনির ভেতর থেকে ভেসে এসে
লেগেছিল পাথরের গায়

তুমি কতকাল শুয়েছিলে শ্যাওলার বুকে
মাছের আঁশটে গন্ধে আমার ভেঙেছিল ঘুম
আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে তোমার দুধের বোঁটা
আকণ্ঠ করেছিলাম পান
তোমার স্পর্শে এইভাবে কতবার উঠেছি জেগে
চলে গেছি মৃত্যুর হিমশীতল জরায়ুর ভেতর
তারপর আপন রক্তের মাংসের স্বাদ দিয়ে
পরিতৃপ্ত জীবন মেলে ধরলে সূর্যের পানে
মুমূর্ষুর বিছানার পাশে আপেলের রক্তিম গালের
আভা নিয়ে কতরাত জেগেছিলে তুমি
আমার ছেদন দাঁতে এখনও লেগে আছে সেই স্বাদ
এইভাবে তোমার দেহের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে ফেলেছি কিংবা
আমার প্রাণবীজ তোমার বরফ-ঠাণ্ডা অন্ধকারের প্রকোষ্ঠে
গচ্ছিত রেখে
লক্ষ কোটি বছর ধরে অদৃশ্য তপস্যায় মগ্ন রয়েছি আমি...

জলের উপরে দাঁড়িয়েছ

তোমার গোপনে প্রবাহিত তিনভাগ জল
জলকে ধারণ করে স্থল জাগিয়েছ তুমি
একটি পাখির কথা ভেবেছিলে প্রথমত
তাই পীনস্ফীত হয়ে উঠল অসংখ্য গাছ
কোথায় বসতে দেবে সেই তরুণ অতিথি
রাতজাগা ঘুম কেড়ে নিল দিনের বাসনা
সবখানে অন্ধকার ছিল তুমি তাই জানো
কেউ বলে নি আমার একা থাকার বেদনা
কামনার গাঢ় রঙে তুমি প্রমূর্তিত হলে
তোমার জাহাজ ভেসে চলল দূর সিংহলে
পরিপক্ক আপেলের মতো আমার গ্রীবায়
প্রথম তোমার স্পর্শে সেই জেগে উঠলাম

রয়েছে আমার মধ্যে আজও তিনভাগ জল
একভাগ বুকে নিয়ে দৃশ্যত দাঁড়িয়ে আছি।

যৌবনে ছিল রবীন্দ্রনাথ

তুমি তখন কাশফুল নিয়ে বেশ মেতেছিলে
তোমাদের কবিরা অমল ধবল পালে বাতাস লাগিয়ে
তোমার প্রস্ফুটিত কুঁড়িদের বিকাশ দেখছিল
তুমি তখন ছিলে একটি নদীর মত
তোমাকে সিক্ত বসনা করে বৃষ্টি হচ্ছিল
এক অজানা পর্বতের সূচ্যগ্র থেকে নেমে আসছিল
তোমার শিহরণময় গোপন কম্পন
পানি সরে যাচ্ছে
তোমার দু'ধারে জেগে উঠছে পলি
তুমি জন্মদানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছ
কি যে কোমল তোমার সেই পলির জমিন!

ধরো আজ যদি আমি হেলেনের কথা বলি
তোমাকে নিয়ে মেতেছিল গ্রিসের মানুষ
আমিই সেই একিলিস; যার গোড়ালিতে প্রাণ ছিল
এই অন্ধ হোমারকে তুমি কি বিশ্বাস করতে পারো?
তুমি ছিলে শরতের মত আনপ্রেডিক্টেবল
তুমি হাসতে হাসতে কাঁদো
কাঁদতে কাঁদতে হাসো
তোমাকে কখনই আমি আবিষ্কার করতে পারি নি
সঙ্গমের স্মৃতির মতো সে সব আজ অর্থহীন
এখনও সূর্য আমাদের সময়কে বিভাজিত করে দেয়
দিন গণনায় তুমি ফিরে আস, কিন্তু
তোমাকে আলাদা করে চিনতে পারি না আমি
তুমিও হয়ে গেছ তোমার বান্ধবী রহিমা ও
রোকসানার মত এভারেজ
তোমরা আজ একই ফিতায় চুল বাঁধো; তুমিও
ওদের মত নাভি থেকে সরিয়ে ফেলেছ বসন
পিঠের দিক থেকে তোমাকে চিনতে পারি না
আসলে তোমার বয়স হয়েছে; তাই
শুভ্রকে ধরে রাখতে তোমার এই আপ্রাণ চেষ্টা
মনে হয় আমি তোমার বার্ধক্যে এসেছি
তোমার যৌবনে ছিল রবীন্দ্রনাথ।

নিষিদ্ধ কবিতাগুচ্ছ

এক

তুই বললি ভালো আছিস? আমি বললাম নেই
রাত্রি বেলায় উচ্ছিষ্ট করল অনেকেই

গাড়ি করে নিয়ে গেল চন্দ্রিমা উদ্যানে
কবরে শব কাতরে ওঠে মরা জোছনার বানে

আমার শুধু কানে এলো পুলিশের হেট হেট
মনে হলো পরপারে ফেরেস্তাদের গেট

পেরিয়ে এলাম রক্তমাখা পুলসিরাতের পথ
আগলে আছি পথবেশ্যা কিন্তু যারা সৎ

তাদের জন্য এই পুরস্কার হুর ও গেলমান
দিন পেরুলেই রাত্রি আমার হাত ধরে দেয় টান।

দুই

একটি মাগি দাঁড়িয়ে আছে প্রেসক্লাবের মোড়ে
একটি মাগি নাগর পেয়ে যাচ্ছে হাসির তোড়ে

একটি মাগি ঘুরে বেড়ায় হুড তোলা রিকশায়
একটি মাগি শিস মেরে কি ডাকছে আয় আয়

রাতের ভিক্ষুক পান চিবুচ্ছে খয়ের জর্দা দিয়ে
পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে টয়োটা কার নিয়ে

একটুখানি বেজার হলো পথচারীদের মন
গোপনে তাই মাপল তারা বুক নিতম্বের ওজন।

তিন

এই জিনিসটার দাম কত এই গাড়িটা কার
দোকান দিয়ে বসে আছে মাল্টি-ন্যাশনাল

ব্রহ্মমিয়া ঘুমিয়ে আছেন সাততলা আসমানে
তোমার জন্য প্রাসাদ গড়ে ইউরোডলার নামে

সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছ তুমিও ফুটপাতে
কী বিকোবে কত টাকায় সবাই কি আর জানে

তোমার দাম মাধুরীর চেয়ে বেশি তো আর হবে না
টাকা দিলে পেতে পারো কুছ কুছ কারিনা

চার

তুমি কি ভাবছ মাংসের নিজস্ব সংকোচন রীতি
এখনই আসবে ত্রিচক্রযান
শহরের রাজা ও মাস্তান
তুমি কি জানো তোমাদের কালিন্দী নদী
কানুর পিরিতি
নদীর তাড়া খেয়ে তোমাদের পাশে
দাঁড়াল একটি পথ
তুমি জানতে না সেটি ছিল একটি সরীসৃপের বহু বর্ণিল লেজ
তুমি বুঝে ওঠার আগেই তোমার জঠর
টেনে নিল অন্ধকার গুহার ভেতর
তুমি আজ পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছ
রাক্ষসের অন্তহীন পেটের মধ্যে
তোমার স্বপ্নে শাণিত হচ্ছে একটি মায়ার ছুরি
শহরময় ঘুরে তুমি সূর্যের দেবতার কাছে প্রার্থনা করো
কে তোমাকে শেখাবে দানব বধের মন্ত্র

তুমি জনে জনে জিগাও
          যাদের গরল নিয়ে
          তুমি সুধা দান করো

পাঁচ

একই যন্ত্রণায় তুমিও ফুটপাতে স্বপ্নগুলো থুয়ে
কাতর প্রার্থনায় সিংহের গুহার মধ্যে
দেহরঞ্জন শব্দটি খুঁজে ফিরছ কেবল
কে পরাজিত হলো বলো, তোমার দেহ ও
মন পেটের ক্ষুধা
দেখ হিংস্র জন্তুটিও এখন ক্লান্ত
কে তোমাকে মানুষ বলেছিল
তুমি তো এখনও সরীসৃপের মত বুকে
ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছ
কিন্তু তোমার নিয়তি দাঁড়িয়ে আছে পেট
আর নিতম্বের উপর

মানুষ তোমাকে আরও বহুদিন খাবে
সেও তোমাদের মত সরীসৃপ ছিল
কয়েক সহস্র বছর ধরে অসংখ্য হরিণ
নীলতিমি মহিষ নিঃশ্বাসে করেছিল সাবাড়
তবেই তো মানুষ হয়েছে
খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন হলে মানুষ থাকে না
অথচ তুমি এখনও যোনিসর্বস্ব নেড়িকুত্তার মত
শুয়ে আছ মিনিস্ট্রির ফুটপাতে।

ছয়

কে তোমাকে করেছে ক্রয়? জঠর দেবতা
তোমার মধ্যে প্রজ্বলিত যে অদৃশ্য অঙ্গার
কে তোমাকে জাগিয়ে রাখে দিন না রাত্রির
দুর্গন্ধময় সিটি কর্পোরেশন
আরেকটু বেশি পারো বেশি করে টেনে নাও গুহার ভেতর
এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ মানুষ হয়েছে
তুমি কি আজ ডাইনোসর দেখতে পারো

তবে কার পদচ্ছাপে বনভূমি মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে
পায়ের বদলে তারা যখন পাথর তুলে নিলো

পশ্চাৎ থেকে খসে পড়ল লেজ
তারা সেই হারানো লেজের সন্ধানে
সবকিছু তছনছ করে দিচ্ছে
আর রাত এলে তুমি একটি সাজারুর মতো
গুহা থেকে বেরিয়ে অন্ধকার মন্দিরের দিকে যাও
আরেকটু দেরি হলে জেগে উঠবে জঠর দেবতা

সাত

তুমি যখন নাম বদল করে সখিনা রাখলে
তখন তোমার মায়ের কথা মনে পড়ল
তোমাকে বুকে ধরে একটি জারুল গাছ
বড় হয়েছিল
বাবা খুঁজবে না তো?
তোমার মেয়ের নাম রূপবান ছিল
এখন আমি আর তোমার মেয়ে নই
হাশরের ময়দানে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছি দেখ
বুকের সাথে ঝুলে আছে বার দিনের শিশু
সেও একদিন আমার দয়িত হবে
বল তো মা কী নাম রেখেছিলে
সন্তানের সেদিন?

আট

দেবতা গো তোমার নাম ক্ষুধা রেখেছি আমি
খড়্গ হাতে দাঁড়িয়ে পুরোহিত
মহিষ তোমার রসনায় দিলাম তুলে
একটি মহিষ জ্বলন্ত অঙ্গারে
একটি মহিষ রক্তে দিল টান
অদৃশ্য এক পিচ্ছিল পথে চলে গেল কোনখানে

দেবতা গো তোমাকে দেখতে পাই না আমি
তবু কোথা যেন মায়ামমতার টানে
যাচ্ছে ঝরে অনবরত বীর্যের স্খলন
তুমি কি সেই অগ্নিচূড়ায় এখনও বসে আছ
আদিম মূর্খ ইহুদি নিয়ে কোথায় যাবো আমি?

গর্ভপাত

কনকনে শীত আগুন জ্বলছে রাত্রি অন্ধকার
জাগ্রত মা পায়ের কাছে শিয়রে বসে নানী
ঘড়ির দিকে নজর কাড়ে ধমকে ওঠে জানি
বুকের সঙ্গে প্রথম প্রহর লেপ্টে বারংবার

তুলতুলে হাত নরম কপাল ফোঁকলা দাঁতের হাসি
হৃদয় কাড়ে চাঁদ জোছনা কোথায় গিয়েছিলি
এই বয়সে হতেই পারে ধমকে নানী মাকে
কম জ্বালাস নি আঠার বছর এমন সর্বনাশী
লেজের তলায় বিদ্ধ কুকুর কুকড়ে যাচ্ছে রাতে
আনমনা মা উঠছে হেসে নীলাভ আসমানে
প্রথম প্রেমের যন্ত্রণা সেই শরীরের সংঘাতে
ভাগ্য ভালো এমন রাত আসেনি কুক্ষণে।

হাত

‘হাত’ হলো মানুষের শুকিয়ে যাওয়া পায়ের নাম
শিশুকে মজা দেখাবার জন্য প্রথমে সে পিছনের
পায়ে দাঁড়িয়েছিল একদিন
শিশুর ফিকফিক হাসি আর বারংবার বায়নার কাছে
দু’পায়েই টলেমলে লাফিয়ে চলতে হলো কিছুক্ষণ, যেমন

মানুষের বাচ্চারা আজ বাবাকে চারপেয়ে ঘোড়া বানিয়ে
পিঠের উপর চড়ে বসে, কান ধরে চিঁহিঁ ডেকে ওঠে
ব্যাপারটা ঠিক তেমনই ছিল; ফাজিল শিশু বলেছিল
‘বাপ তুই দুই পায়ে হাঁট’
একবার ভাবো দেখি দু’পায়ে হাঁটতে গেলে
সামনের পা দু’টি কি বিচ্ছিরি কাঁধের উপরে ঝুলে থাকে
তবু সন্তানের আবদার কোন জন্তু উপেক্ষা করতে পারে?
মানুষ বহুদিন জানত না শুকিয়ে যাওয়া সামনের পা দুটির
আসলে কোন কাজ আছে কিনা; অপ্রয়োজনীয় শব্দটি
তখন থেকেই মানুষ বুঝতে শিখল; ঝুলে থাকা হাতে
তুলে নিল পাথর, এদিক ওদিক ছুঁড়ে মারল
রক্তাক্ত হলো নিরীহ মহিষের শিরোদেশ
শান্ত গোবৎস বনান্তরে ছুটে পালাল; তারপর
একটি শিম্পাঞ্জিও মানুষকে বিশ্বাস করতে পারল না
সেই থেকে মানুষের জাত প্রাণিকুল থেকে আলাদা হয়ে গেল
কারণ মানুষ প্রকৃতিবিরোধী
এভাবে পাথর আর বল্লমের কাল কবেই ফুরিয়েছে
নিহত শুকরের রক্তে মানুষের আর কোন আনন্দ নেই
হাত এখন হাতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি জেগে আছে
মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ওসব কিছু নয়
মানুষের ইতিহাস হলো হাতের ইতিহাস

সিদ্ধার্থ

ঘর থাকলেই কেবল ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়
তোমার তো কোন মেয়ে মানুষও নেই রাজ্য কিংবা সন্তান
অশ্বত্থের তলে বসলেই কেউ তোমাকে সিদ্ধার্থ বলবে না
লোভের মত একটি সম্পদ তাও তোমার নেই
বল লোভ ছাড়া কী মানুষ হলো
কাম ক্রোধ মাৎসর্য্য অনেক আগেই নিভে গেছে তোমার
তবু নির্বাণ বলবে না কেউ
যদিও প্রতিটি বিল্বপত্র শোকাহত, তবু
বিধবা তার সন্তানের মরদেহ নিয়ে
শব বাহকদের কাছে করজোড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছে

এই মধ্যাহ্নে তোমার মন খারাপ কেন
তোমাকে একটি গল্প বলি
এসব অসম্পূর্ণ গল্পে আগেও তোমার মন খারাপ হতো
ধর এখানে শেষ করা গেল, তুমি বলবে তারপর
আসলে গল্পেরা আমাদের আহত করে
অমর অক্ষত হয়ে আদিম উল্লাসে শরীরের
খুলে যাওয়া টুকরো টুকরো মাংসগুলো নিয়ে
অবুঝ কিশোরের নাটাই ধরে বাতাসে উড়াতে থাকে
আর সিদ্ধার্থ ভাবতে থাকেন সুজাতার কাছে আমিও
একদিন এইভাবে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলাম কিনা
সেদিনই আমাদের যথার্থ জন্ম হতে পারে কেবল
প্রাণকে লোভনীয় এক টুকরো মাংসের মতো
যারা ঝুলিয়ে রেখেছিল কাল, সেই সব কুকুরের
জিহ্বা থেকে লালা গড়িয়ে পড়ার আগেই
এক লাফে দেয়াল টপকে কেউ যদি ধরে ফেলে
ঈশ্বরের হাত।

মৃত্যুর জয়গান

বোমায় বোমায় আহত মরুভূমি
রাত্রি জাগছে রাত্রির অন্তরে
আমরা ছুটছি বন্ধ-সীমান্তরে
পর্বতগুহা আশ্রয় নিয়ে তুমি

নিরাপদ-দেহ বাঁচতে পারবে তো
সন্ত্রাসবাদ তোমার শরীর ঘিরে
তুমি ভয়ে শুধু অস্তিত্ব-ভিড়ে
সময় তোমাকে করছে শরাহত

তোমার অঙ্কে পাথরে পাথরে জিরো
তোমার অঙ্কে কাগুজে-টাকার নোট
তোমাকে ঘিরেছে বোমা ফেলবার জোট
তোমার ভাবনা ভিলেন এখন হিরো

জানি না তোমার ঘুমন্ত দিন আজ
কোন শয্যায় মরার স্বপ্ন দেখে!
বাঁচার হিসাব এফবিআই-এ লেখে
বোকার-স্বর্গ ভাবতো চালাক-বাজ

মৃত্যু কী তবে মৃত্যুই ডেকে আনে
আমার স্মৃতি মরা মানুষের শব
আমার স্মৃতি শ্মশানের ভৈরব
আমি বেঁচে আছি মৃত্যুর জয়গানে।

সমুদ্র দেখার পরে

রাত্রি এখন গভীর
সমুদ্র নিয়েছে কোলে
হাতের মধ্যে ধরা
আর তুমি সমুদ্র
ঈশ্বরের ভাঙা ছায়া
নক্ষত্র পলেস্তারা
সত্য যে সীমায়িত
আশ্চর্য বিস্ময়
তোমার ভাবনা এ কী
ঘর তো একটি খাঁচা

কোথায় দাঁড়িয়ে আছি
শরীরে অল্প কাঁপন
জোছনার দুটি ক্যান
নিজেকে ছুঁয়েছে দেখ
তোমার শরীরে আজ
সত্য বলতে হবে
সত্য সমুদ্র নয়
দেখি না যে লোকালয়
ঘরে ফিরবার ভয়
সমুদ্রবিরোধী

অন্ধকারে জন্ম নিয়েছে সমুদ্রের নোনা জল
জল যে তোমাকে প্রসব করেছে যত ডাঙা দুনিয়ায়
তুমি জলের যোনি লিঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছ একা
সমুদ্র তোমার গোড়ায় ঢালছে জল
একদিন তোমাকে গর্ভে নেবে টেনে তুমিও
তেমন স্যোয়ারেজ জল পরিশুদ্ধ হয়ে
বৃষ্টির ফোটা জলের সঙ্গে আকাশে যাবে মিশে
আকাশে তুমি একটি চাতক হয়ে
তৃষ্ণার্ত এক কাণ্ড বিছিয়ে রবে

প্রকাণ্ড এক বিস্ময় বলে কিছুই তো দেখি না
চোখের মধ্যে সাত মহাদেশ একে একে উঠছে জেগে

তুমি কোন মহাদেশে প্রথম বাঁধবে ঘর
আফ্রিকা তোমার প্রিয় মহাদেশ জানি
রুল দিয়ে তুমি চুলের গোছা বানাও
আমাকে একটু গভীর তোমার অন্ধকারে নিও

পাটাতনে সেদিন আমরা লুকিয়ে ছিলাম
ইঁদুরের সাথে করেছিলাম লুটোপুটি

গঞ্জের হাটে উঠেছিলাম তাই নিলাম
ছিড়ে গেল মোদের জন্ম জনম জুটি

পানিতে কেমন তীক্ষ্ণ আগুন জ্বলে
আগুনের ঢেউ ছলকায় সমতলে

আগুনে রাখলাম হাত আগুনে বাঁধলাম রাখি
ঘরে আর ফিরব না
মা কি তাহলে সমুদ্র ডাঙায় খুঁজে বেড়াবে নাকি
মাকে আমি ভয় করি না
সমুদ্রের ছোট বোন বরুণ যে তার বাপ
আমাকে দেখার ছলে
আসবে ছুটে চলে

নীলতিমি গো তোমার পেটের মধ্যে কী রয়েছে আমাকে একটু দেখাও জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তোমার দুধের ধারা, তোমার দাঁত দেখে ভয় পাচ্ছি আমি, বাবার কথা মনে আছে তোমার? জলের নিচে অনেককাল তো ছিল নোনাজল তার পায়ের চিহ্ন যত্নে রেখেছে ধরে, এখনও দেখতে পারো ও তুমি বিশ্বাসের ব্যাটা নাকি! তোমরা তখন ব্রাত্য ছিলে মোটামুটি অস্পৃশ্য এন্টার্কটিকার বরফকুচি ভাসিয়ে রাখতে জলে, ঝাড়ুদার বলতে পারো প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমাদের আমরা পাঠিয়েছিলাম ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে মানবজীবনে তোমাদের নাম ছিল বাড়াবাড়ি, নিজেরে ভাবতে বড়!

বিহঙ্গমানুষ কবে তুমি ডানা পেলে
দু'পায়ে হাঁটার কসরত বড় ম্যালা
রোদ বৃষ্টিতে লোমের পোশাক ফেলে
তবু বাঁচার কষ্ট গ্লোরিফাই করল্যা

এবার আমার চিত্ত তোমার জল-নৃত্যের সাথে
আকাশে আমরা ছড়িয়ে দিলাম পানি
হাতির শুঁড়ে করে
মাছিপুছিতে সন্ধ্যা নেমেছে আজ
আমরা রয়েছি মাছের পুচ্ছ ধরে

মাছের কন্যা এনেছে আমাকে
ঘর থেকে বের করে
আমরা ছিলাম গভীর ঘুমে সমুদ্রের তলদেশে
তোমার আঁশটে গন্ধে আমার ঘুম ভেঙে গেল শেষে
এখন তো আমি মত্তকরীর মতো
সমুদ্র তোমার কোমরে রাখলাম হাত
বল আর বেলে নৃত্যে আমার কেটে যাবে
সারারাত

সমুদ্র গো আমি যে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই
তোমার বুকের প্রাণহারী সব ঢেউ
লুটিয়ে পড়ছে আমার করতলে
চুম্বন তোমার ছুয়ে যাচ্ছে অশান্ত অম্বরে
আমি আবারও যাব তোমার জলযোনিতে মিশে
লক্ষ কোটি বছর ধরে এই জলাবর্ত শেষে
আমাকে মানব মাতৃগর্ভে দিও
মানুষের মার জন্য আমার মায়া পড়ে আছে খুব।

হে জল, জলের দেবতা তোমাকে আমার ভয়
শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণঠাকুর তুমি
অথচ তুমি নিশ্চুপ আছ কার যেন আঁজলায়।

পরিপ্রেক্ষিত

কোথাও কি ঈশ্বরের রাজ্য কিংবা একখণ্ড জমি আছে
সেখানে আমাকে একটু দাঁড়াতে দাও
সেই জমিতে একটি ফলবান বৃক্ষের ছায়া কিংবা স্রোতস্বিনী
যা ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
সেই পূর্ণতোয়ার শীতল জলে আমাকে একটু
অবগাহন করতে দাও
যে লোকটি গতকাল দাঁড়িয়েছিল তোমার সানশেডের নিচে
তার কিছুক্ষণ আগেই যে লোকটি সমুদ্রের লবণ থেকে
পানি আলাদা করে করুণাধারার মতো
তোমাদের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল
তোমরা তখন বৃষ্টির আদরে যুগলবন্দি হয়ে
রবীন্দ্রনাথের 'ঝুলন' কবিতাটি পড়ছিলে
আর তোমাদের শরীরের মাংসের স্ফীতি
একটি গোলাপকলির সৌন্দর্য বিকশিত করছিল
অথচ আগন্তুককে তোমরা হঠাৎ চোর বলে
সাব্যস্ত করলে
তোমাদের দৌবারিক চেলাকাঠের আঘাতে
আবার তাকে রাস্তায় বের করে দিল
অথচ তখনও তোমরা তার করুণাধারার মধ্যে এবং সে
তোমাদের শরীরের মধ্যে আগুনের চুল্লি প্রজ্বলিত রাখছিল
প্রকৃতপক্ষে কী আছে তোমার যা থেকে সে চুরি করতে পারে
যাকে তোমরা সম্পদ এবং শরীর বল, যেমন
একখণ্ড জমি পাথরের দালান ইলেক্ট্রিক্কাগজের নোট এবং
তোমার উরু নিতম্ব বক্ষদেশ ও মুখমণ্ডল; আর
এসব কেন যে সুন্দর
তুমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারো না
তখন বলো, এসব ঈশ্বরের কৃপা, কিন্তু
নগ্নপদ ঈশ্বরকে তোমরা চিনতে পারো না, যখন সে
বালির সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকে এবং
নিপুণ দক্ষতায় ইটগুলো একের পর এক সাজিয়ে তোলে
এবং তোমাদের মূর্খতা দেখে হাসি গোপন করতে থাকে
কেননা সে জানে, কয়েক দিনের ব্যবধানে
অন্য কোন প্রেক্ষিতে তোমাদের সরিয়ে নেয়া হবে
অথচ প্রকৃত মালিককে তোমরা একটু বসতে দিতে পার না

3909 on

তোমাদের কি এখনও নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সেই জাহাজ-ডুবির কথা মনে আছে
আমি যখন অতলান্তিকে তোমাদের জাহাজটি ডুবিয়ে দিচ্ছিলাম
নীল হিমশীতল জলের মধ্যে একটি বরফের চাঁই যখন
ষাট হাজার টন ওজনের গ্রিক দেবতার শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছিল
তোমরা যখন নৈশভোজের টেবিল ছেড়ে বলরুমে একত্রিত হচ্ছিলে
আর তখনই তোমাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠছিল আমার হিংসার অনল
যদিও আমি সবকিছু খেলাচ্ছলে নিচ্ছিলাম; তবু
তোমরা যখন কায়দা করে জাহাজের গায়ে লিখে দিচ্ছিলে
3909 on অর্থাৎ তোমরা বোঝাতে চাচ্ছিলে
এই তরী ঈশ্বরের নাগালের বাইরে; যদিও ঈশ্বরের থাকা না-থাকা
আমার কাছে কোন অর্থ বহন করে না; তবু যখন তোমরা
ঈশ্বরের রাষ্ট্র থেকে মুক্তি পেতে চাও; তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি; কারণ
আমিই তো জলের উপরে তোমাদের নৌকাগুলো ভাসিয়ে রাখি
সমতল ও স্থলভাগের মধ্য দিয়ে জলের ধারা বয়ে নিয়ে চলি
যাতে নদীকে অনুসরণ করে তোমরা তোমাদের আবাসগুলো
গড়ে তুলতে পারো; অবশ্য তোমরা যদি তা নাও করো তবু আমার
কিছু এসে যায় না কিংবা তোমাদেরও; তবু একবার ভেবে দেখ
কিসের সঙ্গে তোমাদের জাহাজটি আমি ঠুকে দিয়েছিলাম
সে তো জমাটবদ্ধ পানি ছাড়া কিছু নয়; এমনকি তোমরাও
বহুদিন জলের প্ল্যাসেন্টার ভেতর ভেসে ভেসে হাত এবং পা
আলাদা করে চিনতে পারো; যখন তোমরা জল এবং বাতাস থাকো
তখন আমরা পরস্পর শরীরের মধ্যে ওঠানামা করতে থাকি; কিন্তু
যখন আমি জলকে বাতাস থেকে আলাদা করে ফেলি এবং
বিভিন্ন আকারে জমাট বাঁধতে থাকি; তখন তুমি বড় অহংকারী হয়ে ওঠো

কেননা আমাকে তোমাদের ভেতর নিয়মিত প্রবেশ করে তোমাদের সঞ্চালনকে দৃশ্যযোগ্য করে তুলতে হয়; আর তাতেই তোমরা আমাকে স্রেফ বাহন ছাড়া কিছুই ভাবতে পারো না; আর তোমরা ভাবতে থাকো বাতাস এবং পানির সঙ্গে কখনই তোমরা একত্রে বসবাস করোনি কিংবা তোমাদের এই জমাটবদ্ধ অবস্থার কখনই পরিবর্তন হবে না; অথচ তোমরা একখণ্ড বরফকে প্রতিনিয়ত গলে সমুদ্রে মিশে যেতে দেখ; আর তোমাদের চোখের সামনে সূর্যের সাতরঙা শুঁড়ের মধ্য দিয়ে অসংখ্য পানির সন্তানদের হারিয়ে যেতে দেখ; ফলে তোমাদের জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়া আমার জন্য কোন কষ্টের কিংবা নির্মমতার উদাহরণ হতে পারে না; বরং সেদিন যারা পানির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল; ১৩০০০ ফুট পানির তলদেশে রক্ষিত ছিল যাদের স্কেলিটন তাদের সৌভাগ্যের কাহিনি কখনই তোমরা জানতে পারবে না; ধরো সেই ভয়ঙ্কর জলের ধারাকে উপেক্ষা করে আমি সেদিন যাদের বরফকে গলতে দেইনি; আজ কোথাও কি তাদের এক টুকরো অবশিষ্ট আছে বরং তাদের হৃদয়ের মহান ভালোবাসা তারচে অধিক নিজেদের প্রাণ নিয়ে টিকে থাকার আনন্দে সহযাত্রীদের মৃত্যুর করুণ দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিল মড়কের সবগুলো অগ্নিসাগর তারা অতিক্রম করে এসেছে; অথচ তারা জানতেই পারেনি তাদের জাহাজটি সাউদাম্পটন ছেড়ে যাবার আগেই তারা প্রত্যেকেই ছিল এক একজন ডুবন্ত মানুষ!

গোষ্ঠের দিকে (১৯৯৬)

গোষ্ঠের দিকে

আমি এখন একটি ধেনুর পুচ্ছের গুচ্ছ ধরে
বিশাল জাহ্নবী পেরিয়ে যাচ্ছি
সন্তরণ জানি না বলে এতকাল যারা অপবাদ দিয়েছে
তাদের নঞার্থক ইঙ্গিত উপেক্ষা করে
আমি এক বিশাল ভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি
ওরা জানে সন্তরণ একটি খেলা আর আমি
একটি ধেনুর পুচ্ছের গুচ্ছ ধরে বিশাল জাহ্নবী
পেরিয়ে যাচ্ছি
ভাগিরথীর কন্যা ঢেউয়ের মতো কালো কুন্তল
বিছিয়ে দিয়ে একটি বলের মতো লুফে নিচ্ছে
আমার শরীর

জলের নিচে গ্রাম
গ্রাম শেষে সবুজ প্রান্তর
সেই প্রান্তরে জলাশ্ব চরিতেছে
আমি তার ক্ষুরের শব্দে
বারুণীর চিরনির শব্দে
আবার জেগে উঠছি
পাশে কোথাও রয়েছে লোকালয়
বাতাসে কুকুরের কুঁই কুঁই
আশিকুড়ি গাভির রোমন্থন
একে অন্যের চুল বাঁধিতেছে
ওষ্ঠের বদলে গোষ্ঠের দিকে
এখন আমার এই যাত্রা...

ভালোবাসাহীন ভালো থাকা

মানুষ বাসে না ভালো মানুষের অন্তর আহত খঞ্জনির মতো
ওড়ার ভরসা নিয়ে দেবদারু পাইনের সুউচ্চ পল্লব ধরে
আপনার গোত্রের পক্ষিনীর পালক আর চঞ্চুতে রাখে ঠোঁট।

একটা নদীর কথা একটা বিকাল তার মনে পড়ে সূর্যের রং
ছলাচ্ছল জলের মধ্যে আস্তে ধীরে নেমে আসে অচীন সহিস
বক্ষের পীন থেকে অশ্বের গ্রীবা বেয়ে অর্ধনারীশ্বর, তার
প্রাচীন চোখের ভাষা বিস্তৃত প্রান্তর বিশাল বিশাল বৃক্ষের
নিবিড় আঁধার এসে উন্মন করে দেয় কোন এক বালকের মন।

সম্বিত ফিরে পেলে বালক প্রাচীন হয় প্রৌঢ় খঞ্জ হয়, আর
ব্যবহৃত দেহ নিয়ে স্মৃতির গন্ধ নিয়ে খুঁজে ফেরে আকাশ জমিন
তখন চালের দাম নুন আর কেরোসিন সঠিক পাওয়া যায় কিনা
এই সব যথার্থ চিন্তা নিয়ে মানুষ স্মৃতির শরীর থেকে বুট
কল্পনার শরীর থেকে দানা পানি খেয়ে ভালোবাসাহীন ভালো থাকে।

নদী ও যুবক

এক পুরুষ বলল নদী
নদী বলল যুবক
তারপর দু'জন গোয়ালন্দ ছেড়ে
চলে গেল সাঁড়ার-ব্রীজ
প্রথমে ছুঁলো সে জফিরদ্দির খড়ের গাঁদা
তারপর আব্দুল হাই'র গোয়াল
অবশেষে ভাঙলো ষোলদাগের বসতবাটী
এতদিন যুবকের সাথে ছিল নদীর
অভিমান পালা
নদীও নারীর মত সমর্পিত হয় পুরুষের পায়ে

পুরুষও তার তৃপ্তি খুঁজে পায় নদীর জোয়ারে
আবারো তারা ঘর বাঁধে আবেগে আলিঙ্গনে
হরিপুর পলাশবাড়ি চরগড়গড়ি...
নদীর বুক স্ফীত হয়
যুবতীর মতো দুলে ওঠে সবুজ
পুরুষের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় কর্ষণে কর্তণে
যুবক আবারো হয়ে ওঠে যুবক
নদী শুধু অবিনশ্বর জন্মদাত্রী

অথচ আজ বড় দুর্দিন
ভাগিরথির কন্যার
সোনার সীতারে হরণ করেছে লংকার রাবন
যুবকের জন্য তার বাড়ে চিন্তা
কাঁদে রাতদিন
দিনরাত কাঁদে।

অনুপ্রভা

আমি এখন একটি মোমের দুইদিক জ্বালিয়েছি
আমার কাছে উপর আর নিচ
নিচ আর উপর সমান অর্থবোধক
আমার চোখের সামনে রাত খুলে যাচ্ছে
তুলে ধরছে তার কলাপিনী পেখম
পালাও রাতের শয়তান
আলোর প্রভু আসছে ...
আমি আলো শরীর থেকে অন্ধকার খুলে নিয়েছি
জ্যোতির্মাণ তুমি কোথায় চলেছ
এখন তোমার শরীরের মধ্যে আমার
আগমন টের পায় লোকে
এখন কেবল মুগ্ধতা
এখন কেবল প্রজাপতির বহুবর্ণ ডানা দেখবার সময়

যদিও তোমার উপস্থিতি বিষ্ঠার মধ্যে কীটের কিলবিল
গা ঘিন ঘিন বিবমিষা
তবু একদিন রানির চারপাশ থেকে
সরে যাবে চাটুকার
দেখ কী লজ্জায় রাজকুমারী
ধীরে ধীরে তাঁর লৈঙ্গিক অহংকারে
জড়িয়ে নিচ্ছে পাতলুন
তুমি চোখ খোল।

সুরের যাতনা

এক বোষ্টমী আসবে ভেবে
একজন পুরুষ হয়ে গেল লালন
লাউয়ের একতারায় লেঙ্গুট নেড়ে
তুললো সুর আর সুরের উপমা

দিন হয়ে গেল শতাব্দী
তবু এলো না সে
আসে না কোনদিন পুরুষের মনের মানুষ

প্রথমে দেখলো সে সমর্পিতা মাটি
বুক তার নড়ে ওঠে ফসলের মাঠ
মাটির মমতা ছেড়ে
নক্ষত্র পেরিয়ে গেল সুরের যাতনা

এখন সুর তার বাতাসে
হৃদয়ে; সাগরের ঢেউয়ে
গ্যালাক্সি জন্মদাত্রী বোষ্টমী এক
অহরহ বিদ্ধ করে তরুণ বোষ্টম।

জানালা কে বাতায়ন

জানালাকে বাতায়ন বললেই
এক ধরনের অনুভব হৃদয় ভরে যায়
কেন যে এ ডেরা সাজাই আমি উদ্বেলিত সমারোহে
কার যেন অশরীর স্পর্শে হৃদয়ে শিহরণ খেলে যায়
দখিনা সমীরণে এলো হয় বুনো কেশ
নাভীতে যার জমা আছে কস্তুরী সৌরভ
আমারও আত্মা উন্মন হয়ে উঠে অজানা বাতাসে
কার যেন একজোঁড়া হরিণ আঁখির সভিত কম্পন
অথবা নিপুণ হাতে নকশা খেলা করে
জায়নামাজের নক্সী জমিন
আমি কি বলব তাকে অন্য কেউ
অন্য কোনো মহিমা
আমারও আত্মা বলে যদি কিছু থাকে
সেখানে কত যে স্বপ্নীল স্পর্শে বেঁধেছে নিকুঞ্জ তার
জানালাকে বাতায়ন বললেই
খুলে যায় গরাদের এতগুলো রুদ্ধ দুয়ার
তবে কবির কাছে প্রার্থনা
কেন যে শব্দ-কৃপণ তুমি
আজ হতে বাতায়ন খুলে দাও
আমাদের প্রাত্যহিক অভিধানে।

পরমা

যক্ষা রোগীর বিশ্বাস নিয়ে আর কতকাল আমি
বিনাশের বাণী হননের গান নিজেকে শোনাব প্রভু
পরমা না এলে কি হবে আমার, ফেরেনি পরীর স্বামী
এইভাবে জানি প্রোটোপ্লাজম ঝরে প্রতিদিন তবু...
আমার মধ্যে প্রেম বাসা বাঁধে কুষ্ঠ রোগীর মতো
কবন্ধ রাত এসে তুলে নেয় আমার শরীর রোজ
নরম মাংস রোদের সালুন স্বপ্নের ঢেউ যত
আহত কথার সেই সমাচার নারী রক্তের ভোজ
আকণ্ঠ পান করেন মাতাল ঋত্বিক, আমি কেন
গৌতম নিমাই নানকের ভুল আপন রক্তে রাখি

হত্যাযজ্ঞ পাপ পুরোহিত; আমার শোণিতে যেন
লক্ষ লক্ষ কীটের শরীর। চুমুকে আছে কে বাকি

রিরংসা ক্রোধ ফিরে আসে, প্রেম নয় ধন্বন্তরি
পুঁজ রক্তের স্বাদ কুষ্ঠের ঘা চেটে আমার তবু

প্রত্ন স্মৃতি থরে থরে রেখে আর বিবর্ণ নারী
সংগমে এইভাবে কেটে যাবে ত্রিগণ ত্রিকাল প্রভু।

দেবদাস

গভীর নিশীথে একাকী রোজ উঠে আসে পার্বতী
বৈধব্যের সজ্জাতে বিরহিনী ধরে আছে চরণ
কিছু একটা উপায় বলো দেবদাস; এ বরণ
কী করে করি বল হে প্রিয়তম, হে কৈশর সাথী
সারারাত কী যে দংশনে ক্ষতাক্ত নিয়তি আমার
তার প্রতীক্ষায়; হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় যাকে
সিন্ধু সমুদ্র নক্ষত্র অবিরত মহাকাশ ডাকে
চরণ ধরে আছে তবু জানি অবিশ্বাস্য পাবার
নারীর মাংসে মেদে একী শূন্যতা ভাবিনি ঈশ্বর
আমার জানানে কী পেলে মদ আর মাংসের লোভ
মানুষের সব দুঃখ-ব্যথা আর বিষণ্ণ প্রহর
কেটে যাবে পার্বতী পার্বতী বলে আরুদ্ধ বিক্ষোভ!
আজীবন নিহত আমি অতৃপ্ত বাসনার ঘায়ে
দুর্গন্ধ লাশ নিয়ে শুয়ে চন্দ্রমুখি ডানে ও বায়ে।

বসন্তগত জীবনে

যখন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ
এক অজানা বাতাসে দক্ষিণের জানালা খুলে যায়
হয়তো জোছনার মোহন শরীর ছুঁয়ে যাবে দেহ
হয়তো দৃষ্টি সীমায় নগ্ন হবে রূপবতী কুসুম
আমার ঘ্রাণে মেখে নেবো নিষিক্ত পরাগ
সারারাত জেগে থাকি উন্মুক্ত বাতায়ন পাশে
আমার সাগরে জোয়ার আনে না চাঁদের পূর্ণিমা
শহরের সড়কগুলি ভিজে থাকে অন্ধকারে
একশ দু'শ হাজার পাওয়ারের ইলেক্ট্রিক বাতিতে
জোছনায় ভিজে ভিজে আমার আর বাড়ি ফেরা হয় না
                    কবে কোথায় ফুটেছিল হাস্নাহেনা
                    বৃক্ষ কবে বসন খুলেছিল

শুধু কার্বনের বিষাক্ত ঘ্রাণ টেনে টেনে
মাতাল নিশ্চুপ পড়ে থাকি
কখন রাত্রি ভোর হয় আমার
টুইস্টিং মিলের সাইরেন বেজে ওঠে
আজান কিংবা পাখির কুজন ছেড়ে
তখন মনে পড়ে ঠাকুর
এবারের মত বসন্তগত জীবনে।

ময়ূর

ময়ূর, প্রাণের ময়ূর
তোমার নরম পালক মখমলে ঘোমটা
                    চাঁদের শরীর
কিংকিনী নিক্কন নৃত্যের পেখম
কতকাল দেখিনি
টুকটুকে ওষ্ঠ মায়াবী চাহনি তোমার
নাভি শুঁকে মেলে না কস্তুরী সৌরভ
ইয়াকুত পাথরের দন্ত মোবারক তোমার
                    অস্পৃশ্য রমণীর মত
আজ অবলুপ্ত তোমার জলকে চলা শরীর
নিংড়ানো কলস
কোন কাহিনির দেশে তুমি অঞ্জনমনোহরা

হিরামন পাখি আমার
সওদাগরের স্বপ্নের কুমারী
তোমারও বুক নক্ষত্রের মত কাঁপে বাতাসে বাতাসে
তোমাকে পাওয়া দুষ্কর, আমাদের
শিল্পময় কারখানা পার্ক রেস্তরাঁয়
তুমি আছ—হয়তো কোন পুরনো লাইব্রেরি
এন্টার্কটিকা আফ্রিকার জনমানবহীন বস্তীতে

ওগো ময়ূর অভিমানি কন্যা
তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে নাকো
মস্কো টোকিও নিউইয়র্ক শহরে

আমরা প্রতীক্ষিত তোমার
তনু নিঃসৃত নির্যাস
সুরভিত হাসি মেঘময় কুন্তল
ঘুমের শরীরে অসি হাতে
অশ্বারোহী এক দুরন্ত যুবক

তুমি কি কোনদিন আসবে না
পৌরাণিক অক্টোপাস ছিঁড়ে
আমাদের শহরে
তবে কি আমরা কয় যুবক প্রতারিত
ক্ষয়ে যাব, বারে বারে ফিরে আসব
তোমার সামান্যতম সংকেত
সিন্ধুপারের কেকা
দুঃসময়ে আমাদের প্রার্থনা।

ফসল ফলানো গান

আমাদের সেই রাতের নদীতে তুমি
জোছনা তখন ছুঁয়েছিল লাল গাল
একটি কৃষক দাঁড়ালো নিকট ঘেষে
শরীরে কেমন জলবিদ্যুৎ খেলা
একটি মানুষ অনাবশ্যক ছলে
তোমার নদীর ঘাটলাতে রেখে পা
শস্যের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিলেন বলে
মৃগকস্তুরী তোমার নাভিতে জমা
গন্ধ আকুল পুরুষেরা সেই দিন
তোমার মনের প্রত্নলিপির পাঠ
উদ্ধারহীন জেনে গেল রাতভর
কেবল দেখল জোছনার পোড়াশব
কেবল দেখল রাতের নদীতে তুমি
নগ্ন ঊরুর ফসল বিছিয়ে বসে
সেই কৃষকের নগ্ন বাহুর দিক
দিনক্ষণহীন কতকাল চেয়েছিলে
তার সে চোখে ফসলের অনিমেখ
তার সেই পায়ে কালের চপলগতি
বন্ধ্যারাতের শত্রু সে চিরকাল
কাম ক্রোধ আর মৃত্তিকার সঙ্গী
তুমি কি তাহলে জন্মকাঙ্ক্ষাহীন
তোমার মুখে কি অহেতুক গৌরব
নতুবা সেদিন ফসল ফলানো কবি
পশ্চাৎ ফেলে চলে গেল আনমনা
এখনো তোমার মনে পড়ে সেইদিন
এখনো কি তুমি চেয়ে আছো অনিমেখ
এখনো তোমার উর্বরযোনি যদি
সম্মুখে চলো ফালের নিরিখ ধরে।

আবার গৌতম

অশ্বত্থের তলে জানুপেতে বসেছি গৌতম
হে বোধি! হে বৃক্ষ! সুমতি দাও
আমার মাথার পরে উড্ডিন হাইড্রো-শকুন
এটোমের মণ্ডপে পূজার মালা

শব পঁচা দুর্গন্ধে ডুবে আছে ভদ্রাসন
কপিলাবস্তু সুন্দরী যশোধা
কোথায় ফিরে পাব এমন আশ্রয়
আমার দৃষ্টিসীমায় জ্বলে হাজার হিরোশিমা

কিসের আঘাতে জমে গেল থ্রম্বোসাইট
রক্তের শূন্যস্থান ধরে আছে দারুণ ক্যান্সার
আশীর্বাদ ফণা তুলে সন্তানের মাথার উপর
আদরে রেখে যাচ্ছি এইডস এর ভয়াবহ জীবাণু

বৃক্ষের তলে আবার জানু পেতে বসেছি গৌতম
হৃদয়ে উৎক্ষেপণ হোক তোমার বাণী
জীবকে প্রেম করো; সৎ আর অহিংসাই স্বর্গের ছবক
অন্ধকার কেটে আনুক জীবন নির্বাণ।

কবিতা ফিরে আসবে

কবিতা আবার ফিরে আসবে ভেবে
পরিত্যক্ত আবাস ছেড়ে কোথাও যাই না আমি
রেড়ির প্রদীপ জ্বেলে সারারাত বসে থাকি
চর্যার ডোম্বীর সাথে; আমার
জাগ্রত সত্ত্বা কুঁড়ে খায় ভুসুকুপার মুষিক
বানের জলের মতো ভেসে আসে অকবিতা
আমি তার অপ্রতিরোধ্যতা পারি না ঠেকাতে
শব্দের চতুরঙ্গে হেরে যাই।
ছন্দের উচ্ছেদে নড়ে ওঠে আমার ভীত
কখনোবা পেয়ে বসে পোড়ো বাড়ির ভৌতিক ভয়
আহা কী নূপুর কেঁদে ওঠে বেহুলার পায়

আমি জানি কবিতা ফিরে এলেই আসবে
মুকুন্দরাম কালকেতু ফুল্লরা
কবিতা এলেই বৈকুণ্ঠের গান গা'বে চণ্ডীদাস
কবিতা এলেই অশ্বত্থের তলে জানু নত হবে গৌতম
কবিতা এলেই আসবে প্রেম ভালবাসা
মানুষের হৃদয়
ধ্বংস হবে এটোম হাইড্রোজেনের হরিদ্রাভ ছোবল
এই যদি আমার বিশ্বাস
তবে আর রাত কাটাই কেন অকবির আবাসে।

আমি যা চাই

এতকাল ভাবতাম—যা চেয়েছি
পেয়েছি তার বিপরীত বিষয়
যেমন ডাঙা চাইলেই
আমাকে নিয়ে অবগাহন করে লবণাক্ত জল
এক ফোটা তৃষ্ণার জলের জন্য সমুদ্র নেয়ে উঠি
তখন জল না আমার জন্য অপেক্ষা করে লু
দুঃসময়ে তৃপ্তি পেতে চাই নারীর মুখ
আমার দিকে চাইলেই সে মুখের কমনীয়
নষ্ট করে দেয় পুরুষের কাঠিন্য
সুখ চাইলেই
দুঃখ এসে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে
স্নেহ চাইলেই বিরহ
ভালোবাসা চাইলেই ঘৃণা তার
অধিকার নিয়ে আমাকে শাসায়
অন্তত এতকাল তাই ভেবেছি
কিন্তু এখন
আমি যা চাই তাই পাই
যেমন তৃষ্ণার জল
ক্ষুধার অন্ন
আত্মীয়ের মুখ আমাকে ছেড়ে যায়...
আমি বলি বাতাস হে মাটি তুমিও পরিত্যাগ করে মুক্তি দাও
আমাকে যেন না ছোঁয় ব্যথিতের হাত
প্রেম ভালবাসা সুখ ভুলেও স্পর্শ না করে
আমার চাওয়ার ত্রিসীমা
বিরহ ঘৃণা দুঃখ ভয় অসম্ভব সুখে আমাকে নিয়ে
আমিও মহা সুখে আঁকড়িয়েছি তাদের
কারণ এগুলোই আপাতত আমার চাওয়ার বিষয়।

স্মৃতির যাতনা

হায়! প্রভু আরো কী সইতে হবে এমন
জীবন ধারণের অপরাধ তবে কী
কখনো চেয়েছি কী ফিরে যেতে
তাহলে বেয়ারা মন বিদ্রোহী ছিল বহুদিন
না হলে কি করে ফিরতে পারি
একটা রাতের স্বপনে
হায় প্রভু সুবাতাস কি করে এমন
অসহ্য হতে পারে
দলে মোথিত করে
চিপে হৃদয়ের নির্যাস টেনে আনে
যখন কিছুতেই হাপর টানে না বাতাস
অম্লজানের স্পর্শ পায় না হিমোগ্লোবিন
আপনিই থেমে আসে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া
অনিশ্চিত হয়ে পড়ে আরেকটা রাতের প্রতীক্ষা
তা হলে কী আমার মৃত্যু হবে
হবে না তো!

যখন পিছনে ফিরে হাঁটতে থাকলাম
তখন তো আমার দৃষ্টি রহিত হয়নি
আমার নাসিকা সত্যাগ্র করেনি
আমার পা পায়ে পায়ে হেঁটে গেছে
মস্তিষ্কও ভুলেছিল তার অবস্থান
উপভোগ করেছিলাম বৃক্ষের হরিতে
মুখ লুকানো কঞ্চু মিথুর ভালবাসা
এই আমগাছটা, যার প্রতিবিম্ব
আমাকে ছুঁয়েছিল প্রথম
ঝাড়বাতী জ্বেলেছিল বেতস বনের জোনাকি
এখানে জননী প্রসব করেছিলেন
তার প্রোথিত বিশ্বাস
জননী গো! সবুরে মেওয়া ফলে
বিশ্বাস মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসে

আমার পচনশীল মাংসে
তেমন কোন প্রতিশ্রুতি দেখেছ কি
তা হলে আমি তোমার অভিধানের নষ্ট কীটাণু

তবু যখন দাঁড়িয়েছি আজ রাতে স্বপ্নের ভেতর
যতটুকু পারি কলাই ভাজার গন্ধ টেনে নেব
রেখে এসেছি শহরের অন্তর্বাস
দেবদারু গাছের আড়াল থেকে গুলতি মেরে
ভেঙে দেবো, রহিমের বউ'র সোনালী কলস
হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাবে গহর আলী
পিতার কাছে নালিশ জানাবে দেখলেন পরামানিক সাহেব
আপনার ছেলের কাণ্ড
রোদ্দুরে কান ধরে খাড়া থাক উজবুক
যতক্ষণ ফিরে না আসে ছমির...
জানি বেলা ভেটে গেলে
পরম নিশ্চিন্তে, আব্বাসের কণ্ঠ নিয়ে
ফিরে আসবে আমাদের কৃষক ছমির
হালের দু'টি বলদ যেন
কত আহ্লাদে শুনছে তার এ গীতালি
গবাক্ষ ভিজে আছে জলে

পিতা, তুমি তো সাত গাঁয়ের মোড়ল
তোমাকে ছাড়া দেখিনি কোন সালিসি
তোমার রায় মেনে নেবে না
আছে কে এমন বাপের বেটা
তাহলে আত্মজের প্রতি শুনিনি কেন
তোমার কণ্ঠের নিনাদ
হারামজাদা ছেড়ে আয় ও নিভাঁজ পোশাক পাতলুন

রোদ বৃষ্টিতে ভিজে মেখেনে ফসলের অনাবিল নির্মলতা
মিটিং শেষ হতে চলেছে
স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কোলাহল

আব্বাগো আরেকটু কঠিন হোন
সন্তানের প্রতি
না হলে কি করে অনুভব করব
ছমিরের নির্ভেজাল উষ্ণতা

চাচা বলেন তো এ কি বিচার আপনার
এতটুকু ছেলে কি এমন করেছে যে
এই রোদ্দুরে...
আব্বার রাগ পড়ে না তখনো
গম্ভীর হয়ে যান তিনি
কাল বাদরটাকেও নিয়ে যাবি মাঠে
দরকার নেই ওর স্কুলে গিয়ে
যাই বলুন পিতা
আপনার বিচার নির্ভেজাল ছিল না
তাই ছমির দু'টো চতুষ্পদ বান্ধবের মত

আমাকে সাথে নেওয়ার দুঃসাহস করেনি, বলেছে
গরু যার বন্ধু তাকে গরু হতে হয়
তোমাকে মানুষ হতে হবে
তাই বক আর বাঘের শঠটার নামতা পড়তে পড়তে
আমিও অবিকল ডেকে উঠি টুন টুন টুন
আমার শ্রবণ থেকে নির্বাসিত
মানুষের কণ্ঠস্বর...
ছমির, বাতাসের মতো যার সরল প্রাণ
কি করে সেদিন এমন মিথ্যাটি বলেছিলে ভাই
তুমিই তো ধরে আছ সত্যিকারের কলম
দেখ না কত ধারাল তোমার নিবের ফলা
বিশ্বাসের উপমা গেঁথে দিচ্ছ মাটির তুলটে

আমার এ কলম কি করে হতে পারে সত্যের মুখ
যার কর্ষণ বিতশ্রী করে শুধু ধবল কাগজ
কখনো সত্যিকারের কবিতার মত
ফসলের সুঘ্রাণ আনে না

হায় প্রভু কেন মনে পড়ে সে নদী
যার উজানে যাওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছি এখন
স্রোতে ভাসতে ভাসতে পড়েছি এ সোঁতায়
প্রভু, যার কণ্ঠ এখন পশুর কণ্ঠ
যার দেহে জানোয়ারের ঘ্রাণ মেলে
তবু কেন রেখেছ এ ভাষাহীনের
স্মৃতির ক্ষমতা।

ভুসুকুপার মূষিক

‘চমৎকার।
ধরা যাক দু’একটা ইঁদুর এবার’
পঞ্চতন্ত্রে যার মাহাত্ম্য লেখা আছে
যে সবাকার শ্রেষ্ঠ, দংশনে
বিদীর্ণ করে দেয় পাহাড়ের শরীর
অন্ধকার গহ্বরে বসবাস
কালো কুৎসিত জানোয়ার—গণেশের বাহন
কেটে দেয় হৃদয়ের সুকোমল তন্ত্রি
কৃষ্ণরাতে খেয়ে গেছে আমাদের জন্মানো ফসল
মাটি খুঁড়লেই ফালের নিরিখ ধরে
হেঁটে আসে মূষিক
তুলে খায় ভ্রূণের নরম
তাই নির্ঘাত পড়ে আছে অনাবাদি
পতিত জমিন
যথেচ্ছা জন্মাচ্ছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ফসল
তবে ভুসুকুপাদানামের মত মূষিক
নিধনের পরিকল্পনা আমাদের নেই
গণতন্ত্রই যখন তৃতীয় বিশ্বের সর্বগ্রাহ্য মতবাদ
তবু কি ভেবে জীবনানন্দ দাশ আর
সোমেন চন্দের বাবা ভেবেছিলেন।

কাগজের নোট

একদিন সত্যিই আসে না ধান
মুখ ব্যাদান করে ফিরে গেলো পাটের দালাল
সবুজ ক্লোরোফিল দিয়ে নেবে না কেউ
কাগজের নোট। ক্লোরোফিল অনুপস্থিত থাকা মানে
রাত্রি নেমে আসা। আসলে এখনো সূর্যের আলো
আফ্রিকার নীল জঙ্গলের তলদেশ ছোঁয়নি
কেবল নৈশভোজের টেবিল শত কোটি শুয়োরের চিৎকার
শতকোটি বানরের নৃত্যের তালে
সোডিয়াম নিয়নের আলো রঙিন জলের
ফোয়ারা—দিন আর রাতের পার্থক্য ভুলেছে।
লৌহ মানবেরা আর কতদিন এভাবে খাদ্য যোগাবে বলুন
প্লেটোর ব্যারাকবন্দি সোনার ছেলেদের।
ধান দিলে ধান পাবে
সবুজে সবুজ
কে আর ভক্ষণ করে শুনি কাগজের নোট
তবু তাকে দেবতা মেনে
তেত্রিশ কোটি নগ্ন প্রার্থনায়
আমাদের ফসল জবান সম্মুখের পথ
আমাদের রমণী সন্তানের ভবিষ্যৎ
ওই সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে
ওই কাগুজে রমাললক্ষ্মীর কাছে
জিম্মি হয়ে থাকবে না বলুন
বরং রাতের জলসা ছেড়ে প্রভাতি আলোর
মধ্যে হেঁটে আসুন নিজেদের গাঁয়ে।

কুকুর

বুকের মধ্যে বিরহী কুকুর কাঁদে
আকাশ রন্ধ্রে দুঃখের বীজ ছড়ালো সে
একাকী প্রার্থনা কুকুর আমার
মানুষের এঁটো বিষ নিশ্বাস উচ্ছিষ্টের ভাগ
বিশ্বস্তের খাদ্য খেয়ে
শূন্যে বদন রেখে সারারাত কাঁদো

কার কান্নার সঙ্গী এখন আমার কুকুর
কৃষক নারীর অনাবাদি জমি মারি ও মড়ক
তবু বসন্ত রাতের ফেরারী বাতাস
বোষ্টমী চাঁদ, কুঁই কুঁই করে সিনার ভেতর
পৃথিবীর সব ব্যথিতের গান দুঃখ মলিন
নিখিলনাস্তি অনাচার বৈষম্য নিয়ে
ফরিয়াদ কার মাথা তোলে—কবি না কুকুর
আকাশে কে থাকে তোমার অবোধ পশু
কিসের নালিশ?
ইহুদী রমণী ও চতুষ্পদ কবি
ধাতব তারের ঝংকার তোলে বাঘ ও দাসের লড়াই
নিয়ানডারথাল মানব দেখেনি এমন রক্তের বন্যা
না নোমাড না নিওলিথিক
তোমার দুঃখ বিষাদের গান, তুমিও...
মানুষের খুলি ভরে পান করো নেপেনথি

তবু কি দুঃখ ভোলে মানুষ!
এভাবে হালাগু নাজি শ্বেতকায় পেয়ে যায় ক্ষমা।

পাগল

হাত গুটিয়ে প্রবল চপেটাঘাত
চোখ মুখ ক্ষতাক্ত করে ঝরে পড়ে খুন
অন্তর্গত আগুন
বিস্মৃত সত্ত্বায় জেগে উঠি
লাথি মেরে ভেঙে দিই পাঁজর ছিঁড়ে দিই টুটি
দরদর বয়ে চলে লোহিত কলস
হু হু করে কেঁদে উঠি মৃত ল্যাজারস
ভ্রান্তি টুটে যায় শেষে
হেসে হেসে
লুটোপুটি গড়াগড়ি যাই
চুপে চুপে বলে ওঠে আহত হৃদয়
পাগল!
আজো যাদের পাইনি নাগাল

শ্রদ্ধেয় মকবুল স্যার
যাকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইদানীং বলতের দেখা হলে
বিগত যৌবন বিদ্যাভ্যাস করেছি পাগল পাঠশালে
তবু হইনি পাগল
পাইনি ঈপ্সিত ইচ্ছার নাগাল

আমার অন্তর্গত পাগল এক লুকোচুরি খেলে
এপার ওপার প্রশান্ত ডানা মেলে
কিছু নেই কিছু আছে
সোনালী শহর ধসে যায় পাছে
সুরম্য প্রাসাদ স্কাইস্ক্র্যাপার
এমন স্বাভাবিক ব্যাপার
নিত্য-নৈমিত্তিক আমার
দিন আর রাতের শরীর পার্থক্য কোথায়
বাতাসের ভেতর হেঁটে যাওয়া
মাটি আর পানির বিস্ময়

তাড়াস করে মেরে দিই চড়
মস্তিষ্কে ঠুকে দিই পাথর
শ্রদ্ধায় নত হয়ে জানাই প্রণাম
আপনার ইষ্টনাম

নিতে হয় না অবিশ্বাসের ঝুঁকি
সবচেয়ে সুখী
অন্তর্গত পাগল
বিষণ্ন আগল
এখানে চিরকাল রুদ্ধ
কোষে কোষে যুদ্ধ
প্রবল
সবকিছু ছল
ছল করে বেঁচে থাকে আমার বিপন্ন পাগল।

পক্ষের সৈনিক

প্রতিদিন কারা যেন আমার পিছে সারিবদ্ধ হয়ে যায়
বলে, সম্মুখে চলুন তরুণ
আমি তো লেফট রাইট কুইকমার্চ কিছুই শিখিনি
কিংবা ষোল দাগের চর দখলে না ছিলাম লেঠেল
আমি কি করে হতে পারি এই সব অধিকার আদায়ের মিছিলে
অগ্রগামী মানবিক কেতন বাহন
মাটির মমতা ফসলের ঘ্রাণে
ক্ষুধা অনিদ্রা নির্যাতনে
যাদের শরীর বেড়ে ওঠে
যারা এই নগর অট্টালিকার কীট আর কীটাণুর খাদ্য হয়ে
প্রতিদিন নাজির শাইল লতা শাইল চাউলের সাথে
দুধ দই ননির মধ্যে ছত্রাকের ছুরতে
যমুনার কালোজল পার হয়ে আসে
সেই সব মানুষের হাড় আর মজ্জার ঝোল
আমলার রাঁধুনী ঠিকাদারের ছিনাল
ভোজের টেবিলে সযত্নে সাজায় প্রাতঃরাশ
আমিও এইসব অভ্যস্ত ভোজন বিলাসী
তবু আমার পশ্চাতে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ায় কারা
আমি কি টেষ্টরিলিফের গম শিশুর খাদ্য
মজুতদারের বিরুদ্ধে ছিলাম
কালে ভদ্রে আমার নাকে এসেছে কি ঘামের গন্ধ
ফসলের ঘ্রাণ
গৃহপালিত নরম লোমের পরশ
আমারও অঙ্কুরোদগম সেই মাটির পরতে
যার প্রতিটি বৃক্ষ করেছে লেহন পিতামহের জৈবিক সার
তবে আমি কেন হবো না কাতারে শামিল!

ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম (২০০৬)

ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম

পৃথিবীতে আসার পথ পিচ্ছিল
নদীর পাড় থেকে শিশুরা যেভাবে পানিতে গড়িয়ে পড়ে
মাঝে মাঝে শামুকের আঁচড় লেগে পাছার নিচটা কেটে যায়
কিছুটা রক্তপাত হলেও শিশুদের কেউ থামাতে পারে না
শিশুদের দুর্দান্ত কৌতূহল
দাইমার হাতের স্পর্শেও তারা বিরক্ত হয়
তাদের পতন অনিবার্য
তবু নদীতে গড়িয়ে পড়া সন্তানদের
নিরাপত্তার কথা ভেবে মা'রা কিছুটা উদ্বিগ্ন
এসব ভয় ও উদ্বেগ থেকে গড়ে উঠেছে
অসংখ্য ক্লিনিক ও মাতৃসদন
গাইনি ও নার্সদের কাজ
মা ও হবু বাবাদের ভয় আরো উসকে দেয়া
শিশুদের নদীতে গড়িয়ে পড়ার পথ
পানিবিহীন শুকিয়ে দেয়া
চিরাচরিত জলের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করে
মরুভূমির মধ্য দিয়ে গঙ্গার ধারা প্রবাহিত করা
গঙ্গা কি তোমাদের মা নয়?
গাইনি ও নার্সদের জন্মের আগে মা কি তার সন্তানদের
একা ছেড়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছিল
একটু ভেবো দেখ, শিশুদের আসার চেয়ে
বৃদ্ধদের যাওয়া কি আরো অনিবার্য নয়
তাদের মা নেই
গড়িয়ে পড়ার মতো পিচ্ছিল কোনো পথ নেই
এমনকি সবাই ধরাধরি করে শুইয়ে না দিলে
শেষ পর্যন্ত কবরেও নামতে পারে না
তখন ভাবি কোথায় নার্স কোথায় গাইনি
কবরের পাশে তো একটিও ক্লিনিক নেই
অথচ সংখ্যা ও অনিবার্যতা শিশুদের চেয়ে
ঢের প্রয়োজন ছিল।

যাত্রার প্রথম গান

মিলনেই তো শুরু আমাদের প্রথম যোজনা
আমি যাকে মা বলি এবং আমার প্রকৃত পিতা
তারা যখন পরস্পর দেখাশোনায় ব্যস্ত
ঠিক তখনই, আমার গোপন বেরিয়ে পড়া
আমার পর্যটনের শুরু সেখানেই
শিশুদের কি কেউ কখনো একা ছেড়ে দেয়
না মা, না পিতা
তবু অসংখ্য নাবিকের পাল সাগর মন্থন করে
মন্দার দিয়ে ভেসে চলে নিরুদ্দেশ সাগরের জলে
কিন্তু কেউ জেনে ফেলার আগেই
আমার মায়ের উদোরে ঘুমিয়ে ছিল যে বোন
আমার যমজ সহোদরা
সূচিকর্মে নিপুণ সহোদরা
তার হাতে ধরা রুমালে
২৩টি ক্রমজোমের সূতোয় আমাকে কি নিপুণ
গেঁথে নিল সে
তার ফুল ও হাতের কাজ
তার সূচ ও রুমাল কেউ আলাদা করে
চিনতে পারল না
পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকের মতো আমাদের এই পৃথিবী
আকাশ ও মাটি
স্থল ও সমুদ্র

পৃথিবীর বাইরে থেকে তুমি তাকে কিভাবে চিনবে
আমাদের এসব গোপন মিলন ও তৎপরতা
আমাদের সিস্ট গঠন ও দুর্গ নির্মাণ
আমার সহোদরা ছাড়া কেউ জানলো না
আমার মাও না, বাবা তো নয়ই
যাকে আমি মা বলি আসলে সে আমার ধাত্রী
পিতাকে না জানলেও
সত্যিই কেউ একজন আছে তো নিশ্চয়
তাদের আনন্দের ফাঁক গলিয়ে
তাদের জগন-মগন বিস্ময়কালে
একটি বলের মতো গড়াতে গড়াতে
পতিত হয়েছিলাম সংযোজিত নালির ভেতর
প্রথম দিন কেউ সন্দেহই করেনি
দ্বিতীয় দিনও এভাবে কেটেছিল
তৃতীয় দিন ধাই মা জিজ্ঞাস করল আমার
আপন পিতাকে
গত পরশু অসাবধান ছিলে না তো
তোমার সঙ্গে কেউ এ কাজ করে
কিছু একটা হলে তারপর বুঝবে মজা
সত্যিই খুব ভয় পাইয়ে গিয়েছিলাম আমরা
আমার মায়ের পেটের মধ্যে এতদিন লুকিয়ে
ছিল যে সহোদরা
আমাকে দেখে আনন্দিত হয়ে যে সহোদরা
তন্ত্রীর নানা রকম বাঁধন কেটে
ডিম্বকের আবরণ ছিন্ন করে
বেরিয়ে এসে আমাকে সবেগে আলিঙ্গন করেছিল
সেও ভয়ে সিঁধিয়ে গেল আমার বুকের ভেতর
সত্যিই কি আমাদের যাত্রার অবসান এখানেই তবে
মাত্র কুড়িদিনের মাথায় আমাদের উপস্থিতি
টের পাওয়া গেল
প্রথমে আমার মা তারপর পিতা
রক্তস্নাত কুমারী মা, সজীব কুমারী মা
বাবাকে বললেন, এখনো এবার হলো না তো

তারপর শুরু হলো তার অসম্ভব বিবমিষার ভাব
যেন মুখ দিয়েই উগড়ে দিতে চায়
আমার গোপন অস্তিত্ব
আমরা চুপিচুপি কথা বলি
মায়ার দেবতাকে বলি
প্রভু, এই দম্পতিকে একটি পুতুলের স্বপ্ন দাও
একটি পুতুলের হ্যালোসিনেসন
সহ্য করার ক্ষমতা
মানুষের পৃথিবীতে আসা আজ আর তত সহজ নয়
অনেক মানুষ; পা ফেলবার জায়গার অভাব
অনেক যন্ত্র—লিঙ্গ দেখবার মেশিন
ছুরিকাঁচি
নাভির তল থেকে বের করে আনার ক্ষমতা

অ্যাবর্সন করার কথাও ভেবেছিল খুব
ভাগ্যিস আমিই ছিলাম তাদের প্রথম ইস্যু
দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় হলে
কিংবা ওয়াই ক্রমোজমের আধিক্য দেখা দিলে
নির্ঘাৎ গাইনির ফরসেফ খেতে হতো
যদিও এসব ঘটনা নতুন নয়
তবু বাবা ও মার মিলিত হওয়ার লজ্জা
বয়ে বেড়ানোর কষ্ট
এসব বহিঃপ্রকাশ শরীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো
ভয়ে খামচে ধরলো বাবার হাত, কিন্তু
ওয়াই এবং এক্স, এক্স এবং ওয়াই কেউ কাউকে
ক্রমোজমের গিঁট থেকে আলাদা করতে পারল না
আমাদের চারপাশে গড়ে উঠলো পানির প্রাচীর
শূন্যতাকে প্রসারিত করে বাধা দিল পানির প্লাসেন্টা
তখন ছিল আমাদের নাবিক ও ডুবুরির কাল
কেবল ডুব সাঁতার
কেবল চিৎ সাঁতার
পানির নিচ থেকে কেউ আমাদের দেখতে পায় না
প্রথমে তো ভেবেছিল একটি বিন্দু

আসলে তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে
আমার মাকে ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে
আমার বাবার সমান হাত পা
বিন্দুর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম
বিরুদ্ধ বাতাসের কবল থেকে অ্যামিবা
যেভাবে নিজেকে রক্ষা করে

ধীরে ধীরে আমরা নড়ে উঠি
হাত এবং পা-কে বাইরে নিয়ে আসি
কানপেতে শুনি দিদার গল্প
মা-বাবার ফিসফিসানি
মার পেটে বাবা কান পেনে শোনেন
আমাদের সাঁতারের শব্দ
আজ ভয় থেকে আমরা তাদের আনন্দের বিষয়
কোথাও একটু শব্দ হলে আমরাও ভয়ে চমকে উঠি
রাষ্ট্র তো জন্মের বিরুদ্ধেই প্রণোদনা দেয়
তবু মায়ের প্রসবের কথা ভেবে
আমাদের পার্গেটরি জীবনের কথা ভেবে
ভাবি উদ্যানের পথে নিশ্চিত যাওয়া হবে কিনা
তবে বেরিয়ে আসার পরে কেউ জানবে না আমার
জমজ সহোদরার কথা
কেউ জানবে না আমাদের মিলিত জীবনের যাত্রা
তবু আমি মানে আমরা আমাদের মিলিত জীবন
অচেনা এক পুরুষ ও নারীর কাছে যা একদিন
গচ্ছিত ছিল।

কবরে শুইয়ে দেয়ার পরে

এক সময় ভাবতাম মরে যাব বলে সবকিছু দ্রুত দেখে নিতে হবে
সময় ফুরিয়ে গেলে পারব না, ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হবে না
কী কষ্ট করেই না পাহাড়ে ওঠার কসরৎ করেছি
বোকার মতো হিমালয় শৃঙ্গেও উঠতে চেয়েছি
পোখরায় মহাদেবের কেভ, ডেভিস ফল
মেঘের মধ্য দিয়ে বিমানের লক্কর ঝক্কর উড়ে চলা
আর কিছুটা হলে তো পা হরকে জীবন কাবার
মানুষ সব সময় বড় কিছু দেখতে চায়
বড় পাহাড়, বড় সমুদ্র, এমনকি মরুভূমিও বড় হতে হবে
ক্ষুদ্র তো বড়কে ধারণ করতে পারে না-
সময় ফুরিয়ে যাবে বলে সন্তানকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া
ললনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য তড়িঘড়ি করা
আর কবিতা লিখতে না পারলে ভীষণ মন খারাপ হওয়া
এসব তড়িঘড়ির কারণ হয়তো মানুষ খুব কম দিন বাঁচে

কিন্তু আজ কবরে শুইয়ে দেয়ার পর সব নিরর্থ মনে হচ্ছে
কারণ এখানে শুইয়ে সব দেখতে পাচ্ছি
আগে যা দেখা হয়নি সেগুলোও
প্রথম কয়দিন অবশ্য নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে
হাড় থেকে মাংস খসানো, একই সঙ্গে কোষগুলো বিচ্ছিন্ন করা
এসব করার কারণ অনেকদিন মন খুলে হাসব বলে
হাড্ডির সঙ্গে মাংস না থাকায় সারা শরীর দিয়েই হাসতে পারছি
জীবিতরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামান্যই হাসতে পারে

প্রথমে অনেক দিন হেসেছি বেঁচে থাকার বোকামির জন্য
সবকিছু দেখার তড়িঘড়ির জন্য
এখন হাসছি সব দেখার কি অফুরন্ত সময়!
জীবিতদের যদিও বড় কিছু দেখার প্রতি সর্বাধিক আগ্রহ
তবু তারা জানে না মৃত্যুর চেয়ে বড় কি ছিল!

ডাক্তার

আমি সারাজীবন যেসব স্বপ্ন দেখেছি তার প্রায় সবগুলো যৌনাঙ্গ বিষয়ক
দু-একটা অবশ্য-ছুরি-কাঁচি নিয়ে পিছন থেকে তাড়া করছে কেউ
দৌড়াতে পারছি না; কিংবা খুব উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছি
দমবন্ধ হয়ে মরার উপক্রম
এর মধ্যে দু-একবার আকাশে উড়া, দরবেশের আস্তানা
সম্মুখে সাপ ফণা তুলে আছে-সাপও নাকি সেক্সে সিম্বল
ফুল, গম, পশু, পাখি-নিষিদ্ধ সম্পর্কের কি সব অজাচার
ঘুমাতে ভয় হয়, ঘুমকে পাপাগার ভাবি
বিছানায় যাওয়ার আগে আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিই
তবু আমাকে ঘুমিয়ে রেখে পাপের দেবতারা সক্রিয় হয়ে ওঠে
ফ্রয়েড বলেছেন, এসব অবদমিত কামনার ফল
ভাবতে ভয় হয়, আমার চেতনায় কি কেবল যৌনাঙ্গ
মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাই; তিনি বলেন, এসব কোনো অসুখ নয়
তিনি নিজেও নাকি এমনই স্বপ্ন দেখেন, আমি ভরসা পাই
তবু ভাবি এ কেমন যুক্তি হলো, ডাক্তার কি রোগী হতে পারে না?

কাক

এশিয়ার লোকেরা কাককে কুৎসিত আর চাঁদকে সুন্দর বলে
হয়তো তারা নিজেরা কালো আর চাঁদ অন্য কোনো উপনিবেশ
উপনিবেশ মানে পরান্নভোজী, যার নিজের আলো নেই
যার শরীর এবড়ো-থেবড়ো, দগদগে ঘা
তবু উপনিবেশ বেঁচে থাকে গল্পে; আর কাক
পরিশ্রমী, সংঘবদ্ধ; নোংরা আবর্জনা দেখলেই খেয়ে ফেলে
কারণ, পৃথিবীকে তারা পরিচ্ছন্ন রাখতে চায়।

আগুন

আমরা মাটি থেকে এসেছি, আবার মাটিতে মিশে যাব
তাহলে তো সব শেষ; সূর্যের দাবি থাকলো না
পাতার স্টমাক থেকে যে সব অক্সিজেন ঝরে পরে
সূর্য তার একমাত্র উৎস; ধরো মাটি আছে আলো নেই
তুমি কি একদিনও বেঁচে থাকতে পারবে
সত্য হলো মাটি নয়; তুমি আগুনের সন্তান
জিনদের ভাই, যে সব মানুষ মাটি থেকে এসেছিল
তারা আজ কেউ বেঁচে নেই

অর্জুন

অর্জুন গাছ জড়িয়ে ধরলে ব্লাড-পেশার কমে
অর্জুনের ছাল হৃদরোগের মহৌষধ
এমন একটা গাছকে আমি বিয়ে করতে চাই
বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেলে
রক্তের চঞ্চলতা বেড়ে গেলে
যে আমাকে আলিঙ্গন করবে
বল্কলের পোশাক খুলে বলবে
আমার রস শুষে নাও
তোমার হৃদপিণ্ড সচল করো
আমি সপ্রাণ-গাছ তবু ব্যথা নেই
অভিযোগ নেই
আমি সারাদিন সূর্যের আগুনে রান্না করি
রাত এলে অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে থাকি।

মুক্তিযোদ্ধা

আমি এক মুক্তিযোদ্ধাকে চিনি
যুদ্ধে যার একটি পা খোয়া গেছে
এখন এক পায়ে লাফিয়ে চলে
আগে তাকে দেখলে কষ্ট হতো
আমাদের স্বাধীনতা তার একটি পা নিয়েছে
বর্তমানে সে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা
এখন তাকে দেখলে অন্যরকম মনে হয়
ভাবি, মানুষকে চলতে গেলে
সামনে এগুতে গেলে তো
এক পায়ের ওপর দাঁড়াতে হয়
অন্য পা তো সব সময় উপরে উঠে থাকে
দু'পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ এগুতে পারে না
দুপায়ে ভর দেয়া মানুষ কোথাও যেতে পারে না
মুক্তিযোদ্ধাকে তো অনেক দূর যেতে হবে

পিতা

পিতা হওয়া কি কোনো কষ্টের কাজ?
মাংসের গিরিপথ দিয়ে মানুষের সন্তানেরা বের হয়ে আসতে চায়
ওসব বেয়াদব বাচ্চারা বের হয়ে গেলেই তো বাবার ভালো
বাবা কিছুটা স্বস্তি পায়
নির্ঝঞ্ঝাট কিছুক্ষণ কাজ-কর্ম করতে পারে
তবু বাবা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে
তার নাবালক বাচ্চারা যে অজনা সুরঙ্গপথে বের হয়ে গেল
তারা ঠিক মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলো তো
সেই অজানা পথের পাশে গভীর উদ্বেগে অপেক্ষা করে বাবা
সেই সরু সুরঙ্গের মধ্যে শিশুরা ছাড়া তো কেউ যেতে পারে না
কেবল পর্বতের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে পিতা

বাবা জানে, এই সুরঙ্গে ঢোকা এবং বেরুনোর একটিই পথ
পরিত্যক্ত সন্তানের জন্য তার মন কাঁদে
যখন ফিরে আসে তখন আর পিতা সন্তানকে চিনতে পারে না
মনে করতে পারে না যাত্রাকালে কেমন ছিল তার আত্মজ
কি ছিল তার ভাষা
আবার শুরু হয় তাদের পরিচয় পালা
এভাবে অনন্ত অপেক্ষা তাদের হয় না শেষ
তাই পিতা ও পুত্র আজীবন কাছাকাছি থাকে।

পুত্র

পিতার ঔরস থেকে এসো না
মায়ের গর্ভে বেশ আছ
হাত-পা ছুঁড়ছ, খেলা করছ
পানিতে সাঁতার কাটছ
বেশ আছ
বেরিয়ে আসার আনন্দ এখানে পাবে না
তোমার জন্ম আমার পরিত্যক্ত আক্রোশ থেকে
তুমি আক্রোশের সন্তান
তুমি বেড়ে উঠছ, মায়ের রক্ত খাচ্ছ
এসব সময়ের খেলা ছাড়া কিছুই নয়
এখানে আসলে, গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে যাবে
এখানকার মেয়েরা তোমাকে কষ্ট দেবে
কামনার অত্যাচার ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে
ঈর্ষা লোভ আর মিথ্যা অংহকারে তুমি ফেটে পড়বে
সবাই বলবে, সত্যের জন্য লড়াই করো
কিন্তু তোমার কি দায় পড়েছে
সত্য কাকে বলে কেউ জানে না এখানে

সত্য বহুরূপী
সত্য প্রতারক
এ সব সত্যের প্রতারণা, মায়া ও প্রপঞ্চ
তোমাকে দাঁড়াতে দেবে না
এক অমোচনীয় ক্রোধ ও অপূর্ণতায়
তোমাকে চলে যেতে হবে ...

আমার গুরু-দ্রোণাচার্য

তিনি নিজেও নিষাদ বংশের সন্তান
শুকর পালন, ছাগচর্ম পরিধান আর
বনস্থলির ফলমূল খেয়ে
পরশুরামের কাছে মহাস্ত্র আর নীতিশাস্ত্র
শিখেছেন
বন্ধুরা রাখেনি কথা
রাজ্যের বদলে দিয়েছে মুষ্টিভিক্ষা
নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে দিতে পারেননি গোদুগ্ধ
গুর্বী কৃপীর স্তন খাদ্যাভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল
আপন সন্তানের অপুষ্টি ও অন্ধতা
মহামতি কি কম দুঃখ সয়েছেন
অবশেষে তাকে ধরতে হয়
হস্তিনাপুরের পথ
হস্তিনাপুরের পথ সর্পিল, হাজার দরজা
সুরঙ্গের শেষ অনির্ণিত গন্তব্যড়জতুগৃহ
কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিহত্যার কাহিনি
জগতে আপনার বিদ্যা হত্যাযজ্ঞ নিখুঁত ও
লক্ষ্যভেদি করা ছাড়া আর
কোন কাজে লেগেছে
তবে, গুরু আমিও শিখেছি অস্ত্র সঞ্চালন বিদ্যা
শর নিক্ষেপে রুদ্ধ করতে পারি সারমেয়রস্বর
তবু একলব্যের দক্ষতা-আপনার কৃপা
প্রত্যাখ্যাত হলেও আপনি তার গুরু
জানি, তীরন্দাজ গুরুবাদী বিদ্যা
তার মন্দির পূর্ণ আপনার মূর্তি
আপনি জানেন একলব্যের নিয়তি
তাই দক্ষিণার ভয়ে দূর থেকে সে
জানায় প্রণাম।

শহর

প্রতিটি গ্রাম আলাদা
আলাদা রূপ ও আত্মা, চিনে নিতে কষ্ট হয়
তার গাছ ও নদী, পায়ে চলা পথ ও শস্য ক্ষেত
এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির সম্পর্ক
তাদের ভাষা সব ভিন্ন, তাদের ধর্ম ও বাস্তুদেবতা
তাদের রাত অন্ধকার, শীতল ঘুমিয়ে থাকে
তাদের রাতকে পাহারা দেয় সিঁধেল চোর
কিন্তু পৃথিবীর সব শহর এক ও অভিন্ন
তার রূপ ও আত্মা, মুখ ও মুখোশ একই কোম্পানির তৈরি
প্রতিটি শহর হত্যাকারী, গ্রাম ও গাছ,
তিনপুরুষের ভিটা ও স্মৃতি হত্যা করে শহর গড়ে ওঠে
শহর বড় দুখী, দিনে জানজটে এগুতে পারে না
ঘন ঘন ভেঁপু বাজায়; রাত এলে সস্তা লিপিস্টিক মেখে
রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, পিপে পিপে মদ গেলে
শহরে মানুষ নেই; শুধু ক্রেতা ও বিক্রেতা
দালাল ও খদ্দের, হেরোইনখোর, সিজোফ্রেনিয়া
নর্দমার পাশে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ লাশ,
শহর শুধু ধ্বংসের জন্যই নির্মিত হয়।

আইন

আমি পৃথিবীতে আসার আগেই
এখানকার মানুষ কিছু আইন তৈরি করে নিয়েছিল
আমার পিতা-মাতার একমাত্র কাজ ছিল
আমাকে সেগুলো শিখিয়ে দেয়া
তারাও শিখেছিলেন তাদের পিতা-মাতার কাছে
বাকিটা ইশকুল কিংবা বাড়িতে শিক্ষক রেখে
যে সব বই-পুস্তক পড়েছি, সে তো মূলত নিয়মসংক্রান্ত
হোক পদার্থ কিংবা ধর্মগ্রন্থ
এমনকি অংক এবং দর্শন, যাকে যুক্তি বলা হয়
সেও তো একটা নিয়ম ভেঙে আরেকটা শেখানো
ভাষা নিজেই নাকি একটা বিধান, আমরা যে সব শব্দ
উচ্চারণ করি, সে সবই নাকি আইনসংক্রান্ত
ধর্ম, পুলিশ, উচ্চ আদালত সে কি আমি বানিয়েছি?
এ গ্যারাকল থেকে কেউ বেরুতে পারে না।

প্রত্যেকেই কেন্দ্রহীন শাসনের অধীন। যেমন,
একজন রোগিকে ডাক্তার বসিয়ে রাখেন মধ্যরাত অব্দি
তেমনি, ডাক্তারও বসে থাকেন রোগীর অপেক্ষায়
হয়তো রোগী মানে টাকা, অন্তত টাকা কিংবা
খ্যাতি, যশ কিংবা ভয় ডাক্তারকেও রোগীর মুখাপেক্ষী
করে রাখে, পাগলকেও আমরা ভয় পাই
কারণ সে নিয়ম মানে না, তাই আমরা
তাকে পাগলা-গারদে রেখে আসি, ইলেক্ট্রিক শক দিই
মারের ভয় কার না আছে; ডাক্তারের কাছে রোগী আসা যেমন
রোগীদের মর্জির ওপর, তেমনি না আসাও,
হায় বেচারা ডাক্তার! রোগীদের পর্যবেক্ষণে
যার কেটে যায় জীবন, তবু
সবার একটাই যুক্তি-সবকিছু নিয়ম মেনে চলে;
এই চাঁদ সূর্য বাতাস ও পানি নিয়মের অধীন
আমি ভাবি, কিছু নিয়ম শেখা এবং পালনের জন্যই কি
আমাদের জীবন! আমরা কি নিয়মের সমষ্টি!

ওয়ান-ইলেভেন

পরিচিতজনের সাথে দেখা হলে জানতে চান, কি বুঝতে পারছেন
আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ
সন্দিগ্ধচিত্তে আমার দিকে চেয়ে থাকেন

বলি, গত সপ্তাহে ঠাণ্ডা লেগেছিল, তাছাড়া ছেলেটার পাতলা পায়খানা

আরে না রে ভাই, ওয়ান-ইলেভেনের পরে দেশ
কোনদিকে যাচ্ছে
মাইনাস টু না মাইনাস ওয়ান?
মিলিটারি কি সহজে ক্ষমতা ছাড়বে?
ভালোই হয়েছে, দুই বেটির বড্ড বাড় বেড়েছিল
জিনিসপত্রের দাম অবশ্য নিয়ন্ত্রণে থাকছে না

আমি বলি, আমাদের দেশের মেয়েরা বাঘকে বড়মামা বলে
আজকাল সবাই ভাবে আমার স্ক্রু ঢিলা হয়ে গেছে
আর আমি মনে মনে কষে দিই গালি- ব্যাটা রোডম্যাপ ধরে চলে যা
নাইন-ইলেভেনের পরে তো খুব মারাইছিলি, বুশের দিন শেষ
বয়স হয়েছে বাজারের ব্যাগে কিছুটা কম নিলেই তো পারিস।

কবি নয় বকি, কাব্য নয় বাক্য

এগুলো যে কবিতা নয় তা আগেও বলেছি
শিশুকাল থেকে শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথের পরে
বাংলা কবিতায় আর কিছু করার নেই
রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুর গুরু
রবীন্দ্রনাথের সম্মান আমার গুরুর সম্মান
তাই আর কবিতা লেখার দরকার নেই বলে
কবিতা লিখি না
কিন্তু আমার গুরু যে আছে
না লিখলে কিভাবে তার সিলসিলা চালু থাকবে
তবে ছোটবেলা থেকে সব লিখে রাখি বলে
বন্ধুরা শুনে আনন্দ পায় বলে
সেগুলো বই আকারে ছাপা হয় বলে
লোকে আমাকে কবি বলো
তবে আমার গুরুর গুরুকে কবি বললে
আমাকে বকি বলা ভালো
কারণ সব সময় আমি বকবক করি
যদিও চমস্কি বলেছেন শব্দ ফুরিয়ে গেলেও
বাক্য ফুরায় না
তার প্রমাণ তো আমি তোমাদের ভালোই দিচ্ছি
সুতরাং আমার কাব্যকে বাক্য বলাই অধিক যুক্তিসংগত।

দোজখে এক আলেমকে দেখার পর

আচ্ছা এক আলেমকে যখন জাহান্নামের মাঝখানে নিক্ষেপ করা হলো
এবং তার পেটের মধ্য থেকে বের হয়ে পড়ল পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়
আর সেই আলেম তার দুর্গন্ধ নাড়িভূড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগলো
এবং শরাবের পরিবর্তে তাকে দেয়া হচ্ছিল এক পেয়ালা পুঁজ এবং
অস্পৃশ্য কুমারীদের বদলে তার আপন স্ত্রীও তাকে দিচ্ছিল লানৎ

কবি হিসাবে তো আমার এসব দেখারই কথা, আর আমি তা দেখছিলামও
বরং সেখানে না থাকলে মুমিনদের অনেকেই হতো ঈশ্বরের প্রতি বেজার
আমি যাওয়ার আগেই সেখানে ইমরুল কায়েস, র‍্যাবো ও বোদলেয়ার
নরকের গভীরতম স্থানগুলো ঘুরেঘুরে পৃথিবীর অনিন্দ্য সুন্দরীদের
দগ্ধ ঘা আর ঝলসানো শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা লিখছিলেন
আর ঈশ্বরকে কষে দিচ্ছিলেন গালি, বলছিলেন নতুন কি আছে দেখাও
তোমার দুনিয়াকেই তো আমরা নরকগুলজার করেছিলাম
আবার সেই নারী ও মদ, পুঁজ ও সিফিলিস অহেতুক অহেতুক

কিন্তু এই আলেম বেচারাকে তুমি কেন দিচ্ছ এমন জঘন্য শাস্তি
সে তো রাত জেগে মুখস্ত করেছে তোমার কালাম, যত্নে রেখেছে
সুন্নতের দাঁড়ি, মাইক পেলে কি ধমকই না লাগাতো তোমার বান্দাদের
তার কথা না শুনলে আখেরে খারাপ হবে বলে দেখাতো যাচ্ছেতাই ভয়
আমরা তো নিশ্চিত ছিলাম আমাদের দোজখবাস; কিছু মানুষ আর
পাথর যে সেখানে থাকবে সে কথা তো তুমি আগেই বলেছ

কষ্টে থাকা মানুষর ঈশ্বরকে কাঁদান; আমরা তো তোমাকে কাঁদাতেই চেয়েছি
অন্তত দোজখে ঈশ্বর গায়েব নন, ঘুরফিরে বেড়ান আমাদের সাথে
অবাধ্য কবিতাগুলো শুনতে চান নিজ নিজ মুখে
কারণ, পৃথিবীর প্রকল্প শেষ, মানুষই ছিল তার সর্বশেষ হাইপোথিসিস
তাদের অসহনীয় দুঃখের কাহিনি শুনে তার কেটে যায় দিন
কখনো ভাই, কখনো বন্ধু বলে ডাকি তাকে, আগুন ও বস্তু যদিও
তাকে স্পর্শ করে না; তবু আলেমের কষ্টের কারণ জানতে উৎসুক মন

ঈশ্বর বলেন, শোন তবে মন দিয়ে, কবি তোমরা ছিলে দিকভ্রান্ত নবী
আমার থাকা না থাকার করোনি তোয়াক্কা, ছিলে আপন সত্ত্বার গানে
মশগুল, আপন খেয়ালের বশে রচেছ আপনার বাণী
আর এই আলেম আমার কথা বলতো তার নিজ প্রয়োজনে
পাকস্থলি তার প্রকৃত কাবা; পরকাল মানেই সত্যের উন্মোচন।

শবে বরাত

আজ শবে বরাত- পৃথিবীতে এসেছে মৃতদের আত্মা
শরীরের দাসত্ব তারা আজ পেতেছে টের
গভীর মমতায় কান্নার্ত তাদের আত্মীয়-স্বজন
লোবানের গন্ধে ভরে গেছে আজিমপুর রোড
রিকশা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ
দুহাতে কুড়োচ্ছে পয়সা অন্ধ ভিখেরী
এখানে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আমি টুপি বিক্রেতার ভাই
লাশদের উঠানামা দেখি, টুপির হিসাব রাখি
মৃতদের আত্মার স্পর্শ তবু পাই টের
কেবল জীবিতদের পার্থক্য করি না

আজ শবে বরাত, পৃথিবীতে এসেছে মৃতদের আত্মা
শরীরের দাসত্ব তারা আজ পেতেছে টের...

আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা

আমার মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেকেই এখন এনজিও কর্মী
কেউ দলবদল করে ক্ষমতাসীন দলে লিখিয়েছেন নাম
অনেকেই মোটা অঙ্কে বেতন পান। কেউ বাড়িগাড়িও করেছেন
খুব ভালো, তাদের জীবনে সত্যিই মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে
ভালো থাকার জন্যই তো সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন
কিন্তু আমরা যারা তারুণ্যে মার্কসবাদ করিনি

ছিলাম ‘বুর্জোয়া রাইটিস্ট—প্রগতি-বিরোধী!’
এখন তারাই প্রোলিতারিয়েত

মার্কসবাদী বন্ধুরা আগেও আমাদের ঘৃণা করতো
লালবই পড়িনি বলে মূর্খ ভাবতো
এখন অনেকেই একই পার্টি করি, একই নেতার অধীন
কিন্তু এখনো তাদের পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারি না
চটাং চটাং সাম্যের কথা বলে
কারণ সবার জানা, কিছু লোক সমানের চেয়ে বেশি

লালবই মানেই বুদ্ধিজীবীর ডায়েরি
এখন গোপনে লালবই পড়ি। তবে সবই পুরনো
আমাদের বন্ধুদের শেলফ থেকে পরিত্যক্ত এসব বই
ফুটপাতে নিয়েছে আশ্রয়। সোভিয়েত ভেঙে গেছে
মাও সেতুংয়ের দেশে হয়েছে পুঁজির বিকাশ
রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা নেই, তাই বেওয়ারিশ সর্বহারা
বইগুলোও এখন ছিন্নভিন্ন প্রোলিতারিয়েত

তবু মার্কসবাদ মানেই শ্রমিক অসন্তোষ
মালিকরা মন খুলে হাসতে পারে না
মার্কসবাদ মানে অলাভজনক পাটকলগুলো বন্ধ না হওয়া
আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন খায়েশ প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া
মার্কসবাদ মানেই মরার আগে অন্তত হাত উত্তোলন করা।

নববর্ষের দুঃখ

দুঃখদের বাবা মা কোথায় থাকে, কে দুঃখদের বাবা-মা
আমি নই কী, আমারই বুকের মধ্যে তারা ওঠে বেড়ে
তাদের নরম হাত, নেই উত্তোলিত হবার ক্ষমতা

শ্যামলী বাসস্টপে নেমে পায়ে হেঁটে আদাবর যাই
শিশুমেলা, পঙ্গুর ফুটপাতে এক ঠ্যাং হারানো
পিতা, প্যাথড্রিন শিশু, পথ-বালিকা
বেওয়ারিশ কুকুরের পাশে নিয়েছে আশ্রয়
এসব কুকুরছানাই বা আসে কোথা থেকে
হয়তো বৈশাখের হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে আসে তারা
হয়তো কোনো এক রাজকন্যের ক্ষুরের ধুলায় মিশে যায় সব
নানান কথার ফাঁকে, ভালো আর মন্দের ডাইলেক্টস
বন্ধুকে নামিয়ে দিয়ে, তাদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠি
রাইটিং প্যাড খুলি, শুরু করি কবিতা কম্পোজ
তারা আমার কোলে উঠে বসে, পরম নিশ্চয়তায়
নববর্ষের সন্ধ্যায়, আমি তাদের পারি না নামাতে,
আমার মস্তিষ্কের সবগুলো নিউরণ এখন তাদের দখলে
একটি গ্রাম, আজ নদীর বসতি, এই সব গল্পোচ্ছলে
আবার শুরু হয় প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
এসব অপরিমেয় গল্প নিয়ে, সাহিত্য সম্পাদকের কাছে যাই
বন্ধু তুলে নেয় হাত, দুঃখ তবু লুকিয়ে থাকে পরম মমতায়।

দান

আজ বিষ্যুদবার, ভিক্ষুক নেমেছে পথে
দোকানীরা তুলেছে ধরে ভিক্ষাভাণ্ড-
থরে বিথরে সাজিয়ে রেখেছে খুচরা পয়সা
পরম বিরক্তি ও মমতায় দিতেছে তুলে
প্রত্যেকের হাতে, একটি দুটি সিকি কিংবা আধুলি

বাইতুল মোকাররম মার্কেটের ছায়া এসে পড়ে
আমাদের অফিসের গায়, আমি পথে নেমে আসি
একা হাঁটি, লম্বমান দেবদারু গাছের ছায়ায়
কাল শুক্রবার আমারও তো কিছু রয়েছে চাওয়ার

জুম্মা শেষ হলে মুসল্লিরা নেমে আসবে রাস্তায়
বুশের সম্পাৎ খালেদা-হাসিনার গোষ্ঠী উদ্ধার
তারপর ফিরে যাবে হুজরায়; আমি কোথা যাব
যে মন মরে গেছে অনেক আগে, কেউ তারে
দেয়নি জানাজা কফিন, আমি তার সৎকার চেয়ে
কার কাছে যাব

আজ বিষ্যুদবার, একটা দুটি পয়সা আমিও করব দান
মৃতমন আর ভুলে যাওয়া স্মৃতির স্মরণে...

রবার্ট ফিস্কের প্রতিবেদন

মাত্র দু'মাসের হিসেব; বড়জোর দু'মাস কয়েকদিন
সব কিছুই ঘটেছে জুন ২০০৬-এর পরে, আর আমি
এ রিপোর্ট লিখছি আগস্টের মাঝামাঝি, তখন
হামাস জঙ্গিরা এক ইসরাইলি সৈন্যকে করেছিল আটক
এটা ছিল বিবিসি আর সিএনএনের ব্রেকিং নিউজ
তার আগের দিন ইসরাইলি সৈন্যরা এক ফিলিস্তিনি
ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যায়—বিশ্বমিডিয়ার কাছে
এ খবরের ছিল না প্রচার যোগ্যতা
৭০ দিনের মাথায় সৈন্যরা নিয়েছে কেড়ে ১৮০ জন
ফিলিস্তিনির প্রাণ আর হামাস জঙ্গিদের রকেটে
নিহত হয়েছে এক ইসরাইলির মূল্যবান জীবন
তবু জঙ্গিদের এ কেমন বাড়াবাড়ি

পিকাতারো

রাত আচ্ছাদিত করার আগেই পিকাতারো তার ধনুক হারিয়ে ফেলেছে
ছোট কাক তুমি তাকে সঙ্গে নাও; মহিষ দেবতার ভোজ তাকে বিমুখ করো না
তোমরা তো বৃক্ষের ভাই ছিলে, তোমাদের মা বাবা পিতা ও মাতামহীরাও
একদিন বৃন্তচ্যুৎ আমআঁটি ভেদ করে লম্বমান দাঁড়িয়ে পড়েছিল
যাতে তোমাদের কষ্ট না হয়
তোমাদের সন্তানদের দৌড়ঝাঁপ পানির ওপর তুলে নিয়ে
নদী কলকল ছুটে চলেছিল
জন্মের সময়টুকু লুকোবার আগে তারাই তো তোমাকে দিয়েছিল বাকলবস্ত্র
অথচ বন্দুক দেবতা তার ছাল ছাড়িয়ে নিলে তোমরা তাকে রুখতে পারনি
বৃক্ষের প্রযত্নের মধ্যে তোমরা ছিলে মানুষের প্রথম খাবার।

যুদ্ধ শেষে

যুদ্ধ শেষে বিস্রস্ত লাশের ভেতর জেগে উঠি
লুটিয়ে পড়েছে সেইসব বীর, যাদের প্রসারিত বাহু
একদিন নিয়েছিল তুলে জাতির পতাকা
তবু পরাজিত সেনাপতি তার অধীনস্ত
সৈন্যদের পুনর্গঠিত করতে চায়
অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আবার
যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায়
দ্যাখে স্বপ্ন; অযুত-সহস্র অশ্বের হ্রেষায়
ভাঙে ঘুম—টের পায় সত্তার ভাঙন
ছত্রখান হয়ে পড়ে থাকে কর্তিত হাত
পদতলে রক্তের স্রোত, আহত সৈনিকের
কাতর-চিৎকার
ঈষাণ কোণে মেঘ, আম্রবাগানে নামে সন্ধ্যা
বরফে আচ্ছাদিত ওয়াটার লু, দ্যাখে
পরাজয়ের চিহ্ন; মৃত্যু, তবু প্রকৃত যোদ্ধা
পায় না ভয়—তার পশ্চাতে সমুদ্র
সম্মুখে শত্রুর তরবারি
সবখানে মৃত্যু হাত পেতে আছে
'মারো না হয় মরো'
মৃত্যুময় পৃথিবীতে কিসের ভয়
কাকে বলো পরাজয়
যুদ্ধের ময়দান যদি ছাড়ো, পালাও
তোমার পৃষ্ঠদেশে মৃত্যু হেনে দেবে খঞ্জর
প্রকৃত সৈনিকের আঘাত পৃষ্ঠে লাগে না

ঘোড়া বিষয়ক এলিজি

হয়তো ঘোড়া ছিলাম আমি—তাই ঘোড়ার কঙ্কাল
দিগন্তের পারে মাঠ জুড়ে পড়ে থাকতে দেখলে
একটু থেমে গতির সঞ্চার করি, এক্কার সঙ্গে জুড়ে দিই
হেই! হেই! বাতাসে বিলি কেটে শূন্যতায় ঝাঁপ মারি
দু'চোখে কালো চামড়ার চশমা, লোহার ফ্রেম
খুব বেশি দেখা ভালো নয়, ঘোড়াদের বড় বেশি
দেখার ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ভয়ে পা ঠিকমত
পড়ে না, চাবুক কিনলেও ঘোড়ার স্বপ্ন থেকে যায়
তাই শূন্যে সপাং চালিয়ে দিই, বাতাসে উড়াল দেয়
পঙ্ক্ষীরাজ, দানাপানি ঠিকমত পাই, তিনপায়ে ঝিমুই
রেসের জন্য প্রস্তুত হই, লাল ঘোড়া, সাদা ঘোড়া
কালো মিশমিশে ঘোড়ার ওপর লাফ মেরে বসি
ঘোড়ার চোখে পানি—চেখভের ঘোড়া, সহিসের
পুত্রশোকে কাঁদে, তলস্তয়ের পক্ষীরাজের অস্থির ঢেউ
আমি পাই টের, ঘোড়াদের জীবন দাঁড়িয়ে কাটে
প্রতিটি মাদিঘোড়ার ডানায় জেগে থাকে মানুষের স্বপ্ন
ঘোড়ার বুট ও জিন, ক্ষুরের নাল ও চশমা
শরীরের দলাইমলাই; লাফ মেরে নদী পার হওয়া
ঘোড়ার কপালে তাই সৌভাগ্যের চিহ্ন আঁকা থাকে
পাঁচ কোটি বছর আগের সেই হাইরাকোথেরিয়াম,
মেসোহিপাস, মেরিচিপাস, প্লিওহিপাস, আমরা
তোমাদের বোন, তোমাদের পায়ের গোছা, কদমের
দূরত্ব, আমাদের বহুদূর নিয়ে যাবার স্বপ্ন ...

দুখু মিয়ার কবিতা

একটি নক্ষত্র হাঁটে আমি তার সাথে সাথে হাঁটি
কুড়ানো তারার ফুল ভরি, সোনার পাথর বাটি

একটি নক্ষত্র থামে, আমি তার সমান দূরতা
অবুঝ বালক বলে, শোন নিষ্প্রয়োজন মূঢ়তা

আগুনের বীণা বাজে সারারাত, গোখরোর ফণা
'আপনার বিষজ্বালা মদ' তোমার কী পোষাবে না
চিতার শরীর থেকে ক্ষীপ্রতা খুলে সন্তপর্ণে চলি
বর্ধমান পথ ভোলে, হারায় আসানসোল গলি

মা আমার স্বপ্ন বোনে, বাবা দূর বনেতে হারায়
আমি দুখু মক্তবেতে রোজ আমছিপারা পড়ায়

সময় পেলে বকুল বনে যাই, ফুল কুড়িয়ে ফুরুত
কিছুটা ফুল মায়ের পদে রাখি, কিছুটা ফুল পুরুত

নিজের মধ্যে আজান হাঁকি, জাগার প্রত্যাশায়
খেপাটে এক শিশুর সাথে, সাগরে দোল খাই

বুকের মধ্যে বাজতে থাকে যুদ্ধে যাওয়ার ডাক
সব ছেড়েছি, বিশ্ব থেকে তবু দখল নিপাত যাক

রাতের বেলা

রাতের বেলা একটি নক্ষত্রের ওপর দাঁড়াই বলে
আমাকে বিশ্বাস করো না! জলের নিচে
হাঁটার কথা বললেও তোমরা বিস্মিত হও
বিশ্বাস করা কি খুব প্রয়োজন
তোমরাও তো আপেল পেড়ে খাও, সাপের সুড়ঙ্গ
দিয়ে যাতায়াত করো; সেই কৈফিয়ত
দিয়েছ কখনো? আমার কথার অর্থ হলো না বলে
হলুদ বৃষ্টির পাশে বসে থাকো;
ঘরের মেয়ে মানুষটি
বকেছে বলে তার ঝাল ঝাড়ো আমার ওপর...

সমান্তরাল রেল

সমান্তরাল রেলের মতো আমিও পায়ের ওপর ভর করে
গন্তব্যে পৌঁছে যাই—কাঠ ও কয়লার আগুনে পুড়ে
গার্ডরুমে হুইসেল বেজে ওঠে; দুপাশে পড়ে থাকে
আখরোটক্ষেত, বাঁশঝাড়, আকন্দবন, থরে বিথরে সাজানো
প্রাসাদ; টেলিগ্রাফের তারের ওপর পাখি উড়ে আবার বসে
ইস্টিশনে আসার আগে কেউ থামতে বলে না; আমিও
রেলের মতো পায়ের বিক্ষেপ একত্র করে এগুতে পারি না
রানওয়ে কিংবা সেতু পারাপারের সময় তাপিত ইস্পাতের
মতো কথা বলে ওঠে; নড়বড়ে লক্কড়ঝক্কড় হয়ে গেলে সুরত
মাল বোঝাই বগি নিয়ে কতদূর যাবে?

নিরুদ্দেশ ডাক

শিশ্নের মুণ্ডচ্ছেদনের চেয়েও মৃত্যুকে তুমি কম ভয় পাও
হাজামের আগমন বার্তা শুনে তুমি দূর গ্রামে পালিয়ে
গিয়েছিলে; বয়স্ক বন্ধুরা খুঁজে এনে বসিয়ে দিল সুন্নতের
পিঁড়িতে; তোমার কান্না দেখে সবাই হাসছিল; তোমাকে
আরও লক্ষ্যভেদী হতে হবে তীরের ফলার মতো; আসন্ন
বিপদ দেখে স্নেহকাতর জননীও হাসছিল খুব; অথচ পায়ে
কাঁটা ফোটার আশঙ্কায় কতরাত জেগেছিল বিশ্বাসের মহিষী

আমি তোমাদের বলি আমার মৃত্যু ছাড়া সব কথা বল; একটি
আপেল আনো টপাটপ খাই; তোমার শৈশবের লাল ঝুঁটি
মোরগের কথা বলো; তার গর্বিত আহ্বানে তোমার ভেঙেছিল
ঘুম, একটি মুরগিকে তেড়ে ধরার গভীর আনন্দে বাড়ি
মাতিয়ে রেখেছিল; সেই মোরগের ডাক লইচি মুরগির
বসে পড়া আমার রক্তে তরঙ্গায়িত হয়ে খেলা করে
আমার জাতিস্মর জেগে আছে মোরগের ডাকের ভেতর।

আমার কলম

আমার তর্জনি বৃদ্ধাঙ্গুল আর মধ্যমা অবলম্বন করে
একটি কলম; অথচ তুমি বলছ সাপ
তোমার বুকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে
শুনতে পাচ্ছে তোমার প্লাসেন্টার ভেতর ভেসে
বেড়ানো শিশুর স্পন্দন
তার পরমায়ু যৌবন ও বার্ধক্য
তার নক্ষত্র ছায়াপথ কৃষ্ণগহ্বর আর
আমি ভয়ঙ্কর লিখে দিচ্ছি, লিখে দিচ্ছি তোমার সন্তানের কবর

তোমার মায়াময় প্লাসেন্টার ভেতর
তোমার গর্ভ আজ অন্যতম ভয়ের কারণ।
আমার কলম আজ সাপের জিহ্বায় ভর করে কালোত্তীর্ণ কবিতা লিখছে
সমকাল জ্বলছে, তার দূরদৃষ্টি মহাকালের দিকে
মহাকালের সময় চেতনা
আমার কলম লিখছে হস্তিনা, আমার কলম লিখছে দণ্ডকারণ্য
আমার কলম লিখছে বাগদাদ; আর আমি
কুমাররাজের আমন্ত্রণে এখানে কবিতা পড়তে এসেছি
আমার কবিতা রাজ-অনুগ্রহ পেতে চায়
আমার কবিতা ইতিহাসের অংশ হতে চায়
আমার কবিতা এখন কুমারের মৃগয়ার সঙ্গী
তুমি যখন টেলিভিশনে কবিতা শুনছ
তখন এক মা ফ্রাইপ্যানে তার সন্তানের ঝলসানো
দেহের কথা ভেবে
জন্মদানের কষ্ট ভুলছে
আজ জন্মদান পৃথিবীর সবচে খারাপ ঘটনা
তবু আমার কলম
মহাকালের দিকে অমরতার সন্ধানে ব্যাপৃত!

কুড়িটি আঙ্গুল

আমার চার টুকরো হাত পড়ে ছিল তোমাদের ভোরের বাগানে
আমার কুড়িটি আঙুল গভীর আনন্দে স্পর্শ করেছিল
আমার মা ও স্ত্রীর স্তন
আমার দশটি আঙুল জন্ম নিয়েছিল আমার স্ত্রীর প্লাসেন্টার ভেতর
দশটি আঙুল এনেছিলেন আমার মা গভীর ভালোবাসায়
গতকাল সাপ্তাহিক প্রার্থনা শেষে তোমরা তাদের আলাদা করে ফেললে
আমার মাংসের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিলে ঘাসের ডগায়
চামড়ার আবরণ থেকে বের করে আনলে মাথার খুলি
অথচ এই চামড়াই ছিল আমার একমাত্র পরিচয়
অবশিষ্ট খুলি ও হাত, মাংসের টুকরো, রক্ত ও পুঁজ
হাড়ের মজ্জা, পেটের নাড়িভুঁড়ি—এ সব তোমাদের।

আগুন ও ইস্পাত দণ্ড

হায়! তোমাদের তো আগেও বলেছিলাম একটি ইস্পাত দণ্ড ভেদ করে আমাকেও দু'দিন দাঁড়াতে হবে; আমার পাশে ঝুলে থাকবে একটি রাখাল-মেষগুলো তাড়াতে তাড়াতে ঢুকে যাবে গুহায়; যদিও তোমরা আড়াল থেকে আমার সব কথা শোনো এবং সমর্থন করো; কিন্তু আমাকে বোকা বানাতে পারাও তোমাদের একটি খেলা; এমনকি ঈশ্বরও আমাকে খেলার সামগ্রী করে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তোমাদের বাস্কেট বলের ভেতর এবং তোমাদের কামনা ছিল সঠিক গর্ত ভেদ করে আমার যথার্থ পতন; সেই পড়ন্ত বল খেলাচ্ছলে তুলে নিয়েছিল একটি বালক; পেটের কাছে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল বহুকাল-বন্ধুদের পুর্ণাঙ্গ খেলার আগে বুঝতেই পারেনি; আমি ঘাসে দাঁত কামড়ে ইস্পাত শলাকার প্রবল ঘর্ষণে জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম আগুন; ঝলসানো মাংস খেয়ে তুমি আরেকটি আগুনের প্রতীক্ষায় ছিলে বহুকাল, পর্বতের গাত্র বেয়ে যদিও একই আগুন জ্বলে উঠছে প্রতিদিন; তবু তুমি বন্ধুদের অপেক্ষায় রেখে আগুন থেকে সংগ্রহ করো প্রাণের মোজেজা, ছড়িয়ে দাও সগোত্রের মানুষের ওপর, আমাকে অন্ধকার কূপের কাছে বসিয়ে রেখে অনেকদূর চলে গেছে একই পিতার সন্তানেরা; রক্তাক্ত ছুরি খসে পড়ার আগে তাদের ঈর্ষার পাশে বসে আমি কেবলই শিখেছিলাম আগুন জ্বালানোর মন্ত্র; যদিও ভোর হওয়ার আগেই সেই আগুন ঈগলের চঞ্চুর ভেতর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর ওপর...

ঝরাপাতা

ঝরা পাতার মধ্য দিয়ে তুমি যখন গড়িয়ে যাচ্ছিলে একটি মণ্ডুকের মাথার ওপর বৃষ্টির ফোটা বিচূর্ণ হয়ে তোমার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তুমি একটি ঘাসের নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে সন্তর্পণে মাটির কৌশিক ভেদ করে পাতালের দিকে চলে যাচ্ছিলে। আমিও রাজপুত্রের মতো তোমার এই সব গোপন যাত্রার পথ অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছি সমুদ্রের বিছানার দিকে। প্রতিরাতেই একটি দৈত্য কৌটার ভেতর থেকে বেড়িয়ে এসে আগুনের জিহ্বা দিয়ে ঝলসে দিয়ে যায় রাজকুমারীর স্তন। আর আমি কলাপাতার ভেতর দিয়ে গড়াতে গড়াতে তোমায় স্পর্শের ভেতর চলে আসি।

কানকো

তুমিই তো আমাকে জলের ওপর হাঁটতে শেখানোর আগে সোজা বাতাসের মধ্যে কানকো ফাঁক করে ভাসিয়ে দিয়েছিলে। আজ এই দক্ষতা প্রদর্শনের সময় ঘনিয়ে এলেও তোমাকে সাম্পান ভাসিয়ে দেয়ার প্রতিদান দিতে পারিনি। তুমি দেবদূতের মতো সাদা পালকে ভর করে নুড়ি ও পাথরের মধ্যে কঙ্করময় পর্বতের গাত্র বেয়ে উঠে যাচ্ছ। ডানার পালক থেকে ভেঙে যাওয়া পানির কুচি ঝেড়ে ফেলে উদ্যানে দাঁড়িয়ে থাকছ। হা ঈশ্বর এ সব নশ্বরতা ভেঙে যাওয়ার আগে অন্তত আরো দুটো দিন এখানে থাকার নিরর্থতা পল্লবের মতো আমাকে শুকিয়ে দিচ্ছে। তোমার সদ্যজাত ফেরেশতারা কখনো জানতে পারবে না আমার এই বিবর্ণ দুঃখের কথা। তারা তো এখনো নাবালক বাতাসের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদামাটি তুলে মেখে নিচ্ছে কপালে। তুমি না বললে কাপড় পড়া শিখে নিতেও বেশ কিছু সময় লেগে যাবে ওদের (নাউজুবিল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিও)। মানুষ তাঁতযন্ত্র বানানোর আগেও কি পাখিরা খেজুর পাতার তন্তু দিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তাদের বয়নবস্ত্র? বাতাসে কানকো ফাঁক করে আজ বিকেলে ঘুমুতে যাওয়ার আগে তোমার অভিজ্ঞতার অদৃশ্য সত্তাসমূহ অধির বিস্ময়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে...

বেহালা

আজ সন্ধ্যায় একটি বেহালা আমার হাত বেয়ে উঠে আসার আগে তুমি দেখে ফেললে বাইশ রাত জেগে থাকা নাইট কুইনের সঙ্গীরা। রানির বাচ্চা প্রসবের আগে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে শ্রমিক মৌমাছি। যারা গতরাতে সঙ্গমে মিলিত হয়েছিল অবশেষে রানির হুলবিদ্ধ মৃত্যু সেইসব পুরুষের লাশ নিয়ে অন্য এক উৎসব চলছে পাশের কামরায়। আমি তো বেহালাবাদক ছাড়া কিছু নই। রাস্তার ধুলোর মধ্যে যে সব বেওয়ারিশ গান মলিন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল বহুদিন-সুমনের গিটারে আশ্রয় না পেয়ে তারাই তো আমাকে বাজিয়ে চলেছে অবিরাম। রুগ্ন রাতের মধ্যে তুমি কি বেহালার স্পন্দন টের পাও? বুকের ব্যথার মধ্যে তুমি কি বেহালার ধুকপুকানি শুনতে পাও? বাগানের শীতের মধ্যে যে সব সাপ শিশু পরম নিশ্চিন্তে শুয়েছিল কাল তারাই তো আমাকে এনেছিল উদ্যানের পথে। যেখানে অনেক লম্বা গাছের সারি তাকিয়ায় ভর দিয়ে বেদনাকাতর রমণীরা মৃতদের পথ চেয়ে আছে। মরণ ছাড়া তাদের মিলিবার পথ খোলা নাই।

ক্রুশকাঠ

যিশুর ক্রুশকাঠ জেগে রেখে তুমি খ্রিস্টিয় সেমেট্রি পরস্পর আলাপচারিতায় মত্ত বিষণ্ন দুপুরে। দেখ ঈশ্বর পুত্রের আগমন বার্তায় খেজুর শাখায় ভর দিয়ে নিতম্বের ওপর দাঁড়িয়েছে মা মরিয়ম। হাতের তালুতে আগুনের নদী রেখে কী ভয়ঙ্কর বরফের মধ্যে হাঁটিয়ে দিয়েছিলে ঠাঁইহীন ফিলিস্তিনি মাতার মতো। তার পিতার কথা আসবে না কেন? সে কি প্রাচ্যের বেওয়ারিশ যোনি আর নিতম্ব আমাকে দিয়ে খুঁজেছে যথেচ্ছা গমনের পথ। তিরিশ বসন্ত না পেরুতেই তার সন্তানের জন্য তুমি কেবল ক্রুশ বিছিয়ে দিচ্ছ খ্রিস্টিয় সেমেট্রি। এইসব গল্পের কথক হয়ে চিরকাল আমাকেই জেগে থাকতে হবে রাত্রির পাহারায়। তাই তুমি আমাকে দিয়েছ কথকদণ্ড।

জগন-মগন

যে নদীর কথা আমি তোমাদের বলতে চাওয়ার আগে এক রক্তস্নাত ঈশ্বরী আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল আচ্ছাদিত রাতের ভেতর। এইসব জগন-মগন কাহিনি সূচিত শুভ্রত হওয়ার আগে, রাত্রি ও দিনহীন দাঁড়িয়ে থাকার আগে, তোমার পশ্চাতে আলুলায়িত চুলের অন্ধকার এবং সম্মুখে হিমালয় স্ফীত হয়ে উঠছিল। তোমাকে কেন্দ্র করে তীব্র জলের ধারা কিংবা জলের ভেতর থেকে মৃত্তিকার লোমকোষ শিহরিত হয়ে একটি নারকেল বৃক্ষ লম্বমান দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তুমি এখনো ঠাঁয় সেখানেই দাঁড়িয়ে আছ আর আমরাও তোমার ভুবন সম্প্রসারিত করে কখনো আলোকের মধ্যে কখনো অন্ধকারে মূলত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সন্ত্রস্ত মাটির মধ্যে অবিরাম হেঁটে হেঁটে অবাস্তব ভয়ের ভেতর যাবতীয় আনন্দ আমাকে দিয়ে এক ভয়ের উদ্গাতা বানিয়েছ তুমি। আমাকে তারাপুঞ্জ বানাতে পারতে, ছায়াপথ বানাতে পারতে, যদিও তুমি আমার ছায়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা জাগিয়ে তোলো। সেই আলো পাথরের মধ্যে একটি অণুজীব সঙ্গম কামনায় বিভাজিত হয়ে পড়ছে। আর আমি তার জগন-মগন উত্তুঙ্গ মুহূর্তের চরম আনন্দের প্রার্থনায় আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি।

সমস্তীপুর

সমস্তীপুর যাওয়ার আগে এবার আর তোমাদের বলব না। বলব না সেই কুমারী বৃক্ষের কথা, যার পাতা আর পল্লব নাড়ালে কষের মতো দুধ ঝরে পড়ে। আমিই কি বয়ে এনেছি তোমাদের পল্লীতে অশুভ বার্তা? আগুনের ক্ষেতের ওপর বসিয়ে দিয়ে কি ভয়ঙ্কর আনন্দের মাতম অন্তরালে ছড়িয়ে দিচ্ছ। আমি আর বলব না রাত্রির শরীরের মধ্যে সূর্যের আলোর কুচি ছড়িয়ে পড়ার আগে এক ঝাঁক কাক তোমাদের জাগিয়ে তুলেছিল। জেগে উঠে তোমরা দেখলে আলোর মধ্যে তোমাদের ভবিষ্যৎ উন্মোচন করে আমিই দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের মাতামহীরাও তো একই উৎস থেকে জলের ধারা কাঁখের কলসিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল তোমাদের মুঠোর ভেতর। প্রত্যেকেই তোমরা একটি কাঠের সিন্দুকের ভেতর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে বেড়ে ওঠো মোসেজের মতোড়য়ে একদিন তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সমস্তীপুরে।

বাংলাদেশ

বিদেশের অভিজ্ঞতা আমার বড় খারাপ। সারাক্ষণ মন ভারি হয়ে থাকে। তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারি না। তারা জিজ্ঞেস করে আমি কোথা থেকে এসেছি। আমি পরম মমতায় আমার দেশের নাম বলি। বলি বাংলাদেশ। তারা বলে ও! ইন্ডিয়া? আমি দুঃখ পাই। কাতর অনুনয় ও বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিই। মনে মনে কসে গাল দিই। বলি, গাধার বাচ্চা! কুপমণ্ডুক। তোমাদের পৃথিবী এত ছোট! পৃথিবীতে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছিল কারা। আমরা স্বাধীন হয়েছি, তোমাদের অনেক রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি জীবনের বিনিময়ে। অথচ ৪শ বছর আগেও ফাঁসোয়া বার্নিয়ার জানতেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী দেশ হলো বাংলাদেশ।

শালিক

এক শালিক দেখলেই আমার বন্ধুদের মন খারাপ হয়ে যায়। পাখিটির একাকীত্বের কষ্ট কাউকে স্পর্শ করে না। বলে, দিনটি মাটি হয়ে গেল। অপয়া ভেবে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। এ বড় অপরাধ। নিঃসঙ্গতা খুব ছোঁয়াচে সংক্রামক অসুখ। প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।
বন্ধুকে ফিরতি বাসে তুলে দিয়ে আমি যখন বাসস্টপে একা দাঁড়িয়ে থাকি। সবাই বুঝতে পারে কেউ আমার সঙ্গে ছিল, এখন নেই। অথবা আদৌ তাদের হয় না সময় আমাকে দেখার। বাসের পা-দানির খালি জায়গায় পা রাখাই এখন তাদের পরম প্রার্থনা। তবু আমি ভাবি সবাই আমাকে দেখছে অথবা দ্রুত পা চালিয়ে আমাকে পশ্চাতে ফেলে কেটে পড়ছে। চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। আর আমি একটি নিঃসঙ্গ শালিকের কথা ভেবে বন্ধুর চলে যাওয়ার কষ্ট ভুলছি।

এখন দার্শনিক কবিতা লেখার সময়

ধরুণ, আপনার বয়স ষাট, না হয় আরো ১০ যোগ করে দিন
সরাসরি বললে, আপনি মরণের পাড়ে চলে এসেছেন
চলুন, একটু রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকাই
তেতাল্লিশের দাঙ্গা, ঊনপঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ—এসব তো আপনার চোখের সামনে রায়ট,
দেশভাগ-আচ্ছা বলুন তো ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন না দেশভাগ, শরনার্থী
সমস্যা, পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে অপরিচিত দেশে গমন
বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, ৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ
৬ দফা, আগরতলা ষড়যন্ত্র, গণরোষে উত্তাল বাংলাদেশ
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, আসাদের রক্ত ভেজা শার্ট, মওলানা ভাসানী
তারও আগে রফিক জব্বার হত্যাকাণ্ড, আইয়ুবের সামরিক শাসন
রেসক্রস ময়দান, অকার্যকর পার্লামেন্টে
সারা দেশ শেখ মুজিব! শেখ মুজিব!

তারপর মহাকাল ৭১, জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি সবাই
১৪ ডিসেম্বর বৃদ্ধিজীবী হত্যা, ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত স্বাধীনতা

দুর্ভিক্ষ, কুকুর আর মানুষ একই খাবার খায়, বাকশাল
১৫ আগস্ট—জাতির জনককে হত্যা
সিরাজ শিকদার, কর্নেল তাহের—এসব নাই বা বললাম
কিন্তু কালুর ঘাট হত্যাকাণ্ড, মঞ্জুরকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়া
তারপর এরশাদ ট্রাক চাপা দেয় ছাত্র মিছিলে
নূর হোসেন, মিলন হত্যা, ফুসে উঠলো ছাত্র জনতা
তারপর তিনটি নির্বাচন—শুরু হয় লেবু কচলানো
মনে রাখবেন পানি থেকে তেতো আলাদা করা যায় না
গ্লাস ভরতে হলে পুরো পানি ফেলে দিতে হয়
মনে করুন ইতিহাসের এসব পটভূমিকা
এসবই তো ঘটেছে আপনার একটি মাত্র জীবনে
এবার বলুন, কখন আপনি ভালো ছিলেন

হয়তো এটাকেই মানুষ ভালো থাকা বলে
মানুষের ইতিহাস একের পর এক রাজা বদল
বর্গী এসে সব লুট করে নেয়
রক্তের গঙ্গার মধ্যে ফুল বিকশিত হয়
ভক্তের ফুল শুকিয়ে যায়, দলিত হয় পায়ের নিচে, তাই
সবাই জানি, এখন দার্শনিক কবিতা লেখার সময়।

শশী চক্রবর্তী আমার মেয়ে

একটি দুরন্ত কন্যা ঘুরে বেড়ায় আমার বুকের ভেতর
আমাদের যাদের এতদিন এক কন্যা ছিল এখন তারা
দুই কন্যার বাবা
আর কন্যার প্রতীক্ষায় যারা একাধিক পুত্র সন্তানের জনক
তারাও অন্তত আজ এক কন্যার ভালোবাসা বুকে
করেছে ধারণ
কন্যা যতদিন ছোট থাকে ততদিনই তো পিতার
আমাদের কন্যাটি আর কখনো বড় হবে না
পিতার বুকের ভেতর হেঁটে হেঁটে নাগালের বাইরে চলে যাবে
আবার ফিরে আসবে স্কুলের ধূসর রঙের ফ্রক পড়ে

শশী! শশী! এমন দস্যি মেয়ে রে বাবা
কোথাও একদণ্ড তিষ্টিতে পারে না
পিতাদের বয়স হয়েছে, এমন দুঃখ দিতে পারিস
সবাই বলে তুই ভানুর মেয়ে
ভানু চক্রবর্তী তোর বাবা
কিন্তু পিতৃব্যরাও আজ তোর অধিকার ছাড়তে নারাজ

তবু তোর বোন মা ও বাবা ক্লাবে এলে এখন আর
আমাদের চিনতে চাস না
তাদের আঁচল ও বুকে সারাক্ষণ মুখ লুকিয়ে রাখিস
ভগবানের কি সাধ্যি তাদের কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নেয়

তবু তোর এই পরিবর্তন, এই স্তব্ধতা ও পিতাদের দীর্ঘশ্বাস
ক্লাবের হুল্লোড় ও করিডোরের বাতাসে মিলিয়ে থাকে।

বিদায়

কণ্ঠ থেকে গান হারিয়ে যাচ্ছে, নাচের মুদ্রা
শ্রোতার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়া বাগ্মিতা, লাবণ্য, পৌরুষ
মস্তিষ্কের ধূলাধস্ত তাকগুলো, নেত্রে শুষ্কতার অসুখ
জাহাজ গিয়েছে চলে, নিঃসঙ্গ বন্দর, নোঙ্গরের চিহ্ন
ক্ষত, বুকে ধরে আছে পালে লাগা বাতাস, ঢেউ, বুদ্বুদ
শীতের পাখির ফেলে আসা ছায়া, কুজনের নিস্তব্ধতা
চিতার ভোজন শেষে হরিণের হাড়গোড়, রক্তাক্ত তৃণ
কৃষক নিয়েছে কেটে ধান, মাঠ জুড়ে পড়ে আছে
নাড়ার স্তুপ, পাখির চঞ্চুতে খুটে তোলা
শস্যের দানা, ভেঙেছে হাট, গঞ্জের মেলা,
বাতাসে উড়ছে বাঁশি, রঙিন কাগজ
যুদ্ধ শেষে পরিত্যক্ত বাগান, সৈনিকের কর্তিত হাত
রওয়ানে রাজা, স্টেশন ছেঁড়ে গেছে ট্রেন, আমি শুধু
বন্ধুকে তুলে দিয়ে শূন্য বাসস্টপে একা দাঁড়িয়ে আছি।

আমেরিকা

স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্র শব্দত্রয়কে বস্তুত আমরা
ঘৃণা করতে শুরু করেছি; কিছুদিন আগেও যা
ছিল আমাদের প্রাণের দোসর
পবিত্র শব্দেরা একদিন আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ
করে তুলেছিল; পবিত্র বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে
আমরা একটি ধর্মগ্রন্থের কথা বলেছিলাম
আমরা শিখেছিরাম এ ফর আব্রাহাম ও আমেরিকা
জে ফর জেফারসন আর ওয়াশিংটন ঘাড়ের ওপর
তুলে ধরেছেন অন্য এক পৃথিবী
আমরা যুক্তিকে ঈশ্বর বলে ডেকেছিলাম
সংখ্যার ভয়াবহতা জেনেও আমরা তার পক্ষ নিয়েছিলাম

অথচ যার দৃশ্যত পতন ও প্রতারণা আজ
আমাদের গভীর গুহার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে
বিগত বিশ্বাস আজ আমাদের কষ্টের কারণ
যে উপত্যকা ও জলাশয় তোমার অবদান
যাকে আমরা আশ্রয় ভেবেছিরাম
তুমি নিজেই তার সুপেয় জল দূষিত করেছ
আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না...

চোখ

এক চোখ অন্য চোখকে দেখতে চায়
পারে না, নাক জেগে থাকে মাঝখানে
ঘন ঘন শ্বাস নেয়, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়
স্বজনের সাথে তার হয় নাকো দেখা

তাহলে কার জন্য তার এই দর্শনদণ্ড
এতকাল মুগ্ধ করেছিল যে সব কুঁড়ির উত্থান
কোনো এক কিশোরীর বেড়ে ওঠার বিস্ময়
সব আজ নিরর্থ, অন্যের সম্ভোগের তরে!

এইসব ব্যর্থতা, প্রিয়জনকে না দেখার দুঃখ
দুচোখ বেয়ে কান্নার অশ্রু হয়ে ঝরে, ভাবে
একদিন যেদিন গার্হস্থ্যের কুকুরের মতো
নাক নেবে অবসর, থেমে যাবে নিঃশ্বাসের শব্দ
প্রাণভরে সেইদিন চোখ চোখের দিকে
অনন্ত বিস্ময়ে, পরস্পর দেখে নেবে ঠিক

অথচ নাক, বিশ্বস্ত পাহারাদার নাক, তাদের
অনন্ত ঘুমের কোলে রেখে, অবসর নেবে।

পুতুল পূজক

তুমি থাকো না কাছে, দাওনি দেখার ক্ষমতা
সবাই জানে, তুমি আছ, খুব কাছাকাছি
তোমার নিঃশ্বাসের দাগ লেগে আছে আমার শিরোদেশে
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মোথিত আত্মার গান
মসজিদ থেকে আজান হাঁকে, নামাজের জন্য এসো
ছুটে যাই; নামাজ মানে তো তোমার দিদার
রাত জেগে বসে থাকি, তাহাজ্জত পড়ি
তোমাকে দেখতে চাই, পারি না
না দেখার বিরহে কেঁদে উঠি, ঈমাম সান্ত্বনা দেয়
চর্মচক্ষে তুমি দাও না ধরা, নিরাকার তোমার ভূষণ
মুমিনের দিলে তোমার বসবাস

কিন্তু প্রভু আমি তো দৃশ্যমান
স্পর্শে আমার সুখ, অধরা রমণীতে কি-বা এসে যায়
তুমি মানে তোমার সৃষ্টির হাত
তাই তোমার হাত ও হাতের পুতুল আমাকে টানে
তুমি নানান কাজে ব্যস্ত থাকো
আমাকে ভোলাতে দাও পুতুলের সামগ্রী

প্রথমে আমি বেছে নিই একটি মা-পুতুল
তার বুকে মুখ রাখি, কাঁদি, তার মমতার দুধে
ভিজে যায় আমার ঠোঁট, তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ ভুলি
তারপর আমার নজর কাড়ে একটি পুতুলবৌ
মা-পুতুলের বিরহ আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে
বৌ-পুতুলের শরীরে তাকে তন্নতন্ন খুঁজি
মা-পুতুল আমাকে যেখান থেকে এনেছিলেন, আমি
সেখানে আবার ফিরে যেতে চাই; আর এরই ফাঁকে
ওঁয়াও করে কেঁদে ওঠে আরেকটি বাবুপুতুল
বাবুপুতুল ছাড়া কিভাবে সম্পন্ন হয় পুতুলের সংসার
এতসব পুতুলের ভিড়ে প্রভু তুমি কোথায় থাকো
আজ মনে হয়, তুমিও ব্যস্ত নিত্য নতুন পুতুল বানাতে

আর আমি তোমার পুতুলের সমঝদার
হয়ে যাই পুতুল পুজক...

কানা রফিকুল আমার ভাই

এক

আমি যাদের সঙ্গে চলাফেরা করি তারা শরিফ আদমি
তাদের কেউ চৌধুরী, কেউ বা খান
তাদের কয়েক পুরুষের রয়েছে ইতিহাস
পূর্ব-পুরুষের কেউ বোগদাদ থেকে
আবার কেউ সাইয়েদানা মুরসালিন
তাদের দাদার প্রথম বিবিজান এসেছিলেন
বগুড়ার নবাব বাড়ি থেকে
মুরশিদকুলি খাঁর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক
সেদিক দিয়ে সৈয়দ আর ব্রাহ্মণের মিশ্রণ
তাদের খান্দানের হিসাব আমাকে মুগ্ধ করে
মনে মনে সালাম জানাই
সত্যিই তো খান্দান একদিনে তৈরি হয় না
আমার মতো নাখান্দা চারাগাছ
একটি বটবৃক্ষের মূল্য কি করে বুঝি
তবে ঠিক আমার পিতাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ নন
শত-সহস্রাব্দ কোটি বছরের মানবযাত্রায়
তিনি কখনো ভূস্বামী কখনো ভূমিদাস ছিলেন...

দুই

আমাদের বাড়ি ছিল নদী থেকে বেশ কিছুটা দূর
মেয়েদের ব্লাউজ ছিল না
ব্রা দেখলে তারা তো হেসেই খুন
ভেজা কাপড় গায়ে শুকাতো
ছেলেরা প্যান্ট শুকনো রেখে ঝাঁপাই খেলতো

আমাদের পাশের বাড়ির রফিকুল
স্রেফ মলম কিনতে না পেরে কানা হয়ে গেল
তার বড়ভাই রব্বেল জন্ডিসে মরেছে
একটা বোন আগুনে
বয়স এককুড়ির কিছু বেশি
ওদের বাপও মরেছিল দুইকুড়ির ভেতর
একুনে আটজনের গড় বয়স তিরিশে আটকে আছে
এখন বাংলাদেশের গড় বয়স ষাটের কমবেশি
অথচ ওদের জীবন থেকে ২৪০ বছর হারিয়ে গেছে
যারা পেয়েছেন, তারা আর ফেরত দেননি
তবু ভিক্ষাবৃত্তি ওদের আপত্তি
কিন্তু মহামতি গৌতম বলেছেন, ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ-অন্ন
ওরা গৌতমের নাম শোনেনি
শুনলেও মানত না, তাদের নবীর নিষেধ
অথচ সোমবছর ওরা কোনো প্রাণিহত্যা করেনি
ভিক্ষা ও মাংস খান্দানি খাবার
ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ-অন্ন, মাংস না খেলে ধর্ম থাকে না
তাহলে রফিকুলদের পরকাল কোথায়
রফিকুল আমার মায়ের দিকের আত্মীয়।

ঈশ্বর আমাকে বাঁচতে দেননি

তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন ঈশ্বর
ঈশ্বরের কৃপায় বেশ আছ
তার নদী ও মাঠ ফুল ও পাখি
তার অম্লজান সমুদ্র ও আগুন
বাতাসের তরঙ্গ থেকে তোমরা
        শুনতে পাও তার বাণী
ঈশ্বর তোমাদের নিরাশ করেন না
তোমরা ভাবো—নিরাকার বিন্দু থেকে

কিভাবে তোমাদের সাকার করেছেন
মায়ের ঈষদোষ্ণ স্তন
পিতার নির্বোধ ভালোবাসা
দিনের শেষে রাতকে করেছে
        তোমাদের বিশ্রামাগার
বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন আনন্দ
তুমি তার নেয়ামতকে অস্বীকার করতে পার না
তার অপার মহিমার কথা ভেবে সেজদায় লুণ্ঠিত হও
পথভ্রষ্ট হলে তার দূত পাঠিয়ে
বিশৃঙ্খল মেঘের পালের মতো তিনি একত্রিত করেন
ক্ষুধায় তোমাদের অন্ন, অসুখে ওষুধ জোগান
তোমরা বেশ আছ

কিন্তু পাহাড় থেকে নেমে আসা প্রবল জলের তোড়
কিংবা সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন জলের কণা
বাতাসের ঘাই খেয়ে শূন্যে উড়তে থাকে
পতিত হয় মরুভূমির বুভুক্ষু ধূলিকণায়
তখন কী আমার পরিচয়!
আমার মা ও বাবা, পুত্র ও কন্যা
উৎস ও সমাপ্তির মধ্যে ঈশ্বর কোথায় রেখেছেন
তাহলে আমিই কি সেই রাজকুমার
        পরিত্যক্ত রক্ষিতার একমাত্র পুত্র
স্বাধীন, অথচ দূর প্রদেশে দিয়েছে নির্বাসন দণ্ড
খামখেয়ালী রাজার ইচ্ছার বলিদান
তার জন্মের কাহিনি
তবু তোমাদের ঈশ্বর আমার পিতা
আপন পুত্রকে যিনি দিয়েছেন দাসত্বের শৃঙ্খল
আনুগত্যের শর্তে অসংখ্য কুমারী বাদী
        মদ মাংস ও আপেলের প্রলোভন
কিন্তু পিতা আমি তো তোমার আনন্দের মহিমাময় সৃষ্টি
তোমার মানস উদ্গাত হলে
বিশ্বভ্রমাণ্ড একটি স্ফীত জরায়ুর মতো ফুঁসে ওঠে
তখন তোমার অসংখ্য সন্তান জলপ্রপাতের মতো

গড়িয়ে পড়ে

তুমি কি তাদের চেন?
তাদের প্রত্যেকের রয়েছে একটি আলাদা নাম
তোমার পরিত্যক্ত বাদি তাদের স্নেহময়ী মা
প্রত্যেকেই তোমার সন্তান দাবি করে রয়েছে কলহে লিপ্ত
তোমার ভূমি ও সম্পদের উত্তরাধিকার তাদের উদ্দীষ্ট

আর যারা অবাধ্য, তোমাকে মানেনি, তারা অভিমানী
তারা চায় তোমার স্নেহের হাত স্পর্শ করুক তাদের শিরোদেশ
তুমি তাদের নাম ধরে ডাকো, চোখ থেকে মুছে দাও অশ্রু
আলিঙ্গনে ঘোচাও বিরহ
হাত ধরে কিছুটা পথ সাথে নিয়ে চলো...

সিংহ ও গর্দভের কবিতা (২০০২)

সঙ্গী

যে সব কীট শুয়োপোকা সরীসৃপ
আমার চারপাশে রয়েছে অবহেলায়
তাড়ায়ও না ওদের—থাকুক যত্নে
ওরাই তো আমার সঙ্গী শেষ বিছানায়।

ভূত

আগে রাতে ভূতের ভয়ে রাস্তায় বেরুতাম না
ভূতগুলো রাস্তা জুড়ে নাচানাচি করতো
আগুন জ্বালাতো, আগুন নেভাতো
ভয় পেয়ে সটান ঘরের মধ্যে সিঁধে যেতাম
        কেবল শুনতাম ভূতের অট্টহাসি
আজ ভূতের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই
রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটি
বাচ্চারা ভয় পেলে পুলকিত হই।

চিত্রশিল্পী

যে কোনো চিত্রশিল্পীকে আমি অপছন্দ করি
ভিঞ্চি, পিকাসো, গগ এবং ফিদা হোসেনও রয়েছেন
এসব তালিকায়-মৃতদের শরীর থেকে মুখগুলো
বের করে এনে লেপ্টে দেন ক্যানভাসে
বেচারা কোথাও যেতে পারে না, এমনকি
ঘাড় ঘুরাতেও পারে না, অপরিবর্তনীয় মুখগুলো
ক্রীতদাসের মতো হাসি বা কান্নায়
        একই ভঙ্গিমায় নির্লিপ্ত চিরকাল।

জাহান্নাম

জাহান্নামে যাওয়া হবে না বলে কি
        আমার কোনো খেদ থাকবে না
অন্তত সেখানে মেলামেশার ঝামেলা নেই
নির্বোধ মহিলাদের অহেতুক তোষামোদ নেই
মেওয়া নেই, শরাব নেই
শীতল কোনো স্রোতস্বিনী নেই
স্নানের বালাই নেই
দাঁত-কাপাটি মেরে পড়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই
বুড়ো হয়ে গেছি, এখন একই কাজ ভালো লাগে না।

চাকরি

আমার নামটাম জিজ্ঞেস করলে তো বলতে পারব না
একই পড়া বারবার মুখস্ত করেও পরীক্ষায় ভুল করে আসি
ভাইভাতে বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেও বুঝে উঠতে কষ্ট হয়
স্ত্রীকে প্রেমিকার নামে ডেকে কতবার প্যাদানি খেয়েছি
এখন আবার জিজ্ঞেস করছ তোমার রব কাহা
        তোমার নবী কাহা
আমি তো কোনো চাকরির জন্য দরখাস্ত করিনি।

ঘৃণা

আচ্ছা তোমরা যারা আমাকে নিন্দা করো
এবং আমাকে পরিহারের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তোমাদের সত্য
এবং ভাবো আমাকে ঘৃণা করা মানেই অন্যায়কে ঘৃণা করা

তারপর তোমরা একটি সত্য সত্য ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াও
এবং আমিও তোমাদের আশেপাশে ঘুরঘুর করি
তবু সত্যের জন্য তোমাদের কিছুটা ঘৃণা
জিইয়ে থাকা ভালো।

স্বজন

মাঝে মাঝে মনে হয় মরে যাওয়ায় ভালো
মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থাকি
যাদের জন্য বেঁচে থাকতে চাই তারাই বা আমার কে
আবার যাদের জন্য মরে যেতে চাই তারাই বা আমার কে
আনন্দ যা কিছু নিজেই পেয়েছি
দুঃখ দিয়েছে পরিচিত জন
তবু স্বজনহীন মরে যাওয়া কম দুঃখের নয়।

বিধবা

বিধবাকে আমরা তো তার শাদা শাড়ি দেখেই চিনি
কিন্তু রাতে যারা স্বামীর কাছে ঘুমাতে পারে না
অন্যকে কামনা করে
তারা জানে মৃত স্বামীর স্মৃতির পীড়ন।

রক্ত

রক্তগুলোই তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়ায়
রক্ত হলো মানুষের শরীরের পিয়ন
চিঠির আদান প্রদান ঠিকমত না হলে
বুকে ব্যথা হয়, মাথার শিরাগুলো দপদপ করে
তবু তাদের স্বভাব তরল, নিচু পদে নিয়োজিত
উর্ধাঙ্গের গুরুত্ব পায় না।

কবি

যারা চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখত, ফুল ও পাখি নিয়ে কবিতা লিখত
তারা আজ নেই
সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কবিতা লেখার ছ্যাবলামিও
এখন আর কেউ সহ্য করে না
আমরা তো বসে আছি ফুটন্ত কড়াইয়ের ওপর
সেই চাঁদও আজ মানুষের পায়ের নিচে, মেয়েদের শরীরও উন্মুক্ত
আর পদাবনত ও নগ্নতা কবিরা সযত্নে পরিহার করেন।

কবিতা ১

কিছু একটা হলেই আমি কবিতা লিখে ফেলি
যেমন ছেলেটার পাতলা পায়খানা
মুখের ব্রণ কিংবা মিনিস্ট্রেশন
তাই বলে ব্রেস্ট ক্যান্সারে মা মরা শিশুটি
বাদ যায় না।

কবিতা ২

আমার কবিতা শেষ না হতেই পাঠক বই ছুঁড়ে মারেন ডাস্টবিনে
আমি স্বস্তি পাই, তাহলে ঠিকমত এগুচ্ছে সব
আসলে কবিতার বই র‍্যাকে থাকতে চায় না
কবিতা এমন একটা জ্ঞান যা ফুটপাত থেকে কুড়িয়ে নিতে হয়
কাগজ কুড়ানো শিশুদের পলিথিনের ব্যাগের ভেতর ঘুরে ঘুরে
কবিতাগুলো আবার আমার হাতেই ফিরে আসে।

ঈশ্বর

ঈশ্বর আমারই মতন অসহায়
ধনীরা বলেন, তিনি সব কিছুর মালিক
আমিও সে কথা মানি
কিন্তু তার সকল ধন হয়ে গেছে চুরি
তিনি এখন দ্বারে দ্বারে ঘোরেন
তবু কেউ দেয় না একমুঠো মুড়ি।

জুতা

এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে যাওয়ার সময়
আমি পথচারীদের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি
অসংখ্য দোকানের শোকেচে সাজানো রয়েছে
নানা রকম বাহারি জুতা
তবু পথশিশুদের নগ্নপদাঘাতে
আমি ক্ষতাক্ত হই।

বেশ্যা

বেশ্যা তো একটাইড়নারী অনেক
বেশ্যাদের একটাই নাম
বেশ্যাদের শরীর নেই
আছে পায়ূপথ ও মূত্রনালী
কসাইয়ের দোকানে যেভাবে রান ও
সিনার সঙ্গে ঝুলে থাকে মাংসের ফালি।

নশ্বর

ঈশ্বরের নাম জপার সময় তো আমি
মৃত্যুর পরেও পাব
আগুন কিংবা উদ্যানড়সবই ঈশ্বরের মহিমা
তবে যে-সব নশ্বর বস্তুনিচয় হারিয়ে যায় নিত্য
আপতত আমাকে করতে দাও তাদের মহিমা প্রকাশ।

বাণী

আমায় যে বাণী দিয়েছিলেন প্রভু
আমি সারাজীবন তা করেছি প্রকাশ
কিন্তু যারা শুনবে
তাঁদের শ্রবণেন্দ্রিয় এখনো হয়নি বিকাশ।

পাতক

আমি তো আর সব কিছু দেখি নাই
নদী ও জ্বলন্ত অগ্নিগিরি এক নয় জানি
যারা এখনো জন্মায়নি কিংবা
চলে গেছে মৃত্যুর পথে
সকল নারী যদি একই হবে
তবে আমি কেন এমন পাতক।

তফাত

আমি যা বলেছিলাম
তা তুমি বোঝোনি
আমি যা বলি নাই
তুমি তার জেনেছ সবখানি
বলা আর না বলার
তফাৎ কতখানি।

মৃত

বন্ধুরা বলে, নামাজে আমার মতি নেই
সিয়াম কিংবা উপবাসে দেখায়নি আগ্রহ
ওরা ভাবে দিলে আমার নেই ঈশ্বরের ভয়
আমি জানি এসব বিধি জীবিতদের তরে
আমাকে জীবিত ভেবে বন্ধুরা প্রায়ই ভুল করে।

দাইসেলফ

কিভাবে নিজেকে জানতে হয়
কিভাবে আত্মনং বিদ্ধি
সক্রেটিসও তো একই কথা বলেছিলেন
নো দাইসেল্‌ফ
কিন্তু কিভাবে নিজেকে জানবো
আসলে কোনটি আমি?
অন্যরা যাকে আমি বলে জানে
না কি আমি যাদের চিনেছি অন্য নামে
আমার চারপাশের সকল দৃশ্য ও দ্রষ্টব্য
হয়তো প্রকৃত আমির স্বরূপ।

পার্টিক্যাল

যেসব নারী হেনেছিল দৃষ্টির কটাক্ষ বান
যাদের সাথে মিলিত হতে চেয়েছিল
আমাদের প্রাণ
আজ তাদের মাংস ও মেদ বাতাসের পার্টিকেল হয়ে
আমাদের চারপাশে ওড়ে।

জীবন-মরণ

আমি যাকে চেয়েছিলাম
তীব্রতর হয়েছিল মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা
আজ ভাবি সে কি কেবলই শরীরের উপসম
নাকি তারও আধিক জীবন-মরণ।

ঘৃণা

ধর্মকর্ম করি না বলে—বন্ধুদের
আক্ষেপ ও ঘৃণা ঝরে পড়ে আমার উপর
এমন পাষণ্ড ও বর্বর লোকের বিরুদ্ধেই নাকি
ঘোষিত জেহাদ—পবিত্র গ্রন্থে
তবু থাকুক অন্তরে তোমাদের ভালোমন্দের বোধ।

দাস

জানি, জীবন ঈশ্বরের দান
ঈশ্বর করেছেন সৃষ্টি নিজের আনন্দে
আমার সকল নিবেদন তাই ঈশ্বরের দাবি
অথচ সুখ ও দুঃখ, কর্তনের বেদনা
কেবল আমার
আমি কি নিজের জন্য মরতেও পারব না।

পথ

আমি যখন ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলি
তোমরা তখন মৌলবাদী বলো
ঈশ্বর না মানলেও বলো নাস্তিক
আর মানা না মানার মাঝখান হলে
মুনাফিক বলো
আমার সকল পথ রুদ্ধ করে বসে আছে কারা?

রুশো

জন্মে স্বাধীন মানুষ—সর্বত্র পরাধীন
এ কথা বলেছেন ফরাসি মহামতি রুশো
তার কালে অসংখ্য উপনিবেশ—আফ্রিকা
দাসদের কেনাবেচা চলে প্রশান্ত মহাসাগরে
আমার প্রশ্ন পণ্ডিতপ্রবরের কাছে
কোথায় দেখেছিলেন দাসদম্পতির স্বাধীন প্রসব।

হন্তারক

একটি বটফল থেকে গজাবে বৃক্ষের চারা
পরিত্যক্ত পারদের মধ্যে লুকিয়ে আছে
ভবিষ্যতের পরাক্রান্ত যোদ্ধা
যদিও প্রাচীন পিতামহ কোনোদিন জানবে না তাদের নাম
তবু তারাই হতে পারে লক্ষ মানুষের হন্তারক।

সময়

সময়ের শরীর জুড়ে আমরা শুয়ে থাকি
সময়ের খাট ও বাথট্যাব, দড়িদড়া—সব
আমাদের বেঁধে রাখে একটি রাত
তারপর সরাইখানার মতো উগরে দেয়
আগামীকাল কেউ শুতে আসবে বলে।

দূরত্ব

ক্ষুদ্র বলে যাকে এতদিন দেখতে পাইনি
হয়তো ব্যথা পেয়েছিল সে উপেক্ষার ঘায়ে
আমার শরীরের সঙ্গে অসংখ্য আগামীকাল
আত্মজের রূপ ধরে রয়েছে অপেক্ষায়
আজ বুঝি ক্ষুদ্রতার মাঝখানে
অলঙ্ঘ্য দূরত্ব ছাড়া কিছু নয়।

কবিতা

কবিতা তোমাকে লিখছি—রাত্রি জেগে
রক্তধারা প্রবল বেগে—নদী পর্বত দিগ্বিদিক
কার সন্ধান বুঝি না ঠিক
কোথায় যেন একটি কথা রয়েছে গোপন
কোথায় যেন হয়নি ধরা একটি ক্ষণ
সেই অধরা হয়তো আমার কবিতা ঠিক।

পাপড়ি

যে ফুল মেলিলো পাপড়ি—বাতাসে ছড়ালো ডানার উত্থান
উড়ন্ত মৌমাছিকে জানালো—নরম রোমের আহ্বান
লোকালয়ে ছড়িয়ে গেল তার সুগন্ধির কাহিনি
সে ফুল বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক তরুণী
সলজ্জ তুলে দিলো তার বন্ধুটির হাতে
বলল, আরো এক ফুল আছে, ফুটতে পারে তোমার আঘাতে।

ভাষা

অনেক পাখির ডাক আমি করেছি অনুকরণ
অনেক পশুর মুদ্রা আমি জানি
আমার এই সব আহ্বান শুনে
অরণ্য থেকে ছুটে আসে বাঘ
বিহঙ্গ ডানা মেলে থাকে মাথার উপর
সবাই দেখেছ আমায় হায়েনার সাথে রাত্রিবাস
কেবল পারিনি বুঝতে কি তার মানে
নারীর ইঙ্গিত আভাস।

প্রজাপতি

প্রজাপতি মেলিল ডানা সঙ্গীর রঙ্গিন আহ্বানে
পাখনা উঠছে কেঁপে বাতাস আর সমুদ্রের গর্জনে
এখনই উত্তম সময় এক্ষণি মিলিত হবার কাল
সঙ্গীকে দিতে হবে সব—সন্তানের আগামী সকাল।

জমি

অন্যের জমির উপর মানুষের আজন্ম লোভ
ভোগ ও দখল জমির প্রকৃত স্বত্বাধিকার
অন্যের জমিতে চাষাবাদ মানুষের স্বভাব
অথচ প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব জমি।
আবাদ ঠিক মতো হলে সোনার ফসল ভরে যেত
বলেছেন মহামতি লালন।

আগুন

জগতে অগ্নি সবকিছু ভস্মীভূত করে—তাই
তোমার নাম হুতাশন
অগ্নিদগ্ধ মানুষের গলে পড়া শরীর
কুঁচকানো ত্বক—আচ্ছন্ন করে আমাদের মন
কিন্তু যার আগুন লেগেছে মনে
কিভাবে নিভবে তা—সমুদ্রের জলে।

রূপসী বাংলা

রাত্রি উঠেছে জেগে পশ্চাতে গায়ক ও বাদক দল
পানোন্মত্ত মানুষের কোলাহল রঙ্গিন সাকুরা বার
সোডিয়াম আলোতে ভাসে ওপারের সুইমিং পুল
প্রতিটি কক্ষ জেগে উঠছে প্রমত্ত রূপসী বাংলা
দোয়াতে কলম রেখে আমি শুধু লিখে যাই গ্রাম্যবালিকা।

মৃতশিশু

আমার অতীত অসংখ্য মৃত্যুর কথা ভেবে—কেবলই কাঁদি
হে ঈশ্বর, আমার সেই লাশটি আমাকে দেখতে দাও
যে শিশুটি মায়ের একটি স্তন আঁকড়ে ধরে অন্যটি করতো পান
সেই মা ও শিশু উভয় মৃত আজ আমার ভেতর
এই সব টুকরো টুকরো অসংখ্য মরণ
আমাকে নিয়ে যায় বৃহত্তর মরণের দিকে।

মিথ্যা

আমার সত্য কথাগুলোই তোমার কাছে হয়ে যায় দারুণ মিথ্যা
আমি সত্যের জন্য অনুতপ্ত, তুমি মিথ্যাকে করো ঘৃণা
তাহলে কি ভেবে নেব সত্য ও মিথ্যা বলে আলাদা কিছু নেই
মিথ্যা অনাথ শিশুর মতো, পুষ্টিহীন পথ বেশ্যার মতো
প্রকাশ্যে পরিত্যাজ্য সভ্যসমাজে

ক্ষুদ্র

এতসব বড় ঘটনার কাছে আমি কেবলই ছোট হতে থাকি
এতকাল আমার অন্তরে ছিল যে সব বড়র আকাঙ্ক্ষা
তা কখন আমাকে ছোট করে চলে গেছে নাগালের বাইরে
যে সব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ-যাদের দিকে ছিল না তাকানোর সময়
তারাই আজ আমার সবচেয়ে কাছাকাছি আছে।

ফুল

বৃন্তচ্যুত যে ফুল নারীকে দিয়েছিলে-সেই ফুল দেখেনি সন্তানের মুখ
হয়তো একটি মৌমাছি পরাগের বার্তা এনেছিল তার কাছে
রোমাঞ্চে স্ফীত হয়ে উঠেছিল তার ফুলেল গর্ভাশয়;
কিন্তু মানুষের প্রেম প্রকাশিতে বৃক্ষের মা হয়েছিল হত।

রথ

অনেক হয়েছে যাওয়া
ভুলে গেছি অভিসার পথ
যেহেতু হারিয়ে যাব
অহেতুক অন্বেষণ
এখানেই থামাও রথ।

স্বপ্ন

স্বপ্নে কি মানুষ কিছু দেখে
স্বপ্ন তো এলোমেলো
কোথাও যাওয়ার কথা
ভবিষ্যৎ স্বপ্ন হয়ে এলো।

আহত

যুদ্ধে আহতদের সম্মান উপরে
তাদের মারা নিষেধ—তাদের দিতে হয় সঠিক চিকিৎসা
নার্স ও ডাক্তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দেয়, কপালে রাখে হাত
তাদের জন্য আছে মানবাধিকার কমিশন, আদালত
যুদ্ধে কেবল হত্যার বৈধতা রয়েছে।

জন্মদিন

আমার প্রকৃত জন্মদিন কোনটি
পিতার শুক্রকিট যেদিন মায়ের ডিম্বক ছুঁয়েছিল
নাকি মায়ের গর্ভ থেকে মুক্ত বাতাসে এসেছিলাম যেদিন
কিংবা যখন ছেড়ে যাব শরীরের মায়া
কেউ বলে ঈশ্বর একই দিনে করেছেন সৃষ্টি মানুষের আত্মা
যদিও জানি, যার সৃষ্টি আছে তার রয়েছে বিলয়
কিন্তু একবার এসেছেন অস্তিত্বে যিনি
ঈশ্বরও করেন না তার বিনাশসাধন।

পিতা

অসংখ্য পিতার রাজ্যে আমি এক পিতৃহীন সন্তান
মায়ের চিহ্ন আছে—পূর্ণাঙ্গ শরীর এসেছিল নেমে
তার দেহ—গহ্বর থেকে
তাই অস্বীকার করেনি মাতা
কেবল পারেনি জানতে কে পিতা—তার নামহীন
পরিত্যক্ত পুত্রদের সাথে আমিও উঠেছি বেড়ে
কিংবা স্বর্গের অধিপতি তিনি আমার পিতা
অথবা আমি যিশুর মতো পরম পিতার সন্তান।

আপন মাহমুদ

কবি আপন মাহমুদ মারা গেলেন
আমি এক পর মাহমুদ বেঁচে আছি
আপনেরা এভাবেই মারা যায়
পররাই বেঁচে থাকে চিরকাল।

ফটোগ্রাফি

তুমি মারা গেছ—দেয়ালে টাঙানো রয়েছে তোমার ছবি
হাস্যোজ্জ্বল, একটু ট্যারা, একটু উদ্ধত ভঙ্গি
বাংলা একাডেমির দেয়ালে দিয়েছিলে ঠেস
তোমার উদাস দৃষ্টি মিশে আছে টিএসসির বাতাসে
গাছের পাতায় লেগে আছে জৈবসার
কেবল একটি ফটোগ্রাফি তোমাকে আটকে রেখেছে।

দৌড়

যারা অনেক দূর যেতে চায়—তারা দৌড়ায়
তাদের অনবরত ছুটাছুটির পুরস্কার স্বরূপ
গলায় জমতে থাকে অসংখ্য মেডেল
লোকজন হাততালি দেয়
কিন্তু আমি দৌড় পছন্দ করি না
না ঘোড়দৌড়, না ইঁদুরদৌড়
কারণ জানি, একজন দৌড়বিদ
যেখান থেকে শুরু করেন, দৌড়শেষে তাকে
সেখানেই ফিরে আসতে হয়।

স্পর্শ

কি তার দৃশ্য, কি তার বাস্তবতা
যা চেয়েছিলাম ছুঁতে
তা ছুঁয়েছি বহুবার
তবু পারি না বুঝতে
কেন এই পাবার নেশা
কেন এই হাহাকার।

চিহ্ন

নির্ঘাত তুমি এক বিধবার স্বামী
তোমার অবর্তমানে শাদাশাড়ি আড়ম্বরহীন
শাখা ও সিঁদুর মুছে যাবে চিহ্নবিহীন
তুমি ছিলে তার প্রমাণ
একাকিত্বে ওড়ে মৌমাছির প্রাণ।

পোডাক্ট

কারখানায় সক্রিয় কনভয় বেল্ট
ছিন্নসুতা দিচ্ছে জোড়া ফেরেশতারা
দিনমজুর বেশে
নতুন পোডাক্ট যাচ্ছে মালগুদামের দিকে
একদিন রিসাইকেল হয়ে
আবার ফিরে আসবে কারখানায়।

ঈমান

বার্ট্রেন্ড রাসেল বলেছিলেন
ঈশ্বর আছেন পৃথিবীতে অথচ
অকাট্য প্রমাণ রাখেননি তার থাকার
কথা সত্য, কিন্তু নিজগৃহে থাকতে যার
লাগে পরিচয়পত্র
তার না থাকা ঢের ভালো জানি।

সম্রাজ্ঞী

যে সব সম্রাজ্ঞী করেছিলেন রাজ্যশাসন
যদিও পিতাদের জয়কৃত, তবু তারা
পৃথিবীতে সঙ্গমে বাধ্য, অবনত
ধারণ ও আঘাতে প্রস্তুত।

একা

পৃথিবীতে কেউই একা আসেনি
আবার কেউ একা যাবেও না
কিছু মানুষ তাকে সঙ্গে করে এনেছিল
কবর কিংবা চিতায় নিয়ে যাবে তারা।

প্রমাণ

স্বর্গ-নরক আছে কিংবা ঈশ্বর
নবীদের পাঠিয়েছেন কিনা
সেই সব তর্কে যারা নেয় অংশ
আমি বলি, তারা কি মরে
আবার পৃথিবীতে নিয়েছে জন্ম।

ছবি

আমরা মৃতদের ছবি টাঙিয়ে রাখি দেয়ালে
কারণ তারা পুনরায় জন্মাবে না বলে।

কপট

আমরা একসঙ্গে ছিলাম
একসঙ্গে করেছি জন্মদান
আমাদের প্রতীজ্ঞা ছিল
নিজেদের জানাবো অকপট
আজ যাবার সময় হলো
ভাবছি অহেতুক
আমাদের প্রতিজ্ঞা কপট।

ঈশ্বর

যারা পৃথিবীতে ঈশ্বর থাকার পক্ষে
দিয়েছিলেন প্রাণ—তারা দেখলেন ঈশ্বর আছে
যারা নেই বলেছিলেন—তারা দেখলেন নেই
উভয়কে মা বললেন, তর্ক থামাও
অনেক হয়েছে রাত—এবার শিশুরা ঘুমাও।

নদী

নদীকে ভালোবাসি যতখানি দেখেছি তার বিস্তার
নদীর সৌন্দর্য তার পানি, স্রোতস্বিনী, গভীরতা
কোথা থেকে এসেছিল কোন প্রাগৈতিহাসিক কালে
কোনদিন পারব কি যেতে তার উৎসমূলে।

পাপ

যিশু বলেছিলেন মিলনে পাপ
ত্যাগ করো কামার্ত বাসনা
তিনিও তো বিদ্ধ হয়েছিলেন আদমের পাপে
পিতার অপরাধে আমাকেও ক্রুশকাঠ দাও
আমার পুত্র থাকুক ঈশ্বরের হত্যার ওপার।

ভয়

অনেক তো বছর করেছি পার
সঙ্গমে হয়েছি পরিতৃপ্ত
নাম খ্যাতি ও যশ ছিল না অর্থের কষ্ট
সন্তানেরাও যথেষ্ট লায়েক সমস্ত
তবু মনে কেন রয়েছে চলে যাবার ভয়।

দূর

যে কাছে আসেনি সে কিভাবে দূরে যাবে
তুমি কতখানি দূরে গেছ তা জানার উপায়
তুমি কতখানি কাছে ছিলে;
যারা দূরের তারা দূরে আছে থাক
দূর ও কাছের মাঝে তুমি আছ—কতটুকু ফাঁক।

কয়েদি

পাঁচবার আজান শুনি—মসজিদে এসেছে ডাক
খোদার পৃথিবীতে আমরা কয়েদ সবাই
যারা নিয়মিত দেয় না সাড়া—তারা পলাতক ফেরারি
তাদের পিছনে করছে তাড়া খোদার ফেরেশতা।

চাবুক

যে অশ্ব দৌড়াতে পারে না তাকে চাবুক মেরে কি লাভ
গতরে শক্তি নয়, লাঙ্গল টানার জন্য আগে চাই অভ্যাস
মন আছে বলেই তুমি দাবি করতে পান না অন্যের অর্জন
ভালো ঘোড়া চাবুকের ছায়া দেখলেও দৌড়ায়।

জ্ঞান

যারা জানতে চায় তাদের পাত্রটি অপূর্ণ গভীর
তাদের রয়েছে জ্ঞান ও বোধির আকাঙ্ক্ষা
যারা জানাতে চায় তাদের পাত্রটি অগভীর
ধারণে অক্ষম পরিপূর্ণ স্বমতের আধিক্য প্রবল।

নতুন

সব কিছু পুরনো, আজকের আগে জন্ম সবকিছু
সহস্র কোটি বছর কিংবা শতাব্দি আগের ঘটনা
নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, খসে পড়ছে সুরকির পলেস্তারা
আবার সবকিছু নতুন হবে একটি শিশুর জন্মের পরে।

অনুবিশ্বের কবিতা (২০০৮)

গর্দভ

শৃঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গর্দভ শ্রেয়
প্রিয়তমা আমি তোমার স্বাধীন গর্দভ।

কবি

নির্বোধ কবি খোঁজে নির্বোধ চাটুকার শ্রোতা
আমার কবিতা পড়ে বিহঙ্গ নদী মাঠ দিগন্ত নীরবতা

প্রতারক

অগোছালো হয় জানি প্রেমিকের বাক্যের বিন্যাস
তুমি তো গুছিয়ে কথা বলো
তোমার প্রেমের প্রতি তাই আমার অবিশ্বাস

ধর্ম

তুমি হিন্দু সব হিন্দু কী তোমার ভাই
তুমি মুসলিম নিজের জাতের বিরুদ্ধে কী লড় নাই
তবে কেন ধর্মের নামে আলাদা লড়াই

টেন্ডার

আমি পার্টি করি তুমি লীগ করো
আমি যখন ভালো থাকি তুমি থাকো খারাপ
সীমিত টেন্ডার ভাগাভাগি ছাড়া উপায় কী বলো আর

বিবেচনা

তুমি বলো জিয়াপন্থী আমি, তুমি বলো মুজিববাদী
কেউ বলে আমার অন্তরে গেড়েছে মৌলবাদ
গভীর নিশিত জেগে একা একা কাঁদি

মুনাফিক

তুমি বলো যা ঘটে সব ঈশ্বরের কৃপায়
কন্যার প্রেমিককে মেনে নিতে কেন তুমি এমন কৃপণ।

খোজা

বিশ্বাসহন্তা পুরুষের চেয়ে নপুংশক প্রেমিক শ্রেয়
প্রিয়তমা আমি তোমার খোজা অম্বর!

ঈশ্বর

তুমি বলো ঈশ্বর আছে আমি বলি নেই
দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল এতেই
আমার সাথে তাই রয়ে গেল তোমার ঈশ্বর
তুমি শুধু ছেড়ে গেলে আমার এই ঘর

নির্লোভ

পৃথিবীতে নেই নাকি নির্লোভ মানুষ
আমারও লোভ তাই নির্লোভ হওয়া।

বীজকণা

জীবনের মধ্যে ঘুমন্ত অঙ্কুর শাখাপল্লব মেলে আছে বৃক্ষ
তুমি দেখ জীবনের সম্ভাবনা আমি দেখি মৃত্যুর প্রাণবীজ কণা।

দুর্নীতি

তোমার দালান রক্তে ও ঘামে ঘামে
তোমার দালান অন্যের পরিশ্রমে
তোমাকে কাটবে অন্ধকারের কীট
রক্ত ও পুঁজ শেয়াল শকুন চাটবে মধ্যযামে

মালিক

তোমার ভয় চোরে নেবে সম্পদ
তোমার ভয় এক্সিডেন্টে হয়ে যাবে বিপন্ন
ভাবো তো ভাই আগে কোথায় তুমি ছিলে
কিছুদিন পরে কোথায় যাবে তুমি।

প্রবঞ্চক

প্রবঞ্চক প্রেমিকের চেয়ে বলাৎকারীর গুণগায় আমি
প্রতারণা করো যদি শরীর চেয়ে নিয়ো আগে।

আবহমান

ভোরের তরুণ অরুণের ললাটে লেগেছিল সন্ধ্যার বিষাদ
সেই শোক বুকে নিয়েই সূর্য জ্বেলে গেল আলোর মশাল
যদিও দিনের কোলাহল শেষে তুমি শবযাত্রার অতিথি শুধু।

সরলরেখা

দুটি অজ্ঞাত বিন্দুকে ভেদ করে জীবন লম্বমান প্রসারিত
তোমার জীবন একটি সরলরেখা।

পথ

আমার আত্মা চিরকাল মানুষকে চেতনা দিতে থাকবে না
কারণ মানুষ মৃত্যুর অধীন।

ভস্ম

প্রেয়সীকে দেখার অতুল আনন্দ আমার নেই
এমনকি ধূসর স্মৃতিও নেই
আমি সেই ভস্মীভূত ঘর
যার ছাই দেখে একদা জ্বলন্ত অঙ্গারের কথা ভাবতে পারো।

বেপুথ

তোমরা বলো, সে ঠিক একদিন আসবে
কিন্তু যে আমি তাকে চেয়েছিলাম
সে তো আর এখানে থাকে না
আর যে আসবে সেও তো আগের জন নয়।

সাধনা

আমার সাধনা বৃক্ষের পল্লব
আমার সাধনা আকাশের বিশালতা
অমিত জল পূর্ণতোয়া নদী
উড়ন্ত বিহগের ভাসমান ডানা।

জীবন

জীবন তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে সুখের নামে
জীবন তোমাকে নিয়েছে কিনে দুখের দামে
আমরা এখন জীবনের ভাই বোন
জীবন পাবে না অঢেল অর্থ অহেতুক বিশ্রামে।

বৃক্ষ

আমি তো বসেছি বটবৃক্ষ তলে
আমি তো বসেছি মৃত্তিকার সমতলে
আমার শরীর রোদ ও বৃষ্টির জলে
আমার শিকড় মাটির গভীর তলে।

নদী ১

ঈশ্বর নদীকে বললেন মানুষকে পথ দেখিয়ে দাও
পৃথিবীর সব অজ্ঞাত দুর্গম প্রান্তর দিয়ে ছুটে চলল নদী আর
মানুষ তার পিছু পিছু চলল।

নদী ২

নদী তোমার আগমন কোথা থেকে
বলল নদী সুধাও তোমার মাকে
আমি এসেছি অবচেতনে তোমার শৈশব হতে
আমি এনেছি সকল প্রাণ যোনির পিচ্ছিল পথে।

কুকুর

ব্যাঘ্রের লেঙ্গুটের চেয়ে শ্রেয় কুকুরের বদন
আমার ওষ্ঠ তবু স্বাদ পাক ইতর কুকুরীর।

সত্য

তোমার সত্য যত ছোট হোক যত ক্ষীণ তার স্বর
সত্যের নিচে চাপা পড়ে যাবে শুয়রের চিৎকার
সত্য তো কেবল বাণী নয়-জীবন আবিষ্কার
সত্যের জয় বল রে ভাই যত খুশি বারংবার।

সময়

সময় তোমার প্রভু সময় অবিনশ্বর
তুমি শুধু অভিনেতা ভাড় কিংবা রাজার
সময়ের হিংস্র থাবা ক্রুর আঁচড়
রচনা করিছে বসে সবাকার গোর।

কেয়ামত

তোমার বয়স যাই হোক না কেন একশ বছর
তোমরা কেউ থাকবে না পৃথিবীর গোলের ভেতর
কোনো ভূমিকম্প মহাপ্রলয় জন্ম শাসন
ছাড়াই এখানে শুরু হবে অন্য জীবন।

কালো

সুন্দরীর কান্না কিংবা ভ্রুভঙ্গি দেখে ঝড় ওঠে তোমার হৃদয়ে
তুমি ব্যথিত হয়ে ওঠো তার কষ্ট যন্ত্রণায় সংশয়ে
তুমি মরুযাত্রী পিপাসার্ত মরীচিকা বুঝতে পারো না তাই
জেনে রেখো কালো রমণীর কষ্ট আলাদা কিছু নয়।

চিঠি

প্রিয়তমা, ভুল চিঠির মতো ভুল মানুষের হাতে কতবার পড়েছি যেয়ে
অবজ্ঞায় অবহেলায় কৌতূহলে খাম খুলে তারা দেখেছে চেয়ে
ভুল ঠিকানায় ঘুরে অসংখ্য হাত বদল হয়ে পৌঁছালাম তোমার কাছে
বিলম্ব হয়েছে, মলিনতা লেগেছে শরীরে, তোমারও কি দরকার ফুরিয়েছে।

ক্ষুদ্র

আমার শত্রুর মৃত্যুর পথ আমি করেছি রচনা
তবু ভাবি, আমাদের বাসের জন্য
পৃথিবী কী যথেষ্ট না!

অলঙ্কার

আমি স্বাধীন, কারণ শৃঙ্খলে আমার অভিযোগ নেই
শিকলকে অলঙ্কার ভেবে আছি আনন্দেই
স্বাধীনের অধীনে পরাধীন থাকব না কিছুতেই

খুন

তুমি আমাকে হত্যা করবে আমি তোমাকে খুন
তোমার আনন্দ আমার দুঃখের কারণ
চল, দুজন দুজনাকে খুন করে শান্তিতে শুয়ে থাকি
পরস্পর বুকের ভেতর

নৈঃশব্দ্য

তুমি বলো আমি বড় চুপচাপ তোমার সাথে বলি নাকো কথা
তখন তোমার সঙ্গে নৈঃশব্দ্যে ভাঙি নীরবতা।

দ্ব্যর্থ

আমি তোমাকে যা বলি আসলে বলি না সে কথা
তুমি কখনো শোনোনি আমার হৃদয়ের আকুলতা।

মানুষ

তুমি বলো হায়েনা খুব হিংস্র প্রাণী
কারণ সে প্রাণ সংহার করে
তবু বাঁচার অতিরিক্ত করে না কখনো
কিন্তু তোমার বিশেষণ কী।

জাগ্রত

প্রতিভোরে তোমার শিশুকে জাগিয়ে তোলো নানা কৌশলে
তোমার অন্তরকে বলো না এবার জেগে ওঠো বাপ
শরীর জাগ্রত হলেও তোমার অন্তর জাগেনি কখনো।

রহস্য

আমি বেঁচে আছি তোমাকে আবিষ্কারের নেশায়
প্রতিদিন খুলে থাকি রহস্যের গিট
এত রহস্য কোথায় ছিল
নাকি তুমি আমার সঙ্গে করে থাকো চিট।

প্রাচীর

ভালোবাসা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো আমাদের মাঝখানে
দাঁড়িয়ে থাকে
সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে পারি না যেতে সত্যের কাছে।

স্বর্গ-নরক

স্বর্গবাসের সব পথ তুমি করেছ রচনা
তাই আমি ভোগ করি নরক যন্ত্রণা।

মিলন

জন্ম বলে আমি মৃত্যুর কাছে যাবো
আমার জীবনের বিনিময়ে তাদের মিলন।

সঞ্চয়

তুমি বলো আমি সফল, জীবনে অনেক সঞ্চয়
তার সবখানি মৃত্যুর আমার কিছু নয়।

কবর

আমার মৃত্যুর কথা শুনে তুমি কেন ভীত
নিজের কবরই তো খুড়ছ প্রতিনিয়ত।

দেনা

তুমি যাকে বলো জীবনের সঞ্চয়, সে তো শুধু দেনা
তুমি যা নিজের বলে জানো তা তো তোমার ছিল না।

ক্ষুধা

তুমি বলো, পেটে ক্ষুধা শুনি পাকস্থলির কান্না
তোমার এসব বড় কথা আমার জন্য নয়
পেটে যাদের খাদ্য আছে গুলশানে ঘুমায়
আমার কথা শোনার তাদের আছে কী সময়।

ঘৃণা

তোমার রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই, পেট নীতিতেও না
আমার বিশ্বাসের মূলে বাড়ছে কেবল ঘৃণা।

প্রভু

টাকাই তোমার ঈশ্বর টাকাই তোমার প্রভু
তুমি আলাদা ঈশ্বরের কথা বলো তবু।

ত্যাগ

তুমি সবকিছু বৈধ করো ঈশ্বরের নামে
তাই তোমাকে ছেড়েছেন তিনি
তুমি বুঝতে পারনি।

সুন্দর

তোমার বিজ্ঞান-ধর্ম সুন্দরের চেয়ে বড় নয়
তুমি যাকে সুন্দর বলো সেও সবখানি নয়।

ডায়মন্ড

তুমি কয়লা বাদ দিয়ে ডায়মন্ড চাও
তোমার প্রিয়ার মুখশ্রী, স্তনযুগল
রেখেছে ধরে দুখানি পাও।

ঠিকানা

তুমি বলো নিজেকে জানলেই অন্যকে জানা
অন্যের মাঝখানে আমি হারিয়েছি ঠিকানা।

বিছানা

আমার সঙ্গে শত্রুতা তোমার—আমাকে তোমার ঘৃণা
দিনশেষে ঈশ্বর আমাদের পেতেছেন একই বিছানা।

কেন্দ্র

আমি পৃথিবীর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি
আমাকে ছুঁয়ে গেছে বিষুব রেখা
তুমিও কী তাই।

ভরত

তোমার অবৈধ সম্পদ ছুয়ে আছে মসজিদের মিনার
রামের পাদুকার আড়ালে ভরতের রাজ্য শাসন।

প্রজাহিতৈষণা

অরণ্যের নির্জন প্রান্তরে ছেড়ে দিছ সীতার উদ্ভিন্ন যৌবন
জানকির সতীত্বের বিনিময়ে রামের প্রজাহিতৈষণা।

কবিতা

কবির কবিতা তোমার জন্য নয়
সে তো কবির অসুস্থ হৃদয়।

কুকুর

কবি প্রভুভক্ত কুকুরের মতো
মনিবের বিপদ টের পায় আগে
বাতাসে মুখ তুলে করে ঘেউ ঘেউ
কিন্তু শোনে না কেউ।

গুহা

মানুষ একদিন গুহা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজ জীবনে
মানুষ আবার ঢুকে গেছে হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের কোণে।

খাদ্য

কে তোমাকে রক্ষা করবে—বিল্ডিং কাগজের নোট বিস্তীর্ণ জমি
খুব শিগগির এসবের খাদ্য হবে তুমি।

লটারি

লটারি বিজেতার ভাগ্যে তোমার দারুণ ঈর্ষা
দুর্ঘটনায় মারা গেল যে জন
তুমি নেবে কি তার হিস্যা।

সম্পদ

তুমি যাকে সম্পদ ভাবো বহুমূল্যবান সোনা
কয়দিনের ব্যবধানে প্রমাণ হবে
এগুলো ছিল ধুলিকণা।

রূপান্তর

ঈশ্বরের সাধ্য কী তোমাকে নির্মূল করে
তোমার সৃষ্টি তার অমরতার বরে
তিনি শুধু পারেন তোমার রূপান্তর ঘটাতে।

জীবন

মৃত্যু, তুমি নির্মম লেগে আছ জীবনের পাছে
তবু তোমাকে পশ্চাৎ ফেলে জীবন সম্মুখে চলিতেছে।

যাত্রা

তুমি কাঁদছ কেন, প্রিয়জন মরে গেছে বলে
তুমিও তো একই পথে যাচ্ছ চলে।

যন্ত্রণা

অসম্ভব যন্ত্রণায়, আমি এইসব করছি রচনা
তুমি বলো এর কোনো মানে হলো না
তুমি শুধু চাও আলো আর উত্তাপ
শরীরের দহন ছাইভস্ম দেখ না।

মূর্খ

তোমার ধারণা জীবে না জড়ে
তোমার আছে কী বৃদ্ধি বা ক্ষয়।
তোমার আসন বাইরে না ঘরে
এসব কথা শিশু আর মূর্খরা কয়।

বহুগামী

তোমাকে আমি তুমি বলেই জানি
তুমি এক, কিন্তু বিচিত্রগামনী
তোমাকে মসজিদে দেখেছিল যারা
মন্দিরে তারা চিনতে পারেনি।

শিশু

আমি মন্দিরে গিয়ে রাম নাম করি
মসজিদে গিয়ে রহিম
গির্জায় গিয়ে মা মেরি যিশু
সিনাগগে যেয়ে মোসেজ
তোমার সকলরূপে মুগ্ধ আমি
সব পেতে চাওয়া শিশু।

সর্বপ্রাণ

তুমি বলছ, তুমিই সত্য, সত্য একটাই
তাহলে আমাকে বানাল কে বা মিথ্যাটাই
তুমি বলছ শয়তানী কাজ, শয়তান বহুরুপী
রাস্তায় ঘোরে, মসজিদে যায় লাগিয়ে দাড়িটুপি
আমি বলি, চুপ থাকো মূর্খ, সাবধান
শয়তান কিছু পারে না করতে, করো না নাফরমান।

মৃত্যু

মৃত্যু আমার পরমারাধ্য, মৃত্যু প্রেম ও বঁধু
মৃত্যুর মুখ চুম্বন, আমার আমৃত্যু সুধা মধু
মৃত্যু আসবে সেই প্রতীক্ষায় একটি জীবন ঢেলে
সাজিয়ে রেখেছি, ইচ্ছে মতো ফুল শয্যায় মেলে।

সান্ত্রী

আমাকে তুই ডাক দিয়েছিস আসন পাশে বসতে
তোর সান্ত্রীরা সব দাঁড়িয়ে, দিচ্ছে না তো ঘেঁষতে
তোর সম্পর্কের দোহাই ওরে যতই আমি দিচ্ছি
ততই তাদের কনুই গুতো পায়ের তলে পিশছি।

ধন

ধন ধন করলে ধন আসে না
তোমার নাম জপলে কী তুমি আস
একান্তে তোমার সাধনা যে করে
তাকে কী তুমি ভালোবাস।

কালামনসা

লোভ অঙ্গারে দংশিল লখাই
উদ্ধার করে বেহুলা নাই
গাঙুরের জলে পাই না ঠাঁই
লোভের অতলে ডুবিয়া যাই
পিতা আমার চাঁদ সদাগর
ধনরত্নে ভরেছে ঘর
কী ভাবে যে পাই উদ্ধার
রোষ পড়েছে কালমনসার

সীতা

রাম বিরহে সীতা কাতর
তাতেও বুঝ হলো না তোর
রামের রাজ্য প্রজাশাসন
তোর তো কেবল দণ্ডক বন
হরণ করে করুক রাবণ
কষ্ট পাবে হয়তো লক্ষণ
তবু দশরথির ভরত ভাই
জানকি তোমার কেউ তো নাই
তোমার সতীর পরীক্ষা চায়
এটা কী তবে হত্যা নয়।

শ্রীচরণেই

দ্বৈত আর অদ্বৈতবাদ
তোমাকে নিয়ে বেঁধেছে বিবাদ
তুমি আছ বা নেই হয়নি প্রমাণ
তোমার কী তাতে লাভ-লোকসান
তুমি থাকলে থাকো না থাকলে নেই
আমার আসন শ্রীচরণেই।

ভালোবাসা পরভাষা (২০১৫)

তাজমহল

পাথরগুলো তো আগেও ছিল
এমনকি বাবরের বাবা মির্জা ওমর কিংবা
তাদের বাবা তৈমুরেরও আগে

পাথরগুলো বিচ্ছিন্ন ছিল
কেউ কাউকে চিনতো না
তাদের কেউ পাহাড়ের গুহায় শৃঙ্খলিত
কেউ খনির গহ্বরে বন্দি ছিল
রামগিরি পর্বতে যক্ষের মতো
উত্তরে মেঘ দেখলে তাদের
উজ্জয়িনীকে মনে পড়ত
তাদের কান্না ও দীর্ঘশ্বাস
তাদের বিরহ বেদন
কেউ শুনতে পায়নি
রাজারা ছিল রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত
আর গরীবের তো পেটই মন্দির
পাথরের কান্না শোনার সময় তাদের ছিল না

এমনকি আকবরের বিশাল সাম্রাজ্য
তার পুত্র প্রেমিক সেলিম মিলনমত্ত
পাথরের কান্না শুনতে পাননি

অথচ পাহাড়ি ঝর্ণা আর যমুনায়
কান পাতলেই তো তারা বাঁশরির সুর
                    শুনতে পেতেন

রাই ও মাধবের মিলিত হওয়ার কান্না
এবং বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় তো
ভারী হয়ে ছিল যমুনার কুল

এই কান্না প্রথম শুনলেন সেলিমের পুত্র খুররম
যে সব পাথর সময়ের ঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
তারা কি আর মিলিত হতে পারে না
          তাদের অভেদ আত্মার সাথে?
তারা কি মাধব মাধব বলে শুধুই কাঁদে?
মমতাজ সে তো তার অখণ্ড জীবন
সময় তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে
          জীবনের পরিক্রমা থেকে

তাই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া বিরহপাথর
লক্ষ কোটি বছর ধরে খনির আঁধারে জমাটবদ্ধ প্রেম
যমুনার বিরহ জলের ধারায় মানুষের শ্রম ও মেধায়
মমতায় গেঁথে তুললেন অমর মমতাজ

অথচ নিন্দুকেরা বলে কোনো এক দাম্ভিক রাজার
ঐশ্বর্য প্রকাশ এই তাজমহল
মানুষের রক্ত ও ঘাম, শোষণ ও নির্যাতনে নির্মিত স্মারক
গরীবের প্রেম করেছে উপহাস

আজ কোথায় সম্রাট, কে তার বাপ
পুত্রদের কথা হয়তো রয়েছে লেখা ইতিহাসের পাতায়
কিন্তু এই তাজ মানুষের মেধা ও শ্রমের মূর্তিমানরূপ
ভেঙে পড়া প্রেমিকের জাগার মন্ত্র

মোগলের সাম্রাজ্য উড়ে গেছে ইংরেজের বাত্যাহতে
ইংরেজ আজ ভাঙা ব্রান্ডির বোতল
কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে মিলিত হওয়া পাথরগুলো
মানুষের প্রেম ও মহানকীর্তির ভাস্বর নিদর্শন হয়ে
আজো বাঁশি যেন ডাকো যমুনায়...

স্বপ্নে ভালোবাসা খুঁজি না

আমি স্বপ্নের ভেতর ভালোবাসা খুঁজতে যাই না
হতে পারে তা সুখের কিংবা ভয় ও দুঃখে হাড়কাঁপানো
ভালোবাসা আমার সেই উদ্দাম ও সাহস—যা এখনো অবশিষ্ট
যা আমার অসহনীয় দুঃখ ও অপূরণীয় ইচ্ছেগুলো বয়ে নিতে সক্ষম
ভালোবাসা আছে বলেই সকল পরিবর্তন আমার কাছে তুচ্ছ

পৃথিবী ঘুরছে
সূর্য আলো দিচ্ছে
বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে
নদী সাগরে মিলিত হচ্ছে
তুমি কিভাবে এর অতীত ও ভবিষ্যত পার্থক্য করবে

তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে কিংবা যে তোমাকে
সেই সব আলো ও পানির কণিকাগুলো এখন মৃত
অথবা পরিবর্তিত হয়ে ফিরে আসছে তোমারই কাছে
মনে রেখ সব বসন্ত ও গ্রীষ্মই তোমাকে অতিক্রম করে যাবে
বর্ষা ও শীত চিরস্থায়ী নয়;

যদিও তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত সেইসব অভিঘাতে
তবু এ সব পুরনো পৃথিবীর গান
আমাদের শরীর একদিন ধূলিকণার মতো বাতাসে মিশে যাবে
আমাদের রসনা করবে না অভিযোগ
আজকের দিনের পরে সবই আমাদের অতীত।

আমি ভালোবাসায় ভালো নই

আমি ভালোবাসায় ভালো নই
আমার হৃদয় চায় জ্ঞান ও মুক্তি
আমি হতভাগ্য সোনার হাঁস খুন করেছি
হতে পারে, এটি আমার সরল স্বীকারোক্তি
এবং প্রগাঢ় আবেগময়তা

আমি ভালোবাসায় ভালো নই
আমি ভালোবাসার শরীরে আঘাত করেছি
আমার নিদ্রাহীন চোখে সন্দেহের অশ্রু
আদিম মানুষের মতো বেরিয়ে আসছে
অর্থহীন আওয়াজ
আমি একাই শুয়ে আছি অন্তহীন অন্ধকারে
জানি এখান থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই

আমি ভালোবাসায় ভালো নই
যখন আমার হৃদয় সহজে পরাজয় মানে
মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অবাধ্য কথাবার্তা
অথচ যা আমার গোপন করা উচিত ছিল
এবং আমার ঈর্ষা তখন পরিতৃপ্ত
এক পরাস্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি হত

আমি ভালোবাসায় ভালো নই
কিছু পাপের মাধ্যমে প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতা করি
কারণ প্রেমের পরিসমাপ্তিতে চাই করুণ দুঃখ
মুহূর্তে হয়তো হয়েছিল শুরু
শেষ বিদায়ের তিক্ততা
এটাই হয়তো আমার ভালোবাসার জয়।

স্তব্ধ সময়

তুমি যখন কথা বলো আমার সাথে, তখন
সময় থেমে যায় গভীর স্তব্ধতায়
ভুলে যাই—পৃথিবীতে কোনদিন রাত এসেছিল কি না
মাস ও ঋতুর গভীর পরিবর্তন; বসন্ত কিংবা শীত
বাইরে আলোকিত জোছনা; ভেতরে গভীর অন্ধকার
এর কোনো অর্থ ছিল না

ভাবো, কৃষকের ঘর যদি পূর্ণ থাকে পুষ্টিকর শস্যে
স্বাস্থ্যবান গাভীগুলো যায় নিশ্চিত নিন্দ্রায়
তার কি দরকার বলো মাসের হিসাব

তুমি যখন বান্দরবন যেতে চাও—তার মানে কি এই নয়
আমি তোমার সাথে আছি কি না
সমুদ্রের যে সব ঢেউ তোমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়
তোমার এই নিমজ্জনের আকাঙ্ক্ষা
হয়তো কেউ করে থাকবে কোমর বেষ্টন

সুউচ্চ পাহাড় থেকে ঝর্ণার ঢেউ, নায়েগ্রা ফল
পাখির সুমধুর ডাক, চাঁদের গলে পড়া
সব তুমি আছ বলে
তুমি আছ বলে থেমে যায় ঈশ্বরের সকল সময়
দিন গণনার অহেতুক ঝঞ্ঝাট
তুমি কথা বললে মৃত্যুও থেমে যায়।

আমি তোমাকে ধরতেও পারি না ছাড়তেও পারি না

আমি তোমাকে ধরতেও পারি না
ছাড়তেও পারি না
তোমাকে ধরার এবং ছাড়ার কারণ খুঁজতে থাকি
আমি খুঁজে পাই তোমাকে ভালোবাসার একটি সঠিক উপায়
অথচ তোমাকে পরিত্যাগ করার অসংখ্য কারণ

অথচ তুমি না পরিবর্তিত হবে; না আমাকে পরিত্যাগ করবে
আমার হৃদয়কে তাই তোমার কাছ থেকে রক্ষা করি
যার অর্ধেকটা সর্বদা তোমাকে দূরে রাখতে চাইবে
এবং বাকি অর্ধেকটা কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হবে

অতএব আমাদের ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পেয়ে থাকে
তাহলে আমরা তাকে উৎপীড়িত করবো না
আমরা আর সন্দেহে কিংবা ঈর্ষার সঙ্গে কথা বলবো না

তার প্রস্তাবনা কোনো বিষয় নয়—যে পুরোটা গ্রহণ করবে
সুতরাং আমি জানি—যখন তোমার ইচ্ছে হবে
আমাকে ভালোবাসতে পারবে
যে অর্ধেক তোমাকে ধরতে চায়।

বিপরীত-কাঙ্ক্ষা

আমি তো প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি—তুমি এখনো মধ্যবর্তীনী
তুমি যতই আসছ এগিয়ে আমার দিকে
আমার পথ ফুরিয়ে যাচ্ছে ততই
এ এমনই একটা গমন—যা একত্রে চলে না কখনো

তোমার আসার কথা ছিল এবং তুমি আসছ
আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি তোমার মাস্তুল
তোমার সাম্পান এগিয়ে আসছে ছেঁড়াপালে লাগিয়ে হাওয়া
কিন্তু আজ আমি মোহনার কাছে
দেখতে পাচ্ছি নদী ও সমুদ্রের মিলনের তোড়জোর
আমিও ভেসে যাচ্ছি প্রবলটানে

অথচ তোমার গজেন্দ্রগমন—নিশ্চিন্ত ছড়িয়ে বেড়ানো
মনে হয়, আমার সাথে মিলনের ব্যাপারে ততোধিক নিশ্চিত তুমি
যেহেতু তোমার গমন আমার দিকে
যেহেতু আমি তোমার চূড়ান্ত বিন্দু
তাই ভাবছ—অনেকটা ঘুরপথে, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে
শেষমেষ আমার সমুদ্রে নেবে আশ্রয়

কিন্তু তুমি তো জানো সূর্যোদয় ও সূর্যান্ত সব সৈকতে
একত্রে ঘটে না
তুমি ব্যাকুল—সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দেখতে
আর আমি চাই সূর্যোদয়ের মহিমা
আজি না, কিভাবে হবে আমাদের এই বিপরীত কাঙ্ক্ষার মিলন।

স্বেচ্ছাচারী-সম্রাজ্ঞী

তুমিই সেই অত্যাচারী সম্রাজ্ঞী—যে অন্যের
কৃত অপরাধের শাস্তি আমাকে দিয়েছ
আমি জানি সম্রাজ্ঞীরা এমনই হয়
আমার জানা আছে তাদের মর্জি
কিন্তু সবার তো মুক্তির উপায় থাকে না

যখন তোমার বিশাল ঐশ্বর্যকে উপেক্ষা করে
আনুগত্যের পরিবর্তে দিয়েছিল কেউ ঘৃণা
যে যুবরাজ্ঞীর সহবত জানে না
পথের ধূলা কী করে বুঝবে প্রাসাদের মহিমা

তোমার বন্ধনহীন বেড়ে ওঠা
দিগন্ত প্রসারিত চেতনার ঢেউ
তুমি জানতে, ইঙ্গিতে তোমার পায়ের কাছে
নেমে আসবে পরাক্রান্ত সেনাপতির তরবারী

ভাবতে, পৃথিবীতে এমন কে আছে—মাতৃজঠর প্রসবিত
যে তোমাকে নিক্ষেপ করবে অবজ্ঞার শর
যদিও এসবই তোমার বহিরাবরণ
যেমন শক্তখোলসের মধ্যে ঢাকা থাকে সুমিষ্ট তালশাঁস

কিন্তু পৃথিবীতে সবাই তো তেমন ডুবুরি নয়
সবাই তো পারে না সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তো কুড়াতে
কে আর অনুভব করে মুক্তার গর্ভধারিনী ঝিনুকের কষ্ট
বরং বাড়ন্ত ভাতের উপর ছাই দেয়া মানুষের স্বভাব

যাক, এখন তো আর তুমি সেই উদ্ধত—কোমল সম্রাজ্ঞী নও
অনেক অভিজ্ঞতায় হয়েছ ঋদ্ধ—প্রতিপদে শঙ্কিত পরাজয় ভয়ে
কিন্তু আমি তো তেমন যোদ্ধা নই—পরাস্তের পতাকা নিয়ে
সর্বদা পালিয়ে বেড়াই
তবু আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে তোমার ঐশ্বর্যের প্রতি

আমি সেই সব গেঁথে দিচ্ছি আমার গান ও কবিতায়

অথচ তুমি আছ প্রতিশোধের নেশায় মত্ত
ভাবছড়চোর পালিয়েছে বটে
হোক সে কবিড়তবু সে প্রতারক পুরুষের দলে
তাকেই নিতে হবে আমার বঞ্চনার সকল শাস্তি।

অবাস্তব-বাস্তবতা

কী অদ্ভুত আজ তোমার আকৃতি—রূপ ও সৌন্দর্য
তোমার নাচের মুদ্রা, বাক্যের ঢেউ—স্বরের ওঠানামা
ন্যানো টেকনোলিজির মতো ছড়িয়ে পড়েছে আমার মস্তিষ্কে
আজ আর আমি পারব না করতে পৃথক
কোনটি তোমার প্রকৃত রূপ

ছাব্বিশ বসন্তে সূর্য যে আহ্নিক গতির উপর দাঁড়িয়ে ছিল
তার আল্টা ভায়োলেট রশ্মি, তার সালোক-সংশ্লেষণ
তার সব—বৃক্ষের মতো তোমার শরীরের পল্লব ধরে আছে
আমি তো গৌতম বুদ্ধের মতো ছেড়েছিলাম ঘর
গৃহ আগলে ছিল যশোধরা দেবী
রাহুল পুত্রের কথা মনে আছে সবই

যদিও আমার আসন ছিল অশ্বত্থের মূলে
যদিও আমি ঘর করেছি বাহির শান্তির লাগি
তবু একভাণ্ড পায়েসান্ন নিয়ে তোমার উপস্থিতি
তুমি আজো জেগে আছ বৌদ্ধ ভাস্কর্যের সুজাতা
বনান্তরের নির্জন প্রান্তরে শুনি কেবল তোমার নাচের মুদ্রা
রাগের আলাপন, আমাদের মনোলগ

যে তুমি আমার মস্তিষ্কে, যে তুমি ওয়ারিতে থাক
তাদের উভয়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় না কখনো
তারা হয়তো যশোধরা, তারা হয়তো সুজাতা
আমার সাধনা, আমার ধ্যানমগ্নতার তীব্র উপস্থিতকালে
আমার মস্তিষ্কে তোমার অদৃশ্য টুকরো টুকরো অস্তিত্ব
সংগঠিক করে গড়ে তোলে তোমার অসংখ্য প্রমূর্তি

আমি জানি না তাদের অবাস্তব বাস্তবতা
তোমার চেয়ে অধিক বাস্তব কিনা।

সুনামির পূর্বাভাষ

আমার স্কুলগামী কন্যা এখন পড়ার টেবিলে ব্যস্ত
পুত্র ঘুমায় আমার স্ত্রীর বুকের ভেতর
সেও আজ আর আমার কথা ভাবে না তেমন
একজন সুখী দম্পতির সকল ইঙ্গিত রয়েছে আমাদের ভেতর
স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি আমার কর্তব্যজ্ঞান
আমাদের ভাবী ও বোনদের কাছে প্রবাদপ্রমাণ
সাতজন্মের সৌভাগ্যে কারো ভাগ্যে জোটে এমন স্বামী
আমিও এই সব ভেবে এতদিন ঈর্ষান্বিত ছিলাম
প্রতিযোগিতায় সবাইকে হারিয়ে পোক্ত করেছি
আদর্শ স্বামীর আসন
আমিও আমার স্ত্রীর কাছে এখনো নিরাপদ বাড়ির মতো
ঝড় ও ঝঞ্ঝায় বুকের ভেতর দিয়েছি আশ্রয়
যদিও নিরন্তর রোদের উত্তাপে প্রচণ্ড গা গরম
বৃষ্টির ঝাপ্টায় ফ্যাকাশে হয়েছে বাহারি রঙ
হয়তো বৃদ্ধের মতো নড়ে গেছে ইঁটের গাঁথুনি
কিন্তু আমার পরিবার—স্ত্রী ও সন্তান
একটি নিরাপদ আশ্রয়ের চেয়ে তাদের কাছে
আমি বেশি আর কি ছিলাম

এ সব কথা আজ অহেতুক মনে হচ্ছে আমার
যখন তোমার দৃষ্টির তরুণ রোদ্দুর
মায়াময় দ্ব্যর্থময় চাহনি
আমাকে আহ্বান করে নিয়ে গেল অতীতের গহ্বরে
পর্বতের গাত্র বেড়ে আমার এখন কেবল ওঠানামা
গুহাগাত্রের সেইসব আঁকিবুঁকি—তীর ও ধনুক
মহিষবধের কাহিনি
এইসব উদ্ধারহীন প্রত্নপাঠ
আমাকে নিয়ে যেতে চাই পরিত্যক্ত জীবনের পথে

আমার স্ত্রীর নির্ভরতার আশ্রয়
আমার সন্তানের অনভিজ্ঞ ভবিষ্যৎ
সুনামির পূর্বাভাসের মতো কেঁপে উঠছে এই পরনো বাড়ি।

প্রেমের কবিতা

এতদিন ভাবতাম, সব কবির জীবনে থাকে
প্রেমের কবিতা লেখার একটি নির্দিষ্ট বয়স
সবাইকে লিখতে হয় মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা
স্বর্গ বিচ্যুৎকালে যে নারী হারিয়েছিল বাহুলগ্ন থেকে
যে নারী লুকিয়ে দিয়েছিল তাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল
যে নারী জানতো, এই ফলের গভীরে লুকানো আছে
জীবনের বীজ
ঈশ্বরের বাগান থেকে যদি তারা হারিয়ে যায় কখনো
ঈশ্বর যদি কখনো অবসর চান সৃষ্টির একঘেঁয়েমি থেকে
তাহলে সেই বীজ থেকে গড়িয়ে পড়বে মানুষের ধারা
অসংখ্য নগ্নপদ আদম ও ইভ জেগে রবে অনন্তের বাগানে

ঈশ্বর তাই প্রেমকে পান সর্বাধিক ভয়
প্রেমকে রুখে দিতে নানা আয়োজন

সংসার সন্তান, বয়স ও মৃত্যু—সব প্রেমবিরোধী উপাখ্যান
প্রেম প্রবাহমান সময়ের মতো
বাতাস পানির মতো জীবনের অক্ষয় উৎস
প্রেমকে অবলম্বন করে জীবনের চক্রমণ

আজ তাই ভাবি কবির তো কোনো বয়স নেই
রচনার শ্রেণিকরণ
কবির কাজ কবিতা লেখা
সর্বদা প্রেমের কবিতা।

নিকোটিন

কি নিশ্চিত নির্ভরতায়—কাকে তুমি পোড়ালে বলো
ধোঁয়ার গম্বুজের মধ্যে হারিয়ে গেল তোমার মায়াময় ঠোঁট
প্রাচীন দার্শনিকের মতো প্রতিটি টানের আড়ালে
তুমি আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠো
তোমার বাণীর অর্থ তখন অর্থ ও নিরর্থের মাঝে হারিয়ে যায়
তুমি তখন হয়ে যাও আমার প্রশ্রয় ও উপেক্ষার অতীত
তোমার ধোঁয়ার কুণ্ডলী এক তীব্র জাদুকরের মতো
আমাকে রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত করে
ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় উদ্ধারের সকল পথ
আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি

তুমি তো জানো আমি ধোঁয়া পছন্দ করি না
ধোঁয়া ও ধোঁয়াশার বিরুদ্ধে আমার জেগে থাকা
তবু জানি ধোঁয়ার মধ্যে আছে পারফিউম
ধোঁয়ার মধ্যে আছে নিকোটিন
তুমি ফুৎকারে বাতাসকে উড়িয়ে দিলেও
নিকোটিনের তীব্র ঘ্রাণ আমাকে টানতে থাকে
তখন তোমার ঠোঁট যার একমাত্র আশ্রয়।

একতারা

সে ছিল কেবলই একটি ধাতব তার
কিংবা কাঠের টুকরো
অথবা ইতর প্রাণির পরিত্যক্ত লোল-চর্ম বিশেষ
তাদের ছিল না কোনো যোগাযোগ ক্ষমতা
তারা বিচ্ছিন্ন ছিল
কেউ জানতো জগতসংসারে তাদের নেই কানাকড়ি মূল্য
তারা নিজেরাও অপদার্থ ভেবেছিল নিজেদের
দারুণ অবহেলায়—রোদ ও বৃষ্টিতে
ঝড় ও বন্যায় কেটে যাচ্ছিল তাদের দিন
ধাতব তারে ধরেছিল মরিচা
ক্ষয়ে যাচ্ছিল কাঠের পরমায়ু
তারা জানতো—এই তাদের নিয়তি
যদিও রাজ্যের ঘুম ছিল তাদের; ছিল না স্বপ্ন

তবু কার যেন স্পর্শে জেগে উঠলো তারা
কেউ যেন যত্নে কুড়িয়ে নিলো কাঠের টুকরো
তার সঙ্গে জুড়ে দিল কুড়িয়ে পাওয়া চামড়া
তাদের একত্রে বেঁধে দিল ধাতব তার
আঙুলের ছোঁয়ায় তুললো টংকার
সবাই শুনলো এক অপার্থিব সুর

এমন সম্মিলন—এমন অপ্রয়োজনের প্রয়োজন
কে আর জেনেছিল আগে
কে আর জেনেছিল এমন অজানা সুর
লুকিয়ে ছিল পরিত্যক্ত ধাতব পাত্রে

কৃপণ

যখন তুমি ষোলতে ছিলে
তখন কাউকে কিছু দাওনি
এমনকি ভিক্ষুক পয়সা চাইলেও
সংকোচে গুটিয়ে যেতে নিজের ভেতর
ছাব্বিশেও তুমি অনুরূপ কৃপণ
ষোলতে ভাবতে, নেবার নিশ্চয় কেউ আছে
যার জিনিস সে নেবে দেবারই বা কি আছে
যে নেবে সে রাজার মতো আসুক
ছিনিয়ে নিয়ে যাক নিজের সাহসে
তুমি ছিলে ভিক্ষার অনুকম্পাহীন
রাজা দুষ্মন্ত যেভাবে মৃগয়ায় এসে
শকুন্তলাকে করেছিল অপহরণ
দাতা ও গ্রহীতার অনুকম্পা
তোমার মর্যাদার বিপরীত

কিন্তু পৃথিবীতে সবাই তো আর
তোমার মতো যুবরাজ্ঞী নয়
দখল ও বশ্যতা ছাড়া
আর কোনো অধিকার তোমার সহজাত নয়

তবু জেনে রেখ, ভিক্ষাও পৃথিবীর আদি পেশা
কিছু মানুষ নিশ্চয় আছে কৃপার কাঙাল
তুমি যা দেবে নির্দ্বিধায় তুলে নেবে সে
না দিলে থাকবে অপেক্ষায়
তোমার সিংহ দরজার বাইরে
তোমার অঢেল সম্পদের ভাড়ার থেকে
একটি কানাকড়ি যদি অবজ্ঞায় দাও ছুঁড়ে
সেই হতে পারে আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন।

তার জন্য শেষকবিতা

তার জন্য আমি শেষ কবিতাটি লিখতে চেয়েছিলাম বহুবার
অনেকবার করেছিলাম শুরু; অনেক চরণ লিখেছিলাম বেশ
ভেবেছিলাম এই তো—এমনই ছিল আমাদের পরিচয়ের দিন
হয়তো আকাশে মেঘ ছিল; ছিল মৃতনক্ষত্রদের অন্ধকার ছায়া
নিঃসঙ্গ সমুদ্রের ঢেউগুলো আছড়ে পড়েছিল শুকনো চড়ায়
জ্যোৎস্নার ভুতুড়ে নীরবতা কিংবা ছিল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত
যদিও কবিরা অহেতুক এসব লেখেন—যা প্রকৃতির নিয়ম;
কিন্তু কেউ জানি না, কিভাবে হয়েছিল পরিচয় আমাদের
কে আগে ধরেছিল হাত; পেয়েছিল টের ঠোঁটের স্পন্দন

আমি তো ছিলাম পরিত্যক্ত জাহাজের মতো ডাঙায় একাকী
অস্ত্রে সজ্জিত রাজন্য নই, ছিল না পররাজ্য অধিকারের আনন্দ
তবু তুমি দিয়েছিলে অবাধ বিচরণ ভার—যতদূর চোখ যায়
একটি অবাধ্য-অশ্ব কদম তুলে ঘুরে বেড়াতো অজানা ভূখণ্ডে
যেন তার জন্যই এ রাজ্যের প্রতিটি ঘাস বিছানা হয়ে ছিল
আজ যখন ভাবি তোমাকে নিয়ে শেষ লেখাটি লিখব; তখন
ঠিক বুঝতে পারি না; ভাবি কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু
প্রতিটি কবিতার শেষে থাকে একটি পরিত্যক্ত চরণের ব্যথা।

সম্রাট

আমি যদিও জয় করেছি একটা গোটা দেশ
সেই দেশেতে একটা মাত্র বাড়ি
যে বাড়িটা আমার
যদিও সেটা অনেক কক্ষের বাড়ি
তার একটি মাত্র ঘর
আমি সেখানে বাস করি
সেই ঘরেতে একটি মাত্র খাট

সেই খাটেতে একটি মাত্র নারী
সেই তো আমার সকল রাজ্যপট

ব্যর্থতা

বাগানের ভেতর শোভা পাচ্ছিল বসন্তের ফুল
গন্ধ ও রঙে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে আসছিল মৌমাছি
আমারও ইচ্ছে খুব সে ফুলের সান্নিধ্যে যাবার
কিন্তু চারদিকে শক্ত দেয়াল, ভেতরে নির্দয় মালি।

গোলাপ

আমি এক নিঠুরার প্রেমে পড়েছি
উপেক্ষা যার প্রেম প্রকাশের একমাত্র ভাষা
শতবার ডাকলেও পাবে না তার জবাব
যদিও জানি তার মতো ফুল প্রথমবার ফোটেনি
বাগানে রয়েছে এমন সহস্র গোলাপ
তবু আমার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে—এর বক্র কাঁটায়
যতই রক্ত ঝরছে—ততই বেড়ে যাচ্ছে আমার জিদ
ততই আমি হয়ে পড়ছি দুর্বল
পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর হচ্ছে

ভাবছি হতে পারে সে অন্য গোলাপের মতো
একই রঙ রয়েছে হয়তো তার পাপড়ি ও দলে
গন্ধের ভিন্নতাও হয়তো পায়নি কেউ
তবু কারো জন্য তো আমি দিইনি দাম
কারো জন্য তো সইনি এমন কষ্ট ও কাঁটার ঘা

যে গোলাপের জন্য আমার এতটা কষ্ট
যে গোলাপের জন্য আমার এতটা রক্তক্ষরণ
সে গোলাপ তো আমার রক্তে কেনা
বাগানে অনেক গোলাপ আছে জানি
কিন্তু এই একটি মাত্র গোলাপ আমার
যার জন্য আমি অন্তত কিছুটা
কষ্ট সয়েছি
কিছুটা মূল্য দিয়েছি রক্তের দামে।

হুরি

যে সব হুরিরা বেহেস্তে আমার জন্যে অপেক্ষায় আছে
কিংবা আমিও যাদের জন্য অধীর আগ্রহে
মর্ত্যের সুন্দরীদের ভূভঙ্গি উপেক্ষা করে
নিরামিশ কাটিয়ে দিলাম দিন; তাদের কথা কি
বলতে পারব না, তাদের কাছে পারব না লিখতে চিঠি
তাদের মা বাপ তো নেই; সমস্ত মেয়ে
শুধু শাদা বালিশ, দুধ শাদা বিছানা
তাকিয়ায় ভর দিয়ে পরস্পর কোলের পরে ঢলে পড়া
ফেরাশতারা এমন অনপেক্ষ, খবর না দেবার স্বভাব
মর্ত্যের মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশি ঢলাঢলি করি না গো
তোমাদের তিরস্কার পারব না সইতে
তোমাদের তো অজানা থাকবে না কোনো কথা
তোমরা প্রভুর আকাঙ্ক্ষার সন্তান।

ভালোবাসার পা

কাকে বলো ভালোবাসা কাকে বলো প্রেম
সারাটা জীবন কেউ নিঃস্বার্থ বলি
মুখে তার ঠুলি
কানে সে শুনিবে না কিছু
নারী কিংবা পুরুষ—কেউ একত্রে পারে না বাসতে ভালো
জেনে রেখো ভালোবাসা সিঙ্গুলার নাম্বার
ভালোবাসার হয় না লিঙ্গান্তর
ভালোবাসা একা একা চলে

দিনান্ত পরিশ্রম শেষে ঘরে ফিরে এলে
দিনের ক্লান্তি ও কালিমা কেউ মুছে দিল পায়ের আঘাতে
অবশ্যই মনে করে মেখে দিও তেল
যেন কষ্ট না থাকে ভালোবাসার পায়ে

ভালোবাসার বাস

ভালোবাসা বাস করতে পারে না মাটির পৃথিবী কিংবা
কবরগাহে—এসব তো ভোরের শিশিরের মতো স্বল্প প্রাণ
আমি ভালোবাসাকে ভালোবাসি
তার প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্ভরশীল

ভালোবাসা ঘুমের মধ্যে শুয়ে থাকে
সুখনিদ্রার মধ্যে জেগে থাকে
ইভের অশ্রু শিশির হয়ে ঝরে পড়লে
ভালোবাসার মতো তা আনন্দময়

ফুলের পাপড়ির মধ্যে দেখ
মুক্তার মতো শিশির জমে আছে
পৃথিবীতে বয়ে যাচ্ছে সবুজ সময়
ভালোবাসার অবিনশ্বর নীলের ভেতর

বসন্তের বাতাসে কান পাতে শোনো
সূর্যের কোমল ও উষ্ণ আলোর আহ্বান
তখন দেখ ফেরেশতারা ছড়িয়ে দিচ্ছে
ভালোবাসার সঙ্গীত ও গান

যখন শুনতে পাও তারুণ্যের কণ্ঠস্বর
সৌন্দর্য এবং সুমধুর সুর
তখন জেনে রেখ ভালোবাসার জন্য
এ সব প্রকৃতির নির্বাচন

ভালোবাসা কখনো পারে না করতে সংকীর্ণতায় বাস
স্বার্থ চেতনায় ভালোবাসার সর্বনাশ।

মূল : জন ক্লারি (১৭৯৩-১৮৬৪)

ভালোবাসার সুর

সময় ছিল, সময় আছে, সময় থাকবে
মানুষ তার সময়কে জানে এবং জানতে পারবে
ভালোবাসা ছিল, ভালোবাসা আছে, ভালোবাসা থাকবে
কিন্তু মানুষ কখনো তা আবিষ্কার করতে পারবে না
পারলে ঘড়ির মতো তা ব্যবহার করতো
ঘড়ির কাঁটা এক থেকে বার পর্যন্ত যেতে পারে
তুমি ইচ্ছা মতো তা দেখতে ও পড়তে পার
এবং ঠিক ঠিক সময় বলে দিতে পার
কিন্তু কে আছে যে ভালোবাসা পড়তে পারে
কে বলতে পারে ঠিকমত ভালোবাসার সংখ্যা ও মাত্রা
ভালোবাসা শক্ত করে ধরে রাখ
যতই ভালোবাসাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ
বলতে পারবে না, ভালোবাসা এখানে আছে এবং
চিরদিন থাকবে
কখনো ভালোবাসাকে অযত্ন করো না
অবহেলায় হাত খুলে রেখ না
ভালোবাসা খুব দামী, ভালোবাসা খুব সহজ নয়
ভালোবাসা ইতস্তত খসে পড়া নক্ষত্রের ধূলিকণা নয়
প্রতিদিন ফুল ফোটা খসে-পড়াও ভালোবাসা নয়
ভালোবাসা একটি শাদাঘোড়া—যার উপরে তুমি সওয়ার
যার চাবুক জিন তোমাকে একা করে দিচ্ছে
চাঁদের আলো ভেতর দিয়ে তুমি দেখতে পাও পর্বত
তার গাত্র বেয়ে নেমে যাচ্ছে তরঙ্গায়িত সমুদ্র
যার ফেনার সাম্পান তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে
ভালোবাসার সুদীর্ঘ ছায়া তোমার কানের কাছে
সারাক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলে
হতে পারে এসব তোমার কাঁধের উপর তৈরি করে
ভালোবাসার রঙধনু
অথচ বিশাল সব ভালোবাসা বহন করছে
পলকা গোলাপ পাপড়ি

তুমি ভুলে যাও শব্দ ও সঙ্গীত
কান পাত ভালোবাসার গভীর সুর ও লয়ে
যার অদৃশ্য তান তোমাকে ভাসিয়ে রেখেছে।

শিকারি জারার গান

তূণ ও ধনুক,
আকাশের নীল ধনুক, আমার হৃদয়ের তীর
অশ্রুহীন অপরিবর্তনীয় ভবিষ্যতের দু'টি বিস্ফারিত চোখ
সময়ের অচেতন ও অতল অন্ধকারে কেবল বেঁচে থাকা
প্রভু, এই কি তোমার ছলনার প্রতিশ্রুতি পূরণ?
সাম্বার নারীর ছদ্মবেশ এবং অরণ্যে ব্রতপালন
তোমার মনের চূড়ান্ত ভাবাবেগ
ভাবি, সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা,
সোজা কথা—অসহায় মানুষের সাথে
তোমার লুকোচুরি খেলা
এখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে শোনা যায়
তোমার রহস্যময় হাসি

তুমি জীবন ও মৃত্যুর অধীন না হলে
তোমার অস্তিত্ব ইতিহাসের বাইরে থাকত
তাহলে, যমুনার নীল জল, পতিত কদম ফুল,
গোবর্ধন পর্বতমালা
বাঁশির অনন্ত সুর
কি করে তোমার জন্য কাঁদত

দেবকি ও বসুদেবের চোখ অগ্নিদগ্ধ
সেই বিবর্ণ হলুদ চোখ
দগ্ধ করে আমার মাংস, আমার হৃদয়, আত্মার ভস্ম
ম্লান অতীত যেন লক্ষ্যহীন জোছনা রাতের মতো ভেসে আছে

আমি স্মরণ করি, যমুনার তীরে তোমার ছলনার লীলা-উৎসব,
কামনার অভিসার, সুন্দরী গোপিদের চোখের জলের প্লাবন
এ সব যারা হারিয়ে ফেলেছিল তারা সেসব ফিরে পেতে কিংবা
ভালোবাসার মতো পুনরায় কেউ সেসব হারতে চায়
এই বায়ুর ঘূর্ণি আমাদের ক্ষুদ্র জীবন, বিশ্বাসের মতো প্রতিটি বস্তু
এখন যাই হোক প্রভু, আকাশ ও পৃথিবী সবই মিথ্যা
তুমি যুগের পর যুগ আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ

এ কেমন মহান মিথ্যাবাদী তুমি, সত্যিই
যেখানে তুমি আসীন, রথের চালক,
তবুও রহস্যের আধার
অক্রুর তার চেতনা হারিয়ে ফেললে
বল, এই অচ্ছুত শিকারি কিভাবে তোমাকে চিনবে
তুমি হয়তো নতুন বেশে, এই ধূসর পৃথিবীর হৃদয়ে
কোনো একদিন ফিরে আসবে

তুমি কি তখন অভিশপ্ত জারার কাহিনি স্মরণ করতে পারবে?
কদাকার শরীর, রুক্ষ নগ্নপদ
আগুনের গহ্বরের মতো বিস্ফারিত দুই চোখ
শিকারীর নিষ্ঠুরতা, তার তীর ও তূণ

তুমি হয়তো জানতে পারবে, দেখতে পারবে আমার নতুন আকার
চিনতে পারবে আমার পুরনো আত্মা
হয়তো তুমি এই তৃতীয় রূপগ্রহণ কালেও সেসব দেখতে পাও
বালির হত্যায় জারার প্রতিশোধ

অথচ আমি জানি না এবং
কখনো জানতে পারব না তোমার নতুন রূপ
তাই নতুন শরীরের কথা কখনো মানতে পারি না, যা শেষ হয়ে গেছে
মেঘের কৃষ্ণময় অন্ধকার, হরিণ শাবকের মায়াবী চোখ
তোমার হৃদয়ের কস্তুভ রতন
তোমার দু'টি পা যেন নতুন সবুজ পল্লবগুচ্ছ
এসব কিছু আমি জানি না, কেবল জানি

হতভাগ্য জারার তীর এই সব বিদ্ধ করেছিল
এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না

যে তুমি সব কিছু দেখতে পাও—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ
যে তুমি জীবন ও মৃত্যুর রহস্যময়তা উপলব্ধি করো, আর
আমাদের জন্য কেবল তুমি মিথ্যার বহু মায়াবী জালে
বিস্মৃত প্রগাঢ় অন্ধকার বিছিয়ে আছ

এবং আমি নচিকেতার মতো জানতে চাই না
জীবন ও মৃত্যুর রহস্যহীন রহস্য কিংবা
অর্জুনের কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগ
হে ছলনাময়ী, নির্মম, হে স্বর্গীয় সুন্দর
আমি তোমার চিরন্তনরূপ দেখতে চাই না
যেখানে তুমি প্রতিটি গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র নেবুলা সূর্য ও
অগ্নিকে দগ্ধ করো

আমি তোমার প্রজ্ঞা কিংবা সীমাহীন স্মৃতির জন্য প্রার্থনা করবো না
হে ছলনাময়ী, হে অবিনশ্বর, আর এ জন্য আমার সকল প্রার্থনা
যেন আমার তীর সব কালে তোমার প্রতি বিশ্বাসী থাকে
তোমার শরীর ও তোমার একান্ত ছলনা থেকে
যুগ যুগ ধরে আমি কাঁদি করুণ যন্ত্রণায়
তবু তোমার পায়ের নীল বহুবর্ণিল মুক্তারাশি
পরম কোমলতায় আমার হৃদয় আঁকড়ে ধরেছে।

[মহাভারতের প্রস্থান পর্বে কৃষ্ণ দুর্ঘটনাবশত ব্যাধ জারার তীরে নিহত হয়েছিলেন। জারা হরিণ ভেবে ভুলবশত তাকে হত্যা করেছিল।
কিন্তু জারার হাতে কৃষ্ণের এই হত্যা ছিল পুর্ব নির্ধারিত। কারণ তার আগে কৃষ্ণ যখন রাম ছিলেন, তখন সুগ্রিবের পক্ষ নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালিকে হত্যা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুসারে হত্যার মতো পাপ করলে তাকে পরজন্মে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পরজন্মে বালি ব্যাধ জারা হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেন।]

মূল: সিতাকান্ত মহাপাত্র

যষ্ঠীসঙ্গীত

আর তাই এখন, খেলা সমাপ্তির পথে
যখন আমার হারতে মাত্র এক কাঠি বাকি

এবং তাই এখন, খেলার প্রান্তে এসে গেছি
যখন আমি একমাত্র লাঠিও হারিয়ে ফেলি

আমি এখন যষ্টিসঙ্গীত গাইব
আমি একলাঠির গান গাইব

আর সব লাঠিদের ফিরিয়ে আনতে
অন্যসব লাঠি ফিরিয়ে আনতে

আমি আমার চাচার গান গাইব
এবং তার মাথার শিরা ফেটে গেছে

কী উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল ও ম্যাজেন্টা
হে দয়ালু চাচা, বাদামী চামড়া আর শাদা টি শার্ট

কী টকটকে লাল, ম্যাজেন্টা
কেমন, বাদামী, শাদা

কী লাল
কী বাদামী

হে চাচা, দয়ালু চাচা
আমি তোমার জন্য গাইব, আমি তোমার জন্য গাইব

এবং আমি আমার তুতোর গান গাইব
সে সেতু থেকে লাফিয়ে পড়েছিল

হে উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, গাঢ় লাল ও ম্যাজেন্টা

হে পতিত তুতো, গোলাপী আয়না ও শাদা পানি

হে লাল, ম্যাজেন্টা
হে গোলাপি, শাদা

কী লাল
কী গোলাপি

হে তুতো, পতিত তুতো
আমি তোমার সমর্থনে গাইব, আমি তোমার জন্য গাইব

এবং আমি আমার দাদার গান গাইব
ওকিনাওয়ায় খুনি তাকে হত্যা করেছে

হে উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল ও ম্যাজেন্টা
হে পবিত্র পিতামহ, সবুজ ইউনিফর্ম শাদা বালুকা

হে লাল, হে মেজেন্টা,
হে সবুজ, হে শাদা

হে পিতামহ, সেনা পিতামহ
আমি তোমার পক্ষে গাইব, আমি তোমার জন্য গাইব

এবং আমি আমার চাচার গান গাইব
যে কেটে ফেলেছে অবনত বৃক্ষ

হে উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, রক্ত ও ম্যাজেন্টা
হে ক্ষুদে চাচা, রূপালী কুঠার ও শাদা কাঠ

হে লাল, হে মেজেন্টা
কী রূপালী, শাদা

হে চাচা, ক্ষুদে চাচা

আমি তোমার গান গাইব, আমি তোমার গান গাইব

এবং আমি আমার নানীর গান গাইব
এবং তার প্রেমিকার নাম যক্ষা

হে উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল ও মেজেন্টা
ও খুশখুশে নানী, লাল রক্ত ও শাদা রুমাল

হে লাল, মেজেন্টা
হে লাল, শাদা

অহ্ লাল, অহ্ শাদা
কী লাল

হে নানী, খুশখুশে নানী
আমি তোমার জন্য গাইব, আমি তোমার গান গাইব

এবং আমি আমার মামীর গান গাইব
যে পেছনে তাকিয়ে আছে এবং সুগার কন্যার দিকে মোড় নিয়েছে

ও গাঢ় লাল ও টকটকে লাল
ও হলুদ, শাদা

ও লাল
ও হলুদ

ও মামী, ডায়াবেটিক মামি
আমি তোমার গান গাইব, আমি তোমার গান গাইব

এবং আমি আমার তুতোর গান গাইব
যে দিগন্তের ওপর ভাসতে ছিল

ও উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, গাঢ় লাল টকটকে লাল

ও হারানো তুতো, ফিরোজা রত্ন ও শ্বেত ক্ষত
ও টকটকে লাল
ও ফিরোজা, শাদা

ও টকটকে লাল
ও সবুজাভ
ও তুতো, হারানো তুতো
আমি তোমার গান গাই, আমি তোমার গান গাই

এবং আমি আমার বোনের গান গাই
যখন তার ঘুমন্ত স্বপ্ন পুড়ে যায়
ও উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, গাঢ় লাল, টকটকে লাল
ও দগ্ধ বোন, লাল চামড়া এবং শাদা ধূসর

ও গাঢ় লাল, টকটকে লাল
ও লোহিত, শুভ্র

ও লাল
ও টকটকে লাল

ও বোন, ভস্মীভূত বোন
আমি তোমার গান গাইব, আমি তোমার গান গাই

এবং আমি আমার চাচার গান গাইব
এবং তার প্রেমিকের নাম কিরোসিস

ও উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল, গাঢ় লাল
ও স্ফীত চাচা, কালো যকৃৎ ও শাদা চুল

ও লাল, গাঢ় লাল
ও কালো, শাদা

ও চাচা, মেদময় চাচা

আমি তোমার গান গাই, আমি তোমার গান গাই
এবং আমি আমার নানীর গান গাই
মারাত্মক টিউমার সত্ত্বেও

ও উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল ও টকটকে লাল
ও বড় নানী, স্বর্ণ ইউরেনিয়াম এবং শাদা এক্স-রে

ও লাল, গাঢ় লাল
ও সোনালী, শাদা

ও, লাল
ও সোনালী

ও নানী, ও বড় নানী
আমি তোমার গান গাই, আমি তোমার গান গাই

এবং আমি আমার তুতোর গান গাইব
মাথায় গুলি খেয়েছিল

ও উজ্জ্বল বিস্ফোরণ, লাল ও ম্যাজেন্টা
ও মাতাল তুতো, ধূসর বস্তু, শাদা অস্থি
ও লাল, ম্যাজেন্টা
ও ধূসর, শাদা

ও লাল
ও ধূসর

আমি তোমার গান গাই, আমি তোমাদের সকলের গান গাই
আমি তোমার গান গাই, আমি তোমাদের সকলের গান গাই

আমি গুদামঘরের আস্তানা থেকে তোমার গান গাই
আমি ক্যাথলিক হাসপাতালের ছয়তলা থেকে তোমার গান গাই
আমি ইসলামিয়া হাসপাতালের সাততলা থেকে তোমার গান গাই

বর্ধমান হাউজের মেঝে থেকে
ঈশ্বরদী জংশনের ঠাণ্ডা কুয়াশা থেকে
পাঁচশত চুয়াল্লিশ নং আমিন কোর্ট থেকে
রক্তরঞ্জিত দেয়াল থেকে তোমার গান গাই
দাঁড়ানো পাইন থেকে রিভারভিউ
রাষ্ট্রীয় ভবন থেকে তোমার গান গাই

আমি তোমার গান গাই, আমি তোমাদের সবার গান গাই
আমি তোমার গান গাই, আমি তোমাদের সকলের গান গাই

অতএব এখন, খেলার শেষ প্রান্তের কাছে
যখন আমি জয় থেকে মাত্র এক কাঠি দূরে

আমি এক কাঠির গান গাইব
আমি এক কাঠির গান গাইব

আমার সব লাঠি উদযাপন করতে
নিজের দিকে ফিরেছি

আমার সব লাঠি উদযাপন করতে
আমার কাছে ফিরেছি

নিজের কাছে ফিরেছি
নিজের কাছে ফিরেছি

নিজের কাছে ফিরেছি
নিজের কাছে ফিরেছি

মূল: শারম্যান আলেক্সি

৩০০১

প্রভু
আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম ৩০০১ সালের
যদিও এখনো আমি তার কিছুই জানতে পারিনি
তখন গৃহহীন, দরিদ্র, ভবঘুরে কিংবা অসুস্থদের
জন্য কী করতে হবে

এই সিটি হল
দানবাকার উড়ন্ত সসার, নবাগতদের দখলে
গৃহহীন, বামহাতী, অসুস্থ, দরিদ্র, দরিদ্র, দরিদ্র
এবং সেইসব লোক যারা ঐ ভাবে নয় এইভাবে
চুল আচড়ায়, এবং আরো কিছু দরিদ্র লোক

এবং আমি তাদের উড়তে হুকুম দিই এবং
তাদের সর্বত্র ত্যাগ করি, কিন্তু এখানে

যদিও আমি তাই করেছিলাম কারণ সালটি ৩০০১
আমাদের সকল টি-শার্ট বলেছিল
আমাকে! আমাকে! আমাকে!
এবং লোভের শুভতার পক্ষ নিয়েছিলাম

তবে প্রতি মুহূর্তে আমি নতুন গ্রহের কাছে যাই
ক্ষুব্ধ সঙ্গীরা বলে, আমাদের গ্যালাক্সীতে নয়,
আমাদের সৌরজগতে নয়
আমাদের মিলকিওয়েতে নয়,
আমাদের সুপার নোভাতে নয়
হল পার্ক
যেখানে সংখ্যা লঘু নভোচারীদের কারণে সকল পুলিশ
ছিল বর্ণবাদী চরিত্রের
বাধ্যতামূলক অবতরণের কারণে
তারা আমাকে খামচে ধরেছিল

ভবঘুরে হিস্পানি ভাষী ভেবেছিল
কারণ উত্তেজনায় বলেছিলাম, কারাম্বা কারাজো

প্রভু, হেসো না
দুঃসাধ্য অবতরণ মৃত্যুদণ্ড বহন করছিল
স্বীকারোক্তির জন্য পথিককে আহ্বান করা হলো
আমার পায়ের পাতা এবং আমার পায়ের আঙ্গুল একত্রে
স্প্যানিশ বলায় শাস্তিযোগ্য কারণ
খুনির ভাষা কেবল ইংলিশ
আর আমি যখন বিচারকের সামনে দাঁড়ালাম
সে দেখতে ঠিক আমার বর্তমান মেয়রের মতো
এবং সে তার হাত ধুচ্ছিল
এবং বারংবার বলছিল—
কারাম্বা কারাজো এবং জেগে উঠছিল

কিন্তু প্রভু
আমি সুখের পরিবর্তে দুঃখ নিয়ে আছি
আমি জেগে আছি
যদিও এটি ভালো নাও হতে পারে
বাইরের শূন্যতার মধ্যে অদ্ভুত আগন্তুক
তারপর এই পৃথিবীতে বসবাস
যেখানে আমি উপেক্ষিত
প্রতিটি জায়গায় আমি এই তো দেখি
কিছু ধনীর অধিকারেই অধিকাংশ সম্পদ
এবং গরীবরা সকলেই গরীবীর মধ্যে

মূল: জ্যাগ এগলিওর

আম আদমী

আমিই জনগণ জনতা সমাবেশ ও বিক্ষুব্ধ প্রজাসাধারণ
তুমি কি জানো, পৃথিবীর সকল মহৎ কাজ আমিই সম্পন্ন করেছি
আমিই শ্রমিক, উদ্ভাবক, পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য ও বস্ত্র প্রস্তুতকারী
আমিই ইতিহাসের রঙমঞ্চের প্রত্যক্ষদর্শী।
নেপোলিয়ান ও লিঙ্কনকে আমিই জন্ম দিয়েছি।
তারা মরে গেছে। আমরা আরো আরো
নেপোলিয়ান ও লিঙ্কন পয়দা করেছি।
আমিই মাটির নিচে অঙ্কুরিত বীজ।
আমার কর্ষণে উষরভূমি সবুজে আচ্ছাদিত হয়।
কতবার ভয়াবহ ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে
আমি সে-সব মনে রাখি না।
আমি গলাধঃকরণ করি
আর উগরে দিই। আমি সকল কিছু ভুলে যাই
এমনকি মৃত্যুকেও; সে যখন আমার কাছে আসে তখন
আমি এমন গর্জন করি; সে ভুলে যায় তার বাপের নাম
অবশ্য কখনো কখনো আমি লাল রক্ত ছড়িয়ে দিই
ইতিহাসের পাতায়—যাতে তোমরা স্মরণ করতে পার।
তারপর সব ভুলে যাই।

আমি যখন জনগণ, তখন তোমার উচিৎ অতীত থেকে পাঠ নেয়া
ভুলে যেও না গতবছর যে আমাকে মেরেছিল; কিংবা যারা
আমাকে বোকা বানানোর জন্য খেলেছিল এই দুর্বোধ্য খেলা;
এমন একটা সময় আসবে যখন তাদের
নাম নেবার কেউ থাকবে না। কেবল থাকবে
জনগণ জনতা মানুষের স্রোত; জনগণ পৌঁছাবে
অভিষ্ট লক্ষ্যে

মূল : কার্ল স্যান্ডবার্গ

তাদের সঙ্গে থাকো

তাদের সঙ্গে থাকো যারা তোমাকে অস্তিত্বে এনেছে
অজ্ঞ মানুষের সঙ্গে করো না বাস
তাদের মুখ থেকে নিঃসৃত ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস
কোনো কিছু দৃশ্যত জন্ম দেবে না-তোমার অনেক কাজ

একটি মাটির ঢেলা শূন্যে ছুঁড়ে দিলে হয়ে যাবে বহুধা বিভক্ত
তুমি উড়ার চেষ্টা না করলেও এতদিন হবে পতন
মৃত্যু তোমাকে করে দেবে ছিন্নভিন্ন
কোনো কিছু করার জন্য তখন আর পাবে না সময়

শুষ্ক পল্লব হলুদাভ হয়ে গেলে-গাছ মাটির গভীর থেকে
রস শুষে নিয়ে মেলে ধরে নতুন সবুজ পত্রালি
এমন ভালোবাসা পেয়েও তুমি কেন হয়ে যাবে পীতাম্বর

মূল : মৌলানা জালালুদ্দিন রুমি

মাহফুজামঙ্গল (১৯৮৯-২০১১)

কুরশিনামা

ঈশ্বরকে ডাক দিলে মাহফুজা সামনে এসে দাঁড়ায়
আমি প্রার্থনার জন্য যতবার হাত তুলি সন্ধ্যা বা সকালে
সেই নারী এসে আমার হৃদয়-মন তোলপাড় করে যায়
তখন আমার রুকু
আমার সেজদা
জায়নামাজ চেনে না
সাষ্টাঙ্গে আভূমি লুণ্ঠিত হই
এ মাটিতে উদ্দাম আমার শরীর
এভাবে প্রতিটি শরীর বিরহজনিত প্রার্থনায়
তার স্রষ্টার কাছে অবনত হয়
তার নারীর কাছে অবনত হয়

আমি এখন রাধার কাহিনি জানি
সুরা আর সাকির অর্থ করেছি আবিষ্কার
নারী পৃথিবীর কেউ নও তুমি
তোমাকে পারে না ছুঁতে
আমাদের মধ্যবিত্ত ক্লেদাক্ত জীবন
মাটির পৃথিবী ছেড়ে সাত তবক আসমান ছুঁয়েছে
তোমার কুরশি
তোমার মহিমার প্রশংসা গেয়ে
কী করে তুষ্ট করতে পারে এই নাদান প্রেমিক
তবু তোমার নাম অঙ্কিত করেছি আমার তছবির দানা
তোমার স্মরণে লিখেছি নব্য আয়াত
আমি এখন ঘুমে-জাগরণে জপি শুধু তোমার নাম।

দেবী

এইতো সেদিন ভূমিষ্ঠ হলো
তোমার ইঞ্চি তের নারীর শরীর
সেদিন পারনি ঢাকতে নিজেরই অসহায় নগ্নতা
আমার মমত্ব তোমাকে করেছে মহান
দক্ষিণ তর্জনী ধরে শিখিয়েছি হাঁটা
সেদিন কে জানত বলো তোমার এমন সাহস
এতটুকু শরীর এমন শক্তির আধার
এরচে বেশি নয় ইংল্যান্ডের রানির ক্ষমতা
এখন আমার মনে হয় মাহফুজা তুমি তো দেবী
আর আমরা তোমারই গোলাম
তাই নিজ হাতে তোমার মূর্তি গড়েছে আমার ভাস্কর
অর্ঘ্যের যোগ্য করে গেঁথেছে মালা তোমার পূজারী
অথচ দুর্মুখরা বলে কি জান
আমার চোখের সামনে তুমি নাকি উঠেছ বেড়ে
আমি নাকি দেখেছি তোমার নগ্নতা
আমার চেয়ে তুমি নাকি দেড় কুড়ি বছরের ছোট
এর পরেও তোমাকে ভাবতে পারি কি করে এমন
তোমার কি জানা আছে মাহফুজা
এইসব মূর্খদের জবাব
যারা তোমাকে খণ্ডিত করেছে এমন
তুমি তো পাঁচ হাজার বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো পাঁচ লাখ বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো সৃষ্টির প্রথম মাহফুজা
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক তোমার শাসন।

এবাদত

মাহফুজা তোমার শরীর আমার তছবির দানা
আমি নেড়েচেড়ে দেখি আর আমার এবাদত হয়ে যায়
তুমি ছাড়া আর কোন প্রার্থনায়
আমার শরীর এমন একাগ্রতায় হয় না নত
তোমার আগুনে আমি নিঃশেষ হই
যাতে তুমি হও সুখী

তোমার সান্নিধ্যে এলে জেগে ওঠে প্রবল ঈশ্বর
তুমি তখন ঢাল হয়ে তাঁর তির্যক রোশানি ঠেকাও
তোমার ছোঁয়া পেলে আমার আজাব কমে আসে সত্তর গুণ
আমি রোজ মকশো করি তোমার নামের বিশুদ্ধ বানান
কোথায় পড়েছে জানি তাসদিদ জজম
আমার বিগলিত তেলওয়াত শোনে ইনসান
তোমার নামে কোরবানি আমার সন্তান
যূপকাঠে মাথা রেখে কাঁপবে না নব্য ইসমাইল

মাহফুজা তোমার শরীর আমার তছবির দানা
আমি নেড়েচেড়ে দেখি আর আমার এবাদত হয়ে যায়।

দাসের জীবন

তোমাকে দেখে আমার তৃপ্তি আসে না মাহফুজা
তোমাকে ছুঁয়ে আমার তৃপ্তি আসে না
আবার তোমাকে না দেখলে না ছুঁলে আমি এক
অন্ধকার অসীম শূন্যতায় নিমজ্জিত হই
তোমাকে আমার দহনে নিয়ে আসি
তোমাকে নিয়ে আসি পরম শীতলতায়
আমার দহনে গলে পড়ে তোমার মোম

আমার শীতলতায় থেমে যায় তোমার বাতাস
তবু মনে হয় এক সুচতুর কৌশলে
তোমার চারপাশ গড়েছ প্রতিরোধ প্রাচীর
তুমি অক্ষত অমীমাংসিত থেকে যাও শেষে
তখন আমার গগনবিদারি হাহাকার
অতৃপ্তিবোধ
আরও হিংস্র আরও আরণ্যক হয়ে
ক্রুদ্ধ আক্রোশে তোমাকে বিদীর্ণ করে
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে

তুমি ছিন্নভিন্ন হয়ে
তুমি ক্ষয়িত ব্যথিত হয়ে
আবার ফিরে আস অখণ্ড তোমাতে
আমার বিপক্ষে অভিযোগ থাকে না তোমার
কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারে না যেতে
আমাদের দাসের জীবন।

খবর

তোমার জন্য এক সাংঘাতিক খবর আছে মাহফুজা
গতকাল আমাদের গ্রাম থেকে এসেছিল এক অদ্ভুত কৃষক
এবার বন্যায় ভেসেছে যার হালের বলদ
সারাদিন নিরন্ন থেকেও চাখেনি আমার ডাইনিং-এ খাবার
দরোজায় পাটি পেড়ে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় বসেছিল
কেবল তোমার প্রতীক্ষায়

কি যেন এক আরজি নিয়ে এসেছিল
শুধু তোমাকেই বলা যায় শুধু তোমাকেই
তুমি তো প্রত্যহ আমার দরোজায় কড়া নাড়ো
অথচ তোমাকে চিনি না আমি

তোমার অপার্থিব জ্যোতি
ছাপান্ন হাজার মাইলের সীমানা ছেড়ে গেছে
তুমি না এলে
আবাদ রহিত হবে বেরুবাড়ির বন্দি কৃষকের
আমি তো দেখি তোমার সবুজ স্তন—আগুনের ক্ষেত
অসম্ভব কারুকাজে বেড়ে ওঠা তাজমহলের খুঁটি
তোমার চুলের অরণ্যে পাই না কল্যাণের ঘ্রাণ

এমন অযোগ্য কবিকে তুমি ক্ষমা করো মাহফুজা
যে কেবল খুঁজেছে তোমার নরম মাংস
তবু তোমার স্নেহ আমাকে ঘিরেছে এমন
এই অপরাধে কখনও করনি সান্নিধ্য ত্যাগ।

মাতাল ডোম

আজ মধ্যরাতে তোমাকে যেতে হবে
ন্যান্সি রিগানের শয়ন-কক্ষে
যেখানে লেখা আছে তৃতীয় বিশ্বের বাঁচবার হিসাব
পার যদি সেখান থেকেই দেখে নিও
ক্রেমলিনের রুদ্ধ কপাট
ন্যান্সি তার বিছানায় আছে কিনা
রাইসা তার বিছানায় আছে কিনা
যখন দুই মাতাল-পুরুষ মেতেছে পৃথিবীর বন্টন
তখন তোমার আত্মা বল কার অঙ্কশায়িনী

তুমি ছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ হিসাব কেউ পারবে না আনতে
তুমিই ফাঁকি দিতে পার সিআইএ কেজিবির চোখ
তোমার অদৃশ্য শরীর যদি ছুঁতে পারে
রাইসার ঘুম
ন্যান্সির ঘুম

সহসা দেখবে তারা শ্মশানের মাটি
চিতার ওপর শুয়ে আছে দুই অসহায় রমণী
ফটক দ্বারে বসে আছে মারিজুয়ানাসেবী
দুই মাতাল ডোম।

এন্টার্কটিকা

মাহফুজা তোমার এন্টার্কটিকা
মানুষের সন্তানেরা পারে না ছুঁতে
কেবল সূর্যের সঙ্গমে তোমার লবণাক্ত ঘাম
বাহিত হয় আমাদের গ্রীষ্মের দেশে

তোমার বরফসুষমা চিবুক
হিমানির দেহ
অসম্ভব বিশ্বাসে নগ্ন হয়ে আছে তুষার-স্তন
আমার বড় হিংসে হয় মাহফুজা
তোমার ওই বিশাল দেহে হেঁটে বেড়ায় পেঙ্গুইন
দংশিত ক্ষতে পচে ওঠে আমাদের বহু ব্যবহৃত শরীর
তোমার স্পর্শে অমর হয় মানুষের মাটি
তুমি যদি বলতে পার মাহফুজা
আমরাও তোমাদের কেউ
তোমার সত্তার কসম
আর তবে ধরব না বেশ্যার হাত
অন্যথায় তোমার জমাটবদ্ধ নুন গলে
আমাকে ডুবায় যেন অতলান্ত সাগর।

তোমার অহংকার

মাহফুজা তোমার কারণে যদি ধসে যায় ট্রয়
মরে যায় গ্রিসের সভ্য মানুষ
তাহলে দায়ী কে তুমি না মানুষ
তোমাকে রাখতে হবে স্রষ্টার গরব
তাতে যদি দেখতে হয় খাণ্ডবদাহন
অহর্নিশি ভস্ম হয় রোমের নগর
রক্তের প্লাবন বয়
ক্লিওপেট্রার নীল আর দানিয়ুব সাগর
তুমিও সগর্বে প্রচার কর ঈশ্বরের মতো
তোমার অবাধ্যতায় কত জনপদ হয়েছে খতম

মানুষের কষ্ট দেখে তোমার কাঁপবে না বুক
মানুষের সুখ দেখে তোমার জাগবে না রোমাঞ্চ
কেবল তোমার অহংকার
নিষ্পলক চেয়ে রবে ভবিষ্যের দিকে।

তোমাকে জানলেই

রবীন্দ্রনাথকেও তুমি দাওনি ধরা
কাজীদা অভিমানে তোমার বিপরীত
ফিরায়েছে গাল
আবার কেন ধরেছ অনুজের পাছ
তুমি ছাড়া নেই আমার কবিতার বিষয়
যেমন ছিল না কীটস্‌রে
বোদলেয়ার, নেরুদাও খুঁজেছে তোমাকে
আমিও যেন না জানি তোমার অনাবিষ্কৃত বিষয়
তোমাকে জানলে মানুষের নষ্ট হবে আহারে রুচি
করবে না আবাদ বন্ধ্যা-জমিন
নিজেরাই পরস্পর মেতে রবে ভ্রূণ হত্যায়
তোমাকে জানলেই কিয়ামত হবে
মানুষের পাপ ছুঁয়ে যাবে হাশরের দিন
তুমি যেন আমার পরে হয়ো না সদয়
আদরে রেখ না ললাটে হাত
বরং অনাকাঙ্ক্ষিত তিক্ততায় ছুঁড়ে দাও নাগালের ওপার।

ফেরে না মানুষ

যে যায় তোমার কাছে ফেরে না আর
কেবল ফেরার কথা দিয়ে আশ্বাসে চলে যায় সুদূর
প্রতীক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রহর গুনে কেটে যায় দিন
আমার বসন্ত আসে নদীও রূপবতী হয়
প্রতিরোজ কর্মব্যস্ত ফিরে আসে সমুদ্রের জোয়ার

ও বরুণ—বর্ষার জীমুতীন্দ্র
তোমার বাহন জানি সদাশয় পবন
যক্ষের মনোবেদনা বিরহীসময় আর সব সমাচার নিয়ে
গিয়েছিলে শীপ্রা নদীকূলে উজ্জয়িনীপুরে
মালবিকার সমস্ত সংবাদ সমবেদনায় করেছ বহন
অথচ আমার অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় মৎস্য করেছে আহার
আসলে তোমার কাছে যে যায় ফেরে না সে
ফেরে যিনি অন্যজন
তোমার দেহের লোধ্ররেণু হাতের নীলপদ্ম
মাথার কুরুবকং—এইসব সম্পদ নিয়ে
অহংকারে উদ্বেলিত ঐশ্বর্যবান মানুষ তখন
তোমার অবহেলায় রিক্ত স্পর্শের চিহ্ন-রহিত
বেদিল দীনের কেউ রাখে না খবর।

শুভদিন

মিলনের শুভদিন কোনোদিন আসবে না আমাদের
অপেক্ষায় কেটে যাবে আহ্নিক গতি
বছর বছর যাবে নতুনের সমাগমে
অবনত রয়ে যাব সনাতন বিষয়ের কাছে
আমার বয়স যদি বেড়ে যায় একশ বছর
সত্তর হাজার কিংবা অনন্তকাল
তুমি তত দূরান্ত হয়ে যাবে আমার কাছে
কেননা তোমার গতি সমদূরবর্তী সমান্তরাল লাইনের মতো
আমাদের গমনের সহযাত্রী অসংখ্য নদী
কাশবন অড়হর ক্ষেত
পদ্মার কৃষক আর মেঘনার ধীবর
প্রতিরোজ বলে দেয় আমাদের
গাঙুরের জলে ভেসে চলে বেহুলার ভাসান
মলুয়ার মদিনার দুঃখের কাসুন্দি ঘেঁটে মনসুর বয়াতি
আমাদের বিরহের ধৈর্যের কাহিনি শোনায়।

যা ছিল সব নিয়ে গেলি

মাহফুজা তোর বাড়ির সামনে উঠেছে এক নতুন বাড়ি মনিকা প্রাসাদ
প্রাসাদের সিংহদ্বার ঢেকেছে তোর ঘরের অলিন্দ বাতায়নের গরাদ
তোর স্থলে এসেছে এক নূতন রমণী
তোর মতো সে হিংসুটে নয় কৃপণ নয়
তুই তো আমায় দিয়েছিলি দিনের একটিমাত্র সময়
অপরাহ্নের সঠিক সময় না গেলে তোর মান ভাঙাতে
পুরো দুটো দিন যেত
কিন্তু সেই রমণী তোর স্থলে এসেছে যে
সকাল-সন্ধ্যা চিলেকোঠায় বসে থাকে আমার জন্যে সবার জন্যে

আর তোর পানলতিকার পাতাবাহার
টবের গণ্ডিবদ্ধ মাটি ছেড়ে
তোর বদলে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে
তোর হাস্নাহেনার গন্ধ শুঁকে
থমকে দাঁড়ায় তোর অলকের সুবাস নিতে
তুই তো ছিলি কলেজ পাড়ার মুখরা মেয়ে
তোর বাবার নলের মুখে
সবাই জানত আমলাপাড়ায় বিয়ে হবে
তবু কেন এ পুঁচকে ছেলের পাছ লেগে তুই
যা ছিল সব নিয়ে গেলি—বিত্তবেসাতহীন ছেলেটার।

কেমন আছেন

অবশেষে তুমি আর এলে না
সাড়ে চার ঘণ্টা বিলম্ব করে চলে গেল রাত্রির ট্রেন
তিন কুড়ি বছর পরে কেমন আছেন?

সে আমার প্রেম তারে রাখিয়া এলেম
স্টেশনের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর
প্রথম যৌবন ব্যর্থতার পর
যুবকের মৃত্যুর পর
প্রজন্মের হাতে দিলাম হাত
নির্ঘাত
পৃথিবীর সমস্ত জল ভিজিয়ে দেয় তোমার জমিন
কী করে কেটে যায় আমাদের দিন
তুমি তার রাখ না খোঁজ
প্রতিরোজ
আমরা ঝরে যাই এমন
আমাদের হৃদয়-মন
উৎসর্গিত হোক তোমার নামে

আমাদের হাতে দিন গন্ধম
মৃত্যুর চিঠি দিন রঙিন খামে
তবু যদি শোধ হয় জন্মের দেনা
আমার হৃদয় প্রেম-ভালোবাসা রাখিবে না
অবশেষে তুমি আর এলে না
সারে চার ঘণ্টা বিলম্ব করে চলে গেল রাত্রির ট্রেন
তিন কুড়ি বছর পর কেমন আছেন।

কেন তুমি দুঃখ দিলে

কেন তুমি দুঃখ দিলে মাহফুজা
কেন তুমি দুঃখ দিলে
আমি তো এখনো ধরে আছি
তোমার বিশ্বাসের হাত
কোথায় লুকাব বলো গান্ধব কুসুম
নিন্দুকেরা সারাক্ষণ ধরে আছে পাছ
যাদের নাসিকা খবর রাখে নারীর পচনশীল মাংস

তুমি চলে যাবে?
তুমি চলে যাও মাহফুজা
কাঙালের মতো আর বাড়াব না হাত
শুধু সাথে করে নিও না যদি
কোনোকালে অজান্তে করে থাকি পাপ

তুমি যেখানেই থাকো, সুখে থেকো বেশ
কোনোকালে শুনবে না আমার নালিশ
আমার দুঃখ আরও বেড়ে যাক
তোমার সুখের কারণ।

তোমারই মানুষ

আমার তো একটাই জায়গা ছিল
পৃথিবীতে একটাই জায়গা ছিল আমার
তাও তুমি কেড়ে নিলে মাহফুজা
তাও তুমি কেড়ে নিলে
তোমার কারণে পারব না যেতে তোমার সমুখ

তোমার তো সব ছিল মাহফুজা
তোমার এক্সপেনসিভ পানের জন্য
জমা আছে পেট্রো-ডলার
তোমার আছে বেগিন ব্রেজনেভ রিগান
ইহুদির রান্না
নোবেল শান্তির এওয়ার্ড
তুমি ছাড়া কি ছিল আমার
কি আছে আমার

তুমি দুঃখ দিলে দাও
তুমি বিরহ দিলে দাও
এতে আমার কিছুই থাকবে না বলার
আমি তো আজন্ম তোমারই মানুষ।

রিনিঝিনি

তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাব ঘুঙুর আমি
তোমার কেশপাশ খুলে বেঁধে দেব ফুলের বিনুনি
ও দেহের বসন খুলে নেমে এসো অন্তর্যামী
মনের মণিকোঠায় সুর তোল রিনিঝিনি

সবটুকু সময় ভেসে যাক তোমার নিপুণ নৃত্যের প্রপাতে
সবটুকু সময় দেখুক তোমার ঊরুর উত্থান
পুনরায় মিশে যাব তোমার ধমনীতে
যদিও পৃথিবীর কারুকাজ হয় অবসান

তোমার সামাজিক বিধি-নিষেধ আমি মানিনি
এ বুকের মাঝে রেখ অস্পর্শ হৃদয়খানি।

মাহফুজামঙ্গল

এক

বছর বিশেক আগে যে মাটি আমাকে ধরেছিল প্রথম
একাত্তরের হানাদার আগুন তার চিহ্ন রাখেনি- এখন
ছাপান্ন হাজার মাইলের সীমাবদ্ধতায় কেটে যায় দিন
স্বৈরাচার ধরে আছে কান, তবু জাগে না আমার মরহুম।
ধনীনন্দন জনক মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগর
সতেরবার পদ্মায় ভেসেছেন বসত আজ নিষ্ফলা লোক
আর আমি এই নামগোত্রহীন অখ্যাত অনিকেত যুবক
ক্ষুধা ও অজন্মার ভয়ে মানুষের অনুগ্রহ করেছি ধার।

আমি জানি না কি করে মুক্তি পেতে পারি এই ক্লেদাক্ত জীবন
আজ রাতে এক সৌম্যমান কান্তিমান বৃদ্ধ বলে গেল এসে
তোমাকে জানতে হবে পৃথিবীতে জীবন্ত লোক কিভাবে আসে
সেই ইতিহাসে লেখা আছে তোমার মুক্তির সঠিক কারণ।

ঘুমের মধ্যেই মাহফুজা তুলে নিল হাত; বলল- এখানে
এই বুকে আর নাভির নিচে বেদনায় লেখা স্বপ্নের মানে।

দুই

পৌষের ঠাণ্ডা মেঝেতে জমে আছে আমার বরফ
স্পন্দন থেমে আসে মাঘের অ্যাবসলুট হিমাঙ্কে
ফাল্গুনে আমার গলিত তুষার অর্ঘ্য দিব যাকে
সে তো আসেনি আজো কেবল চৈত্রের বৈষ্ণবী টোপ
আমার যৌবন বিরহ করে নিয়ে গেল বৈশাখে
প্রাণসখী, আমি আজ জ্যৈষ্ঠের খরাদগ্ধ প্রান্তর
আমার অশ্রুতে ভিজেছে আষাঢ় সমস্ত প্রহর
দুঃখ দুঃসহ ভার চাপাব কেন শাওনের কাঁখে
ভাদ্রও কেটে গেল শেষে তোমার ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
আশ্বিন শিশিরসিক্ত করে আজ চলে গেল শেষে
কার্তিকে হয়েছি পাথর বেরিয়েছি বৈরাগী বেশে
অগ্রহায়ণ কি করে কেটেছে বঁধু আমার জানা নাই।
তোমার বিহনে বলো কি করে রাখি জীবন দেহ
মাহফুজা তুমি আসলে না তাই জানলো না কেহ।

তিন

মাহফুজা আমার বিপরীতে ফিরায়ো না মুখ
যেন কোনো দিন বঞ্চিত না হই তোমার রহম
সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকে যেন তোমার ক্ষমা
তুমি বিমুখ হলে আমাকে নিক সর্বাহারী যম
তাহলেই খুশি হব বেশ তুমি জেনো প্রিয়তমা
তুমি নারাজ হলে বেড়ে যায় আমার অসুখ।
তুমি তো জানো, কি করে করি আজ জীবন ধারণ
আমাদের চারপাশ ছুঁয়েছে বড় ক্লেদাক্ত জরা
না হয় মিথ্যার বিরূপ আশ্রয়ে সাজিয়েছি ঘড়া
তবু তোমাকে ভালোবাসতে প্রিয় করো না বারণ

তোমার স্বপ্ন আমার একমাত্র বাঁচার আশ্বাস
যদি কোনোকালে ফিরাও মুখ আমার বিপরীত
তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে পৃথিবীর মাটি আর ঘাস
জীবনের শূন্যস্থান ধরে রবে অসম্ভব শীত।

চার

মাহফুজা তুমি আছ বলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে আমার
তা নাহলে আমি হতাম পৃথিবীর সবচেয়ে মূর্খ নাস্তিক
ঈশ্বর না থাকার যতগুলো অকাট্য প্রমাণ, সব সঠিক
সংগ্রহ করে ফ্রয়েডের মতো লিখতাম মানুষের আচার।
তুমি আছ জানলেও আমার শরীর মানত না তোমাকে
তোমাকে না ছুঁলে আমি হই বন্ধ্যা মহিরুহ আদিম পৃথিবী
ঈশ্বর আর মাহফুজা তোমার কাছে শুধু এতটুকু দাবি
অন্তিম মুহূর্তেও তোমাকে যেন না ভুলি শয়তানের পাঁকে

তুমি আছ এরচে বড় প্রমাণ কি হতে পারে ঈশ্বর আছে
মানুষের শিল্প কোনোকালে পারে কি বলো এমন নিখুঁত
ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সশরীরে তুমি থাকো রোজ কাছে
আমি শুধু তোমার মাহাত্ম্য ভাবি প্রভু কি যে আশ্চর্য অদ্ভুত।
আমি এখন সেজদায় লুণ্ঠিত হই তোমার অদৃশ্য পদে
মাহফুজা আামাকেও রক্ষা কর তুমি এমন ঝঞ্ঝা-বিপদে।

পাঁচ

আমাকে সারাক্ষণ ধরে রাখে মাহফুজার মাধ্যাকর্ষ টান
এ ছাড়া সংসার পৃথিবীতে নেই আমার আর কোনো বাঁধন
প্রবল স্রোতের মুখেও আমার মাঝিরা দাড় টানে উজান
এ আলেকজান্ডার জানে না মানা শোনে না মানুষের শাসন।
আমি যেখানেই থাকি না কেন পতিত হই তোমারই বুকে
কোনো শক্তি নেই তোমার অভিকর্ষটান থেকে বিচ্ছিন্ন করে
আমাকে নিয়ে যেতে পারে তোমার নাগালের বাইরের দিকে
আমাকে সারাক্ষণ থাকতে হয় তোমার সীমানার ভিতরে।

তোমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে গেছি কামরূপ-কামাখ্যার দেশ
সাইবেরিয়া কালাপানি স্বেচ্ছায় নির্বাসন করেছি বরণ
সমাজ-সংসার ছেড়ে কত দিন ঘুরেছি যে সন্ন্যাসীর বেশে
অথচ সবখানেই রেখেছ ধরে আমার অবাধ্য মরণ।
এমন অভিকর্ষের কথা নিউটন শোনেননি কোনোদিন
আমার তো জানা নেই কিভাবে শোধ হবে মাহফুজার ঋণ।

ছয়

মাহফুজা আমার জীবন আমার জবান তুমি
করেছ খরিদ, অতএব তোমার গোলাম আমি
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ পারবে না আমার
স্বাতন্ত্র্য ছুঁতে, আমার ধ্বনি, আমার কবিতা, আর
আমার সন্তান, আমার সম্পদ তোমারই নামে
বিসর্জন প্রদীপ জ্বেলে সারাক্ষণ ডানে ও বামে
তোমার হুকুমের প্রতীক্ষা করে থাকে রোজ বসে
যাতে আমার সংসার শান্তি তোমার বিক্ষুব্ধ রোষে
না জ্বলে, তুমি যদি কোন কাজে করে থাকো বারণ
কোনদিন করব না সে কাজ খুঁজব না কারণ
বিনিময়ে আমার সন্তানের প্রতি হয়ো সদয়
তাকে যেন না পায় তোমার অতৃপ্তি তোমার ভয়
আর কিছু চাওয়ার নেই তুমি শোন মাহফুজা
আজীবন যেন বইতে পারি তোমার বোঝা।

সাত

আমি জানি না এমন মারি আর মড়কের দেশে
কেমন বিশ্বাসে তুমি নড়ে ওঠো গোলাপের ঠোঁট
যখন বুকের পানপাত্র কেনে কাগজের নোট
তখন তোমাকে দেখি আমি নষ্টা যুবতীর বেশে
দারুণ আঘাতে আলগা হয় তোমার অরক্ষিত
ক্ষেত, হঠাৎ দেখে ফেলি ব্লাউজ পেটিকোটহীন
ভবিষ্যেতের অন্ধকারে ঢেকে আসে আমাদের দিন
তোমার পতিভক্তি জনশ্রুত হিন্দু নারীর মতো।
কসাই গলিতে তোমার মাংসের দাম ওঠানামা
করে অংক হিসাবে, শিয়াল আর শকুনের ভোগ
হয়ে শ্মশানের কাছে মানুষের পায়ে দাও হামা
এভাবে যতখানি বাড়ে তার বেশি হয় বিয়োগ।
আমার মতো যদি শত কোটি মানুষের প্রণাম
তোমার পায়ে নামলে হয়তো বা পেতে পারি ক্ষমা।

দাক্ষিণ্যে

তুমি এসো মাহফুজা
এই শীতের মৌসুমে তুলে নাও
আমার বিবর্ণ হাত
এই হিমানির রাতে আমাকে দাও
তোমার নরম পালকের ওম
ফুটন্ত ডিমের মতো
অফুটন্ত ডিমের মতো
তোমার দাক্ষিণ্যে আমার বাঁচা
তুমি আমার চঞ্চুতে রাখ ঠোঁট
আমার গলবিলে দাও আহারের পোকা
বাঁচার অহংকার নিয়ে উড়াল শেখাও।

একদিন আসবে দিন

একদিন আসবে দিন আমাদের বেদীনের দেশে
সেদিন তোমাকে পাবে না খুঁজে মানুষের সন্তান
এমন বিবর্ণ সময়ে তুমি কি করে থাকবে মাহফুজা
এখনো আমাদের দেশে আসেনি তোমার মৌসুম
তাই অসময়ে ঝরে তোমার সৌরভ
বাতাসে ওড়ে না তোমার রেণু
এভাবে তোমার উদ্দাম রহিত হলে
একদিন তুমিও হয়ে যাবে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়
আমাদের পাখিদের মতো
আমাদের বৃক্ষের মতো
তোমার অনুপস্থিতিতে দূষিত হয়ে যাবে পৃথিবীর মাটি।

মাহফুজা

আমার হৃদয় কখন যে উচ্চারণ করে না তোমার নাম
আমার জানা নেই সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সময়
আমার আত্মা এখন জাগ্রত
তোমাকেই জপে রাতদিন
কী দুঃখসুখে চেতনে-অবচেতনে সবটুকু অস্তিত্বে
যখন আর্মেনিয়ায় ত্রিশলাখ লোক ধসে গেল ভূমিকম্পে
তখনো তোমাকে পড়ল মনে মাহফুজা
যখন বন্যায় ভেসে গেল ত্রিশলাখ বাঙালি আবদুল
থইথই পানির মধ্যে তোমাকে পড়ল মনে মাহফুজা
একাত্তরের কালো রাত্রি এখনো আমার বুকের ওপর ধরে আছে ছুরি
তবু তোমাকে ভুলিনি মাহফুজা
পরমাণুর হিংস্র আগুনে ঝলসে ওঠে হিরোশিমা নাগাশাকি
সেখানেও তোমার মুখ বিকৃত হয় না মাহফুজা
আর সুখের দিনে তোমাকে ভুলে যাব কি
করে কি করে ভাবলে মাহফুজা
আমার রক্ত এখন মনসুর হাল্লাজের মতো ধ্বনি তোলে মাহফুজা
আমার ক্রুশবিদ্ধ শরীর এখন ধ্বনি তোলে মাহফুজা
আমার চিতাভস্ম ধ্বনি তোলে মাহফুজা
সমুদ্রের ঢেউ আর বাতাসের ধ্বনি
আমার শ্রবণেন্দ্রিয় একটা শব্দই ভরে রাখে সারাক্ষণ
মাহফুজা মাহফুজা মাহফুজা মাহফুজা...
এখন আমি বলতে পারি মাহফুজা
আমার আমি বলে কিছু রাখিনি বাকি
আমার পূর্বাপর অস্তিত্ব তুমিময় হয়ে গেছে
আমি এখন উন্মোচন করেছি
তোমার আমার মাঝখানে সত্তর হাজার আগুনের পর্দা
এখন তোমার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকতে চাই মাহফুজা
এখন তোমার আরশের নিচে
এখন তোমার কুরশির নিচে
আমাকে একটু ঠাঁই দাও মাহফুজা।

মাহফুজামঙ্গল উত্তরখণ্ড

হারানো গল্প

সময়মতো তোমার কাছে আসতে পারিনি
এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ক্ষমা করো মাহফুজা
আমি সহস্রকোটি আগুনের নদী
কংকরময় পর্বত, অসংখ্য মড়ক পার হয়ে এসেছি

আসলে তোমার আগে আমি
যাত্রা শুরু করেছিলাম; এটাই ছিল আমার ভুল
কেননা যাত্রা শুরুর জন্য তুমি
তখন প্রস্তুত ছিলে না
সাগরের জরায়ুর মধ্যে তুমি বেড়ে উঠছিলে
তোমার খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল
কিন্তু আমি জানতে পারিনি
তাই একাই যাত্রা শুরু করেছিলাম
একা চলার জন্য পথ যথেষ্ট মসৃণ ছিল না

তবু অনেকখানি পথ একা হেঁটেছি
অনেক ভুল মানুষের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছি
আমার জীবন অসংখ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভরা
অথচ তোমার কথা আমার জানা ছিল না

মাহফুজা তোমাকে যখন দেখলাম
মরুভূমির তৃষ্ণা জেগে উঠল
আমি বুঝতে পারলাম তুমি ছিলে
আমার নিজস্ব অংশ
যাত্রা শুরু করার আগে যা আমি
হারিয়ে ফেলেছিলাম...

নদী

সুউচ্চ পর্বতের শিখর থেকে গড়িয়ে পড়ার আগে
তুমি পাদদেশে নদী বিছিয়ে দিয়েছিলে মাহফুজা
আজ সবাই শুনছে সেই জলপ্রপাতের শব্দ
নদীর তীর ঘেঁষে জেগে উঠছে অসংখ্য বসতি
ডিমের ভেতর থেকে চঞ্চুতে কষ্ট নিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে
কিন্তু কেউ দেখছে না পানির নিচে বিছিয়ে দেয়া
তোমার কোমল করতল আমাকে মাছের মতো
ভাসিয়ে রেখেছে

ফিরে যাচ্ছি

এবার আমি ফিরে যাচ্ছি মাহফুজা
দূর গ্রামের নিঃশব্দ আহ্বানের ভেতর
সমুদ্র যাত্রার কালে আমাকে ডেকেছিল
অস্পষ্ট কোলাহল
আলোর হাতছানি, কুকুরের ডাক
পড়ন্ত বিকেলে চুল্লির পাশে কষ্টের
আগুন জ্বেলে
বসেছিল মা তার সন্তানের প্রতীক্ষায়
এবার আমি ফিরে যাচ্ছি মাহফুজা
তোমার সেইসব স্মৃতিময় সম্পদের ভেতর
যার ছায়া ও শূন্যতা আমাকে দিয়েছে
অনন্ত বিশ্বাস
একদিন অসংখ্য ছায়াপথ ব্ল্যাকহোল
অতিক্রম করে
যে সব ফেরেশতা আমাদের শূন্যতায়
ভাসিয়ে দিয়েছিল
এবার আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের
আলিঙ্গনের ভেতর

গল্প

তোমার অনাঘ্রাত শরীর আমাকে ডেকেছিল পৃথিবীর পথে
আমরাই তো প্রথম শুরু করেছিলাম পাহাড় নির্মাণের গল্প
দুর্গম পর্বতের গুহা থেকে কাঁখের কলসিতে
পানি এনে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমার সন্তানের উপর
তবু বহুমাত্রিক সভ্যতা আমাদের দিয়েছে বিচ্ছেদ
আমরা এখন নতুন সৃষ্টির কথা ভাবি না
আমরা এখন সূর্য ও রঙধনুর কথা ভাবি না
কেবল রাত্রি অন্ধকার করে বৃষ্টি এলে
প্রবল জঙ্গমতায় এক স্মৃতিময় বিষণ্নতা
আমাদের ডাকতে থাকে

ক্রীতদাসী

যারা তোমাকে ডাকেনি তুমি তাদের ক্রীতদাসী হয়ে পায়ে পায়ে গড়াও
তুমি তাদের আনন্দিতা কিংবা কদাচিৎ সন্তানের জননী হও
মাঝে মাঝে তোমাকে বিপরীত নামে ডাকি
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে কুৎসা
আরাধনার শব্দ ঘৃণার সমার্থক হয়ে যায়
কোনো আগন্তুক তোমাকে বিশ্বাস করে না
তুমি মুহূর্তে বিচলিত হও
আবার পরক্ষণেই বুঝে ফেল
আমার প্রশংসা কিংবা কুৎসা একই গূঢ়ার্থ নামে

নিঃসঙ্গতার পুত্র

তোমার কষ্ট ও আনন্দগুলো লাফিয়ে পড়ে
আনন্দ ও কষ্টের ভেতর
দেবশিশুর মতো আমাকে হাতের তালুর
উপর নাচাতে থাকো
তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে বাম থেকে ডান
তারপর শূন্যতায় মিলিয়ে যাও
আমরা তোমার অসংখ্য নিঃসঙ্গতার পুত্র
আমাদের সাষ্টাঙ্গ গিলে ফেলে আবার
উগড়ে দাও
তুমি ধারণ করো শূন্যতা
অতঃপর শূন্যতা আমাদের-
কে তোমার প্রকৃত জনক
জননীও ডাকেনি তোমাকে
এক রক্তমাখা শূন্যতার প্লাসেন্টা ভেদ করে
স্বয়ম্ভু দাঁড়িয়েছ তুমি

বিষকাঁটা

এবার ফুলের বদলে অসংখ্য বিষকাঁটা
তোমার বেদিতে ছড়িয়ে দিয়েছি পূজার উপাচারে
তুমি গ্রহণ করো আর আমার দিকে মিটিমিটি তাকাও
এবার প্রতিমার বদলে গড়েছি সঙ
দেবালয়ে বাজছে অসুর সঙ্গীত
তুমি বসতে বসতে আমার দিকে তাকাও
ভাবতে থাকো কোথাও কোনো ভুল হয়েছিল কিনা
আর আমি বন্ধুদের পাছায় চিমটি কেটে হুররে বলে উঠি

হেয়ারলিপস

মাহফুজা আমাদের জন্ম ছিল হেয়ারলিপস
খণ্ডিত খরগোশের মতো
আমাদের নাক ছিল দ্বিখণ্ডিত
আমরা ছিলাম জমজ ভাইবোন
একই মায়ের উদরে আমরা শুয়ে ছিলাম নিশ্চুপ
পরস্পর কান পেতে শুনেছিলাম দিদার গল্প
আমাদের জন্মের পর একদিকে প্রচণ্ড শীত
অন্যদিকে খরায় মাটি দ্বিখণ্ডিত
শুষে নিয়েছিল জলজ প্রাণি
আমাদের জন্মই ছিল পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের কারণ
আমরাই বয়ে এনেছি প্রাণের মৃত্যু
মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নিমগ্ন হেঁটে চলেছি
শরীরকে ফেলে রেখে প্রাণ আমাদের সঙ্গে যেতে চায়
সেই অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করে
তুমিও কি আগেভাগে আমাদের সঙ্গে যাবে?

পুরস্কার

মাহফুজা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্রামের মৌলবি সাহেব
তার সঙ্গে চৌকিদার পাঠিয়েছে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান
গতকাল খুঁজে গেছে থানার দারোগা
অনেক আগেই নিষিদ্ধ জনকের ভিটে
আমি এখন মোস্ট ওয়ান্টেড পার্সন
জানি তুমিও দেবে না এসাইলাম
তোমাকে ভালোবাসার এমন বধির পুরস্কার
আমি ছাড়া কেউ তার অর্থ জানে না
তোমার সম্মুখে কার্যকর হবে ফাঁসির আদেশ
ক্রুশদণ্ড ভেদ করে আমাকেও দাঁড়াতে হবে

এই মৃত্যুর উৎসবে তুমিও সেদিন
কেবলই নীরব দর্শক

পয়দায়েশ

তখন তোমার আত্মা পানির ওপর ভাসছিল
তুমি অন্ধকার বিভাজিত করে দেখতে চাইলে আলোর বিকাশ
পানিকে ভাসতে দিয়ে তুমি দ্বিতীয় দিনে সৃষ্টি করলে আকাশ
ভূমির উপর মাথা তুলল গাছের শিশুরা
মাঠকে মাঠ ছড়িয়ে গেল বীজধানড়্গান্দমক্ষেত
চতুর্থ দিনে বানালে তুমি সূর্য আর চন্দ্রের নিশানা
একঝাঁক পাখি গগন বিদারিত করে উড়ে গেল লোকালয়ের দিকে
জলকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠল ভবিষ্যৎ মানুষের গুপ্ত সম্পদ
তবু এক অসীম শূন্যতায় বিদীর্ণ হলে তুমি
সেই নিঃসঙ্গতা তোমার ভূষণ
ষষ্ঠ দিবসে নিজেকে আবিষ্কার করলে আমার ভেতর
অথচ অর্ধেক দিলে তুমি সৃষ্টির ক্ষমতা
বাকি অর্ধেক রেখেছ মাহফুজার ভেতর

ডালিমকুমার

মাহফুজা- যদিও মুগ্ধ করে তোমার বৈভব
তবু তুমি দুখিনী দুয়োরানি
মধ্যাহ্নে পড়ে থাকে দুধের সরোবর
তুমি স্নান সেরে ওঠো
সমুদ্রে দিয়েছে তোমার সপ্তডিঙ্গা পাড়ি
তুমি বনে বনে একাকী দিন কাটাও

প্রতিটি হলুদ রাত্রির ফাঁকে একটি দৈত্য এসে
চেটে যায় তোমার শরীর
তুমি সারাদিন অবশ পড়ে থাকো
আমিও পাই না খুঁজে ঘোড়া
হতাশ ডালিমকুমার

একমুঠো বীজ

অরণ্যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগে
তুমি তো শিখিয়েছিলে আগুন সংরক্ষণের প্রযুক্তি
তোমার অনাবৃত স্তন থামিয়ে দিয়েছিল ঝড়
রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে গেলে ফসলের মাঠে
তুমিই তো প্রথম তুলে দিলে পাখি
তারপর একমুঠো বীজ
প্রবল কর্ষণে জাগিয়ে তুললে জমানো আগুন
আর আমরা অতিক্রম করলাম ক্ষুধা ও ভয়
রাত্রির ক্লান্তি
এখনো কি তোমার মনে আছে মাহফুজা
সেইসব জাগরণের দিন
প্রতিটি গাছ ও পানি নির্মাণের আগে
প্রথম হয়েছিল তোমার সূচনা

নাম

ওরা যখন আমার নাম ধরে ডাকে
আমি কেবলই শুনতে পাই মাহফুজা
আমার তো আলাদা কোনো নাম নেই
লুকিয়ে আছে তোমার নিরানব্বই নামের ভেতর
আমি কি করে করতে পারি সে নামের শরিক
তুমিই তো ডাকতে থাকো মাহফুজ মাহফুজ

মাছের পোনা

ঋতুবতী তুমি যখন আমাকে জন্ম দিয়েছিলে
শূন্যতার তারল্যের ভেতর
মাছের পোনাদের মতো তোমাকে ঘিরেই
আমি বেড়ে উঠতে চেয়েছিলাম
আদরে চুম্বনে তুমিও আমাদের করেছিলে সাবাড়
কিন্তু আমরা যেসব অবাধ্য সন্তান তোমার
গ্রাসের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলাম
তাদের অনন্ত কান্না কি তুমি শুনতে পাও
তাদের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কি তুমি দেখতে পাও
আজ তুমি নতুন করে সন্তানের জন্ম দিচ্ছ
আদরে চুম্বনে তাদের ফিরে দিচ্ছ উৎসমূলে
আর আমরা যারা শৈশবে তোমার স্পর্শের
বাইরে থেকে করেছিলাম পাপ
তারা আজ কণ্ঠ কেটে তোমার বেদীতে
ঢেলে দিচ্ছে রক্তের ঢেউ

সংগীতের ভেতর

গারো পাহাড় থেকে যেসব বেদিনী এসেছিল কাল
আমি তাদের ঝাঁপির ভেতর খুঁজেছিলাম তোমার খবর
ভয়ংকর কালকেউটে হেনে দিল ছোবল
প্রতিবিষের যন্ত্রণায় ঢলে পড়ল মনসার পুত
মাহফুজা এ কোন জহর আমার শরীরে করেছ জমা
গাঙুর দিয়েছি পাড়ি বেহুলার নিঃসঙ্গ ভেলায়
স্বর্গের বেশ্যা তুমি লাস্যময়ী নৃত্যপটিয়সী
তোমার প্রতীক্ষায় থেকে হাড়গোড় নিয়ে গেল
জলের হাঙর
কেউ জানে না আমার অতীত অস্তিত্বের খবর
সমুদ্র অতিক্রম করে আমাকে রেখেছ ধরে
তোমার সংগীতের ভেতর

বিদগ্ধ মাধব

মাহফুজার প্রেমময় নৃত্য দেখে জেগে ওঠে সৃষ্টির সাধ
প্রবল জোছনায় ভেসে যায় জগন্নাথপুর
তোমার উদ্যানে চরে বেড়ায় চমরিগাই
ভাবেসাবে মনে হয় অবোধ রাধিকা
আমাকে সাজিয়েছ তবু অসভ্য কানাই
অনন্তর দিয়েছ শাস্তি গোপিনীর প্রেম
দু'হাতে দিয়েছ ধরে কদম্ব ফুল
আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে শুরু হয় ক্রীড়া
আমি শুধু ধারাভাষ্য লিখি বিদগ্ধ মাধব

কঙ্কালের শিস

গোরস্তানের কঙ্কালে তুমি ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে দাও রাত্রির শিস
একটু জেগে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি পরিচিত লাশের ভেতর
তোমার বামহাতে অন্ধকারে সূর্যের লণ্ঠন
ডান হাতের শূন্যতায় আমাদের নাড়াতে থাকো
জন্মান্ধ ফেরেশতার বিশাল লৌহদণ্ড নেমে আসে
বারংবার আমাদের পুনর্গঠিত মাথার উপর
তুমি টমাহকে যেসব মানুষ নিয়েছিলে গেঁথে
আর অসংখ্য মহিষ বন্দুকের আগায়
তারা আজ ঢেউ তুলে তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে
তুমি তাদের সেই পরিস্রুত পানি অঞ্জলিপুটে কর পান
আর কঙ্কালের শরীর থেকে ছুটে যাওয়া হাতের ভগ্নাবশেষ
তোমার চিবুক ধরে নাড়তে থাকে

দুধের নহর

মাহফুজা শৈশবে দুধ-সরোবর তীরে একটি বৃক্ষ
মেলে দিয়েছিলে আমাদের দিকে
আমরা ছুটে এসেছিলাম তার পল্লবের ঘ্রাণে
উলঙ্গ সন্তানের পরিপূর্ণ লজ্জা দেখে শরীর থেকে
খুলে দিলে বল্কলের পোশাক
আমরা ঢেকে দিলাম শীত ও গ্রীষ্মের বেদনা
তারপর একটি ডুমুর দুভাগ করে মেলে ধরলে
আমাদের চোখের উপর-ঘুচে গেল অস্তিত্বের সংঘাত
এই তরঙ্গ কি একদিন তোমার কাছে ফিরে যাবে না
এই তরঙ্গ তো তোমার নাভি কেটে ছুটে চলেছে
তবু কেন প্রবল স্নেহে শুকিয়ে দিচ্ছ দুধের নহর

নিরুদ্দেশ যান

তোমাকে ডাকতে ডাকতে অন্ধকার রাত্রি পেরিয়ে যাই
বসে থাকি অসুস্থ কন্যার শিয়রে-তুমিই তো ওদের মা
তবু ভয় পাই-ফিরে দেয়ার শর্তে করেছিলে দান
এখন দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে তোমার শকট
মাহফুজা আমার মনে জেগেছে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ
ফিরে যেতে বলো তোমার নিরুদ্দেশ যান

পেছনের পা

মাহফুজা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে তুমি সটান দাঁড়িয়ে পড়
তোমার কোমরের কলসির ভেতর গড়িয়ে পড়ে পরিস্রুত জল
অতঃপর আমার যাত্রা রুদ্ধ করে তোমার দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা
ডাকতে থাকে অনন্তের দিকে
কূল থেকে উপকূলে আছড়ে পড়ে তোমার শূন্যতার ঢেউ
আমি ঝাঁপ দিই সেই অনন্ত তরঙ্গের মধ্যে
আমাদের পুচ্ছে জড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে ছায়াপথের দিকে
কেউ থামতে বলার আগেই আমরা বসে পড়ি পূর্বপুরুষের ভোজের টেবিলে

আদ্যাক্ষর

তোমার নাম জানার আগেই কে আমাকে
স্তন্যদানে সজীব করেছিল
কে আমাকে শিখিয়েছিল তোমার নামের
আদ্যাক্ষর

আজ আমি বুঝতে পারি মাহফুজা তুমিই দিয়েছিলে
এই প্রস্তুতিকাল-
তোমার মহিমা বোঝার অপার ক্ষমতা
তুমি জাগিয়ে দাও আমাদের ভেতরের মেয়েমানুষ
আমাদের জরায়ুর মধ্যে গোপনে বেড়ে উঠতে থাকো
আমাদের শিশুদের অণ্ডকোষ তোমার ভবিষ্যৎ আবাস
আজ যে শ্যামাপাখি তোমার কথা বলে
তার চঞ্চুর মধ্যে গর্জে ওঠার আগে সেও
আমাকে দিয়েছিল তোমার পূর্ণাঙ্গ নামের মহিমা

ফিরিয়ে নাও

মাহফুজা আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো
আমার উদগ্র বাসনা নিষ্পেষিত ছিল তোমার স্তনের নিচে
তোমার হাসিসমূহ আমাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল
একটি খড়স্রোতা নদীর মোহনার দিকে
আমার পেশিসমূহ উত্তোলিত হয়েছিল
তোমাকে পুনর্গঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়
তুমি তখন দিগন্ত প্রসারিত মাঠ—যার সীমানা ছিল না
তোমাকে নিয়ে মহিমান্বিত জাতির স্বপ্ন দেখেছিলাম
তুমি ছিলে ওদের সহোদরদের জননী
আমাকে আজ তোমার উদ্যানের দিকে নিয়ে চলো
আমাকে দেখাও ফুল ও পাখিদের ঠোঁটের মিশ্রণ
আমাকে শোনাও জোছনা প্লাবিত রাতের সংগীত
অন্তত কিছুটা পথ তুমি আমাকে ফিরে নিয়ে চলো

একক মুদ্রা

প্রতি রাতে আমাকে স্নান করিয়ে যাওয়ার আগে
মেঘের পালক থেকে খসে পড়ে অম্বর
রাতের বাগান থেকে তোমার সখীরা এসে
পানির অঞ্জলি তুলে আমাকে শিখিয়ে দেয়
ঝাঁপাই খেলা
তুমি আমাকে ডেকে এনে বসিয়ে দাও
তাকিয়ার ওপর
তুমি বন্ধ্যারমণী আর আমি বিষণ্নতার সন্তান
ঘুমের স্নান শেষে আমিও জেগে উঠি খুলির ভেতর
আমাকে প্রদক্ষিণ করে প্রপিতামহের নৃত্য
তাদের অভিশাপ ও আশীর্বাদগুলো তুমিই তো
ধরেছিলে একক মুদ্রায়

একটি হাত

একটি কফিন সামনে রেখে তুমি অনবরত কেঁদে চলেছ মাহফুজা
কাঠের বাকশোর ভেতর থেকে একটি হাত তোমাকে
সান্ত্বনা দিতে বেরিয়ে আসছে
তোমার কোমর জড়িয়ে ধরছে
তোমার গণ্ডদেশে চুমু খাচ্ছে
তোমার সম্মুখে মেলে দিয়েছে সাষ্টাঙ্গ
অথচ তুমি তাকে কবরখানায় নামাতে নামাতে
মাটির নিচে ঢেকে দিতে দিতে তাকে পাওয়ার জন্যে
ব্যাকুল হয়ে উঠছ
ছাদের ওপর ঝরছে অসংখ্য কামিনী ফুল
খুলির ঠোঁট নড়ে উঠছে রাত্রির গানে
মাহফুজা তুমি কি সেই গান শুনতে পাও না
তাদের কথাবার্তা হাসির হুল্লোড় পাও না টের

রাত্রি আরো গভীর হলে শীতের ঠাণ্ডা মেঝেতে
বন্ধুদের নিয়ে গল্পচ্ছলে বসো
তুমি কফিনের পাশে বসে আছ মাহফুজা
প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশ ধরে

জুমচাষ

পর্বতের খাঁজ কেটে আমি যখন জুম চাষ করতাম
গহন গিরিখাদের ভেতর দিয়ে আমাদের আনন্দধারা গড়িয়ে পড়তো
তুমি কোর্টের বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনতে টেনিস বল
কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমিও সটান মেরে দিতাম গভীর গর্তে
তুমি আবার কুড়িয়ে এনে রেখে দিতে হিমশীতল প্রকোষ্ঠের ভেতর
আজ আমি ভুলে গেছি সেই হেডহান্ট খেলা
পর্বতের চূড়ায় বসে আছে শীতল ড্রাকুলা
বরফের খণ্ডিত জিহ্বায় বুলিয়ে দিচ্ছে ফসল
তুমি আজ সরাতে পার না তার নিঃশ্বাসের দাগ
কোথাও কী দেখতে পাও সেই তরুণ জুমজাষী
যার বাম হাতে একটি কোদাল পর্বতের দিকে ধরা
পার্বতীর নাভী থেকে নিঃসৃত ঝর্ণা
তোমার কাছে বয়ে এনে শুয়ে দিচ্ছে শিয়রের কাছে

প্রোলিতারিয়েত ওম

তোমার কি মনে আছে মাহফুজা সেই কনসেনটেশন ক্যাম্পের দিন
বরফের ওপর দিয়ে খেদিয়ে নিয়েছিলে শৃঙ্খলিত শ্রমিকের দল
তুমিই তো পায়ের তলে জ্বালিয়ে দিয়েছিলে প্রোলেতারিয়েত ওম
তোমার শতচ্ছিন্ন আঁচলে ঝরে পড়ছিল কাস্তের শোভা

তোমার পতাকার নিচে জড়ো হয়েছিল যেসব তরুণের দল
আজ তাদের আত্মার ইউটোপিয়া শ্রমের ন্যায্যতা শান্তিতে ঘুমায়
তুমি আবার একটি পতাকার তলে তাদের স্বপ্ন পল্লবিত করে
মানুষের সন্তানদের করে আনো ঘরের বাহির
আমরা এখনো আগুন ও বরফের পথের মধ্য দিয়ে
চাপাপড়া খনিশ্রমিকের কঙ্কালের ভেতর থেকে
শুনতে চাই তোমার সঙ্গীতের গান

ইচ্ছার সন্তান

তোমার শাখায় পল্লব স্ফীত হওয়ার সময়
আমার বুকে জেগেছিল নীড় রচবার সাধ
কুড়িয়ে পাওয়া চঞ্চুর কুটোয় নীলাভ ডিমের স্বপ্ন
মাহফুজা অঙ্কুর ভেদ করে তুমি দাঁড়িয়েছিলে একদিন
আর তোমার ইচ্ছের গর্ভ থেকে আমাকেও
জাগিয়ে তুলেছিলে
আমিও তো একদিন বাতাসের সঙ্গে এসে
তোমাকেও বানিয়েছিলাম মানুষের নিঃশ্বাসের বায়ু
আজ কেন দিয়েছ শরীরের জাগৃতি
শূন্যতার মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলে
আবার শূন্যতায় ফিরিয়ে নিচ্ছ
তোমার উষ্ণ আগুনের ডিম থেকে কেবল
ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যাক আমার ইচ্ছের সন্তান

বর্ম ও শিরস্ত্রাণ

তুমি জেগে আছ আমার নীরবতা ও কোলাহলের ভেতর
তুমি জেগে আছ আমার অবিন্যস্ত অগ্রন্থিত চিন্তার ভেতর
আমি যখন কাঁদি এবং বিষণ্ণতায় ভাসতে থাকি
আমি যখন কলিজা উপড়ে এনে বসিয়ে দিই হাতের তালুর ওপর
তুমি তখন মায়ের সারিবদ্ধ স্নেহগুলো নিশ্চুপ নাড়াতে থাকো
তোমার দেয়া বর্ম ও শিরস্ত্রাণের মধ্যে আমি তখন কেঁপে উঠি

যূপকাঠ

আমাকে বানিয়েছ মা বলির পাঁঠা
পুরুত শানাচ্ছে দেখ ধারালো খাঁড়া
আমি রয়েছি একা যূপকাঠে দাঁড়া
কখন আসবে নেমে তোমার ঘা-টা

পুরুত আনন্দিত আমার মাঁসে
আগুনে ঝলসে করেছে রগরসা
তুমি তো রয়েছ বেদীতে বসা
আনন্দ করো মা রক্তাক্ত ঘাসে

রূপান্তর

তুমি একটি মোমের সুতার ওপর পাবকের শিখা
জ্বালিয়ে দিয়েছিলে মাহফুজা
বাষ্পের তারল্যে চড়ে সেই থেকে আমাদের আকাশভ্রমণ
যদিও আমার ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকারে কিছুটা পথ আনন্দে কাটাও

তবু তোমার ক্ষয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা আমাকে ব্যথিত করে তোলে
কে আমাদের দিয়েছিল রূপান্তরের অব্যাহত যন্ত্রণা

আশ্রয়

তোমাকে সঙ্গ পেয়েও মাহফুজা আমার একাকী কেটে গেল দিন
তুমিই তো ছিলে আমার শৈশবে মাতৃসঙ্গ আর যৌবনে বৈবাহিক অবস্থা
আজ যদিও তোমার লোলচর্ম ঝুলে আছে আমার সমূল তৃষ্ণায়
তবু তোমার বাহুভিন্ন আমার কি রয়েছে আর কোনো আশ্রয়

বহুগামী

আমি এক বললে যেমন তোমাকে জানি
দুই বললেও তোমাকে
তিন কিংবা তেত্রিশ কোটি তুমি-ভিন্ন কিছু নেই বলি
তাই তোমার উমেদাররা আমাকে বহুত্ববাদী বলে
এসব লোকনিন্দা শুনে তুমিও কি আমাকে বহুগামী ভেবে
দাঁড়িয়ে রাখবে দরোজার ওপাশ

তারা আমাকে মারবে

আমাকে যারা মারবে এবং মারতে চায়
তারাও চায় অক্ষুণ্ন থাকুক তোমার ভার্জিনিটি
যদিও তারা বেরিয়ে এসেছে তোমার ডিম্বক কেটে

যদিও তাদের মাথার ওপর তোমার শিকড় থেকে ছড়িয়ে পড়া ছায়া
যদিও তাদের হাত তোমার বৃন্ত থেকে কেড়ে নিয়েছিল একটি ফল
যদিও তাদের জিভসমূহ তাকিয়ে আছে তোমার ঝরে পড়া পানির দিকে
যদিও তোমার গর্ভের ভেতর তাদের সমাধি
যদিও তারা আমাকে মারবে এবং মারতে চায়

পতনের মতো

বন্যহস্তিনী ও মরুভূমিতে ছুটে চলা মাদি ঘোড়ার মতো
ঝরেপড়া বিদ্যুৎ আর অগ্নিদগ্ধ আকাশের মতো
সিংহীর গর্জন আর জোছনায় গলে পড়া নীলগাইয়ের মতো
আকাশগঙ্গা আর সমুদ্র-তরঙ্গের মতো
হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া দাবানলের মতো
ছায়াপথে চঞ্চল গ্রহাণুপুঞ্জের মতো
স্বর্গের উদ্যানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো ইভের মতো
ইস্রাফিলের শিঙ্গার ফুঁকের মতো
ছয় দিবস পানির প্লাসেন্টার উপর ভেসে থাকার মতো
গুহাচিত্রে মহিষ দেবতা আর শিকারির ধনুকের মতো
আকাশের দিগন্তে মিশে যাওয়া জাহাজের মতো
গগের রঙের আকাঙ্ক্ষার আর
মকবুলের গজগামিনীর মতো
আমার পতন আর তোমার উত্থানের মতো
বিভাজিত ঈশ্বরের মতো
তুমি আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ মাহফুজা

আলিঙ্গন করো

এবার আমাকে পতঙ্গের মায়া থেকে সরিয়ে নাও
তুমি অনন্তশিখার মতো অবিনশ্বর জ্বালতে জ্বালতে
আগুনের পাশে আমাকে বসিয়ে রাখতে রাখতে
আমার ভেতর এক অদ্ভুত আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ
আমার অদাহ্য পদার্থসমূহ
আমার অ-অগ্নিভূত অঙ্গসমূহ
তোমার জ্বলন্ত শিখা স্পর্শ করতে চায়
তোমার ক্ষমাসমূহ তোমার আগুনসমূহ আমাকে আলিঙ্গন করো
আগুনের অঙ্গ ছাড়া আমার নেই অন্য পরিচয়
প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করো

মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি

মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি চীবর আর পিণ্ডপাত্রের আকাঙ্ক্ষা
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি ওষুধ ও শোয়াবাসনার তৃষ্ণা
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি শরীর ও মনের যাবতীয় কামাশ্রয়
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি সংহার ও মাংসের লিপ্সা
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি অহংকার ও অসত্য ভাষণ
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি আসক্ত আমগন্ধ মাংসভোজন
মাহফুজা এবার আমি ত্যাগ করেছি পায়েসান্ন শূকরমদ্দব
মাহফুজা এবার আমি গ্রহণ করেছি শ্রমণ গোতম বোধিসত্ত্ব মহাস্থবির
মাহফুজা এবার আমি গ্রহণ করেছি প্রব্রজিত ভিক্ষুসংঘ
মাহফুজা এবার আমি গ্রহণ করেছি ধর্মং শরাণং গচ্ছামি;
মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি
নির্বাণ শরণাং গচ্ছামি

চারপাশ

মাহফুজা
তুমি একটু তাকিয়ে দেখো আমাদের চারপাশ ও খেলার মাঠগুলো
বাদামের খোসা ও উড়ে যাওয়া লাল পায়রাগুলো
রাতে পাহারারত পুলিশের সোর্সগুলো
সংসদ ভবনে ডায়বেটিসগুলো
আমাদের চারপাশে ক্রন্দনরত শিকলসমূহ
রাতে ফিরে না আসা সন্তানসমূহ
পথবালিকার আঁচল থেকে কেড়ে নেয়া পয়সাসমূহ
লেকের পানি চাপা দেয়া মাটিসমূহ
জঠরের ভেতরে নিহত কথাসমূহ
ভিক্ষায় ব্যবহৃত প্যাথড্রিন শিশুর নেতিয়ে পড়া শরীরসমূহ
মাহফুজা তুমি একটু তাকিয়ে দেখো আমাদের ঘরগুলো

বিশ্বায়নে বেচে দেয়া আমাদের কন্যাদের যৌবনগুলো
নেতাদের পকেটে হারিয়ে যাওয়া আমাদের দেশগুলো
ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসা সামরিক উর্দিগুলো
বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রাণগুলো
মাহফুজা তুমি দেখো আমাদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া সারাৎসারগুলো
　　　　তুমি দেখো
　　　　তুমি দেখো

শুভসন্ধ্যা

এক শুভসন্ধ্যায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে
আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম প্রাচীন পৃথিবীর পথে
ত্রিদিবার মোহনায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
আমরা চলে গিয়েছিলাম পশ্চিমের দিকে
সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম টের—প্রাণের জাগৃতি

তোমার কি মনে আছে ত্রিবেণীতে ডুবে যাওয়া সূর্যের প্রাণহারী গল্প
সিংহীর শাবকরা তখন মায়ের স্তন থেকে টেনে নিচ্ছিল জল
নদীর কিনার ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা গড়ে তুলেছিলাম জনপদ
তোমার কি মনে আছে ললিতবিস্তারে সেইসব প্রবেশর স্মৃতি
মগধ কিংবা মৈথিলি নয় আমি ছিলাম শাক্যের যুবরাজ
তুমি ছিলে সদ্বংশিয়া যুবতী
যদিও নির্বাণের সময় আজ, সুজাতা আর চুন্দের পার্থক্য করি না

সঙ্গে থাকবে

রাতে অসংখ্য মুদ্দাফরাশ জেগে ওঠার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
নেত্রীর গাড়িবহরের চাকায় লোপাট হওয়ার আগে তুমি কি
আমার সঙ্গে থাকবে রাজনৈতিক নেতাদের লাশ টেনে
নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মঙ্গায় দলবদ্ধ চাল পাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মিলিটারির কম্বল প্যারেডের আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
পুলিশের জলের ট্যাঙ্কে খুঁজে পাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে
থাকবে গ্যাং রেপে হারিয়ে যাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে
থাকবে টমাহকে ভূগোল পরিবর্তনের আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ফেলে দেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
বলার স্বাধীনতাটুকু নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
বুকের সাথে আত্মঘাতী বোমা বেঁধে নেয়ার
আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে

আড়িপাতা

প্রভু তোমার ফেরেশতাদের কিছুদিন ছুটি দাও
মাহফুজার সাথে এবার আমি ঘুরতে যাব
আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে
আর কাউকে থাকতে দিও না
যদিও ফেরেশতারা নলৈঙ্গিক, যদিও বন্ধুভাবাপন্ন
তবু আমাদের শরীরের উত্থান ওদের বিব্রত করে
আমরা কি সব কথা ওদের বলতে পারি, না ওরা
কিছু কথা তো তোমাকেও বলতে চাই,
তাই লুকোবার টেন্ডেন্সি
ওরা তো তোমার হুকুমের দাস,
ওরা কী বুঝবে এইসব রসিকতার মানে
সরকারের এজেন্ট ওরা আড়িপাতা স্বভাব

শীত

এবার তোমার শরীর ছুঁড়ে উড়ে আসছে শীতের পাখিরা
তুমি কি দেখতে পাও তাদের পশ্চাতে ধাবমান শিকারীর তীর
তোমার পাঁজর বিদ্ধ করে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছে বরফের দেশে
যেখানে থাকবে না তোমার বুক ধুকপুকানি কলিজার অসুখ
তোমাদের সন্তানরাও একদিন সেইসব পাখিদের সাথে
শীতের তুষরতা বুকে নিয়ে মিলিত হবে
যদিও তাদের তেজস্বিতা এখনো পায়নি বাতাসের ওম
তবু তোমাকে বলি, সেইসব আগুনের স্ফুলিঙ্গ
বরফের গুহায় মিলিত হবে
অমর পিতামহীদের বিচ্ছিন্ন অস্থির সাথে

ভয়

মাহফুজা আমি ভয় পাই ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা ফড়িং
তুমি যাকে গ্রাসহোপার কিংবা সিকাডা বলো
মাহফুজা আমি ভয় পাই পানিতে কানকো ভাসিয়ে
ডাঙায় হেঁটে চলা উভচর সরীসৃপ
তুমি যাকে কুম্ভীরাশ্রু বলো
মাহফুজা আমি ভয় পাই হায়েনার হাসি
মাহফুজা আমি ভয় পাই প্রধানমন্ত্রীর না পাঠানো
পহেলা বৈশাখ—ঈদগ্রিটিংস
যাকে তুমি আনুগত্য বলো
মাহফুজা আমি ভয় পাই কূটনীতিক সচিব
যখন আমাকে ভিন্নমতাবলম্বী কিংবা রেনেগার্ড বলে
মাহফুজা আমি যখন তোমার আনুগত্য অস্বীকার করি
তখন সবাই আমার আনুগত্য পেতে চায়
আর আমার অস্তিত্ব যখন তাদের ঘোষণা করে
তখন তুমি হয়ে ওঠো ভয়ঙ্কর ভয়ের কারণ
মাহফুজা তোমাকে নয়
আমি ভয় পাই তোমার প্রচারসচিব আর কর্মোপাধ্যায়

সম্পর্ক

যখন তুমি ব্যারাকের ভেতর কুচকাওয়াজ করো
কিংবা নাচো রেসকোর্স ময়দানে
যখন তোমার পালোয়ানরা বলি খেলার জন্য প্রস্তুত হয়
যখন তুমি অন্যের কোর্টে চিঁ দিতে থাকো
যখন তুমি ভুলে যাও বক্তৃতার বিষয়
তখনই শুরু হয় আমাদের ভুল বোঝাবুঝি
এতকাল যা ছিল ঘরের বিষয়
প্রতিবেশীদের কাছে আজ তা প্রশ্নবোধক

মাহফুজা- তবু আমাদের সম্পর্ক সরল
শৈশবেই হয়েছিল শুরু আমাদের খেলা
বিচ্ছেদও ধরে আছে অন্য এক পরিচয়
তুমি নাচো কিংবা কুচকাওয়াজ করো
তোমার বলীরা উরুতে মাখুক তেল, তবু
কোনোভাবেই হবে না আমাদের সম্পর্ক ছেদ

সেকেলে নাম

তোমার নাম নিয়ে বড় বেশি শুচিবায়ুগ্রস্ত আমার বন্ধুরা
এমন একটি নামের প্রেম বড় বেশি সেকেলে ধরনের
ওদের ধারণা তুমিও হতে পারতে লাক্সের বিজ্ঞাপনী কন্যা
টাকা ছিটালেই সাবানের ফেনার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে
জড়িয়ে ধরবে অচেনা যুবকের হাত
তোমাকেও ভাবে ওরা নিতম্বিনী যুবতীর মতো
বুকের উত্থান যার একমাত্র ভরসা
তুমি তো ওদের মা ও মাতামহীদের তুলে ধরেছিলে বুকের ওপর
এখনো তারা চায় তোমার চুম্বনের কল্যাণ; অথচ
অর্বাচীন যুবকেরা তোমার নামের অর্থই জানে না

উল্টোরথ

মাহফুজা এবার আমাদের উল্টো-যাত্রার সময় হলো
আঙুলের ডগায় যে স্বর্ণঈগল নিয়ে তুমি যাত্রা শুরু করেছিলে
তাকে এবার ছেড়ে দাও; আদিগন্ত বন্যা সরে যাওয়ার পরে
মাঠ থেকে কিছুটা সময় ঘুরে আসুক;
যদিও তার দুচোখ হয়ে আছে নিঃসঙ্গতায় কাবু
তবু আমাদেরও তো চলে যেতে হবে
আমরা যখন সূর্যকে বিচ্ছিন্ন করেছিলাম
পৃথিবী একটি খেয়াযান ভিন্ন তো নয়
চন্দ্রকে একটি টিপের মতো কপালে বসিয়ে দেয়ার পরে
অনেকগুলো বছর তো হয়ে গেল
এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে উল্টো রথের চাকায়
কে আর সামলাচ্ছে বলো আমাদের ঘর-সংসার
আমাদের কন্যাদেরও তো বিয়েথা হয়ে গেছে
ছেলেরাও ব্যস্ত ওদের সংসারে
ফুরিয়ে গেছে নাতিদের ইশকুলে নেয়ার কাজ
এবার আমাদের চলে যেতে হবে পিতার সংসারে

মন্দির

তুমি সত্যিই আছ কিনা তা জানার জন্য সরকার গঠন করেছে
এক তদন্ত কমিশন সাক্ষি-সাবুদ অনেক হয়েছে জমা
কমিশনের সামনে আমাকেও হতে হবে হাজির
আর সব তদন্ত রিপোর্টের মতো এর ফলাফল থাকবে না ফিতায় বাঁধা
সরকার নিজেই যখন বাদী এ মামলার
আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া যার প্রধান কর্তব্য
কিন্তু কিভাবে জানাব বলো তোমার প্রমাণ
আমি বড়জোর রাস্তার পাশের মসজিদে গিয়ে
দিতে পারি আজান যদিও চার্চের চূড়ো থেকে ফেলে দেবে আমাকে
তবু বলব, এ মন্দির তোমার

শূন্যতা

তুমি যেখানে থাকো না, সেখানে শূন্যতা থাকে
তোমার যেখানে শেষ, শূন্যতার সেখানে শুরু
তোমার নাম তাই শূন্যতা রেখেছি
এবার আমি হারিয়ে যাই হে রাত্রি
এবার আমি হারিয়ে যাই হাওয়ার মাতম
তুমি আমাকে শূন্যতায় ভাসিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গতকাল ও আগের দিনগুলো
আমার পিতার তিরোধান ও
কন্যার জন্মের দিনগুলো তুমিই তো গচ্ছিত রেখেছ শূন্যতা
যখন তুমি আমাকে বারান্দার ওপাশে নিয়ে যাও
তখনো এ পাশে শূন্যতা থাকে
আর শূন্যতা মানে তুমি থাকো
তুমি মানে মাহফুজা

শব্দ

কাগজের যুগ অতিক্রম করে আমরা যখন গুহালিপির
দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম
বুকের পাঁজর থেকে তীর খসিয়ে রেখে একটি মহিষ
আমাদের অনুসরণ করছিল
হে পাথর, হে অগ্নি, আমাদের পায়ের ব্যথা সোজা হয়ে
দাঁড়ানোর কষ্ট তুমি কি আজ ভুলতে পারো-শ্যাওলার
পিচ্ছিল ঘাটলা থেকে
আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম
কে আর রেখেছে লিখে সেইসব জঙ্গম দিনের ইতিহাস
কোমর থেকে পা মাটিতে সংস্থাপিত করে
বৃক্ষের শাখার মতো আমরা হাতকে মেলে ধরেছিলাম
আসলে আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম এক একটি অক্ষর

নিরন্তর লিখে চলেছি অনন্তের শব্দ গঠন
অতপর অসংখ্য কাগজের পৃষ্ঠা স্তূপিত হয়ে আছে
আমাদের শরীরের ওপর

রাজা

হে রানি মৌমাছি! তোমার সঙ্গে মিলন ছাড়া
মধু উৎপাদনের আর কোনো কৌশল জানি না
তোমার সেবাদাস শ্রমিকদের অন্তত একবার
সরে যেতে বলো
এই শীতের বিকেলে প্রকৃতিতে ফুটেছে সরিষার ফুল
শ্রমিকের ডানায় লেগেছে অসংখ্য পরাগ
যদিও তোমার গর্ভ থেকে উৎপন্ন আমরা সবাই
তবু আমাকেই দিয়েছ তুমি রাজার নিয়তি

কেয়ামত

এক বুড়ো ফেরেশতা আমাকে জাগিয়ে তুলে
তোমার দুই কাঁধে বসিয়ে দিয়েছিল
তুমি আমাকে দেখতে পাও না, আমিও
তবু দুহাতে লিখে চলেছি তোমার আমলনামা
মাঝে মাঝে তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করে
কী তোমার নিয়তি
একই শরীরে বসবাস আমাদের
হায়! এমনই দুর্ভাগ্য নিজেদের পরস্পর দেখি না কখনো
আমার এই লেখক-জীবনের পাণ্ডুলিপি তোমাকে জানাতে
একটা কেয়ামত লেগে যাবে

যুদ্ধমঙ্গল

যুদ্ধমঙ্গল ১

এবার আমি সম্মুখ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম মাহফুজা। এবার আমি গ্রহণ করলাম গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। আমাদের পরস্পরকে ধরাশায়ী করা ছাড়া আর কোনো যুদ্ধ থাকবে না পৃথিবীতে। তুমি তো আমাদের দেশে চিরকাল অচেনা মাহফুজা। এসব খানাখন্দে ভরা সর্পিল নদী; বর্ণিল ঋতুপ্রবাহে ক্ষণে বদলে যায় রূপ; যে কোনো আত্মরক্ষার কৌশল তুমি সংগঠিত করার আগেইড়আমি অতর্কিত চালিয়ে দেব হামলা। তোমার কর্তিত হাত ও পা, ছিটকে পড়া ঘেলুড়আমি রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পরম যত্নেড়সাজিয়ে দেব বিছানায়। পাঠ করবো তোমাকে জাগিয়ে তোলার অভয় মন্ত্র বেহুলার নিয়মে। তোমার মতো ঘোর শত্রু ছাড়া, তোমার মতো আগ্রাসী ভিনদেশী ছাড়া-আর কোনো যুদ্ধে আমি উদ্দীপ্ত হবো না। তুমি শাদা চামড়ার চতুর ব্রিটিশ! তুমি ভয়াল পাঞ্জাবি! তোমাকে পরাস্ত করা ছাড়া আমার রক্তের উদ্দামতা থামে না। আমাদের এই শত্রুতা আজন্ম মাহফুজা। এই যুদ্ধ থেকে পাবে না রেহাই আমাদের সন্ততি। তাই আমরা জেগে উঠি প্রবল আক্রোশে বংশ পরম্পরায় এই গেরিলা যুদ্ধে।

যুদ্ধমঙ্গল ২

মাহফুজা, আমরা যারা যুদ্ধের ময়দানে মারি। কিংবা যুদ্ধ না করলেও আমরা যারা মরি। আমাদের মেয়েরা যুদ্ধের ময়দানে ধর্ষিতা; যুদ্ধের বাইরে রক্ষিতা, তাদের জন্য তোমার কি কিছু বলার নেই মাহফুজা? যাই বল, যুদ্ধ তো আমরা বাঁধাইনি। আমরা যারা যুদ্ধের শিকার। যারা যুদ্ধজয়ী, আমাদের মেয়েরা তো তাদের ভোগ্যা। আমাদের হাতগুলো তাদের পয়ঃপরিষ্কারের জন্য। আমাদের শ্রম তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য ও মেদের জন্য। আমাদের ক্ষেতগুলো কর্ষিত হয় তাদের সেবাদানে। মাহফুজা আমরা যাতে যুদ্ধ থেকে না পালাই, সে জন্য আমাদের পশ্চাতে নিয়োজিত প্রশিক্ষিত কুকুর বাহিনি। আমাদের সামনে শত্রুর তরবারি; পিছনে ততোধিক নিষ্ঠুর সম্রাটবাহিনি। মাহফুজা, কথা হলো, কে আমাকে যুদ্ধে নামিয়েছে?

যুদ্ধমঙ্গল ৩

তুমি বলতে পারো মাহফুজা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি যুদ্ধড়আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনড়বাঙালির প্রথম রাষ্ট্র পরিকল্পনা। সাতচল্লিশে কি আমাদের সে কথাই বলা হয়নি মাহফুজা? মানুষ কে করেছিল ভাগড়হিন্দু ও মুসলিম; সেসব বিভক্তকারী মানুষ কি করে হতে পারে আমাদের নেতা। তুমি কি বলবে সে সব নেতারা মূর্খ, সাম্প্রদায়িক শিশ্নোদরপরায়ণ, নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতে ভূমি করেছে বাটোয়ারাড়তাহলে কি তারা আরো একটি যুদ্ধের মধ্যে দেবে না ঠেলে তোমাকে? যুদ্ধ ছাড়া তোমার কল্লা হয়ে যাবে দু'ভাগ।
মাহফুজা, ১৮৫৭ সালের সিপাইদের অসংগঠিত আত্মদান নিয়ে তুমি কি বাহবা দাও। যাদের ঝুলিয়ে দেয়ার আগে পৈচাশিক উল্লাসে কেটে নেয়া হয়েছিল অণ্ডকোষ, গরম শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল চোখের ভেতর, জিভ দিয়ে চেটে নিতে হয়েছিল সহযোদ্ধার কর্তিত খুনড়সেদিন তুমি ছিলে নবাববাড়িতে। তাদের ভুল ধরিয়ে দেবার তুমি কে! তুমি তো এখনো কালো রমণী, শাদার ভান করে আমাকে রাখছ দূরে।
মাহফুজা তুমি জানো, আরো একশ বছর আগে আরেক নবাব হারিয়েছিল রাজ্য তার ঈর্ষান্বিত স্বজনের হাতে। মাহফুজা এসব তো নবাব বদলের কাহিনি। আমি তো বৈদ্যনাথ তলায় তখনো দিচ্ছিলাম লাঙল; এখনো তার ফলায় লেগে আছে মাটি। বলো, তাহলে আমি কিভাবে স্বাধীনতা হারালাম?

যুদ্ধমঙ্গল ৪

যুদ্ধের এসব উন্মাদনা দেখে তুমি ইয়ার্কি মেরে বলো মাহফুজা, যুদ্ধ আর বুদ্ধতে কি এমন রয়েছে তফাৎ! আপন পিতা বিম্বিসার ৯৯ পুত্রকে যুদ্ধে সাবাড় করে অশোকস্তম্ভগুলো এখনো যুদ্ধের বাণী কি সোৎসাহে করে না প্রচার! বল বোধিস্বত্ব কি তার অহিংসার শিকলে কেড়ে নেয়নি নিরস্ত্রের অস্ত্র দু'খানা। রাজা মারেড়রাজার হাতে অস্ত্র। প্রজার যুদ্ধ করা না করাতে কার এসে গেল বলো?
তুমি বলবে এটা তো সত্যড়অশোক যুদ্ধ থেকে নামিয়ে নিয়েছিল হাত। শান্তির বাণী দূর দূরান্তে করেছিল প্রচার। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া তার নিজের রাজ্য কি ছিল নিজের কবলে! বেশ তো, যুদ্ধ ছাড়া যদি না থাকে রাষ্ট্রড়তাতে ক্ষতি কি! তুমি কি বলবে যুদ্ধ ও রাষ্ট্র তাহলে সমার্থক? তাহলে আমি বলি দুটিরই অবসান হোক তবে।

যুদ্ধমঙ্গল ৫

তবু বলি মাহফুজা, যুদ্ধ ছাড়া আর আমাদের আছে কি বাকি। যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল সব চলে গেছে খাজাঞ্চিতে। এমন কি যে সব অস্ত্র আমরা তুলে নিয়েছিলাম কথিত শত্রুর বিরুদ্ধেড়সে সব এখন অস্ত্রাগারের রক্ষীদের কবলে। যদিও সহোযোদ্ধারা আক্রোশে বলে, প্রয়োজন হলে আবার অস্ত্র তুলে নেব। কিন্তু কোথায় সে অস্ত্র! একমাত্র গ্রেনেড বিধ্বংসী প্রাণ ছাড়া কার্যত আমাদের হাতে আর কোনে অস্ত্র নেই।

যুদ্ধমঙ্গল ৬

মাহফুজা, আমাদের আত্মা থেমে আছে একটি যুদ্ধের ভেতর, হতে পারে দুই কুড়ি কিংবা দুই হাজার বছরের পুরনো সে যুদ্ধ, লোক ক্ষয় এবং হত্যা, কত কম লোক কত বেশি লোককে মেরেছিলড়যুদ্ধ তো এ সব বোকা বানাবার গল্প।
মাহফুজা যুদ্ধ কে অস্বীকার করতে পারে বলো? আরো একটি যুদ্ধের ভেতর ঠেলে দেয়ার ভয়ে আমরা পুরনো যুদ্ধকে মেনে নিই। তুমি জানো কিছু লোক তো এখনো যুদ্ধের ভেতরে আছে।
যুদ্ধ থেকে আমরা যারা পালিয়ে এসেছিলাম, বল, আমরা কি যুদ্ধ করিনি? জীবন নিয়ে পালানো যদি যুদ্ধ না হয়ড়তাহলে তো যে কোনো দুষ্কৃতিকারী সহজে পেতে দেবে গিলোটিনে মাথা। বল, আমরা তো এখনো বেঁচে আছি। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কে বাঁচিয়ে রেখেছে? আমাদের সেই সব পূর্বপুরুষড়যুদ্ধের উন্মুক্ত ময়দানে দুজনকে জবাই করে নিজেও হয়েছিল কোতলড়তাদের গল্প আর চাই না শুনতে মাহফুজাড়যাদের বিধবারা এখন অন্য পুরুষের বাহুলগ্নাড়আর আমরা তাদের পিতৃহীন সন্তানড়একাই করে যাচ্ছি বাঁচার লড়াই। বল, কোন সম্রাট মৃত পিতার মূল্য বুঝেছে?

যুদ্ধমঙ্গল ৭

যুদ্ধ শেষ হলে আরেকটি যুদ্ধ শুরুর প্রতীক্ষা থাকে
যুদ্ধের সময় আমরা পরস্পর মিলে যাই
জেনারেলের নির্দেশ উপেক্ষা করি না কেউ

শত্রু চিহ্নিত; নিশানা ঠিক
সামান্য ভুল হলে জীবন কাবার
যুদ্ধ মানুষকে কাছে ধরে রাখে

যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত ইটের মতো আমরা আবার ছিটকে পড়ি
একই ঘটিতে এতগুলো লোকের জল খাওয়া
রুটি ভাগভাগি
শীতের রাতে বন্ধুকে শতরঞ্জি ছেড়ে দিয়ে
নিজে সারারাত পাহারায় থাকা
যুদ্ধ শেষে এসব কেবল স্মৃতি

যুদ্ধবিহীন মানুষ বিচ্ছিন্ন ছিটকে পড়া
পরস্পর কাছে আসতে পারে না
তাই নিজেরা আরেকটি যুদ্ধের খোঁজে স্বজনের বিরুদ্ধে
লেগে থাকে সারাক্ষণ

যুদ্ধমঙ্গল ৮

তুমি যখন পল্টন ময়দানে বক্তৃতা দাও
তখন প্রতিপক্ষকে আহ্বান করো দ্বন্দ্বে
যেন এক ভয়াবহ যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব বর্তেছে তোমার উপর
তুমি প্রথমে একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করো
তারপর কামনা করো বাকি অর্ধের বিনাশ
যদিও শরীরের নিচের দিকে বিভক্ত বলেই
মানুষ পায়ের উপর চলতে পারে
কিন্তু দুপা দুদিক থেকে চালাতে গেলে
কিংবা একটি কেটে ফেললে
বস্তুত দুপায়ের ভর এসে পরবে তোমার উপর
তুমি তখন পঙ্গু মানুষ
হাঁটতে পারবে না

কিছুদূর এক পায়ে লাফিয়ে চলার সুখ
তারপর ফুটপাতে হাত পেতে থাকা
একটি জাতিকে পল্টনে দাঁড় করিয়ে
কথার ছুরিতে দ্বিখণ্ডিত করা
এও এক বিকৃত যুদ্ধের নাম

সন্ধি

অনেক হয়েছে লড়াই এবার সন্ধির পালা
ক্লান্ত সৈনিকেরা অনন্ত ঘুমের কোলে নিয়েছে আশ্রয়
দূরাগামী অশ্বে সোয়ার হয়ে যারা এসেছিল প্রান্তরে
কিংবা অগ্রগামী পদাতিকের বেশে
তারা আজ কেউ নেই যুদ্ধের ময়দানে
তাদের কর্তিত হাত, বিখণ্ডিত দেহ
ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে অপরাহ্নের বাতাসে

কেউ কি কোথাও আছে-আমাদের পতিত ঝাণ্ডা
অনন্তর বাতাসে উড়িয়ে দেবে পুনরায় যুদ্ধের আগে

তুমি আজ বিধ্বস্ত একাকী দাঁড়িয়ে আছ সমর প্রান্তরে
আমি হৃত সর্বস্ব ভিক্ষুকের বেশে-শাদা রুমাল উড়িয়ে
তোমার প্রেরিত দূতের প্রতীক্ষায়...

তুমি ছিলে একদিন দিগ্বিজয়ী মহারানী ভিক্টোরিয়া
আমি হতভাগ্য বাহাদুর শাহ জাফর
দুগজ জমির কাঙাল
আজ আমাদের বিশ্রামকাল অফুরান জাজিমে

অথচ আজ আর কেউ পরাস্ত নই
সন্ধি তো যুদ্ধের নিয়ম।

গ্রামকুট (২০১৫)

বিহঙ্গের মা

একটি গাছ কর্তন মানে অসংখ্য পাখিহত্যা
বৃক্ষ তো বিহঙ্গের মা; ওরা বাচ্চা প্রসবকালে
মায়ের আশ্রয়ে ফিরে আসে
মা খড়কুটো দিয়ে মগডালে বানিয়ে দেয়
একটি ডিম রাখার পাত্র—যাতে দুষ্ট ছেলেরা
কেড়ে নিতে না পারে ওদের নাতিদের

ভোর হওয়ার আগেই পল্লবের ইশারায় তারা
জাগিয়ে তোলে উড়ন্ত শিশুদের
যাদের চঞ্চুতে বয়ে আনা আলোর কুচি
ছড়িয়ে যায় লোকালয়ে
ওদের বাচ্চাদের বিচিত্র কলস্বরে
মানুষ ফিরে পায় আরেকটি সূর্যের ভোর

গাছ-কাটা গেলে মানুষ জাগতে পারবে না
কারণ পাখিই তো ঘুম ভাঙিয়ে দেবে মানুষের
আর বিহঙ্গের মা নিহত হলে
কোথায় পাওয়া যাবে ডিম রাখার পাত্র

গাছ হলো—রাত ও দিনের উল্লম্ব ঠিকানা।

ঘোড়া ও কুকুর বিষয়ক রচনা

ঘোড়া নিয়ে কবিতা লেখা যত সহজ কুকুর নিয়ে ততটা সহজ না; ঘোড়া যুদ্ধের প্রতীক আর কুকুর ম্লেচ্ছ প্রাণি; যদিও দিগ্বিজয়ের গল্প অহেতুক ইতিহাসে নেয়নি আশ্রয়; কেবল ক্ষুন্নবৃত্তি—গ্রামের মেঠপথ ধরে মরকুটে ঘোড়া বারকয়েক হোঁচট খেয়ে টাঙা টেনে অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছে; তবু বাবুরা এসেছেন বলে উলঙ্গ শিশুরা আনন্দে নেচে উঠে বিকেলের বাতাসে। ঘোড়া যদিও এনেছে বয়ে আর্য-গ্রিক-তুর্কি সেনাদের; ঘোড়ার ক্ষুরের নিচে যদিও বাঙালির পরাজয়; ঘোড়াদের অবাধ বিচরণ তবু দাসত্বের মুক্তির সাধ। ঘোড়া নিয়ে কবিতা লেখা তাই গ্লানি দেখি না।

অথচ কুকুর! আমি যদি বলি—দশটি কুকুরের সাথে আমার হয়েছিল দেখা; কোনোটির শরীর ছিল গাঢ় কালোর নিচে ফুলকুঁড়ি আঁকা—যদিও শরীর ছিল অপোক্ত তবু মন তার প্রভুভক্তিভরা; কোনোটির লম্বা লোমের নিচে ঢাকা ছিল কানের সৌন্দর্য—অসমর্থ শরীর হলেও তার কুঁইকুঁই চিৎকারে শত্রু-মিত্র সমান বিরক্ত; কুকুরের যদিও রয়েছে বাহারি নাম—গ্রেহাউন্ড কিংবা শেফার্ড; তবু তারা কুকুরের বাচ্চা। যে সব ধূসর নেকড়ে ক্ষুধা আর একাকিত্বের ভয়ে একদিন শাণিত ছেদন দাঁত খুলে মানুষের পশ্চাতে নিয়েছিল আশ্রয়; তাদের বাচ্চারা যদিও পেয়েছে উপকারী বন্ধুত্বের খেতাব; তবু অন্ধকার রাত্রি এলে তাদের রক্তে জেগে উঠে পূর্বপুরুষের ক্রোধ—তখন প্রভুর সকল কীর্তি বিনষ্ট করে অচেনা জোছনায় দুবোতল হুইস্কির সাথে করে মনিবের মাংসের মচ্ছব।

স্বজাতি

একটি সিংহ জন্মেই দেখলো
কেউ তার বাপ নয়, হত্যাকারী
ভাই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী
বোন নয়, যোনিদ্বার
কেবল মা ছিল কিছুদিন
সেও হয়তো মা নয়
একটি নারী সিংহের সংসার

সেখানে একটি পুরুষ—সাহসী শক্তিবান
অলস ও ভোজনবিলাসী
আর কিছু মেয়ে ও পুরুষ—অনুগামী

যদিও সকল বন তারা একাই দাপিয়ে বেড়ায়
তবু স্বজাত্যের দর্শনে
তাদেরও হৃদকম্প হয়।

গোলাপ না ফুটলেও ভালো

গোলাপ না ফুটলেও ভালো
গোলাপ কলিকেও পীড়ন করে অনেকেই আনন্দিত হয়
সবুজ বৃন্তের পরতগুলি তারা আস্তে আস্তে খুলে ফেলে
তারপর অফুটন্ত পাপড়িগুলি আঙুলের চাপে সোজা করে ধরে
যে সব পরাগ ও গর্ভকেশর তখনও ফোটেনি
তাদের অনুভূতি কোনোদিন দেবে না সারা
যারা সকলেই ছিল আগামী গোলাপের জন্মদাত্রী
পিতামহীর শরীর ছেনে একটি অমূল্য ডিম
যারা এনেছিল বয়ে
পরিণামহীন হাতের ঘষ্টানিতে ঝরে গেল তারা
যদিও এইসব প্রশ্ন আমাকে বহুবার হয়েছে শুনতে
এই ধর যদিও বা প্রস্ফুটিত হতো এই গোলাপকুঁড়ি
গোলাপাঙ্গ মেলে ধরতো সূর্যের পানে
একটি মধুকরি সন্তর্পনে তার পাখার গুঞ্জরণে
মেখে নিতো পরাগ
তারপর ফুল নিজেই ঝরে যেতো
সকলেই জানে স্যাডিস্ট আর ধর্ষকামীদের
এই হলো জনপ্রিয় ব্যাখ্যার ধরণ
যদিও ফুলকে আমরা করেছি ভালোবাসার প্রতীক
তাই জীবন ও মৃত্যুতে ফুলের সমর্পণ

ফুলের জীবনও মানুষের মতো অনিশ্চয়তায় ভরা
একটি ফুলের বদলে মানুষ চায় অসংখ্য ফুল
যার পরাগ ও বৃন্ত বিচ্ছেদ করে মানুষের সুখ
কিন্তু যে অবিনশ্বর জীবনের গতি
ফুল বয়ে নিয়ে চলে অনন্তের পানে
তাদের অপুষ্ট গর্ভাশয়ে লুকানো থাকে অপুরণীয় আশা
যা মানুষকে জাগিয়ে রাখে ভবিষ্যতের পানে।

আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রামে ছিল তখন গরুটানা লাঙল
মহিষ দেখা যেতো কদাচিৎ
দূরগ্রামে ঘোড়ার লাঙল দেখে অবাক হয়েছি খুব
গরু ছিল না বলে রহিমের হাতেটানা লাঙল
বউ আর ছেলে মেয়ে পালা করে টানে
বাড়ির আঙিনায় কিছু শাক-সবজি বুনতে তো হবে
মুরগি তেড়ে ধরতো কুক্কুট
কিছুক্ষণ প্রাণান্ত ছুটে সমর্পণ করে দিত নিজের দেহ
একটি কুকুর আরেকটি কুকুরকে লেজে বেঁধে
নিয়ে যেতো কার্তিক মাসে
ষাঁড় তার বিশাল দেহে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে যেত দৈবাৎ
এমন আচানক খবর কোনো শিশু শুনবে না আর
জানবে না প্রতিদিন ভানুর আগমন
মায়ের অবাধ্য সন্তান
অথচ মানুষ জানত পৃথিবীতে একদা ছিল সূর্যতনয়
তাদের গর্ভেধারণ করেছিল সূর্যপুত্রী
প্রাচীন রাজারা উঠেছিল বেড়ে তাদের গর্ভে
চাঁদ যদিও মামা
সূর্যের সাথে পরকীয়া তার
ধান কাটার আগে যে সব জলের জারজ

আমাদের দেখাতো ভয়
তাদের বুকের উপর পাল তুলে আমরাও চলে গেছি দূরে
নানাদের বাড়ি, মাছ ধরে খেয়েছি স্রোতের টানে
পানিতে পড়ে সেবার মরে গেল হাবিলের ভাই
ঢোল হয়ে ভেসে উঠলো বিশু মাঝি
নারীরা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে ডুবন্ত সলিলে
পুরুষের উল্টো রীতি সকলেই জানে
আমাদের গ্রামে ছিল এক ঘর নাপিত
জমির লোভে তাদের কেউ দিয়েছে খেদিয়ে

হিন্দুর পো মুসলমানের দেশে থাকে

ভাতারের খাবি, গুণ গাবি লাঙের
হিন্দু কিবা মুসলিম দুর্বলের ধর্ম গরিবি
তারপরে সকলে বলি ভাই
একটি গ্রাম ছিল আমরা আছি কি বা নাই।

তালগাছ

একটি তালগাছের স্মৃতি আমার হৃদয়ে জেগে আছে
আমাদের পুবের ঘর ঘেঁষে ছিল সে দাঁড়িয়ে
গ্রাম থেকে যারা কাজের খোঁজে বেরিয়ে যেত সকালে
সন্ধ্যায় তালবৃন্তের আহ্বানে ফিরে আসত তারা
যদিও হাতির কান আর তালপাতার সাদৃশ্য চলে না
তবু রাজার সান্ত্রীর মতো গম্ভীর তার আহ্বান
লম্বমান বৃক্ষ ছিল সোমবছর উৎসবের কেন্দ্রে
ধান ও কাউনের মৌসুম শুরু হওয়ার আগে
পর্বতের ওপার থেকে উড়ে আসত বাবুইয়ের ঝাঁক
তালের শাখায় বুনত শৈল্পিক আবাস

সারাদিন কর্মব্যস্ত কারিগর পাখিদের চঞ্চুর চঞ্চলতা
ডিম রাখার জন্য আলাদা প্রকোষ্ঠ—আলোর জন্য
একটি জোনাক পোঁকা—পাওয়ার সেভিংস বাল্ব
সারারাত জ্বালিয়ে রাখত বাবুইয়ের মা
তাদের ছানারা বড় হলে, বনের পাখিরা
বনে যেতো ফিরে, এর মধ্যে দুষ্টু পোলাপান
বাসার মধ্যে খেজুর পাতার ফাঁদ রাখত পেতে
ছোটসোনা পাখিরা তাদের হাতে খাঁচায় পড়তো ধরা
মুরুব্বিরা এসব পছন্দ করতো না, বলত এরা মেহমান
তাদের ফিরে আসার সঙ্গে ছিল উৎসবের যোগ
খুশি হতো গ্রামের মানুষ; এমনকি বড়গলার শকুনেরা
মৃত গরুদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এই গাছে
নির্ভয়ে নিত সাময়িক আশ্রয়; এরা নাকি মানুষের চেয়ে
দয়ালু প্রাণি, জীবিতদের কখনো আঘাত করেনি
এতো ছিল বাইরের কথা; তালগাছের নিজেরও
একটি জীবন ছিল মানুষের মতো
গ্রীষ্মে এক অজানা আনন্দে দুলে উঠতো পাতা
পুরুষ তালগাছ থেকে ষাঁড়ের গোপনাঙ্গের মতো
বেরিয়ে পড়ত হলুদ জটা; মেয়ে গাছগুলো দূরে
দাঁড়িয়ে তালস্তনের ইশারায় কেঁপে উঠতো।

তালকুরের জন্য আমাদের প্রতীক্ষার তখন শুরু
গ্রামের আনার গাছি পুরুষের জটাগুলো কেটে
তালকীর জন্য পেতে রাখতো মাটির হাঁড়ি।
চুন দিলে কেটে যাবে ঘোলাটে ভাব
শিশুরাও খেতে পারবে।
যদিও সেই তালগাছটি আজ নেই
আমরাও আর গ্রামে ফিরি না, তবু
শৈশবের জাতিস্মর হয়ে আমার বুকের মধ্যে
এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সে তালস্তপ্রাণ।

জ্ঞান ও আয়ু

আয়ু ফুরিয়ে গেলে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়
জীবনের সকল শেষ ও সুন্দর আমাদের আয়ুর সাথে থাকে
আমাদের সকল পাঠ ও অভিজ্ঞতা
সময়ের বিনিময়ে সঞ্চিত হতে থাকে
মানুষ জানে—জীবন সময়ের নাম
সময় উদযাপনের তাড়না
ফুরিয়ে যাবার ভয় ব্যতিব্যস্ত করে রাখে তাকে
যদিও একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থিত হয়ে থাকে
সকল কিছুর শেষে অর্থহীন কর্মহীন শূন্যতা পেয়ে বসে
গতকাল হয়তো ছিলেম ভালো
আজকের দিন মাটি হয়ে গেল
পৃথিবীর সকল মানুষ মিলে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছে বেশ
কিন্তু সঠিক উত্তরের অপেক্ষা হয়নি কো শেষ
অনেক ইমারত গড়েছি আমরা
বহুদূরে চলে গেছে রেলের লাইন
বিনা তারেও কথা হয় বেশ
কথার ফুলঝুড়ি—দর্শন ও বিজ্ঞান—কে কার চেয়ে বড়
ঈশ্বর আছে বা নাই এইসব যুক্তির কোনোদিন হবে না শেষ
কনফুসিয়াস বুদ্ধ ঈশা বা মোসেস
শ্রীকৃষ্ণ বারংবার জন্মাবেন হয়তো আমাদের নবী
ঈশ্বর না থাকলে এতসব কীর্তি কার কাছে গচ্ছিত রবে
সকল পাপের ভার দুঃখ ও আনন্দের কথা ভেবে
ক্ষয়িষ্ণু আয়ুর কাছে রেখে যাব তবে
তবু পরমায়ু শেষ হলে মানুষ প্রাপ্ত হবে প্রকৃত জ্ঞান
হতে পারে সকল বিতর্কের অবসান
পৃথিবীর কারবার শেষ হলে বস্তু ও শূন্যতার মাঝে
প্রকৃত জ্ঞানের আলো পরপারে খেয়াযান হয়ে ভাসে।

লিপি

আমার এইসব রচনা—সময়ের সঙ্গে থাকবে বলে
আমরা প্রত্যেকেই সময়ের ডায়েরি, লিপি ও ভাষা
আমি যখন থাকব না, বন্ধ হয়ে যাবে লেখার খাতা
পুরনো বছরের ডায়েরির মতো স্তূপিকৃত হয়ে থাকবে সব
সময় এগিয়ে যাবে—যদিও তার হবে না সময় পড়ে দেখার
যেভাবে আমাদের হয় না পড়া পুরনো ডায়েরি
তবে মাঝে মাঝে পড়লে পুরনো স্মৃতিগুলি
আপন হয়ে দেখা দেয়—যদিও তা ছিল অতীব দুঃখের
একই কষ্ট মানুষকে দু'বার আঘাত করে না
আমরা যে কষ্টের ছবি দেখি, বিরহের সিনেমা
পরিণামে সেইসব আমাদের পরিতৃপ্তি দেয়
মূলত আমরা আমাদের কষ্টগুলো পুনরায় স্মরণ করি
আমারও এক প্রিয় বোনের অকালে হয়েছিল মৃত্যু
শেষ সময় মায়ের বিছানার পাশে হয়নি থাকা
বেকার ছিলাম বলে চলে গেছে প্রথম প্রেমিকা
বাবার অবাধ্যতা কষ্টের নিনাদ হয়ে বাজে
তবু মিথ্যা অভিযোগ—পরাজয়ের গ্লানি
একদিন এসব আমাদের সান্ত্বনা দেয়
অবশ্য এসব লিখি অথবা না লিখি
সময়ের তার জন্য থাকবে না আফসোস
তবু আমরা সমুদ্র সৈকতে বালির উপর যত্ন করে
নিজেদের নাম লিখে আসি
ঢেউগুলো আদর করে সেই বার্তা বয়ে নিয়ে যায়
সাগরের দেবতার কাছে
যদিও মানুষ ভাবে ঢেউ এসে নষ্ট করে দিয়ে গেছে সব
অথচ তার নিবেদন ছিল—মহাকাল তুলে নেবে তাকে
মানুষ জানে না—দৃশ্যমান শরীর থাকলে জেগে ওঠে ক্ষুদ্রতার বোধ
কেবল শরীরের বিলয় আমাদের চিরম্লান করে।

গড্ডলিকা

আমি সেই ভেড়াদের চিনি
যারা আমার জন্মের সময় স্বর্গের উদ্যান থেকে এসেছিল নেমে
যাদের বাকানো শিং, ধূসর রোমের সাথে মিশে ছিল
অন্য এক পৃথিবীর গান
জলস্থলে অন্তরীক্ষে বিচরণ কালে তারা আমার নাম ধরে ডাকে
পৃথিবীর মা-দের কাছেও তারা আমাকে ভাবে না নিরাপদ
গভীর ক্লান্তিতে মানুষের মা-রা ঘুমিয়ে পড়লে
তারা ঘরে ফিরে আসে
শিথানের কাছে গাইতে থাকে ঘুম পাড়ানি গান
বলে, গুণে দেখ তোমার মাসিরা ঠিক আছে কিনা
জানি, এখনো আনাঘ্রাত তাদের উরুসন্ধি পয়োধর
তাদের নৃত্যের তালে—অলোকানন্দ
বেদনার গভীরতা জেগে ওঠে
তাদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা নাম
যদিও পৃথিবীর মানুষ তাদের সংখ্যার আদলে চেনে
অথচ নামের থাকে না প্রয়োজন নিজের কাছে
এই নামহীন ভেড়িদের দুগ্ধপান রতিক্রিয়া শেষে
ফিরে যাই তাদের জগতে
জানতে ইচ্ছে করে আমি তবে কে
কে তবে এনেছে আমাকে
এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জানি নেই প্রয়োজন
নেই দর্শন তত্ত্বের জটিলতা
শুধু জানি, এইসব ভেড়ার পাল, ভেড়িদের সাথে
রয়েছে গাঁথা আমার জন্মের মানে।

দীর্ঘশ্বাস

কি যেন আমরা চেয়েছিলাম জানতে
কি যেন করতে চেয়েছিলাম
সমুদ্রের বালুতটে যেসব ঢেউ আছড়ে পড়েছিল
আমরা জানি না তার গন্তব্যের খবর
কোথা থেকে পেয়েছিলাম ত্যাগ ও ভোগের চেতনা
জ্ঞান ও ক্ষমতা আমাকে রাখিবে ধরে
সর্বাগ্রে পর্বত চূড়ায়
অথবা ধূলোয় মিলিয়ে যাব গোধূলি বেলায়
কতজন নারীর সান্নিধ্য পারে আমাদের পরিত্রাণ দিতে
কতজন মুণির ধ্যান অর্থপূর্ণ হবে
এই সব জীবনের চালিকাশক্তি
ফুরিয়ে যাবে জাফলং নদীর পাহাড়ি স্রোতায়
দিনান্তে ধেনুর পাল কোনোদিন ফিরিবে না আর
ফিরিবে না বহিয়া গেছে যে সব বাতাস
কেবল সন্ত্রস্ত হরিণের
দীর্ঘশ্বাস শুষে নেবে রক্তাক্ত ঘাস।

ভার্টিক্যাল

ঈশ্বরের জগত হরিজন্টল
মানুষ ভার্টিক্যাল সৃষ্টি
যেমন একটা মাছ কিংবা মহিষ
মাটির সাথে আলম্ব হেঁটে বেড়ায়
একটি নদী বয়ে যায় দিগন্তের দিকে
মাটি হলো মানুষের মা
এই সত্য অস্বীকার করেনি বিষধর সাপ
মায়ের পেটের সাথে বুক রেখে
আজীবন প্রার্থনায় থাকে সে

কেবল মানুষ অকৃতজ্ঞ হলে
সাপ তুলে ধরে ফণা
মাটির অবাধ্যতার পাপ করে না সে ক্ষমা
অথচ মানুষের বাচ্চারা
বিছানায় শুয়ে মূত্রত্যাগ করে
হামাগুড়ি দিয়ে চারপায়ে হাঁটে কিছুদিন
অতঃপর মাটির সাথে রাখে না যোগ
দূর থেকে যারা দূরান্তে যায়
ঈশ্বরের অভিপ্রায় তারা দিগন্তে থাকুক
কেবল বৃক্ষের জন্য রয়েছে অন্য রীতি
বৃক্ষ মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না বলে
মাটি তাকে অবনত করেনি
অথচ মানুষ—নিজ হাতে যাদের বানিয়েছে
এমনকি তাদের ঘুমাবার স্থান
অহংকারে দাঁড়িয়ে থাকে ঊর্ধ্বমুখী
ঈশ্বরের রাজ্যে উল্লম্ব পাপ
মানুষের হাত যেমন ধ্বংসের উৎস
সকল সুখ হত্যা করে নিরানন্দে
আমরা বুঝি না এর মানে।

সহোদর

আমরা যখন বেড়ে উঠি আমাদের সঙ্গে হত্যা ও গ্রেনেড বেড়ে উঠে
আমাদের পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে মৃত্যুর ফেরেশতা
শিশু ও বৃদ্ধদের কব্জা করা যত সহজ
তারুণ্য বাগে আনা ততটাই কঠিন
ঝড়ঝঞ্ঝা সাগরে জলোচ্ছ্বাস মাটিতে নেমে আসে বিদ্যুতের চমক
মানুষের সংখ্যা ছিল যখন হাতে গোনা
তখন নিজেই নিষ্পন্ন করতে পারতেন মৃত্যুর দেবতা
এখন দেশে দেশে গড়ে তুলছে সে নিত্য নতুন মারণাস্ত্রের কারখানা

তার প্রতিনিধিরা বসছে সিংহাসনের চূড়ায়
এক কাঠিতে বাজবে না বলে অন্যদের বঞ্চিত করেনি

যুদ্ধ যদিও আজ আমি খারাপ দেখি না
মৃত্যুকে আজ আর দিই না অভিশাপ
মৃত্যুকে আজ আমি পোষা-কুকুরের মতো
শিকলে বেঁধে পিছে পিছে ঘোরাই
খেলি প্রতিমুহূর্তে নিজের সঙ্গে জয়ের খেলা
আমার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে
শিয়রের কাছে জেগে থাকে সে
মৃত্যু আমার সহোদর বটে
একই মায়ের পেটে হয়েছিল আমাদের জন্ম
মৃত্যু আছে বলেই আমি যুদ্ধে অজেয়
সকল বিক্ষুব্ধ নদী পার শেষে
পরম মাতার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে সে।

জন্মদিন

আমার জন্মদিন হয়ে গেছে জন্মের আগে
যদিও আমাদের জানা নাই তার সঠিক দিনক্ষণ কবে
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছিল যে-সব জলের ধারা
তাদের কেউ বাতাসে এসেছিল ভেসে
কেউ তারা হারিয়ে গেছে সমুদ্রের চড়ায়
গাছের বাকল থেকে ঝড়ে পড়ে যে-সব কস
জমাট বাঁধেনি যে রক্তের ধারা
তাদের হাজার জন্মের কাহিনি কে তবে কবে
প্রথম জন্মের দিনে পিতামহ এনেছিলেন পিঠা
তার কি জানা ছিল পুত্রবধূর প্রকোষ্ঠের খবর
আমরা শুধু জানি জন্মের হয় নাকো দিন
কেবল পালন করি বাসা বদলের উৎসব

তুমি এতদিনে যেসব বাসা করেছে বদল
অনেক ফুল ফুটেছিল সেখানে
রয়েছে অনেক মৃত্যু—সঙ্গমের স্মৃতি
বাথরুমে স্লিপ খেয়ে কোমর ভেঙেছিল মা
কোনো অবসরে ডেকেছিল বাড়িওয়ালার তরুণ ভার্যা
তার মানে ছিল—তুমি যা বুঝেছিলে তেমন; কিংবা অন্য কিছু
সকল কথার জন্মদিন আছে
আমরা খুঁজেছি কি সকল নদীর যাত্রার দিন
নদী মরে যাবে একদিন
ধূ-ধূ লাশ পড়ে রবে মাঠের ভেতর
তারপর একদিন শূন্যে মিশে যাবে বাতাসের গায়
কত কত মৃত্যু নিয়ে পৃথিবী বেঁচে আছে
তার বেদনার কথা কখনো ভাবি নাই
হে পৃথ্বি, জননী আমার
আমরা মরে গেলেও আমাদের সমাধি রয়ে যাবে তোমার ভেতর
তুমি উর্বরা হও, ঋতুবতী হও পুনরায় প্রসব করো আমাদের
আবার আসুক ফিরে নতুন জন্মদিন তবে।

পুতুল পাখি

যে সব পাখি মরে গেল হাত থেকে পড়ে
দুখণ্ড হয়ে গেল মাটির দেহ
থাকল দু'ডানা দু'দিক পড়ে
যদিও তাদের বুকে ছিল উড়বার সাধ
মাটির পুতুল তাই আমরা দেখতে পাইনি
কুম্ভের ঘূর্ণায়মান চাকা তাকে দিয়েছিল উড়বার বেগ
ম্যাজেন্টা রঙ দিয়েছিল কুমারের মেয়ে
কোথায় ছিল তার মাটির আবাস
শরীরে লেগে ছিল বহু জনমের আদর
উড়ার ইচ্ছা থেকে এসেছিল আমাদের গাঁয়ে

আমার পুত্র ও কন্যাকে ডেকেছিল জনক-জননী
তাদের ছিল সে নাড়িছেঁড়া ধন
মায়ের বিয়ের শাড়ি কেটে
বানিয়ে দিয়েছিল জামা
রাতে তারা ঘুমাতো এক সাথে
মানব সৃষ্টির রহস্যও তাই
প্রাচীন কিতাবে লেখা আছে সেই সব কথা
মাটি দিয়ে ঈশ্বর গড়েছিলেন আদমমূর্তি
একাকীত্বের কষ্ট দেখে দিলেন সঙ্গিনী
এই তবে ইচ্ছের খেলা
কিন্তু যে সব পাখি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়
তারাও কি একাকিত্বের যন্ত্রণা সইতে পারেনি
তাদের শিশু পিতামাতা
পুতুল বিহঙ্গের কষ্ট বোঝেনি
তাই খাট থেকে পড়ে হয়ে গেল অর্ধনারীশ্বর
যদিও তাদের উড়া এখন হয়ে যাবে কঠিন
তবু দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে
পিতামার দৃষ্টির আড়ালে উড়ে
যাবে খণ্ডিত সঙ্গীর খোঁজে
যখন হবে বিভাজিত ডানার মিলন
তখন আনন্দে উঠবে কেঁদে

তবু তারা জেনে গেছে—মুক্তির পথ বিচ্ছেদে
তারপর একদিন টুকরো টুকরো
অসংখ্য মাটির পুতুল হয়ে
ফিরে যাবে উৎসের সন্ধানে।

খাঁটি বাঙালি

এখনো সবাই বলছে আমরা নাকি বিদেশী আইনের অধিনে
যেভাবে আমরা ব্রিটিশের অধীনে ছিলাম একশত নব্বই বছর
তার আগে আমাদের শাসন করেছিল মোগল
পাঠান কিংবা সুলতানি আমল
তার আগে দক্ষিণ থেকে বল্লালি বলাই
পালদের বাড়িও হয়তো এখানে নয়
হাতির পিঠে চড়ে এসেছিল গোপাল
বাঙালির শাসন এই প্রথম
পাকিরাও অল্পদিনে কম গুণ্ডামি করেনি
যেন ভাবখানা এমন, জন্মে তুই আজন্ম গোলাম
তাই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ঐ এক উপায়
অভ্যাস থেকে কিছুতেই আমরা বেরুতে পারছি না
আপাত আমাদের বাঙালি মনে হলেও
শাসকদের অস্ত্র তৈরি হচ্ছে ব্রিটেন
তাদের রান্না হচ্ছে প্রতিবেশির বাড়িতে
তাদের চিন্তার সঙ্গে অন্য জগতের মিল বেশি
রাষ্ট্রবিজ্ঞানিরা এটাকে বলেন, কালো চামড়ার শাদা মুখোশ
আর ফ্রয়েড—পেনিস ইনভি—মেয়ে লোকের পুরুষ হবার বাসনা
কারণ পুরুষরা তাদের অনেক মেরেছে
সুযোগ পেলে মনের ঝাল পুরোটা মেটাবে
তবে পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ
এখন বিছানায় খায় বিছানায় হাগে
আগে তো সবাই জানত
আমাদের মারছে অন্যলোকে
অন্তত অপমান ছিল না—শত্রু ছিল চিহ্নিত
এখন কে শত্রু আর কে মিত্র আল্লাহ মালুম
সবাই মিত্র বেশে সিঁধ কাটে
এমনকি যারা বাইরে থেকে পরামর্শ বিতরণ করে
তারাও দুঃখ পায়—তবে
আমাদের ভূত এখনো তোমাদের ঘাড়ে
যুধিষ্টির যার স্বামী তার দুঃখের নেই শেষ
কিভাবে আমরা মুক্তি পাব স্বজাতির পীড়ন
হয়তো রক্ত বিশুদ্ধ হতে
খাঁটি বাঙালি হতে আরো লাগবে কয়েক শত বছর।

পাঁঠা ও ডাক্তার

পাঁঠাকে গ্রামের লোক ডাক্তার বলে
প্রজননকালে ছাগি ভ্যা ভ্যা করে
মালিক বুঝতে পারে এখন পাল খাওয়ার সময়
মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণির মিলনে আনন্দ নেই
আছে বংশ রক্ষার তাগিদ, তাই ঋতুবতী ছাগলের
সন্তানের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে গাঁয়ের বালক
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায়
গ্রামের মানুষের বড় কৌতূহল
সবকিছু পইপই জানতে চায়
বালক উত্তরে বলে, ডাক্তারের কাছে যাই
সন্তান ধারণ সত্যিই এক অসুখ
এ রোগ কেবল নারীদের হয়
পুরুষ শুধু জানে সে রোগের ওষুধ
তবে ডাক্তারের মতো বড় বেশি বিনিময় চায়।

বায়ুনামা

বায়ু, হে প্রাণের বায়ু—তোমরা বাহিত হও এক মহালয় গোপন সুড়ঙ্গ থেকে বহুকাল
বন্দিত্বের শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে কিংবা অগণিত জন্মের ঢেউয়ের ভেতরে কোনো এক ফেরেশতা
দিয়েছিল তোমাদের অসীম শূন্যতায় ছেড়ে; হতে পারে মিকাইলের নিরন্তর বাঁশির শব্দে;
কিংবা হতে পারে কোন এক কালো দেবতার সান্নিধ্য পেতে চেয়েছিল রাধা
সাগর-নদী-পর্বত-মাঠ-বন ও প্রান্তরের পথ ধরে দয়িতের সন্ধানে
তোমরা চলেছ ছুটে; কেউ তোমাদের পারেনি ফেরাতে—অবাধ্য সন্তান ঘূর্ণায়মান জলের
স্তম্ভের ভেতরে পাক খেয়ে উঠে যাও গগনের পথে তোমরা আসনি ফিরে, তোমরা আস না
ফিরে; কোথায় মিলিয়ে যাও কোথায় মিলিত হও অভেদ আত্মার সাথে কিংবা অফুরন্ত সুতার
টানে অতলান্তে মিলিয়ে যাও, সেইসব গহ্বর ভেদ করে পারে না যেতে শীতের সারস; তার
উড়াউড়ি ডানার উত্থান—বাতাসে ভাসিয়া থাকে তাদের চর্বির ঘ্রাণ, তাদের সোয়াইন
ফ্লু—তোমায় নিয়েছে আশ্রয়

অথবা তোমরা ঘুরে আস আবার একটি বর্তুলাকার গোলাকার
গোলকের ভেতর; তোমরা তো আমাদের কাছে থাকো, ছুঁয়ে থাকো—তবু তোমাদের তো
আমরা দেখি না কখনো; আমাদের সন্তানের লালন-পালন গবাদি পশুর চলাফেরা, আমাদের
চুলাতে অম্লজান ঠিক রাখা সব নিরন্তর তোমাদের কাজ; তোমরা বহিয়া যাও; তোমাদের
দুষ্টুমি বৃক্ষের পল্লবে সুড়সুড়ি দেয়া; খলখল হেসে ওঠা; খেলাচ্ছলে আমাদের প্রেমিকার চুল
কিংবা তার বক্ষযুগল থেকে দোপট্টা খুলে এনে আমার আননে স্পর্শ রাখ; হৃদয়ে কম্পন
তুলে ফাজিল বালিকার মতো শূন্যতায় মিলে যাও; আমাদের সকল চিন্তা, আমাদের ভয় ও
শঙ্কা ভাত ও কামনা—আমাদের টিকে থাকার লড়াই—শারীরের অস্তিত্ব তুলে ধরো,
এমনটি হতে পারে যদি—সব আছে, তুমি চলে গেছ দূরে ভুলে গেছ আমাদের হাঁপরে
বাতাস চালাতে; হয়তো তোমার কয়লায় পড়েছিল টান; কিংবা ইউনিকল দেয়নি ছেড়ে
তোমার জ্বালানি সেইসব ভয়ঙ্কর শূন্যতার কথা আমাকে দিও না প্রভঞ্জন

হে বায়ু, প্রাণের সমীরণ—তুমি কি আমার ঈশ্বরী কিংবা তার নিরাকার দূত যে আমাকে
অফুরন্ত বিরহের মধ্যে ফেলে রেখে করিতেছ গোপন লীলা তবু তুমি অবারিত আনন্দের
মাঝে বিষণ্ন হও, বিরক্ত হও—কার কথা ভেবে সূর্যের অপরিমেয় উত্তাপে—তোমার
শীতলতা যখন শূন্যের কোঠায় মত্ত মাতঙ্গের মতো তুমি হয়ে ওঠো ভয়ঙ্কর—ভাসিয়ে
নিতে চাও তোমার সৃষ্টজগৎ, সমুদ্রের পানিতে ঘূর্ণি তুলে জুড়াও শরীরের জ্বালা পুনরায়
জেগে ওঠে ভূখণ্ড; নতুন করে নির্মাণ করো তোমার হারানো রূপ

আমাদের বাক্য ও বাণী আমাদের সুর ও সংঘাত চিরন্তন সঙ্গীতের টান
কণ্ঠের উঠানামা ষড়যন্ত্রের উত্থান বাতাসের ক্রীড়াভিন্ন তো নয়
সেইসব দিনের কথা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়, ইথারে ভাসিয়া বেড়ায়
তখনো আমাদের ঘরগুলো হয়নিকো বাঁধা, তখনো পিতার সংসার
কোথা থেকে আমাদের এনেছিল ফেলে গ্রীষ্মের প্রবল বাতাসে
তুমিই কানে কানে বাজিয়ে দিলে আমাদের অচেনা মিলনের সুর
আমরা জন্ম দিলাম আনন্দের সুর আমাদের কণ্ঠগুলো মিলে গেল
বাতাসের কন্দরে—রবীন্দ্রনাথের চিতার আগুন গান্ধির দেহভস্ম
আমাদের চারপাশে ওড়ে বিষণ্ন বাতাসে—আমরা গেয়ে উঠি গান
আমাদের কান্নাগুলো মিলে যায় অনিল সমীরে...

বায়ুবদাভাস

শরীরকে লীলা ভেবে এতকাল সেখানে ছিল তোমার বিরাজ
কোনো এক চতুর তস্করের মতো মাটি ও পানির প্রতিটি রন্ধ্রে
দেহ থেকে অম্লজান বিচ্ছিন্ন করে গড়েছ হিমোগ্লোবিন ভাণ্ডার
হে শব্দের বাহন, আগুনের পিতা—যে অগ্নিহোত্রী প্রজ্জ্বলিত করে
জ্বলন্ত অনলের পাশে আমাদের দিয়েছিল মিলিবার মন্ত্র—বায়ুসাধন
বায়ুর সাধনা আমাদের হতে পারে একমাত্র বাঁচার উপায়
বায়ুকে একটা গোলাকার বেলুনে ভরে আমরা শূন্যতার
বাতাসে রয়েছি ভেসে। আমাদের মুহূর্তগুলি আলিঙ্গন করছে
মেঘমালা সূর্যের কিরণ। প্রকৃত প্রস্তাবে বায়ু মেঘের বাহন
মেঘগুলো জলের কণা; অন্তত কিছুদিনের জন্য তাদের
সময় দিয়েছে পবনড়কারণ সে একাধারে—জায়া ও জননী
পুত্র ও পিতা—কখনো অশ্বের মতো তাদের সাজিয়ে তুলে
একের পর এক রণাঙ্গন অতিক্রম করে—কখনো দূর চারণাঞ্চলে
মেষের শাবকগুলো আকাশের পথে খুটে খায় শূন্যতার ঘাস
দিনান্তের পরিশ্রম শেষে হয়তো কখনো ঝমঝম ঝরে পড়ে বারি
এমনকি সাগরের লঘুতার শার্সিI—তুমুল আন্দোলন—সুনামি

সুমাত্রা থেকে জাভা—জাভা থেকে সুমাত্রা—ইন্দিস পর্বতমালা
বলা হয়ে থাকে কোনোদিন ভেসেছিল বিজয়গুপ্তের নাও
যদির বাঙালির নিষিদ্ধ ছিল সমুদ্রভ্রমণ আর পর্বত পারাবার
নদীর উপর পারেনি করতে বাঙালি আধিপত্য বিস্তার
তাই আমাদের শিশুদের সাবালকত্বের পাঠদানে অবশ্যম্ভাবী
ভাস্কো দা গামা কিভাবে দিয়েছেল পাড়ি উত্তমাশা সাগর
কিংবা ভাস্কো কিভাবে হয়েছিলেন গামা তার দাদাগিরি দিয়ে
জল থেকে ডাঙায় কুমিরের মতো হেঁচকা টানে নিয়েছিল
আপাদমস্তক ফেলেছিল গিলে—শতাব্দীর সেই হাড়গিলে সময়
এখনো হয়নি শেষ কুম্ভিরাশ্রু—প্রকৃত লবণ নিঃসরণ
কাহারো কান্না আমাদের হৃদয় করে পরিতৃপ্ত দান
আবার কাহারো কান্না কার না লাগে ভালো এমন দ্বিরুক্তি
এমন বদাভাষ—ভাষার প্যারাডক্স সত্যকে করেছে জটিল
যদিও সত্যের অশ্বডিম্ব আছে তবু নেই প্রমাণে কখনো...

প্রভঞ্জন

বায়ু তোমার নাম প্রভঞ্জন রেখেছিলেন যারা—যদিও আমরা জানি
সেই সব বৈদিক তান্ত্রিকগণ ছিলেন সকল ভঞ্জনার অতীত
তাহাদের বাণী আজও কি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ঝড়
পক্ব শিমুল শিল্বীর মতো উড়িয়ে নেবার কালে; কিংবা
আমাদের নৌকোগুলো সমুদ্রে হারিয়ে যাবার আগে
এক অতীত শূশ্রুষার মতো অখণ্ড বাণীপাঠে ওঠে না জেগে?
তখন আমাদের হৃদয় উদগ্রীব হয়ে ওঠে এক অনন্ত আকাশে
আমরা যাদের এসেছিলাম ছেড়ে কিংবা যাদের কোমল করতল
বাতাসে ভাসিয়ে রেখেছিল আমাদের নশ্বর শরীর কিংবা
আমরা ভেবেছিলাম-শূন্যতায় লাফিয়ে পড়া এই ক্ষণকালীন ক্রীড়া
আমাদের বেঁচে থাকবার চিরন্তন সাধ; অথচ সহস্র রূপান্তরের
মধ্যে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছি নানা পর্যায়—আমাদের শিশুকাল
যখন আমরা মাতৃভ্রুণের মধ্যে ছিলাম—আমাদের সকল ভালোবাসা

এমনকি আমাদের গিটেবাত—ভঙ্গুর শরীর রক্ষায় তার রয়েছে
চূড়ান্ত পক্ষপাত; অথচ বায়ু তুমি তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ
পল ও প্রতি মূহুর্তে ছত্রখান হয়ে গড়ে নিচ্ছ তারা নতুন শহর
আমরা দ্রুত হারিয়ে ফেলছি—শৈশব তারুণ্য খেলার সাথীদের
সমুদ্রের তীরে তুমি এতকাল স্তূপিত করেছিলে যে-সব বালিয়াড়ি
যাদের ছিল আলাদা নাম—যেমন প্রভঞ্জন তুমি ভঞ্জনার অতীত,
আজ তারা উড়ে যাচ্ছে তোমার ব্যাত্যাহতে...
হে পবন হনুমানের পিতা! তোমার সকল কান্তি, সকল সুষমা
একটি বাঁশের ফাঁপার মধ্যে দিয়ে যখন প্রবাহিত করে মুরুলিধর
তার কান্না ও আহ্বান কি করে উপেক্ষা করে কিশোরী রাধা
বৃষ্টিসংকুল অহিনূকুল পথে নেমে আসে একা—যে সুর একদিন
বেজেছিল অমরায় যমুনার কূলে, যে সুর শুনেছিল রাধা
বাতাসের চালিয়াতি ছাড়া আর কিছু না কিংবা আর কোনো নাম!

জমি

জমিটি আগেও ছিল, এখনো আছে
কিন্তু প্রশ্ন—কত আগে থেকে আছে এ জমি
তোমার দাদা কিংবা তার দাদা
এক কোটি কিংবা এক'শ কোটি বছর আগেও এ জমি ছিল
এমন কি পৃথিবীতে যখন মানুষ ছিল না
রাজা কিংবা জমিদার ছিল না
তখনো এই জমি এখানেই ছিল
সূর্য থেকে পৃথিবী যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল
তখন থেকে আছে এ জমি
এ জমির মালিক তাহলে তুমি কিভাবে
যারা টাকা দিয়ে জমি কিনতে চায় তাদের বলো
পুত্র কি মায়ের স্বামী হতে পারে
তুমি যখন থাকবে না
তখনো এ জমি থাকবে

জমি দখলের বলাৎকার থাকবে
জমির আগে মালিককে যেমন তুমি চিনতে না
বর্তমান মালিককেও কেউ চিনবে না
জেনে রেখ জমির কোনো মালিক নেই
কেবল জমির উপর রয়েছে মানুষের শ্রমের অধিকার

সুসমাচার

আমার সব আক্ষেপ, সকল ঘৃণা ও ক্রোধ—কবিতা
প্রকৃতপক্ষে তিনটি বর্ণের দাসত্বে কেটে গেল দিন
ঘাসের ডগায় কিংবা কংক্রিটের পদবিক্ষেপে
হস্ত প্রসারিত করে কুড়াই কবিতার বিষয়

বন্ধুরা বলে কিছু তো হচ্ছে না—মানে আজকাল কবিদের
ওরা জানে কোনোকালে হয়েছিল রবীন্দ্র-নজরুল
জীবনানন্দ পড়েছিল ট্রামের তলায়
আমরা এখনো পড়িনি কেন, নেই কেন চুলের জঙ্গল
যদিও তারা কেউ হয়নি কো গাঁধি বাংলার বাঘ কিংবা বন্ধু
তাদের সবারই রয়েছে লবণের কারবার
সবাই জানে মৃতদের সংরক্ষণে লাগে ফরমালডিহাইড
এখন কবিদের মনুমেন্ট কোথায়
সকল উচ্চতার মাপ আজ গ্রামীণ টাওয়ার
তবু বলি তাতে হয়েছে কার ক্ষতি
পাঁঠার বোটকা গন্ধ কিংবা তার মুখের বোল
এইসব অসভ্যতা ভেবে আমরা কি করিনি কো দূর
ফ্রজেন সিমেন নিয়ে গ্রামের পথে যে সব মহিলা যুবা
পশুদের গর্ভধারণ যাদের একমাত্র জীবিকা

গ্রামের পাঁঠা আর দেখবে না পাঁঠিদের মুখ
এঁড়ে আর দেখবে না বকনার অসুখ

কেবল নির্বীজ ডিম পাড়বে কুক্কুট
এইসব পুরুষ নিধনের কাহিনি
এইসব বাণিজ্যিক আচার
সকল কিছুর মাঝে—কবিরা লিখে যাবে
যিশুর সুসমাচার!

পা

বাবার সাথে হেঁটে গেছি দূরগঞ্জে গ্রামের পথে
গ্রাম তো আগেও ছিল—পথ কমবেশি নবীন
অনন্ত আমার আগে সহস্র পদচ্ছাপ গেছে চলে
সেই দিকে আজ নিশ্চিন্তে আমার গমন

পথ দিয়ে চলা মানেই একটি পুরনো উপায়
সব তার গন্তব্য জানে—এমনকি নতুন পথিক
নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে নদীর সীমানায়
পানিটুকু পার করে দিলেই ওপারে পথের বোন
হাত ধরে নিয়ে যাবে তার নিজের আলয়ে

পথিক তুমি হারিয়েছ পথ—সম্মুখে গহীন জঙ্গল
প্রতিটি বৃক্ষের আড়ালে রয়েছে এক অজানা ভয়
এবার করতে পার যে কোনো পথের আবিষ্কার
ভয়ার্ত ছুটাছুটির মাঝে জন্ম নেবে নতুন পথ
এই সব পথ বানিয়েছে পথহীন মানুষ
বাবার সাথে যারা গঞ্জে গিয়েছিল একদিন
যারা আর আসবে না ফিরে যাদের পায়ের ছাপ
শিশুদের পায়ে পায়ে চলে...

অ্যামিবা

প্রতিটি প্রাণ পৃথিবীতে এক
এককোষী অ্যামিবার জীবনচক্র—কোষের বিভাজন
দুঃসময়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া
সহস্র বছরের পরিভ্রমণ শেষে পেয়ে গেছে মানবজীবন
প্লাজমালেমার কষ্ট হ্যাপ্লয়েড বিভাজন
কেবল অতীতের বিষয়
মানুষ একটি বৃহত্তর অ্যামিবা ভিন্ন নয়, অসংখ্য কোষ
কখনো আড়াআড়ি, কখনো অন্তর দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে পড়া
এ এক অবিচ্ছেদ্য যাত্রার নাম
অ্যামিবা আণুবিক্ষনিক, খালি চোখে দেখা যায় না
তখন লক্ষ কোটি অ্যামিবা একত্রিত হয়ে বলে
এই দেখ আমাদের হাত—দু'পায়ের উপর চলছি কেমন
তখনো আমরা তাদের পারি না চিনতে
বলি, এই তো আমাদের ভাই সোহাগ, তাদের বন্ধুদের কেউ
এ ভাবেই কেটে যায় অ্যামিবার সংসার
পুনরায় মানুষের শরীর থেকে ঝড়ে পড়ার আগে
অ্যামিবাদের বিয়ে ও ঘরসংসার
আকারের মোহ নিয়ে আমাদের কাঁদায়।

প্রকল্প

আমাদের উপর ট্রাক তুলে দেয়ার আগে চলুন কিছু প্রকল্প গ্রহণ করি
আমাদের ভয় কি, কালো র‌্যাব আর হলুদ হিমু আমাদের সঙ্গে আছে
ক্লিনহার্ট অপারেশনের আগে, আমরা আমাদের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে নিই
পেশার প্যালপিটিশন সব ঠিক থাকা দরকার
একটা গুলি খাওয়ার আগেই যদি
ধরুন একটি উদ্ভিদ—তার বিকাশের পর্যায়গুলো টেবিলে মেলে দিই
প্রথমে একটি বীজ, উপ্ত, বৃক্ষসহ যাকে আপনি নড়াতে পারেন

কে এই বিষবৃক্ষ করেছিল রোপন
ভেবেছিলেন তারা আমাকে খাদ্য দেবে
আমরা কি তাদের হত্যাতে খুশি ছিলাম না
তারা সবাই কি সন্ত্রাসী ছিলেন
আপনি ঠিকই জানেন, যে কোনো পাঠচক্রের অভিমুখ ক্ষমতার দিক
সে যাই হোক, এখন তো আমাদের সবার কোষ ভেতরে ঢুকে গেছে
মাগি না মর্দা—এসব আর বিবেচ্য নয়
কোল বালিশে মুখগুজে চুপ করে শুয়ে থাকুন
পাছায় লাত্থি মারলেও সতর্ক থাকুন, যেন তাদের পায়ে ব্যথা না লাগে
তেল দিন, যাতে আখেরে কষ্ট না হয়।

অপরাধ

এক অজানা অপরাধে আমার সকল ধর্ম নিস্ফল হয়ে যাচ্ছে
আমার দীর্ঘকালের কবিতা চর্চা ও প্রবন্ধগুলো
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট, ভালোমানুষি ও পরোপকারিতা
আমার কোনো কাজে আসছে না
আমি খারাপকে খারাপ, মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেছি
সবার জন্য যা মঙ্গলময়—তাকে প্রতিপালন করেছি
সিগারেটের ধোঁয়ায় ফুসফুস ঝাঁজরা হয়ে যায়
অতিরিক্ত মদ্যপানে লিভারে ধরে পচন তাই যাচ্ছেতাই করিনি
কিশোরি ভোলানোর কৌশল; পরস্ত্রী ও পরস্ব ভেবেছি
দরিদ্র প্রতিবেশি শিশুরা যারা স্কুলে যায় না
যাদের মায়ের কিডনি ক্ষয়ে গেছে
যাদের দুধের বদলে পিটুনি জোটেনি
আমার ভাবনার মধ্যে তাদের কষ্ট বাসা বেঁধে আছে

যদিও সমাজকে পাল্টানোর সকল দায় আমি নিইনি
বিপ্লব আছে বা ছিল তার কোনো উপস্থিতি পাইনি টের
গুঁড়িয়ে দিইনি অদৃশ্য শত্রুদের হাত

নিজের দুর্বলতা ঢাকিনি রোমান্টিক চেতনায়
সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইতিহাসের আলোয়
তবু কেমন যেন এক বাঘবন্দি খেলায় আটকে গেছি আমি
যেসব মেঘশাবক আমার চারপাশে খাচ্ছিল ঘাস
আমি ছিনিয়ে নিইনি তাদের মায়েদের দুধ
তারা আজ ভাবছে আমিও ভেড়ার বাচ্চা
মাংসের বদলে ঘাসটুকুও তারা দিতে নারাজ
অহেতুক সিং দিয়ে গুঁতিয়ে রক্তাক্ত করছে শরীর

যদিও আমার কর্তন দাঁত এখনো ধারালো
থাবা থেকে বেরিয়ে পড়ে নখের মারণাস্ত্র
বিদ্যুৎ বেগে গুঁড়িয়ে দিতে পারি শিকারের পৃষ্ঠদেশ
তবু এসব কথার কথা কেউ করে না বিশ্বাস
যে সব সিংহ মায়ের সামনে হত্যা করে তাদের শাবক
যোগ্যতার লড়াইয়ে পিতারা আগেই নিহত
পরাজিত নারীর গর্ভে পুঁতে দেয় তাদের প্রাণের চারা
অন্যথায় নিজেদের জীবনও একইভাবে পরাস্থ হয়
প্রতিপক্ষের আঘাতে

ভাবি—মানুষের পৃথিবীর পরিবর্তনও কি একই সমতলে!

বিহারি ফারজানার খবর

ফারজানা ক্লাশ ফাইভের ছাত্রী—জন্মেছিল পল্লবী বিহারি ক্যাম্পে
গতকাল বাসের ধাক্কায় তার বাবা মারা গেছে
ফারজানার জন্য ওষুধ কিনে ফিরছিল সে
মাস তিনের আগে তাদের ঘরে আগুন দিয়েছিল চেলাচামুণ্ডারা
চিতায় জীবন্ত ভস্মীভূত হয়েছিল তার মা, আদরের ভাই ও বোন
একুনে আটজন—ফারজানা বেঁচেছিল দগ্ধ শরীরের ক্ষত নিয়ে
করেছিল হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই

বাবার দুশ্চিন্তা ছিল কিভাবে জানাবে তাকে এত মৃত্যুর খবর
আজ বাবা নেই—ফারজানা নিজেই জেনেছে সে খবর
আরও জেনেছে সে ছিল বিহারি—তবে জানে না বিহার কোথায়
বিহারিদের দেশ থাকতে নেই, বাবা-মাও থাকতে নেই
এমনকি তাদের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েও থাকতে পারবে না আপনজন

অথচ একদিন দেশ ও স্বজনের খোঁজেই তো তারা পথে নেমেছিল
তবু ফারজানা পাবে না খুঁজে কোনোদিন নিজের কাঙ্ক্ষিত দেশ।

পানি ও মদ

আমি পানি খাই মদের মতো
পানি তাই আমার কাছে নিষিদ্ধ বস্তু
মদের রঙ ও স্বাদ
অপকারী ক্ষমতা সব পানিতে আছে
পানি না থাকলে কি মদের অস্তিত্ব থাকতো
যদিও পানি ও মদ এক নয়
বস্তুর গাঁজান অংশ
যা মুহূর্তে করতে পারে চেতনার পরিবর্তন
বদলে যায় চেনা মানুষের রূপ
কথা বলার ধরণ
জমে থাকা দুঃখ ও বেদনা
কি অসম্ভব সরলতায় প্রকাশিত হতে পারে
মদের সবচেয়ে অপকারী গুণ—তার নাই কপটতা
মদ অবলীলায় সত্য প্রকাশের সহায়ক
মদ শ্রেষ্ঠ বন্ধুত্বের মতো নিজেকে মেলে ধরে
তাকে আকণ্ঠ পান করে জুড়াতে পারে মনের জ্বালা
তাই স্বর্গে মদের উপস্থিতি সর্বত্র
স্বর্গে মানুষের কপটতা নেই
যারা পৃথিবীতে পরিশুদ্ধ হয়ে

কিংবা নরকের আগুনে জ্বলে
খাঁটি স্বর্ণের গহনায় হয় পরিণত
কেবল তারাই নির্দ্বিধায় করতে পারে পান
যাদের আনন্দ ফুরাবে না
যাদের পরমায়ু হবে অক্ষয়
তারাই কেবল পাবে পানের অধিকার
পৃথিবীতে আর সবের মতো
নিয়েছে তারা তরলের লাইসেন্স
যারা কপট, পরগামী ও অর্থগৃধ্নু
তাই সরল মানুষদের মানা
তাই পানি ছাড়া উপায় দেখি না

মাসীর মায়া উনপাঁজুরে

সবখানে ত পারি না মা, দুএকটা দিন যাক
পাড়ার ছেলে বেশ ত ভালো—দূর কি আপন পর
তালগাছটি খাড়াছিল, লেপছিল বোন ঘর
সে সব ভালো মন্দ কিনা—তর্ক এবার থাক

আমিই তো এই নদীর পাড়ে তাল গাছটি দেখে
ভাবছিলাম মা কে আমাকে একলা গেল রেখে
কে আমাকে কুড়িয়ে পেল তোমার সহোদরা
মাসীর মায়া উনপাঁজুরে শুকনো ঘর্ঘর!

একলা পথে হাঁটছিলাম, মোহনী মিলের চোঙ
সাঁড়ার ব্রিজ আটকে আছে—অথৈ বালিয়াড়ি
নানার বাড়ি মালদহে ট্রেন কি গরু গাড়ি
রাত থাকতে উঠিয়ে দিও, আমবাগানে জঙ!

রাত হয়েছে বাঘের ভয় টেপাই মুখ হাসি
আমি ত মা ভয়কাতুরে, অন্যদের ডাকো

পৌঁছে দিক দিনমান—নড়বড়ে সাঁকো
চুলার মন্দে বিলাই—পোষে আমার মাসি।

গোয়াল নাই শূন্য কিবা দুষ্টু থাক গরু
দড়ি ছিঁড়ে গাই পালানো নতুন ত আর নয়
এখন আমার নৈশভোজ, মুখবন্ধ তাই
পাল তুলেছে পালের নদী, উট চলেছে মরু!

বাংলাদেশের বাড়ি

সবারই তো বাড়ি আছে
কেবল যার খেয়ে-পরে বেঁচে আছ
যার জমিতে তোমার ঘর
সেই বাংলাদেশের কোনো বাড়ির কথা বললে
তুমি আতকে ওঠো

একটি নদীকে তুমি বয়ে যেতে দেখ
তাই বলে কি নদীর কোনো উৎসমুখ নেই
নদীর উৎসমুখ থাকে উজানে
স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ জানতে পারে না

যে বটবৃক্ষের ছায়ায় তুমি বসে আছ
একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজের ভেতর থেকে
সে বেরিয়ে এসেছে
হয়তো পাখির পেটের ভেতর লুকিয়ে ছিল কিছুদিন
হয়তো পাখির বিষ্ঠা-পতনে উদ্গাম হয়েছে
কিন্তু বীজের সত্য কিভাবে অস্বীকার করো

তুমি বলবে বাংলাদেশ তো আগেও ছিল

সত্য, তবে ভাষার আগে ভূখণ্ড ছিল
বীজ ও বৃক্ষের মতো, নদী ও পাহাড়ের মতো
ভাষা ও ভূখণ্ড অবিচ্ছেদ্য বেড়ে উঠেছে

কিন্তু তাদের ঘর ও গৃহস্থালি
তাদের মাটি ও মানুষ
ভাষা ও সংস্কৃতি
পাল, সেন, তুর্কি, সুলতান,
নবাব, ইংরেজ ও পাকদের অধীন ছিল
আর বাংলা না তাদের ভাষা, না তাদের
পিতামহ এখানে জন্মেছিলেন

আবার ইতিহাসের সত্য এমন নয় যে
একদিন তারা সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল কিংবা
নটে গাছটি মোড়ানোর মতো গল্প শেষ
হাজার বছরের মিথস্ক্রিয়া, নানা রক্তের মিশ্রণ
তারপর চূড়ান্তভাবে দেশ ও জাতির জন্ম

হয়তো তখন সেটা একটা কুঁড়েঘর ছিল
হয়তো তখন সেটা একটা চারাগাছ ছিল
হয়তো তখন তারা একবেলা না খেয়ে থাকতো
আকবরের সাম্রাজ্য সুসংগঠিত হলেও
বাবর কি তাদের পিতা নয়
এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতার প্রতিরূপ জাতির পিতা

আর সেটি কবে এবং কোথা থেকে শুরু
এ প্রশ্ন তো তুমি এড়িয়ে যেতে পার না
আর এড়িয়ে যাওয়া মানে তুমি মিথ্যাবাদী
অথবা সত্য গোপনকারী
সত্য গোপনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না

চালের দোকানির সঙ্গে কথোপকথন

চালের দাম বেড়ে যায় বলেই তো চালের দাম বেড়ে যায় আবার
ডিজেলের দাম দু'মাস আগে ১৩ টাকা বেড়েছিল বলেই তো
এবার মাত্র ৩ টাকা বাড়ল।

তবে আমার প্রস্তাব এবার ১০ টাকা বাড়িয়ে আগামী মাসে
৩ টাকা কমানো হোক। তাহলে ৪টাকা হাতে থাকলে
আর দুমাস আরামসে থাকা যাবে।

এ সপ্তাহে চালের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে
গত তিন সপ্তাহে ৪ টাকা বেড়েছিল। এ সপ্তাহে কিছুটা কম
গত দুদিনে এক টাকাও বাড়েনি। তবে আগামী সপ্তাহে বাড়বে বলে
দোকানি আশঙ্কা করছে
কুলালে দু'কেজি ধরে নিতে পারেন
সয়াবিন একশ, গুড়োদুধ ৪শ টাকা
বাবারা গলদঘর্ম—বুকের দুধে হাত দিতে পারছেন না।
তেলের দাম বেশি বলে উপরওয়ালাকেও দিতে পারছে না
গাভী পানাতেও তো তেল লাগে
শিশুদের যদিও একমাত্র বুকের দুধই খাওয়ার কথা
তবু দোহনের কাজ তো বাবাদের করতে হবে।

কারণ তো বলতে পারব না ভাই
বাজার হলো পাগলা ঘোড়া
ঠিক মতো লাগাম পরাতে না পারলে
পায়ের নিচে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরবেন

পাগলা ঘোড়া যদি বেওয়ারিশ হয়
ঘোড়াটাকে মেরে দিলেই তো শেষ

দোকানি বলেন, রাস্তার কুকুরটাও বেওয়ারিশ নয়
গায়ে হাত দিলেই বেড়িয়ে পড়বে অনেক বাপ

একটি কবিতা

যে বোনটি কৈশোর হারিয়েছিল
এই কবিতাটি তার নামে উৎসর্গ
যারা পাবে না কোনোদিন স্বর্গ
তাদের নামেও একটি দিলাম মিল
মুদ্রাবিহীন শূন্য তহবিল

যারা এসেছিল মার্চের ছাব্বিশে
যাদের মিছিলে আমাদের নিঃশ্বাস
লেগে আছে তার সুগভীর বিশ্বাস
এই কবিতাটি ঝরে গেছে উনিশে
পিছন থেকে একটি গুলি এসে

এই কবিতাটি মা-র নামে লিখেছিলাম
এই কবিতাটা তোমাকে লিখে দিব
বাদ পড়বে না রাস্তার গরীবলোকও
বাবার হাতে আরেকটি তুলে দিলাম
আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম

সৈনিক

যুদ্ধ শেষে বিস্রস্ত লাশের ভেতর জেগে উঠি
লুটিয়ে পড়েছে সেইসব বীর, যাদের প্রসারিত বাহু
একদিন নিয়েছিল তুলে জাতির পতাকা
তবু পরাজিত সেনাপতি তার অধীনস্ত
সৈন্যদের পুনর্গঠিত করতে চায়
অতীতের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে আবার
যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায়
দ্যাখে স্বপ্ন; অযুত-সহস্র অশ্বের হ্রেষায়

ভাঙে ঘুম—টের পায় সত্তার ভাঙন
ছত্রখান হয়ে পড়ে থাকে কর্তিত হাত
পদতলে রক্তের স্রোত, আহত সৈনিকের
কাতর-চিৎকার
ঈষাণ কোণে মেঘ, আম্রবাগানে নামে সন্ধ্যা
বরফে আচ্ছাদিত ওয়াটার লু, দ্যাখে
পরাজয়ের চিহ্ন; মৃত্যু, তবু প্রকৃত যোদ্ধা
পায় না ভয়—তার পশ্চাতে সমুদ্র
সম্মুখে শত্রুর তরবারি–
সবখানে মৃত্যু হাত পেতে আছে
'মারো না হয় মরো'
মৃত্যুময় পৃথিবীতে কিসের ভয়
কাকে বলো পরাজয়
যুদ্ধের ময়দান যদি ছাড়ো, পালাও
তোমার পৃষ্ঠদেশে মৃত্যু হেনে দেবে খঞ্জর
প্রকৃত সৈনিকের আঘাত পৃষ্ঠে লাগে না

হাট

এখন আর ইচ্ছে হয় না কাজ করে খাই
গতর খাটাই
এখন আমি বুঝতে পারি, উড়ছে ঘুড়ি
ধরছে নাটাই, অন্যজনা
হেঁচকা টানে—সাধ যা ছিল উড়ার
পড়ল বাধা, আমি এখন গণ্য কিনা
লাগছে ধাঁধাঁ, আকাশজুড়ে শাদা
আমি কেবল ছুঁড়ছি কাদা, সমুখে পাই যাকে
আমার মতো একটি সুতা টান পড়েছে
নাকে, রেসের ঘোড়া পাচ্ছে দানা
হচ্ছে মোটা বটে

ক্ষুরের সাথে নাল দিচ্ছে সেটে
ঘোড়াজীবন এমনি করে কাটে
আমার শুধু বাঁচা
পুশছে পাখি একটা শিশু বিরাট
কিনছে খাঁচা, শস্যদানা খুব
তার খেয়ালে মরাবাঁচা
তার খেয়ালে ভবের পাড়ে হাট।

পায়ে হেঁটে

ওসব ছেলেপুলে আসুক ঘরে পরে
আমরা পায়ে হেঁটে একটু আগে যাই চলে
ওরা নদী দেখুক, শরীরী সম্ভার
আমরা ঘর গুছাই অনেক দিন হলো
এলামেলো তৈজস বৃদ্ধ বাবা ঘরে
মা ছিল না কোনকালে
আপন হাতে করে কাদা মাটি ছেনে
আমাদের গড়েছেন পরম মমতায়
আমাদের ছেলেপুলে—আমাদের বোন ভাই
ক্লান্ত হলে পরে, আসবে ঘরে ফিরে
অহেতুক চিন্তার দরকার নাই বুঝি
একটু পায়ে হেঁটে আমরা আগে যাই
আমাদের ছেলেপুলে
আমাদের বোন ভাই

পাখিটি

আমিও চাইতাম পাখিটি উড়ে যাক
আমার ঘরের পাশে সারাদিন যেন না শুনি তার সুমধুর ডাক

তাই ঘরের দরোজায় দাঁড়িয়ে তাকে দিয়েছি হাততালি
সত্যিই কি আমি চেয়েছিলাম—তাকে হারিয়ে ফেলি

অবাক বিস্ময়ে দেখি তার দ্বিধাহীন উড়াল
এখন পাখিটি নেই; পড়ে আছে শূন্য ডাল

আমারও হয়তো ছিল কিছুটা ভুল
তাই দোষারোপ করি না তাকে—গুনে দিই মাসুল

তবে কিছুটা ভুলের আছে প্রয়োজন
যদি পেতে চাই গানের ভেতর নীরবতার আস্বাদন।

বাড়ি

আমার মূর্খতা—আমার বাড়ি
বাড়ি কোথাও নেয় না, ফিরিয়ে আনে
ঘুম থেকে জেগে দূর কোথাও যেতে চাই
সারাদিন অবিশ্রান্ত চলার পর, রাত্রে
যেখানে পাই—তার নাম বাড়ি
বাড়ি আসলে অবাস্তব, মেটাফর
মানুষ নিজেকে হারিয়েছিল যেখানে
সেইসব চেনামুখ—গৃহস্থালি তৈজসপত্র
ঘ্রাণ ও দৃশ্যের জগৎ
যে কন্যা বাবা বলে ডেকেছিল
যে নারী শুয়েছিল পাশে

তাদের স্মৃতির ঘ্রাণ
অন্ধ কুকুরের মতো ডাকে
বাড়ি একটি কক্ষপথ
মানুষের গ্রহাণুপুঞ্জ
একই আবর্তে প্রদক্ষিণ করে

গ্রামে ফেরা

অনেকদিন পর গ্রামে ফিরে এলাম
যে-সব শিশু তাদের নানীর জরায়ুর মধ্যে ছিল
কিংবা পিতার অণ্ডকোষে খাচ্ছিল দোল
তারা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে আমার দিকে
ভাবছে, এই আগন্তুক কোত্থেকে এলো
যারা আমাকে চিনত কিংবা আমিও, তারা গতায়ু
কিংবা তারা চলে গেছে পুত্রের সংসারে
মায়ের কবরে গজিয়েছে ঘাসের দঙ্গল
সাপখোপ নিয়েছে আশ্রয়
হয়তো এখন আমি অপরিচয়ের জগতে।

জমি ও কৃষক

এই যে আমার উৎসারণ, বাক্যের ফূর্তি
একজন প্রকৃত উপনিবেশবাদির মতো আমি
তোমার জমিতে উৎপন্ন করছি ফসল
যদিও এর কারিগরি বিদ্যা—এর সার ও টেকনোলজি
তোমার আয়ত্তের অতীত
তবু এটা তো সত্য তুমি ছাড়া, তোমার অস্তিত্ব ও

সর্বংসহা জমি ছাড়া
কোথায় ফলত আমার এই ফসল

তাই এখন আমি বড় দ্বিধাগ্রস্থ—প্রকৃতপক্ষে
আমার এই সম্পদ ও অর্জনের কে আসল মালিক
অবশ্য ভাবি, আগেও তো তোমার জমি ছিল
হয়তো এসেছিল কোনো এক কৃষক
ফলাতে চেয়েছিল ফসল
তুমিও সর্বস্ব দিতে চেয়েছিলে তাকে
কিন্তু ব্যর্থ কৃষক ফিরে গেল জমির দোষে
কয়লার গভীর থেকে হিরে তোলার ধৈর্য ছিল না তার

আজ দেখ একই জমিতে ফলছে কি সব ফসল
দ্রাক্ষা ও আপেল, লাল টকটকে পেয়ারা—কুল ও আতা
আমার আঙিনা ভরে যাচ্ছে পরিপক্ক অজানা ফসলে
প্রতিবেশিরা ভাবছে এই কি সেই কৃষক
এই কি সেই বন্ধ্যা জমি, উঁকি-ঝুকি মারছে
নানা কথার ঘায়ে আমাকে ক্ষতাক্ত করছে
আমি নাকি নষ্ট করে দিচ্ছি এলাকার আদি চাষের পদ্ধতি

আজ আমি বুঝতে পারি না—কে আসলে ফসল ফলায়
জমি না কৃষক, জমি তো আগেও ছিল, থাকবে
হবে কেবল কৃষকের পরিবর্তন
জমির কাজ শুধু কৃষককে সমর্থন।

দুধ সমাচার

তুমি তো জানো, আমি ছিলাম এক মৃতবৎস গাভী
আজীবন লালিত ছিল তার বাছুরের স্বপ্ন
কানায় কানায় ভরে উঠেছিল তার পয়োধর
হয়তো তার মায়ের জন্ম হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের
কোনো এক খামারে
হয়তো পিতার বীজ ছিল উন্নতজাতের
কিন্তু সে পালিত হয়েছিল সাধারণ কৃষকের গোষ্ঠে
তার এই সব নির্জন বেড়ে উঠা
পুচ্ছ তুলে তেপান্তরে ছুটে বেড়ানো
কেউ জানতো না এমন দুধেলা ছিল এই বকনা
যদিও তার উলানের ভার দেখে অনেক লোলুপ কৃষাণী
চেয়েছিল করতে ক্রয় নগদ দামে
তাতে গাভীর কিই বা এসে যায় বল
গাভীর কাজ বছরে একবার মিলিত হওয়া
গাভীর কাজ নিয়মিত দুগ্ধ দেয়া
সে জানে না কে তার দুগ্ধ করবে পান
কে তার দুধ বাজারে বিকাবে
কিন্তু কোনো বাছুর যদি না থাকে তার
প্রতিদিন প্রত্যুষে যদি উলানে না দেয় গুতা
তাহলে কোত্থেকে আসবে বল তার তরল সোনা
তুমি ভাবো—দুধ বুঝি ঘাস ও গাভীর
শরীরের বিক্রিয়া
তুমি কি শোন নাই গাভীর দুধসাফাইয়ের কাহিনি
দুধ হলো গাভীর ইচ্ছে
গাভীর কাছে তার বাছুর আসে দেবদূতের মতো
উলানে মুখ রেখে গুতায়
আশীর্বাদ করে ঈশ্বরের কাছে, তারপর গাভীর
ইচ্ছার পরিপূর্ণতা দুধ হয়ে ঝরে

অথচ আমি তো পাইনি টের বাছুরের টান
হয়তো ছিলাম আমি মৃতবৎসগাভী
কিংবা কখনো পাইনি দেখা ষাঁড়ের দর্শন
কিন্তু আজ যখন তুমি একটি গোবৎস ছোঁয়ালে
আমার ওলানে
হয়তো তা হতে পারে অবাস্তব খড়ের প্রমূর্তি
তবু দেখ, আমার উলান কি কানায় কানায় পূর্ণ
তোমার মুঠোর ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে শাদা সোনা
এতটা দুধ রাখবে কোথায়
তোমার পাত্রর মাপ আমি তো জানি না।

দাদী ও দালিমকুমার

এইবার শুরু করা যাক আমার দাদীর গল্প
এই শেষ বলা আমার দাদীর গল্প

আর কেউ কখনো জানতে চাইবে না আমার বাবার মা ছিল
আমরা জানতে চাইব না আমার বাবার বাবা ছিল

দাদী গল্প বলতো—গল্পের নাম রূপকথা
দুয়োরাণী শুয়োরানি রাজার কুমার
রাজকন্যার অচেতন ঘুম শিথানে-পৈথানে ধাতবকাঠি
দৈত্যের প্রাণ সিন্দুরের কোটার ভেতর

দাদী! আমার নিষ্প্রাণ দাদী
তার উড়াল পক্ষীরাজ ডানা ভেঙ্গে পতিত ধুলায়
আমি কিভাবে যাবো তার কাছে
এখনই দানবের ভেঙে যাবে ঘুম
কে আমাকে শেখাবে দাবনবধের মন্ত্র

দাদী আমার প্রিয় দাদী তুমি আমাদের উড়াল শিখিয়েছিলে

দাদী শিখিয়েছিল দৈত্যবধের কৌশল
প্রিয় মানসির জন্য ঝুঁকি নেয়ার সাহস

বাঘের বাচ্চাদেরও তো দাদী থাকে
অথবা নানীর বদলে মা টুটি ধরে দূরে নিয়ে যায়
লাফ মেরে ঘাড়ের উপর চড়ে বসে
দাদী! আমার দাদী, একটি জাদুর শহরে আমরা আটকে গেছি
আমরা বেরুতে পারছি না এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে
আমি জানি কয়েক মাইল অতিক্রম করলেই
সবুজ ঘেরা গ্রাম, মাঠের পরে মাঠ
'আকাশের পরে আকাশ'

দাদী আমি কিভাবে যাব
আমি ধাতব বাসে সারাদিন ঘুরতে থাকি
অসম্ভব যানজটে এগুতে পারি না
আমার বাবাকে একটি ডাইনি দৈত্য
তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে
তার পাষাণ ঘরে আটকে রেখেছে
কার্বনের জিহ্বা দিয়ে প্রতিদিন আমাদের ফুসফুস চাটতে থাকে

দাদী আমাদের দাদী
জটাফকিরের পানি পড়া সরষের তেল
জীবনকে জয় করার গান শোনাও
কিভাবে বেহুলা বাঁচালো লখিন্দরের জীবন
সকাল থেকে সকালে আমরা হেঁটে চলেছি
রাত থেকে রাতে আমরা হেঁটে চলেছি
কোথাও যাওয়ার জন্য দিনে বের হয়ে পড়ি
রাতে আবিষ্কার করি একই বিছানায়
পেচ্ছাপে ভিজে যায় মখমলের বিছানা
জাগতে ভয় হয়, জাগতে পারি না
দাদী আমাকে বাইরে নিয়ে চলো
উঠানের অনন্ত শূন্যতায়, আমি জল বিয়োগ করবো

এই ঘরের মধ্যে আমাদের খাওয়া দাওয়া
হাগামুতা, স্নান ও সমর্পন

দাদী তোমাকে বলে রাখি আমার স্বপ্নের কথা
আমার পুলকিত সেই স্বপ্নের কথা
আমার দানব মুক্তির সেই গল্পের কথা
একটি আচক্রবাল দিগন্তহীন মাঠ ও জলাশয়ের ধারে
কেনো এক দয়ালু ফেরেশেতা রেখে আসছে আমার শবাধার
পানি খেলছে পায়ের ধারে, বন থেকে বেরিয়ে আসছে শেয়াল
আকাশ থেকে মেঘের ডানা বিস্তার করে নেমে আসছে শকুন
তাদের পরম আনন্দ ভোজের আগে
আমার শরীরের খিরকির কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি
আমার এইসব জীবিত মেহমানের জন্য
আমার শরীরের মধ্যে এতকাল ধরে আমি যে
সুস্বাদু রান্না আবিষ্কার করেছি
তা ভক্ষণ করার আগে
দ্বিধা দ্বন্দ্বের আগে
জরাথুরুস্ত্র একটু হেসে বললেন—
বাছা, তোমার শরীর এখন পবিত্র স্তম্ভ
এতকাল আমার শিষ্যরা বুঝতেই পারেনি
কাকে বলে সাইলেন্ট টাওয়ার

দাদী, এ এক অদ্ভুত স্বপ্ন
দাদী আমার দাদী
পক্ষীরাজের ডানা থেকে আমি তোমার পতিত ডালিমকুমার
যে রাজকুমারীর স্বপ্ন আমাকে এতটা পথ নিয়ে এসেছে
আমার কৈশোর পৌঁছে দিয়েছে যৌবনে
তার উদ্ভিন্ন নিথর শরীর চেটে যাচ্ছে দানব
আমি খুঁজে পাচ্ছি না জিয়নকাঠি

দাদী! আমার দাদী!

ভয়ঙ্কর একাকীত্ব

তার চেয়ে কে আর ছিল সুন্দরী
যদিও সে একাই বাস করে নির্জন গ্রামে
বলেছিল আমাকে সে, তার ছিল এক গর্বিত পরিবার
কিন্তু তার সব কিছু আজ ধূলিতে গড়ায়
যখন সেই গ্রামে নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর দুর্যোগ
তার ভাই আর নিকটাত্মীয়-স্বজন হয়েছিল খুন
পদস্থ কর্মকর্তাদের ভাগ্যেও একই ঘটেছিল একই পরিণতি
এমন কি নিজেরাও পারেনি তাদের জীবন বাঁচাতে
পৃথিবীতে থাকলেও দুর্ভাগ্যের চরম পরিহাস
মোমের আলোর মতো আশা নির্বাপিত হয়েছে
তার স্বামী এক উদ্বাস্তু হৃদয় নিয়ে
খুঁজে বেড়ায় এক নতুন উদ্ভ্রান্ত জীবন
যখন ভোরের লালিমা হারিয়ে যায় রাতে
নির্জন গ্রামে নেমে আসে গোধূলি
তারা সকলেই দেখতে চায় নতুন ভালোবাসার হাসি
যদিও পুরনো প্রেম কেঁদে কেঁদে কেঁদে ওঠে
সমুদ্র তার আদি পর্বত উৎসে বিশুদ্ধ ছিল
কিন্তু বিভিন্ন পথে গড়িয়ে যাবার কালে
হয়েছে কিছুটা কলুসিত
তার বিক্রিত মুক্ত আবার নতুন করে ঝলক দিচ্ছে
নতুন করে ঘরগুলো আবার ছাওয়া হচ্ছে
সে কিছু ফুল কুড়িয়ে তার খোঁপায় গুঁজে দিচ্ছে
তার আঙ্গুলের ফাঁক গলিয়ে পাইনের ফল
সে ভুলে যেতে থাকে তার দামী মসৃণ পোশাক
সে সূর্যাস্তের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকে
একটি লম্বা বাঁশের মতো।

আনত

আমার শিশুটি খুব ছোট; এখনো দিইনি কোনো নাম
বিড়াল ছানার মতো তার নরম শরীর কুতকুত চোখ
এমন শিশুর কথা, কিছুদিন আগে আমি কি জানতাম
যে ছিল না পৃথিবীতে, সে ছড়াবে এমন আলোক

কেউ বলে, রাখ তার নাম, মহান মানুষের মতো
কারো সাথে থাকবে না মিল—যে নাম শোনেনি কেউ
আমি ভাবি, বেশ তো নাম তার হতে পারে—আনত
সমুদ্র সবার নিচে—তাই সবচেয়ে বড় তার ঢেউ!

মৌমাছি

যে সব মানুষ মকরন্দের খোঁজে একদিন ধোঁয়ায় উড়িয়ে
নিয়েছিল দখল আমাদের খাদ্য আর রাত্রির আবাস
সহস্র ফুলের মিলনের শর্তে আমরা পেয়েছিলাম একবিন্দু মৌ
এইসব গবেষণায় তাদের কেটেছিল দিন
আমাদের সারিবদ্ধ চলা, ডানার গুঞ্জন, রানির মিলিবার ক্ষমতা
নলৈঙ্গিক শ্রমিক মাছিদের উত্থান—ব্যাখ্যা হয়েছিল
তাদের মস্তিষ্কে আমাদের চলা ছিল কেবলই প্রবৃত্তিক
অথচ আমরা ছিলাম একই মায়ের সন্তান
পিতারাও ছিলেন আমাদের সহোদর
তবু মানুষের ভালোবাসা কেবল চেতনার অবক্ষয়
পাহাড়ের কন্দর থেকে দলবদ্ধ জীবনের পথে
উড়ন্ত রেণুদের ঠোঁটে নিয়ে পরম যত্নে পৌঁছে দিয়েছি
কুসুমকন্যাদের গোপন প্রকোষ্ঠে
আজ সেই সব ফুল ও ফলের সম্ভার
পরান্নভোজী মানুষের জন্ম কিংবা বৈবাহে
মধূত্থ আলো হয়ে ঝরে

অবশেষে

আমি একটা বিতর্কিত কবিতা লিখতে চাই
যাতে তোমরা একটু নড়েচড়ে বসো
তোমাদের পা দেবে গেছে গভীর কাদায়
তোমাদের মাথা নুইয়ে আছে বুকের কাছে
তোমাদের শরীর মাছি ও পিপড়ার অধিকারে
এখন তোমার ছাল ছিলে নিলে
তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিলে
তুমি কার কি ফেলবে
আমিও তোমাদের বাইরে নই
যে সব কবিদের কথা আমরা বলি, তারাও অতীত
তাদের বুকের শীত এখন আমাদের বিষয়
আমি এমন একটা বিতর্কিত কবিতা লিখতে চাই
তোমরা যাতে একটু নড়েচড়ে বসতে পারো
যাতে বলতে পারো
এই লোকটি একটি হারামজাদা
আমাদের ধর্ম গেল, আমাদের ছেলেপুলে
ঘরের বৌ-ঝি, বাপদাদাদের হাগামুতা
সব শেষ হয়ে গেল
শালাকে মার, শালার সাহস কত!
যাক, তবু তো তোমাদের চেতানো গেল।

ঘড়ি

তোমার হাতঘড়িটা ফিরে নাও
একা হাঁটব, বন্ধুকে সঙ্গে নেব
যে ঘড়ি দেখতে জানে না, যার নেই
বসের চোখ রাঙানির ভয়, আমার কিসের তাড়া
একবার পৃথিবীতে এসেছি, আরো অনেক

পৃথিবী বাকি রয়ে গেছে, এক জীবনে
বন্ধুকেই জানা হয় না, আবার পৃথিবী, আমি যাচ্ছি
আবার ফিরে আসছি, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি
আমার তো কোথাও যাবার তাড়া নেই
ঘড়ির শাসানি আমি কেন মেনে চলব
আমি জানি ঈশ্বর ঘড়ির অধীন
ঘড়ির কাঁটা বাম থেকে ডানে গেলে
তার সমূহ বিপদ, যদিও ঘড়ি তারও কাজে
আসে না, তবু সূর্যকে সকাল বেলা জাগিয়ে তুলতে
সন্ধ্যায় মুরগিগুলো খোয়াড়ে ফিরিয়ে আনতে
ঘড়ির প্রয়োজন, সবই ঘড়ির অধীন
হয়তো বলবে, আমারও একটি দমঘড়ি রয়েছে
যার সেকেন্ড ও মিনিটের কাটার বাইরে
আমিও পারি না যেতে

সমুদ্র

সমুদ্র চেয়েছিলাম—সমুদ্র এসেছে কাছে
ডাঙায় আছ বলে, ভাবছ বিশাল জলরাশি
স্থলের কিছুটা নিয়েছে বৃক্ষ, পর্বত আর অমেরুদণ্ডী
প্রান্তরে শুয়ে আছে সম্ভোগের বাসনা, কষ্ট
তোমার দুঃখ স্পর্শে, স্তন ও নিতম্বে, অহেতুক গর্ভধারণ
ধূ ধূ মাঠ—এইখানে বসো, লবণাক্ত জলের ওপর
ঢেউ, বুদ্বুদ, সাইক্লোন—এ সব তো রাজার কাহিনি
সমুদ্রের বিশালতা তোমাকে কেমন দিয়েছে দেখ

প্রথম আলো

প্রভু যিশু! ও প্রভু যিশু!
একটু আমাদের দিকে তাকান
আমরা জেনে গেছি
পৃথিবীর রাজত্ব আপনার পিতার।
যারা পুত্রকে কুশকাঠ দিয়েছিল
আমরা কি সত্যিই তাদের বংশধর
কোথাও ভুল হয়নি তো প্রভু!

একটি হারানো মেষশাবককে
আপনি কোলে তুলে নেন
কুষ্টরোগীকে সাফসুতর করেন
মৃতকে ফিরে দেন জীবন
বাম গালে খেলে ডান গাল দেন পেতে

প্রভু আমরা কি মেষের মতো হারিয়ে যায়নি?
আমাদের শরীর কি কুষ্ট রোগীর চেয়েও গলিত?
আমরা কি অনেক আগেই মরে গেছি?
আমরা কি মেরেছি দুই গালে?

আপনার হামভিকারের চাকায় লেগে আছে
আমাদের ঘিলু
আপনার ক্লাস্টার বোমায় উড়ে গেছে
আমাদের চোখ
আপনার মিসাইলের চাকায় ঘুরছে
আমাদের অণ্ডকোষ
আপনার কথার তুবড়িতে ভেসে যাচ্ছে
আমাদের ভবিষ্যৎ

তবু পিতার সাম্রাজ্য দীর্ঘজীবী হোক
পুত্রের পুনরুত্থান
আর মহাসভার রোসানলে জ্বলুক
আমাদের আদিপাপ
আমাদের জীবন

এটা তো ঠিক-আপনি আমাদের প্রভু
আপনি জগতের প্রথম আলো।

প্রভু—আমাদের পুরস্কার

আজ শুক্কুরবার, প্রভু এসেছেন
আমাদের বস্তিতে
নগ্নবক্ষ মা ও শিশু, পিতা ও কন্যা
আমরা বসে আছি একটি আধভেজা
উনুনের মাঝখানে
তবু প্রভু আজ আমাদের সাথে আছেন
প্রভুকে একটু বসতে দাও
প্রভু তো সবার জন্য
তবু যারা মসজিদে এসেছেন
শুনছেন খুতবা
তারা তো প্রভুর খাস মেহমান
দেখভাল করছেন হাজারো ফেরেশতা
প্রতি কদমে লিখে দিচ্ছেন সহস্র নেকি
মনে কষ্ট নিয়ে এসেছেন অনেকেই
গত সপ্তাহে ঘুষ খেয়েছিলেন কেউ
কারো প্রমোশন ঠেকে আছে
কারো নদী ও ঝিল দখল—বস্তি উচ্ছেদের কাজ
ঠিকমত এগুচ্ছে না
কারো ছেলের বিদেশ যাওয়ার কথা ছিল
কারো মেয়ে চলে গেছে বন্ধুর হাত ধরে
অসুখ-বিসুখ চিকিৎসার খরচ
কিশোরী ভোলানোর গ্লানি

সবই তো প্রভুকে দেখতে হবে
বেশ্যা ও খদ্দের; দালাল ও মৌলবী
পরস্ত্রী ও পরস্ব হরণকারী
প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাঁর ভালোবাসা
কেবল পাপ থেকে উদ্ধার নয়
আরো ভবিষ্যতে যে সব পাপ তারা করবেন
সে সবও প্রভুকে করতে হবে ক্ষমা
দিতে হবে দুধের নহরযুক্ত বাগিচা

চাইলেড্মদ মেয়েমানুষ আঙুর
এতসব আবদারের মাঝে প্রভু কোথায় যাবেন
তাই তিনি এসেছেন আমাদের বস্তিতে
প্রভু বসুন, আপনিই আমাদের একমাত্র পুরস্কার

পট্টবস্ত্র

নেংটো পোদের ওপর বসে আছে সে কথাও কি বলে দিতে হবে
ধরো মেঝের ওপর কার্পেট বিছিয়েছ; তার ওপর একটি চেয়ার
এইসব চেয়ারের কাহিনি কখন হয়ে গেল জীবের ভূষণ; অথচ
তুমি তো ভূষণ মজুমদারকে চেনো; তার পাতা ওড়ে পল্লবের ভেতর
বিমান ধসে গেলে গলিত লাশের ওপন মাছি ওড়ে; স্টারভেশন
ক্ষুধা সমকাম ক্যানিবাল যুবক; তুমিও তার মোটা-তাজা প্রকল্পের
ভেতর আগুনের চুল্লি জ্বেলে নিজের মাংসে দিয়েছিলে জ্বাল

মাংস কর্তন, মাংস রন্ধন, মাংস ভক্ষণ আর মাংসের বেচাকেনা
ছাড়া তুমি কি কোনো বিজনেস শিখেছ? তোমাকে একটি নতুন
ব্যবসার কথা বলি—প্লেটের মাংস থেকে কাপড়ের পর্দাটা সরিয়ে
নাও আগে; মাছি উড়ছে না; তোমার হাতপাখাটাও থেমে গেল
এবার কী বেচবে বিশ্বায়ন! তোমার অদ্ভুত পেটেন্টের কথা জানে না
ম্যাগডোনালস; এবার বোঝো কাকে বলো ডব্লিউটিও
পোদের পট্টবস্ত্রের বদলে বুকের কতটুকু মাংস নেবে সাইলক!

বয়নযন্ত্র

তুমিই তো আমাকে জলের ওপর হাঁটতে শেখানোর আগে সোজা বাতাসের মধ্যে কানকো ফাঁক করে ভাসিয়ে দিয়েছিলে। আজ এই দক্ষতা প্রদর্শনের সময় ঘনিয়ে এলেও তোমাকে সাম্পান ভাসিয়ে দেয়ার প্রতিদান দিতে পারিনি। তুমি দেবদূতের মতো সাদা পালকে ভর করে নুড়ি ও পাথরের মধ্যে কঙ্করময় পর্বতের গাত্র বেয়ে উঠে যাচ্ছ। ডানার পালক থেকে ভেঙে যাওয়া পানির কুচি ঝেড়ে ফেলে উদ্যানে দাঁড়িয়ে থাকছ। হা ঈশ্বর এ সব নশ্বরতা ভেঙে যাওয়ার আগে অন্তত আরো দুটো দিন এখানে থাকার নিরর্থতা পল্লবের মতো আমাকে শুকিয়ে দিচ্ছে। তোমার সদ্যজাত ফেরেশতারা কখনো জানতে পারবে না আমার এই বিবর্ণ দুঃখের কথা। তারা তো এখনো নাবালক বাতাসের মধ্যে ডিগবাজি খেয়ে সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদামাটি তুলে মেখে নিচ্ছে কপালে। তুমি না বললে কাপড় পড়া শিখে নিতেও বেশ কিছু সময় লেগে যাবে ওদের (নাউজুবিল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিও)। মানুষ তাঁতযন্ত্র বানানোর আগেও কি পাখিরা খেজুর পাতার তন্তু দিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তাদের বয়নবস্ত্র? বাতাসে কানকো ফাঁক করে আজ বিকেলে ঘুমুতে যাওয়ার আগে তোমার অভিজ্ঞতার অদৃশ্য সত্তাসমূহ অধির বিস্ময়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে...

কথামালা

কথামালারা ভালো নেই এবার পিঠ বদলের কাহিনি জানাও। তাদের দৃষ্টির মহিমার মধ্যে আলোকের দূত অদ্ভুত দাঁড়ানোর আগেই আমি তার উপস্থিতি টের পেয়েছিলাম। আমাদের দীর্ঘ যাত্রার পর পায়ের ফোসকা থেকে নদীর গমনের কথা ঠিক মনে আছে তোমার। দীর্ঘ তপস্যার পর নদীর মুখমণ্ডল থেকে শ্মশ্রুর মতো ফুটে উঠেছিল শুভ্র কাশফুল। তারপর অসংখ্য মাছ হাঙর কামুট আমার বুকের মধ্যে বানিয়ে নিলো অন্ধকার রাত্রির পথ। যদিও পরস্পরকে গলাধঃকরণের অদ্ভুত খেলা শিখিয়াছে তারা তবু আমার নিষ্ঠুরতা অতিক্রম করে না মায়ার মহিমা। আমাকে এক চুমুক পানের জন্যে একটি গ্লাসের অনন্ত প্রতীক্ষার কথা জেনে প্রতি রাতে শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে দিই পরম মমতায়। রক্তের তরঙ্গে হিল্লোলিত হয়ে আমিও কাপতে থাকি অদ্ভুত আনন্দে।

রক্তস্নাত

যে নদীর কথা আমি তোমাদের বলতে চাওয়ার আগে এক রক্তাত ঈশ্বরী আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল আচ্ছাদিত রাতের ভেতর। এইসব জগন-মগন কাহিনি সূচিত শুভ্রত হওয়ার আগে, রাত্রি ও দিনহীন দাঁড়িয়ে থাকার আগে, তোমার পশ্চাতে আলোলায়িত চুলের অন্ধকার এবং সম্মুখে হিমালয় স্ফীতায়িত হয়ে উঠছিল। তোমাকে কেন্দ্র করে তীব্র জলের ধারা কিংবা জলের ভেতর থেকে মৃত্তিকার লোমকোষ শিহরিত হয়ে একটি নারকেল বৃক্ষ লম্বমান দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তুমি এখনো ঠাঁই সেখানেই দাঁড়িয়ে আছ আর আমরাও তোমার ভুবন সম্প্রসারিত করে কখনো আলোকের মধ্যে কখনো অন্ধকারে মূলত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।
সন্ত্রস্ত মাটির মধ্যে অবিরাম হেঁটে হেঁটে অবাস্তব ভয়ের ভেতর যাবতীয় আনন্দ আমাকে দিয়ে এক ভয়ের উদ্গাতা বানিয়েছ তুমি। আমাকে তারাপুঞ্জ বানাতে পারতে, ছায়াপথ বানাতে পারতে, যদিও তুমি আমার ছায়ার মধ্যে ঘুরে ঘুরে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা জাগিয়ে তোলো। সেই আলো পাথরের মধ্যে একটি অণুজীব সঙ্গম কামনায় বিভাজিত হয়ে পড়ছে। আর আমি তার জগন-মগন উত্তুঙ্গ মুহূর্তের চরম আনন্দের প্রার্থনায় আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি।

দেশদ্রোহী

আমার ভারতীয় বন্ধু প্রবীরকে বলি
তোমাদের কি এমন কোনো মেয়ে আছে যে
আমাকে ভালোবসতে পারে
সত্যিকারের ভালোবাসা
যদিও জানি না সত্যিকারের ভালোবাসা কি
তবু পেতে ইচ্ছে করে
মনে হয় ভালোবাসা এমন কিছু
যা পেলে বেঁচে যেতে পারি
প্রবীর বলে, বিনিময়ে কি দেবে?

বলি—আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা
নিরাপত্তার গোপন খবর
এরচেয়ে বেশি কিছু আছে কী
চাওয়ার?

বরষা মেয়ের নাম

বৃষ্টিতে ফোটে যে ফুল—সবগুলো নাম
কদম, জারুল, জুঁই, শেফালি, বকুল
মালতিকা ফুটেছিল তোমার বেণীতে
বর্ষা এসেছিল কাল, সেই ফুল নিতে

বর্ষা এসেছিল কাল, রাতের আঁধার
ঘুম তার ভেঙে গেল নদীর আহ্বান
দুকূল ভাসিয়ে নিল জলের ভেতর
কহ না মাধব তুহ—আমি কি যে তোর

গান গায়, তরী বায়—কেন আসে কূলে

আমি তো ছিলাম সখী, বনমালি ভুলে
সইসব, নয় শব মেঘ ডাকে আয়
জলের গহীনে তারা খেলিছে ঝাঁপাই

কোথায় গিয়েছে চলে আমাদের বর্ষা
বৃষ্টিপ্রসবে মেঘমা হয়েছে বিগতা
এ বাড়ি ও বাড়ি করে আমার বকুল
যেখানে পাই না কেন, ধরে তার চুল

নিয়ে যাব দেখি কোন বাপের ছাওয়াল
ঠেকায় ঠেকাক দেখি বৃষ্টির কামুক
সাগর শাশুড়ি মাতা—আমি কি ডরাই
বরষা মেয়ের নাম রেখেছি থোড়াই!
শ্রাবণে এসেছে মেয়ে নাম যে শ্রাবণী
নিরস দুপুর ধরে তার গান শুনি
অঝোর ঝরেছে মেয়ে নয়নের বারি
পুরুষ মানুষ; নাহি উপেক্ষিতে পারি

বাদলে গিয়েছে ডুবি একখানি ঘর
অবিরাম বারিপাত নীল নীলাম্বর
বাদলের কন্যা ঠিক বড় অসহায়
বুকের গহীনে দিই বরষাকে ঠাঁই

মৃত্যুমেহন

মৃত্যু চাইলে—আগে জন্মাতে হবে
আগে মৃত্যু, পরে জীবন—এমন হয় না
পূর্বাপর বলে কিছু নেই
আমি একবারই মৃত্যু চেয়েছিলাম
মৃত্যুমেহন—যে কোনো শৃঙ্গার
তার নখ স্পর্শ করেনি
'মা' বললেও আমি মৃত্যুকে বুঝি
আমার নাছোড় যাঞ্চার কাছে
ভিক্ষার মুদ্রা সুড়ঙ্গে ফেলে
নিস্পৃহ বসেছিলেন কেউ
হতে পারে পিতা
আর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষিতা এক নারীর
মমতার উদ্রেক না হলে
কে আমাকে নিয়ে যেত মৃত্যুর অনিশ্চিত পথে
কারণ মৃত্যু সবার জন্য নয়
যে জন্মায়নি—সে কি করে মরে
কিন্তু আমাকে ঠেকাও দেখি
ঈশ্বর কিংবা ইজম
কবিতা কিংবা দর্শন
মারণাস্ত্রের সংগ্রহশালা
সব আমার বিরুদ্ধে উদ্যত করো
এতসব আয়োজনের অর্থ কি এই নয় তবে
যেভাবে তোমারা নববধূকে সাজিয়ে তোলো
তার কাঁচুলি ও বাজুবন্ধ
গলার হার ও টিকলি, কানের দুল
স্বজন ও প্রিয়জনের উপহার সামগ্রী
সব—মৃত্যুর পথে কেউ আসতে চায় বলে
এই দীর্ঘ মহান মৃত্যুর অভিযাত্রায়
আমার আমন্ত্রণ—পৃথিবীর তাবৎ মারণাস্ত্রের সংগ্রহশালা
তবে কি নয়, মৃত্যু-উৎসবের আয়োজন...

বিড়াল

আমার মাথা নয় তত উঁচু
আমি তো একটা ইঁদুর সরীসৃপ
রাত্রিবেলা কাটুস কুটুস করি
সকাল বেলা শুরু হয় ইঁদুর দৌড়
পঞ্চতন্ত্রে আছে কি গল্প জানো
পাহাড়ের চেয়ে বড় সেই পাহাড় কাটে
পাহাড় তো আর কাটেনি আমাকে
রাজার মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যার সাথে
বলেছিল তাকে তেঁদড় সন্ন্যাসী
আবার তুই মূষিক হয়ে যা

বিনা আবাদে ঘরে তুলি ধানের শিষ
তোমাদের লিখতে সাপের উপকার
কয়েকটা দিন অহির গর্ভে থাকি
নকুলের সাথে আমার বিরোধ নাই
সাপ কাটে কাটুক ধান তো রক্ষা হয়
ধান ছাড়া কি কৃষকের প্রাণ বাঁচে
মাটির প্রাণ মাটিতে যাই মিশে
হাসি পাই আমার বিড়ালের গোঁফ দেখে
বিড়ালের সাথে ইঁদুরের সখ্য
আমরা দুজন ইঁদুর-বিড়াল খেলি
বিড়াল আমার গৃহে ফেরার পথ
আমি অর্জুন, বিড়াল শ্রীকৃষ্ণভগবত!

বিজেতারা হাসতে পারে না

যুদ্ধে আমি প্রতিপক্ষকে হারতে দেই না
তাই বন্ধুরা বলে আমার সঙ্গে খেলার আনন্দ নেই
ওরা বুঝে গেছে নিশ্চিত আমার পরাজয়
পরাজিতের সঙ্গে কেউ বেশিদিন খেলতে চায় না
খেলার দক্ষতা কমে যায়

জেতার জন্যও তো আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করি
খাপ থেকে তরবারি বের করি
ঘোড়ার জিন কামড়ে ধরি
তারপর বর্ম খুলে চিৎপটাং পড়ে যাই
অমনি সহযোদ্ধারা বলে ওঠে, যা ব্যাটা কাপুরুষ
এবারের মতো দিলাম ছেড়ে
বন্ধুরা এভাবে ছেড়ে দেন বলেই আমি বেঁচে থাকি

রণে ভঙ্গ দেয়া মহাপাপ
যুদ্ধ তো বাঁচার জন্য
মরার জন্য যুদ্ধ লাগে না
আর বেঁচে থাকাটা সত্যিই হাসির ব্যাপার
আমি প্রাণখুলে হাসতে চাই বলে যুদ্ধ করি
এবং পরাজিত হই
কারণ, বিজেতারা হাসতে পারে না

মিলনের অপরাধে

অত বাকবিতণ্ডার ইচ্ছা নেই
অপরাধ যাই হোক, রায় এক
কিছুদিন হাজত বাস
তারপর সোজা ঝুলিয়ে দেয়া হবে
পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও মৃত্যুদণ্ড
            নিয়ে কথা নেই
জেলখানার হুজুর কলমা পড়াতে এসে
            সান্ত্বনা দেয়
বলে ঈশ্বরের অভিপ্রায় এমন
আচ্ছা এতে শান্ত্বনার কি আছে
ঘাড়টা মটকে দিলে কিংবা
            গলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে
ক্রসফায়ারেও তো একটা বুলেট অন্তত
            এফোঁড়-ওফোঁড় হতে পারে
ধরো কেউ জানতেই পারল না
তবু মিলতে না পারার কষ্ট তো থেকে যায়
মৃত্যুকে ভয় পাই বলে, তোমরা কাপুরুষ বলো
মৃত্যুকে ভয় না পাওয়ার মতো
আমার কাছে একটিও কারণ নেই
আমাকে গলায় রশি দিয়ে টানতে টানতে
            বধ্যভূমিতে না নিয়ে গেলে
শূন্যে যূপকাঠে তুলে ধরা না হলে
অহেতুক সাহস দেখাতে যাব না
অন্যের পাপে মৃত্যুর বিধান ঈশ্বর রেখেছেন
বুঝতে যে চেষ্টা করিনি—তা না
এটা ঠিক অপরাধ নয়, পাপ
ঈশ্বরের চোখে নারী-পুরুষের মিলন মহাপাপ
স্বর্গে মানুষ তার অবাধ্য যে পাপ করেছিল
সেই থেকে মানুষ একই পাপ ও মৃত্যুর অধীন
অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বর হত্যা করেন
তার পিতা-মাতার মিলনের অপরাধে।

প্রভু যিশুর তিনটি বাণী

১
পাখির পালক থেকে ক্লান্তি ঝরে পরার আগে
তোমরা তিনবার আমাকে স্মরণ করবে
যদিও আমি তোমাদের দিয়েছি বিস্মরণ
            বেঁচে থাকার উপায়
তাই তোমরা বললে—কখনো নয়! কখনো নয়!
অথচ তুষার-ঝঞ্ঝায় তাড়া খাওয়া
শীতের পাখিরা মাটি স্পর্শ করার আগেই
তোমাদের মনে পড়ল
দু'টি প্রান্ত ও একটি চূড়ার কথা
অমনি মহাশূন্যতায় উড়াল পাখিদের
হারানো চর্বির গান পুনর্গঠিত হয়ে
মিশে গেল তোমাদের যাত্রার পথে।

২
তোমরা শুনেছ—ঝড় থামিয়ে দেবার গল্প
রুটি ভাগাভাগি, কুষ্ঠরোগী সাফসুতরো করা
মৃতকে জীবনদান
একদিন মানুষ যা করেছিল সাধনা
            তোমাদের আজ তাই গল্পের বিষয়
আমি তো চেয়েছিলাম তোমরাও জেগে ওঠো
            ক্ষুধা ও কামের উপর
মাটির রন্ধ্র থেকে কুড়িয়ে নিও না কর্তিত শস্যের দানা
তোমরা পাখিদের উড়াল দেখ
দেখ পানির নিচে সংরক্ষিত তিমির আবাস
মৃত মাটিই যদি তোমাদের প্রাণ দান করে
তাহলে জীব ও জড়ের পার্থক্য কোথায়!

৩
আমার পুত্ররা মারছে আমার পুত্রদের
ডান গালে খাবার আগেই
বাম গাল দিচ্ছে আগাম উঠিয়ে
জুদাস! ত্রয়োদশ শিষ্য আমার
তুমি এখনো জেগে আছ
কখন মোরগ ডাকবে আর কখন তুমি
আমার পুত্রদের তুলে দেবে
আমার পুত্রদের হাতে!

দেওয়ান-ই-মজিদ (২০১২)

ক্ষুৎকাতর

যারা ক্ষুৎকাতর পিপাসার্ত
দেহ বাঁচাতে স্বার্থপর
তাদের জন্য নয় এ জলসা
তারা পাবে সব মৃত্যুর পর

সচিবালয়ের টিকিট পেতে
যারা সারাদিন গলদঘর্ম
রাজা ও মন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী
কেমনে বুঝবে প্রেমের মর্ম

আমাকে ডেকেছে রূপবতী এক
লাস্যময়ী খাস কামরায়
পুরনো সব মদের ভাণ্ড
ছিপি খুলে বলে নিকটে আয়

বন্ধুরা আজ এসে গেছে সব
মুখর করেছে ফুল উদ্যান
দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ংবরা
যে করবে আজ মাল্যদান

মন্ত্রীপাড়ার পালের গোদা
সিনেমার যত নায়কবর
প্রতিটি মনে দ্বিধা আছে ঠিক
কে হবে আজ স্বয়ংবর

চারিদিকে বয় আনন্দধারা
চির যৌবন উছলিয়া যায়

আমি বসে থাকি তার ধেয়ানে
যোগ দিই নি ক্ষুৎকামনায়

যে হও না শাহজাদী তুমি
অহংকার তো রূপের ঘায়
এ সব তোমার প্রাপ্য কিনা
ভেবে দেখেছ কোনদিন হায়

আমি এসেছি দরবারে এক
জীবন-মৃত্যুর নেই কো ভেদ
জড় ও জীবের মিলন হলে
কখনো হবে না প্রেমের ছেদ

উৎসবে আমি করব না পান
যত পুরাতন হোক না মদ
আমার দুয়ারে মাল্য হাতে
যতদিন না পড়ে প্রিয়ার পদ।

বিচ্ছেদ

অপূর্ণ মোর পানের পাত্র
কোন প্রেয়সী ঢালবে মদ
উদর তরল শূন্যতা তাই
বলছ এখন ভীষণ বদ

চট জলদি দ্রাক্ষা-আঙুর
দোচুয়ানি বাংলা হোক
কিছু একটা পাত্রে ঢালো
নইলে কেমনে ভুলব শোক

কোথায় যেন হঠাৎ করে
দেখছিলাম এক তরুণ মুখ
সেদিন থেকে উধাও হলো
বাঁচার মতো সকল সুখ
স্বর্গ থেকে যাত্রাকালে
সেই তো ছিল সহযাত্রী
তবু আমি একলা কেন
ভাবছি এখন দিবারাত্রি

স্মরণ পথে উদয় হলো
কেমন ছিল প্রথম দিন
কেমন ছিল মোর প্রেয়সী
কোথায় ছিল গোপন-চিন

যেদিন দোহার শরীর থেকে
পড়ল খসে সকল বস্ত্র
পরস্পরের দেহখানা
পড়ে নিলাম চরমতন্ত্র

বুকের মধ্যে বুক যখনই
তখন আমার পূর্ণ রূপ
ছুরি দিয়ে দু'ভাগ করলো
কোন নিঠুরা এমন স্বরূপ

এখন আমার কান্না ছাড়া
কি-ই বা আছে নগদ দাম
ভুলতে আমার এ যন্ত্রণা
গ্লাস ভরো প্রিয় হরদম।

কাব্যকলা

সারারাত বসে কাব্য লিখছি
সকালে সে সব করবে কে পাঠ
ঘুমভাঙবার আগেই সে জানি
চলে যাবে তার উড়িয়ে দোপাট

ছন্দের ঘরে বন্দি করে রূপ-অলঙ্কার
আছে আর যত শাস্ত্ররস
দেহখানি তার আপনার মতো
সম্মুখে বসে করি উঠবস

ভারতবর্ষের রীতি অনুযায়ী
আমি করি তাকে মূর্তিমান
ধূপচন্দন সুগন্ধি আগর
পায়ে রাখি তার হৃদয়খান

করজোড় করে বলি হে দেবী
এই প্রেমিকের ধর হে হাত
অচম্বুনে কাটবে কি তার
স্বজনবিহীন সারাটা রাত

তবে জেনে রেখ- যারা পূজারী
পূজ্য তাদের গোণে না বেশ
যারা উপেক্ষা করে দেবীকে
ভালোবাসা পায় তারা অশেষ

আমার কাব্য আমি পাঠ করি
প্রিয়া চলে যায় মুচকি হেসে
ভাবখানা তার প্রাপ্য এসব
যত্রতত্র পেয়ে থাকে সে

বলি—মজিদ ঐ নিঠুরার তরে
আর করো না কাব্যকলা
সে বলে, সে নাই বা পড়ুক
মেটে তো কিছু মনের জ্বালা।

কামনা

আমার গল্প জানে না লোকে
জানে শুধু আমি কাব্য লিখি
অনেকে পড়ে পায় আনন্দ
তোমার প্রেমের শ্রী দেখ-দেখি

দাড়ি গোঁফ নখ বাড়ে অয়তনে
ভুলতে করি মদ্যপান
বন্ধুরা সব সহজে মানে
বলে কবিদের আদিখ্যান

পান-পেয়ালার মধ্যে দেখি
তোমার দু'টি করুণ চোখ
সত্যগোপন হাসির ছলে
কথায় কথায় করি শ্লোক

আজকে আমার সকল কাজে
কেবল তোমার উপস্থিত
মন্দ আমার জীবনখানি
কেবল হলো তোমার জিত

ভাবি, আচ্ছা প্রিয়া কারো সাথে
তোমার কাটে তো রাত
কারো ঘরে তুমি শয্যা পাতো

আমি কেন তবে রই তফাত
মজিদ—তোমার লোভাতুর মন
দেহের কামনা সঙ্গসুখ
বাসনা তোমার অপূর্ণ রবে
যতদিন রবে এই অসুখ।

অন্বেষণ

আমি রোজ যার অনুসন্ধানে
সে জানি এমন নিঠুরা নয়
নানা চটুলতায় ঘায়েলের চেয়ে
মুছে দেবে দুখ পরম মমতায়

ছলনা যাহার নিত্য সঙ্গী
সে কি হতে পারে মোর প্রিয়তমা
দিনে দু'দশবার বলে যে আমাকে
ভালোবাসি তোমাকে—বলেছি কি ওমা!

বাতাস ওগো বলি বুকের মধ্যে
কেন তুমি করো এত উঠানামা
তোমার পায়ের শব্দে যে ঘুম
জেগে যেতে পারে মোর প্রিয়তমা

দুনিয়ার যত সুন্দরী মেয়ে
কোমল তাদের হৃদয় নয়
ভক্তকে যারা দূরে ঠেলে দেয়
অর্ঘ্যের কুসুম তারা কি পায়

মজিদ—তোমার এ প্রেম
বস্তুনিচয় দেহের সুখ

যতদিন এর ঊর্ধ্বে না হবে
বঁধুয়া তোমার রবে বিমুখ।

গুড়েবালি

আগেও আমি ছিলাম না জানো
পরেও আমি থাকবো না
তোমার মনের প্রেমের উদয়
তাই তো আমায় ধরায় আনা

তুমি তো তখন যেমনি ছিলে
এখনো ঠিক অপরিবর্তিত
প্রতি পলে আমি বদলে যাচ্ছি
তবু আছি তোমার প্রেম-বঞ্চিত

রাত ও দিন ঋতুর খেলা
আলো দিয়ে যায় অংশুমান
আমি বসে এই ভবের ঘাটে
তোমাকে পেতে গাচ্ছি গান

তোমার প্রেমের শরাব পেতে
ছিল এক কবি কাজী নজরুল
মুখ খোলেনি দু'কুড়ি বছর
তোমায় দেখার এমন মাশুল

এই দুনিয়ায় মরেছে সেই
কিংবা পাগল বেহাল ঠাঁই
তোমার রূপে মুগ্ধ যে-জন
তার তো কোনো ঠিকানা নাই
তুমি তো জানি নবাবজাদী

মোগল বাদশা পাঠিয়েছে দূত
আমার দেয়া প্রস্তাবনা
তোমার কাছে লাগে অদ্ভুত

মজিদ—এবার সঙ্গ ছাড়
আশার গুড়ে রইছে বালি
কেউ রবে না তোমার পাশে
দুনিয়াটাই এমন খালি।

ঘাতসহা

বধুঁয়া ঘুমায় অঘোর ঘুমে
আমার কাটে নির্ঘুম রাত
সে তো জানে না দয়িত তার
অন্য কারো ধরেছে হাত

আপন হাতে খোলেনি যে
কখনো তার ব্রা'র গিট
সে কি করে দেখতে পারে
অন্য নারীর নগ্ন পিঠ

জানতো যদি এই রমণী
এই পুরুষের পদস্খল
কেউ কি আর ঘর করে তার
বাধতো ভীষণ গণ্ডগোল

বন্ধুরা কেউ জানে না তার
এমন আমার আচরণ

রাষ্ট্র করে দিত নিশ্চয়
তাহার স্বামীর দ্বিচারণ

যতই তারা দোষাক আমায়
নেই ত আমার নিয়ন্ত্রণ
যে চোখে সে বাণ হেনেছে
তাকে ছাড়া আর দেখি না ক্ষণ

মজিদ বলে—অপমান তোর
ঘরে বাইরে কি বউয়ের কাছ
অভিযোগহীন ঘাতসহা হ
যেমন দাঁড়িয়ে রইছে গাছ।

তোমার নৃত্য

দূর থেকে সুর আসছে ভেসে
আমার কানে অনবরত
সে সব তোমার পায়ের নূপুর
বাজছে নাকি অবিরত

নৃত্যপাগল ভূষণ তোমার
ভূজঙ্গিনী তুলছে ফণা
আমি তো নাই সেই ছোবলে
মৃত কিংবা ধূলির কণা

একটি দেহ অনিন্দিত খুব তো
এমন বৃহৎ নয়
কেমন করে নাচছ তুমি
একাই এমন জগৎময়

যেখানে যাই যেদিকে চাই
কেবল তোমার ভ্রুভঙ্গি
কিন্তু তুমি চপলা এমন
হওনা কারো শয্যাসঙ্গী

যখন আমি ডুবতে থাকি
গভীর কোনো সৈকতে
হঠাৎ করে হও যে উদয়
আনতে আমায় ঠিক পথে

হয়তো তোমার প্রেমিক অনেক
কিন্তু আমার তুমি একা
তোমার নৃত্য আমার চিত্ত
শীতল করে না চাই দেখা

মূর্খ মজিদ—পড়েছ প্রেমে
এমন দক্ষ লাস্যময়ীর
জেনে রেখো, তার সঙ্গসুখ নয়
অনিত্য এই বসু-ধরণীর।

অভিসম্পাৎ

দুনিয়ার যত লম্পট আর
সঙ্গ করা প্রেমিকবর
তাদের কাছে প্রেমের সংজ্ঞা
নিত্য নিতে হয় আমার

কেউ বা আসে বন্ধু বেশে
কেউ বা আসে শত্রুতায়
কেউ বা দহে পরম জ্বালা

তোমার প্রেমের এ ঈর্ষায়
একটা জীবন তোমার তরে
কাটিয়ে দিলাম পানপাত্রে
এক তরফা এ প্রেম নাকি নয়
জানে জগতের শিশুমাত্রে

আমার আগেও যারা দু'একজন
পড়েছে প্রেমের এই হালে
পাগল বলে শিশুরা নাকি
শেষমেষ তাদের পিছ নিলে

এমন কি তাদের দেহখানি নাকি
রাস্তার পাশে পড়ে ছিল
হয়নিকো খোঁজ সাকিন কোথায়
কিভাবেই বা এখানে এলো

শোন আহম্মক প্রেম বলতে
তোমরা বোঝ দেহের অসুখ
একই দাওয়ায় নয় নিরাময়
আমার তো নয় সেই অসুখ

দেহ আমার ছিল না আগে
থাকবে না সেও আগামী-দিন
তাই বলে কি বাজবে না ভবে
আমার অমর প্রেমের বীণ

মজিদ বলে-বলে যা লোকে
তুমি কর না কর্ণপাত
তোমার প্রেম সঠিক আছে
লম্পটদের অভিসম্পাৎ।

প্রেম-উপহার

দাবানল জ্বলে অরণ্য মাঝে
ত্রস্ত্রে পালায় মৃগশাবক
শরীরে যখন অগ্নিদাহ
বলবে কি কেউ নিজের লোক

যে বায়ু থাকে শান্ত সমীর
অগ্নিদাহে সেও ক্ষ্যাপে
কাল ছিল যে প্রেমময় হাওয়া
আজ চলে না নিত্য মেপে

যদিও তোমার দেহের মধ্য
বিন্দু পরিমাণ কামাগ্নি
জ্বলতে থাকে সংগোপনে
প্রেমশবে কর মুখাগ্নি

পুরুষ মিশবে নারীর সাথে
এতে কি আছে প্রেমের ঘায়
পৃথিবীর এই মিলনসজ্ঘ
এ সব কি আর ভালোবাসা হয়

প্রেম সে তো নয় দেহের কষ্ট
নিঃসরণ কিংবা বাহ্য ত্যাগ
যদি কারো হয় এমন দশা
ছেড়ে যাওয়া উচিত প্রেম-অনুরাগ

যখন তোমার দেহ চলে না
প্রেম হচ্ছে তোমার আরো প্রগাঢ়
মজিদ বলে-মূর্খ প্রেমিক
কখনো পায় না প্রেম উপহার।

শরাব

যেদিন বঁধুর সান্নিধ্য পাব
সেদিন করব মদ্যপান
শরাব যতই নিষিদ্ধ হোক
মানব না কারো বাধাদান

এতদিন আমি করিনি কো পান
মাতাল বেহেড যদি বা হই
প্রিয়তমা আমার চলে যেতে পারে
ভুল করে যদি ভাবি—সে নয়

তাকে না পাওয়ার যন্ত্রণা অশেষ
ভুলতে চেয়েছি মদ্যপানে
বুভুক্ষু মোর হৃদয়খানি
জাগ্রত ছিল প্রবল টানে

এতদিন আমার চারপাশে ছিল
শুভাকাঙ্ক্ষী আপনজন
প্রেয়সীর আসার ইঙ্গিত পেয়ে
কেউ কাছে নেই তারা এখন

যদিও তাদের ভাবনায় আছে
দীর্ঘ আমাদের বিরহের ফল
অনেক সাধন বিচ্ছেদের পর
কেমন যে হয় প্রাপ্তির ফল

যুগযুগান্তের প্রতীক্ষার পর
খুঁজে পেলাম যে অবিনশ্বর
কাম-মাতালের কি-ই বা আছে
সে তো আর নয় অনেক দূর

আমার জন্য শয্যা পাতো
বঁধুয়া তোমার কোমল উরু
আর না ভাঙুক ঘুম কোনোদিন
মদের নেশার এই তো শুরু

মজিদ বলে—ঠিক তুই ছিলি
মদ্যবিহীন বদ্ধমাতাল
শরাবপানে সুস্থ হবি
এসব কথা জানে সকল।

মদছাড়া

যেই ভাবি এই পাচ্ছি তোমায়
আবার ভাবি দাও ফাঁকি
তোমার এমন ছলনা ভুলতে
মদ না খেয়ে উপায় কি

চলতে পথে হঠাৎ করে
উঠলো ভেসে তোমার মুখ
মনে হলো হারিয়েছিলাম
কোথায় যেন পরম সুখ

হৃদয় মাঝে উঠল জেগে
সাত সাগরের একাকীত্ব
মদ রয়েছে তাই সঙ্গী আমার
বলতে পার পরম তীর্থ

বনবাদাড়ে ঘুরছি একা
বাদ রাখি না সাগরগিরি
আকাশ কিংবা স্থল পথে

খুঁজি আমি মুখ তোমারই
হয়তো তোমায় আর পাব না
সারাটা জীবন তোমার খোঁজ
করেই আমি অক্কা পাব
বুঝব না কি এই সহজ

মদের নেশা ক্ষণিক টোটে
মদ খেয়ে তার পুনরুত্থান
তোমার নেশা অক্ষত রয়
কিভাবে তার হয় অবসান

মদছাড়া কি বাঁচতে পারে
এই দুনিয়ায় গভীর প্রেমিক
মজিদ বলে—ঠিক বলেছ
এ সব কথা নয় বেঠিক।

খাস-কামরা

আমি রোজ দেখি স্বপ্ন কি সঠিক
বলতে পারি না কসম করে
ভিজা চুলে তুমি মেঘের কিনারে
দাঁড়িয়ে আছ ঈষৎ ভোরে

একটি গোলাপ ডান করাঙ্গুলে
বাম হাতে যেন কিসের পাত্র
আসছে হেঁটে ধীর পদক্ষেপে
ঘুম থেকে আমি উঠেছি মাত্র

লোকে বলে আমার এসব দেখা
নিঃসন্দেহে মনের ভ্রম

স্বপ্নে সে সব এসে থাকে নাকি
ঘুমের ঘোরে ভাবনার ক্রম

বাস্তব আর স্বপ্ন-মাঝে
কিভাবে তোমরা করো তফাৎ
এতদিন যার সঙ্গে ছিলাম
এখন তো আর নেই তার সাথ

প্রতিদিন যে সব বস্তুর সাথে
পরম মমতায় করি বসবাস
হারিয়ে যায় মুহূর্তে সে সব
হায় হায় করি কি সর্বনাশ

কিন্তু যে সব ভাবনায় থাকে
কল্পনা দিয়ে নিজে গড়ি
কিংবা স্বপ্ন মুহূর্ত হোক
অক্ষয় সে তো কেবল আমারই

মজিদ বলে—যা দেখে থাকো
সব সত্য এই দুনিয়ায়
আরেকটু আগে ঘুম ভাঙলে
পেতে পারতে খাস-কামরায়।

চুলের ভাঁজে

বন্ধুরা বসে কুৎসা রটায়
গালি দিয়ে বলে মৌলবাদি
এমন আহম্মক না হলে কি আর
তাকে পেতে এই রাত জেগে কাঁদি

বলতে পারে না শত্রুরা কেউ
কারো পাকা ধানে দিয়েছি মই
কারা আলু পোড়ায় গৃহদাহ হলে?
সব বুঝি আমি—বেহুশ ত নই

সকালে তারা ভালোবাসে যাকে
রাতে পেতে চায় অন্য কেউ
যারা এসেছিল বন্ধু ভেবে
সন্দেহ করে অবশেষে সেও

সুহৃদ শুধায় নির্জনে পেলে
কেন হও না ওদের মতো
মদ ও মাংসে বেশ আছে তারা
তুমি নিয়েছ কৌমার্য ব্রত

বলি চুপ থাকো—সত্য যে আছে
অহেতুক শুধু বেহুদা বাত
বহুগামিতার স্বভাব যাদের
তারা কি পাবে প্রিয়ার হাত

তোমরা তো শিশু পুংটামি শুধু
থাকো না কোনো আসল কাজে
শ্রেণিজজ্ঘা অনেক দূরে
আটকে গিয়েছ চুলের ভাঁজে।

হাফিজ ১

এক কবি ছিল হাফিজ দিওয়ান
শিরাজের প্রেমে খালি মশগুল
নয়নে তাহার মদিরার আলো
দুঠোঁটে গান ছিল বুলবুল

গোঁলাপ ছিল প্রেম প্রকাশের
তার জন্য এক সঠিক রীতি
প্রিয়ার ওষ্ঠের তিলের তৃষ্ণা
দূর করেছিল তৈমুর-ভীতি

বোখারা কিংবা সমরখন্দ
হতে পারে তা রাজার তুল্য
তখ্‌ত-তাউসের কি-ই-বা মানে
যে বুঝেছে প্রেমের মূল্য

তার একটা যাঞ্চা ছিল
সরাইখানায় সাকির সাথ
শুরুটা হবে মদিরা দিয়ে
অক্ষয় হবে প্রতিটি রাত

সে ছিল কবি—জগতের গুরু
কবিগুরু মায় তাহার বাপ
স্বীকৃতি তার দিয়েছিল অবাধ
মজিদ ত নয় তাহার মাপ।

বিহঙ্গ

বিহঙ্গ তুমি বহুদূর যাও
জাগিয়ে রাখ ডানার বিস্তার
গড়গড়িয়ার নির্জন বাসে
তার বিরহের নাই নিস্তার

শীত ও গ্রীষ্মে ঋতু অনুযায়ী
তোমরা করো মাইগ্রেশন
আমার জন্য রয়েছে আক্ষেপ
তড়পানো ছাড়া আর কি ধন

তোমরা যখন বরফের মধ্যে
অচল কঠিন ডানা ঝাপটাও
সেই শীতলতার পরম মাত্রায়
বঁধু কি আমার দেখতে পাও

এতটা পথ পাড়ি দেবার কালে
ভাসিয়ে রাখে কে শূন্যতায়
যে নামে তুমি ডাকো না তাকে
আমার বঁধুয়া ভিন্ন ত নয়

শুধাও কেবল তার দেখা পেলে
সান্নিধ্য পাব কতদিন পর
দেহখানি আমি রেখে তার কোলে
ঘুমিয়ে থাকব জীবন ভর।

ভিক্ষুক

ভিক্ষাভাণ্ডে যাদের জীবন
কেটে গেল চরম ব্যর্থতায়
তোমার কাছে হাত পেতে যে
আমার জীবন হয়েছে তা-ই

যাদের জীবন সফল ছিল
মালিক ছিল সাম্রাজ্যের
সে সব মোগল বাদশাজাদা
আসবে না এই দুনিয়াতে ফের

যারা ছিল চরম অত্যাচারী
কিংবা ছিল দাসস্য-দাস
সময় তাদের সকলের সাথে
করে রীতিমত ব্যঙ্গ-পরিহাস

তৈমুরের তরে মানুষের খুলি
বুশের জন্য লক্ষ প্রাণ
পারবে না কেউ শেষ বিচারে
সঙ্গে নিতে মাল-সামান

মজিদ বলে-শুনে রাখ সবে
ভিক্ষা ধরণীর বড় পেশা
তারাই দুনিয়ায় বড় ভিক্ষুক
যারা পায় না একটি পয়সা।

মদ-মাতাল

শরাব সাকি পেয়ালা হাতে
বাগানে বসে গুণছে দিন
পানের আগেই নেশায় আমার
দু'চোখ ভীষণ হয়েছে রঙিন

মার্কস-এঙ্গেলস ঠিক বুঝেছিলেন
ধার্মিকেরা আফিমখোর
সত্যি আমার কাটছে না তো
অধর্মের এই নেশার ঘোর

কোথায় রয়েছে সুন্দরী নারী
দুগ্ধফেননিভ স্রোতস্বিনী
কী করে তার সান্নিধ্য পাব
ধরেছে আমাকে এই অভিমানী

তার সাথে চলে মন দেয়া-নেয়া
তার সাথে যত খুনসুটি
তার অমীমাংসিত সম্পর্ক থেকে
বল তো আমি কেমনে ছুটি

বলি তাকে—বরং উদ্যান হতে
সুর-সাকিদের দাও ছুটি
তোমার প্রেমের মদ-মাতালেরা
দিগম্বর হয়ে ধূলায় লুটি।

হাফিজ ২

দেখতে গিয়েছি সোনারগাঁয়ে
সুলতানি কালের ধ্বংসাবশেষ
যদিও কোথাও নেই দুনিয়ায়
তাদের কীর্তির সামান্য রেশ

শোনা যায় তারা ছিলেন নাকি
বাংলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক
দরবার তার গুণগ্রাহী ছিল
কাশীরামের মধুর শ্লোক

তাদের কালে বাদশা ছিলেন
গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
হাফিজের তরে প্রাণ পড়ে ছিল
এ কথা তো সকলের জানা

করেছিলেন তাকে সসম্মানে
এই বাংলায় আমন্ত্রণ
বাংলার তরে উতলা ছিল
আমরা শুনেছি হাফিজের মন

একটা কাব্য লিখেছিলেন তিনি
নাম দিয়েছিলেন 'বাংলার বুলবুল'
সে বাণী-অমৃত জেগে রয় আজো
শ্রদ্ধায় গাহে সব বুলবুল

মজিদ বলে—হাফিজের তরে
এই পদ্যটি লেখা হলো
সিরাজে গিয় বলো বুলবুল
বাংলার কবি সালাম জানালো।

ফল

দোকানে যত ফলফলাদি
সাজিয়ে রাখে বিক্রেতা
সে সব ফলে থাক না বাহার
আমি তো নই তার ক্রেতা

যারা অধৈর্য তড় সয় নাকো
তারা নিক সেই ফলে ঘ্রাণ
আমি শুধু বসে অপেক্ষা করি
কবে হবে এর ফারমেন্টেশন

ডাসা আঙ্গুর আর খাসা গন্ধমে
হয় না তৈয়ার হুইস্কি
পেঁকে-পচে যদি গেঁজে না ওঠে
সেই কঁচি ফলে আমার কি

প্রিয়াকে যদি পেতে চায় কেউ
রাঙাতে হবে নির্যাসে
দেহের লুপ নীন না হলে
কীভাবে থাকবে তার পাশে

মজিদ বলে-অর্বাচীনের
দেহের সুখ ঐ ফলের লোভ
দ্রাক্ষার রস পায় যদি কেউ
আর কি থাকে না পাওয়া ক্ষোভ।

আজান

সকাল ও সন্ধ্যায় আজান হাঁকছে
কী আহ্বান মুয়াজ্জিন
এক নামাজের এহরাম বেঁধে
কেটে যে আমার যাচ্ছে দিন

হয়তো তখন রাত্রি গভীর
ধেয়ানে মগ্ন বিশ্বচর
তাহাজ্জতের নামাজের জন্য
খুলে গেল তাই খোদার ঘর

সেই নামাজে এখনো আছি
শুনতে পাইনি ফজরের ডাক
হয়তো অনেক মোরগ ডেকেছে
বেজেছে বহু মন্দিরে শাঁখ

দুপুর আমার গড়িয়ে গেছে
আছর মাগরিব পাইনি টের
খোদার কাছে দিন ও রাতের
নেই জেনে রেখ পার্থক্য ঢের

নফলে আমার খোদার দিদার
ফরজ পড়ার সময় কই
তোমরা যারা বাধ্যানুগত
তারা পড়বে অবশ্যই

এক নামাজে নিয়ত করে
আমি আছি এই গভীর ঠাঁই
মুয়াজ্জিনের এই আহ্বান
মজিদের কোনো প্রয়োজন নাই।

বিষণ্ন দিন

এ এক মহা কষ্টের দিন
হৃদয়ে নামছে বিষণ্নতা
যদিও প্রকৃতির হলুদাভ ফুল
মৌমাছি আনছে শীতের বারতা

যারা এসেছিল সঙ্গে আমার
ভরপুর ছিল সরাইখানা
আগেই তারা নিয়েছে বিদায়
হয়তো আছে দু'একজনা

মদের ভাণ্ড পূর্ণ ছিল
বন্ধুরা ছিল খোশমেজাজ
বন্ধ হয়েছে হৈ-হুল্লোড়
তলানিটুকু রয়েছে আজ

কে হাতে দেবে পেয়ালা তুলে
দিতে চাই আমি শেষ চুমুক
শত নীরবতা আসছে নেমে
হয়ে আছে সব বধির-মূক

কেন এসেছিলাম সরাইখানায়
কেন করেছিলাম মদ্যপান
সে সব আজ অর্থবিহীন
লাভ নেই তার হলে সমাধান

কেউ যদি থাক শরাব-সাকি
তুলে দাও এই শেষ মদিরা
শীতের দেবীর আগমন-আগে
অবশ্য চাই ঘরে ফেরা

মজিদ বলে—ভাবনা বৃথা
অহেতুক কর মন খারাপ
মদিরা সেবন কর নির্দ্বিধায়
ধুয়ে যাবে তাতে সকল পাপ।

খল

লক্ষ পাখির ডাকাডাকির পর
পৃথিবীতে আসে সূর্যের আলো
এমন জৌলুস যে ভানুমতির
ধরণীতে পা—সেও যে ভালো

কিন্তু আমরা রয়েছি যারা
ভক্ত কিংবা দেওয়ান তাঁর
সে শাহজাদির পড়ে না কো পা
আমাদের এই আঙিনার পর

সূর্য যখন পশ্চিম পানে
আলো হয়ে যায় ম্রিয়মান
রাত্রি আঁধার হলেই জানি
নামবে উঠানে তাহার যান

সারারাত বসে অপেক্ষাতে
করি একাকী মদ্যপান
শুনি ঘরঘর অতিক্রম করে
রাস্তা দিয়ে সহস্র যান

মসজিদে মুমিন জিকির করে
মন্দিরে বাজে কাঁসা ও শাঁখ

কর্ণে তাহার পৌঁছে না জানি
আমাদের এই অস্ফুট ডাক

কখনো ডেকেছি হারামজাদি
বারবনিতা শুনতে পাও
সবার সঙ্গে ঢলাঢলি তোমার
সে সব কথা জানা আছে তাও

মজিদ বলে—আর ডেকো না
উপেক্ষাতে পেতে পার ফল
এ সব নারী প্রগল্ভ অতি
পছন্দ করে যারা হয় খল।

সুরা ও সাকি

হাজার বছর হবে নিশ্চয়
হতে পারে আরো পুরনো দিন
পাথর ও চুন খসে পড়িতেছে
আমরা হয়েছি সঙ্গীহীন

গোলাপের এখানে বাগান ছিল
ফুটেছিল বেলি চম্পা ফুল
ঘাটের কিনারে তরী বাঁধা ছিল
ঝরেছে মাটিতে পাপড়ি মুকুল

প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র ও শিক্ষক
করে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা
বলে দেয় নিখুঁত কত পুরনো
হয় না তাতে আমার শিক্ষা
লোল চামড়ায় ভাঁজ পড়ে যায়

আমরা হয়ে যায় অদৃশ্য
প্রেম রয়ে যায় চির তারুণ্য
মঞ্চ ছেড়ে যায় সকল নিঃস্ব

আবার আসে নতুন সাকি
সুরাহি ঢালে পানপাত্রে
ভাণ্ড কত পুরনো ছিল
নির্ণয় করে তরুণ ছাত্রে

খাদ্য ও খাদক নয় ভিন্ন
সময়ের নিপুণ রান্না ঘর
সুরা ও সাকি হয়তো একই
উন্মোচন হোক হৃদয় তোর।

প্রিয়ার স্মৃতি

এত আনন্দ চারিদিকে হায়
বায়ুসাগরে মধুর গীত
তবু কেন আজ আসছে নেমে
আমার হৃদয়ে দারুণ শীত

বাতাস ব্যস্ত চটুলা আপন
সাগর উতলায় নিজের সুখ
আমার জন্য হবে উতালা
সেই প্রিয়তমার দেখিনি দুখে

সূর্য তাহার কক্ষপথে
ঘুরে এলো সেই বারটি মাস
অনেকের তরে পৌষ মাস তবু
আমার হয়েছে সর্বনাশ

প্রতীক্ষা তো মরণের সমান
জ্ঞানীরা আগে বুঝেছিলেন ঠিক
মরণে তো হয় চিরপ্রশান্তি
প্রতীক্ষায় প্রাণ করে টিকটিক

মজিদ বলে—অস্থির যারা করে
অহেতুক অপেক্ষা ভীতি
বোধিবৃক্ষের তলে বসে তুমি
মৈথুন করো প্রিয়ার স্মৃতি।

যুগল চাঁদ

এক আকাশে দুখানি চাঁদ
ওঠে কখনো সত্য নয়
ঝুলন্ত সে—হিরক খনি
ভূগছে যেন বিষণ্নতায়

দিনের আলো লুকিয়ে থাকে
পায় না তাই অলস লোক
ঐরাবত-ই হারিয়ে যায়
কেমনে পাবে মেষশাবক

তোমরা যারা আকাশচারী
দিগ্বিদিক ছুটতে চাও
তারা না হয় দেখতে পার
জোড়া চাঁদের সত্যতাও

আগুন থেকে জন্ম তার
গড়িয়ে চলে পানির দিক
পাথর থেকে ঠিকরে পড়ে

মহাকালের আলোর চিক
পাথর ভেবে চাটতে থাকে
অবুঝ শিশু মায়ের বুক
আমরা যারা ঘর ছেড়েছি
লবণজলে নেই কো সুখ

একটা বুড়ি চরকা কাটে
একটা বুড়ি রাঁধতে যায়
সুযোগ পেলে রাইবিনোদী
নদীর জলে ভিরমি খায়

দুহাত দিয়ে ধরতে গেলে
মায়াহরিণ সমুখ ধায়
খলবলিয়ে হাসিচ্ছটা
হতবিহ্বল ডাইনে বাঁয়

সাগর পথে আলোর রথে
মাঠ ছুঁয়েছে নীলাম্বর
জোড়া চাঁদের স্বপ্ন দেখে
ঘুম টুটেছে নতুন বর

পাথর থেকে ছিটকে পড়ে
নরম আভা কোমল সুর
লবণজলে স্নান করে
ডাঙায় ওঠে সমুদ্দুর

বন্ধু তুমি জীবন সাথী
নাম রেখেছি যুগল চাঁদ
নিন্দুকেরা কুৎসা রটাক
তোমার মায়া মরণ ফাঁদ।

চির-বিবাহিত

জানো তো আমি চির বিবাহিত
বঁধু থাকে না আমার কাছ
বিধবার মতো একাদশী আমার
ছুঁয়ে দেখি না মাংস ও মাছ

সোমরস মদ চরস ও ভাঙ
তাকে ভুলতে করি সেবন
কোথাও আমি হইনি কো বাহির
বেছে নিয়েছি ঘরের কোণ

নগরের যত নটী ও ছিনাল
আমার ঘরের কাছ ঘেঁষে
ইঙ্গিতে ডাক দিয়েছে ক'বার
বসতে চেয়েছে কাছে এসে

সঙ্গবিহীন বিচ্ছেদে আমার
কেটে গেলে এই যৌবন কাল
বন্ধুরা আমায় গালি দিয়ে বলে
দেখ কী হয়েছে বৃদ্ধের হাল

তারা এসে রোজ জ্ঞান দান করে
পান করে কিছু মদের ভাগ
হয় না তবু অপসৃত
তোমার প্রেমের কলঙ্কের দাগ

ভাবের ঘরে শূন্য যে অতি
প্রেম হবে না কো দেহবিহীন
সে সব অনেক পুরনো কথা
বিগত লাইলি-মজনুর দিন

সঙ্গ করা প্রেমিক শোন
এ কথা কী সত্য নয়
মজিদ বলে—আমি তো অক্ষম
দেহের সুখ আমার নয়।

মহানৃত্য

নৃত্যে জাগে মহাবিশ্ব
বয়ে চলে হেতা সঙ্গীতে সুর
তুমি কেন আছ ঘরের কোণে
রয়েছ পড়ে অনেকদূর

সাকিরা সব এসে গেছে দেখ
হাতে নিয়েছে পানের পাত্র
বঁধুয়া তোমার এসেছে হয়তো
তুমি উঠেছ কেবল মাত্র

নানা সুর তাল সরোদ বাঁশি
বাজিতেছে দেখ কাঁসারি ঢাক
ইসরাফিলের সিঙ্গার ফুঁকা
দুনিয়াটা আজ রসাতলে যাক

হাত ধরেছে সখিরা সবে
ভাঁজ তুলেছে নিতম্বে
নাচের মুদ্রা শুরু হবে এখন
ঢাকে বারি সে যেই না দেবে

যারা দুর্বল লঘুচিত্তের
কিংবা আছে হার্টের অসুখ

ঘরে তালা দিয়ে থাকুক তারা
এই আসরে না আসুক

এখনো যারা বঞ্চিত সুর
সঞ্চিত করে ধনসম্পদ
দূর করে দাও জলসা থেকে
মৃত-জঞ্জাল এমন আপদ

মজিদ তোমার দিন চলে যায়
লাস্যময়ীর পায়ের নৃত্য
এ সুর তোমার যন্ত্রণা দূর
তুমি হও তার পায়ের ভৃত্য।

বরণ

বেলা বয়ে গেল পড়ন্ত বিকাল
মন্দিরে বাজে সন্ধ্যার শাঁখ
মুসল্লিরা মসজিদে গেছে
শুনে মুয়াজ্জিনের কল্যাণ ডাক

অফিস আদালত হয়েছে ছুটি
সবাই ধরেছে ঘরের পথ
সূর্যকে নিতে নামে পর্বতে
অষ্ট ঘোড়ার ইন্দ্রের রথ

পাণ্ডবেরা স্বর্গে যাচ্ছে
সাঙ্গ করে খাণ্ডবদাহ
একশত সুত হারিয়ে অন্ধ
ধৃতরাষ্ট্র করে শোকাবহ

সবাই এখন ঘরে ফিরছে
পাখিরা নিয়েছে বৃক্ষে নীড়
আকাশ এখন সেজেছে তারায়
মহামূল্যের নক্ষত্রবীথির

ভেবো না আমি বঞ্চিত হবো
ঘরে ফেরার এ মহোৎসবে
এই দুনিয়ার কোনো অভিসারে
নিশ্চয় আমার বরণ হবে

ক্ষুদ্র তৃণ কিংবা অনু
আমরা চোখে দেখি না যা
সে সব লাগে মহাযজ্ঞে
মজিদের তা আছে জানা।

শরাব-সাকি

তোমরা দু'জন শরাব ও সাকি
হাত ছাড় না পরস্পর
কী অপরূপ রহস্যময়
বুঝতে পারি না সারারাত ভর

প্রথমে মৃদু আলাপচারিতা
ঝংকার তোলো মদের পাত্রে
অনুদ্ধারে রয়ে যায় অর্থ
দুর্বোধ্য হও গভীর রাত্রে

হেরেম থেকে বাদশা হারুন
টহল দিচ্ছে রাজপথে যেনো
আরব্য রজনীর বহুরূপী নারী

হতে পারে দুখী দয়িতা-মা-বোনো
তোমাদের দেখে আমার বিশ্বাস
কেন যেন হয় সামান্যতর
নারী কখনো চাই না শাসক
পুরুষ কিংবা ক্ষমতাধর

নারীকে কেবল বুঝতে পারে
একটি নারী যেন বা কেউ
পুরুষের কেবল দখলদারী
একই আচরণ করে যেন সেও

মজিদ বলে সুরা আর সাকি
ঘর বেঁধেছে জীবনভর
তোমাকে নিয়ে বিলাস তাদের
তুমি হতে পার তাদের বর।

জল

আকাশ থেকে পড়ন্ত জল
সাগর থেকে উঠন্ত
শীতের বেলা জমাটবদ্ধ
গ্রীষ্মে থাকে ফুটন্ত

ডিমের মধ্যে যে জল থাকে
আগুনে তা শক্ত হয়
পুষ্পে পড়া জমাট পানি
ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়

দেহের মধ্যে পানির খেলা
বাতাস পানি লোহিত জল

সাঁতার যারা শেখেনি আগে
তারা কি পাবে পানির তল

বাতাস পানির মহামিলন
এই দুনিয়ার আসল রূপ
উঠছে নামছে উপর নিচে
মিলে যাবে এই বুদ্বুদ

আমরা যারা শরাবগ্রাহী
এও তো জলের আরেক রূপ
জলের সাথে জলের মিলন
সাকি এবার হও না চুপ।

দিওয়ান

দেওয়ান তোমার একাকী ছিলাম
কেউ ছিল না অংশীদার
এখন দেখি অনেকে ঘোরে
বুঝতে পারি না তুমি যে কার

অসংখ্য সব বন্ধু জুটছে
জানে না তেমন সহবত আর
ফ্যাশন-ব্যাসন মার্জিত নয়
করছে যেমন ইচ্ছা যার

কেউ ডাকছে চাচা বলে
কেউ বলছে বুড্ডা লোক
আমি নাকি আটকে আছি
তোমার সঙ্গে যেন বা জোঁক

এতদিন আমি সঙ্গে তোমার
এখন আমার বাইরে ঠাঁই
সবাই তোমার মৌজে আছে
আমার যেন পরিচয় নাই

শেষ বয়সে মিনতি করে
জানাই তোমায় প্রার্থনা
একটুখানি সঙ্গ করো
হরেক ছুতায় বলো না না

মজিদ বলে—এসব ছোকড়া
আজকে আছে কালকে ঠিক
অন্য নারী খুঁজবে জেনো
মাংস যাহার আছে অধিক।

কবিতা

স্বর্গ থেকে অপ্সরী এসে কাল
শুনিয়ে গেল আমার কবিতা
জীবদ্দশায় এমন ঘটনা
আগে কখনো ভাবিনি তা

এতদিন আমি সাকির সাথে
কবিতা নিয়ে করেছি যে আলাপ
বিশ্বাস করো তার বর্ণনায়
মিলে গেল তা খাপের খাপ

এ যেন সেই নারদ মুণি
উইয়ের ঢিবির বাল্মীকি
বলল, তাকে এবার সাধু

তোমার বাণীর রূপ দাও দেখি
জন্মমৃত্যু-জাতক কথা
বলে গেল সে গভীর লয়ে
অন্তরে যে চক্ষু ছিল
খুলে গেল তা উতাল হয়ে

সারারাত তুমি মদ ঢেলে সাকি
হয় তো পড়েছ সকালে ঘুমিয়ে
কি যে মায়াময় কাব্য সে সব
রচনা করেছে আমাকে নিয়ে

ঝাড়বাতিগুলো নিভে গিয়েছিল
তাহার চিকন কোমল রূপ
যদিও অনেক কবিতার কথা
তারচেয়ে ছিল অধিক চুপ

যে সব কবিতা লিখেছি এতকাল
তার ছিল না অর্থখুব
বন্ধুরা পড়ে মজা পেত অথবা
আড়ালে বলতো বেকুব

যে কবিতা হয়নি পড়া
লিখে ফেলে দিয়ে অবজ্ঞায়
তারও রয়েছে গভীর অর্থ
তার আবৃত্তি-বলল তাই

এবার সাকি শরাবের পাত্র
সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও
যে সব কথা হয়নি বলা
সে সব এখন বলব তাও।

উপেক্ষা

তোমাকে বোঝার ক্ষমতা আমার
নেই সামান্য সামান্যতর
হয়তো তোমায় বুঝতে পারব
বর্তমানের এক জীবন পর

ভাবি যখন দারুণ দুঃখ
কষ্ট পাচ্ছ ভয়ঙ্কর
এড়িয়ে যাচ্ছ আমাকে ভীষণ
আমি যেন তোমার পরম পর

ফেলছ ছুঁড়ে মদের গ্লাস
দিচ্ছ না তুলে একটু তরল
কণ্ঠের সুর বিষাদ-বিধুর
বাজেনি নূপুর তবলায় বোল

তোমার এমন কষ্টে যখন
আমার প্রাণ করে আইঢাই
তুমি বলো তখন—কষ্টের দিনে
আমি তোমাকে কাছে ডাকি নাই

আবার যখন হাসিতে তরল
প্রগলভ এক রমণী বেশ
ঢলে ঢলে পড় কোলের উপর
তুমি থাক না তখন বিশেষ

নির্ণয় আমি পারি না করতে
কোনটি তোমার আসল রূপ
উপেক্ষা ও কষ্টের মাঝে
রয়েছে প্রেমের আসল স্বরূপ

বিগত

অনেক তো দিন হলো বিগত
কেটে গেল সেই তরুণ কাল
ভাবনা তখন ছিল না মোটেও
হবে কোনোদিন এমন হাল

জাপটে ধরেছি সাগরের ঢেউ
দিগন্ত ছিল এমন কি দূর
এই দুনিয়ায় নয় দুর্লঙ্ঘ্য
হোক এভারেস্ট পাহাড় চূঁড়

জুটে গিয়েছিল বন্ধু অনেক
প্রেম-পিরিতি ছিল অশেষ
ভাবনা ছিল চির যৌবন
কোনোদিন এর হবে না শেষ

মদের ভাণ্ড পূর্ণ ছিল
হয়তো তরল অপরিশোধিত
ইতর বিশেষ না করে সাকি
শরাব সুরাহি ঢালিয়া দিত

পান করেছি যত্রতত্র
টের পাইনি কো বিশেষ মাল
এখনো রয়েছে অনেক বাকি
আমার অবস্থা টালমাটাল

অন্য কক্ষে হয় আয়োজন
জলসায় আসে নতুন লোক
যারা নিচ্ছে বিদায় আজিকে
তাদের জন্য করো না শোক

যারা পান করে তারা ফুরন্ত
পানের বিষয় চিরন্তন
সরাই কখনো থাকবে না খালি
সাকি খুঁজে নেবে নতুনজন

মজিদ বলে—করো না কো ভয়
দিন শেষ হলো প্রতীক্ষার
দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখে সেই
মালা দিতে চাও কণ্ঠে যার।

সহমরণ

আমি তো প্রাচীন বৃদ্ধ ও নুব্জ
দুনিয়াতে এসেছি—অনেক কাল
এবার আমায় ফিরে যেতে হবে
গুছিয়ে নিচ্ছি সকল মাল

ব্যথা ও বেদনা ছেড়ে যাওয়া দুঃখ
অবসন্ন ভারাতুর মন
এর মাঝে তুমি তরুণ সুরাহি
পাত্রে ঢেলে দিয়েছ কখন

চোখ তুলে আমি দেখে নিলাম সাকি
তোমার নয়নে আঁখির পাত
হয়তো আমার ছেড়ে যাওয়া ঘরে
তুমি আনন্দে কাটাবে রাত

গান ও গজলে কবিতায় মুখর
এতদিন আমি লিখেছিলাম যা
এসব তোমার কণ্ঠে দারুণ

আমাকে বলছে তফাৎ যা
আজ তো আমার হচ্ছে স্মরণ
কেন এসেছিলাম এই সরাইখানা
যার জন্য পথে নেমেছিলাম
সেই তোমাকে পাওয়া হলো না

যাবার কালে আমার এ দাবি
মুখ ফুটে আমি কেমনে বলি
তোমার তো নয় যাবার সময়
রয়েছে পড়ে এখনো সকলি

এটা যদি হতো সত্যযুগে
সহমরণের বিধান গুণে
ঝাঁপিয়ে পড়তে নিশ্চয় তুমি
এই বৃদ্ধের চিতার আগুনে

মজিদ বলে—সেও তো ভালো
দেখা হলো যাক নিদান কালে
সন্ধ্যায় তারা দেখা দেয় বলে
ভেবো না থাকে না খুব সকালে।

কাটাপড়া মানুষ (২০১৭)

কবিতা

কবিতাকে কবিতা হতে দেখলেই আমি বিরক্ত হই
কবিতা কবিতার মতো হলে আর পড়তে ইচ্ছে করে না
মনে হয় সাজানো গোছানো
মনে হয় কেউ লিখতে চেয়েছিল
মনে হয় বিয়ের আগে পার্লারে গিয়ে সেজেছে অনেক
এসব সাজাটাজা তো একদিনের ব্যাপার
সবাইকে দেখানোর জন্য, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার জন্য
গায়ের রঙ চড়ানোর পরে
দামি অলঙ্কার ও শাড়ির আড়ালে
পরচুলা ও ভ্রু প্লাক করার পরে
আসল কনে যেমন হারিয়ে যায়
এমনকি ঘরে ফিরে আসার পরেও তো
ফটো শেসনের অলঙ্কার খুলে আলিঙ্গন করতে হয়
কবিতা তো আলিঙ্গন করার জন্য
কবিতা তো খালিপায়ে ফুটপাতে হাঁটার জন্য
কবিতা তো সারিবদ্ধভাবে গার্মেন্টস কারখানায় যাওয়ার জন্য
পার্কে নেতিয়ে পড়া শিশুর সাথে ঘুমিয়ে থাকার জন্য
অবশ্য মাঝে মাঝে জিন্স পরলেও খারাপ লাগে না
বুকের ক্লিভস কিংবা মাথার স্কার্ফ সবই থাকতে পারে
কবিতাকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে চাই
ঘরের লক্ষ্মীরা ঘরে থাক
যারা বেরিয়ে আসতে পারবে রাস্তায়
মাঠে ঘাটে মিছিলে সংগ্রামে
যারা লিঙ্গহীন বন্ধুর মতো চারপাশে
যারা মিলনে পারঙ্গম শয্যায়
যারা সহমরণে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠবে
তারাই আমার কবিতা
তাদের জাতপাত ধর্মাধর্ম বর্ণগোত্র
দেশকাল আমার বিবেচ্য নয়।

কাটাপড়া মানুষ

আমি আর কবিতা লেখায় উৎসাহ পাই না
না প্রেম, না প্রতিবাদ অবশিষ্ট আছে
ইংরেজ ও পাকিরা চলে গেছে
আর তো কোনো শালাকে হবে না তাড়াতে
এমনকি রাজাকারের বাচ্চারা ফাঁসিতে ঝুলছে
আর কাকে নিয়ে লিখব কবিতা
আর কেনই বা বলব—
ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মেহনতি মানুষ জেগে ওঠো
দেখ শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা করছে লুণ্ঠন
তোমাদের শ্রম ও ঘামের অর্থ
দেখ উর্দিপরা উর্দুভাষীরা
বাংলার সোনালি আঁশকে পরিণত করেছে
কৃষকের গলার ফাঁস
মা-বোনের সম্ভ্রম নিয়েছে লুটে
আর কোনো বিদেশি ফিরিঙ্গি উর্দিপরা বুটের
নিচে লুণ্ঠিত হবে না দেশ মাতৃকা বোনের জীবন
চার আনার কাগজ আর আট আনায় কিনতে হবে না
গ্রাম-গঞ্জে প্রতিটি শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে
রাজধানীর অলিতে-গলিতে তৈরি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়
চার লেনের রাস্তা, ফ্লাইওভার
রঙ-বেরঙের বাহারি গাড়ি
বাংলাদেশ ব্যাংকের ভোল্টগুলো টাকায় উপচে পড়ছে
মিলিয়ন বিলিয়ন টাকা আজ বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে
শাদা টাকাদের সাথে ঘর বাঁধছে
তাদের ছেলেপুলেদের আজ আলাদা করার দরকার হয় না
দেখ, বাঙালি উপনিবেশ গড়েনি, গড়েছে নিবেশ
উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে দেশ
কি আনন্দ! কি আনন্দ!!
মুসল্লিরা মসজিদে নিরাপদে আছে

মন্দিরে বাজছে শঙ্খধ্বনি
মেয়েরা গান ও নৃত্যের বেলেল্লা ছেড়ে
ওড়নাতে মুখ বেঁধে পার্কে মেদ ঝরাচ্ছে
ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক হবে
তা পবিত্র গ্রন্থে বলে দেয়া আছে
এখন আর কোনো কবিকে লিখতে হবে না বিদ্রোহী ভৃগু
এখন কোনো কবি রাবনকে রামের উপরে স্থান দিতে পারবে না
এখন রামকে অযোধ্যার মন্দিরে বন্দি থাকতে হবে
রবীন্দ্রনাথকে নাইটহুড গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে
এখনো যারা কবিতা লিখছেন—
তারা বাজারের ফর্দ লিখছেন, পুলিশের বিধিমালা লিখছেন
শেয়ালের হুক্কাহুয়া লিখছেন, জঙ্গিদের ইশতেহার লিখছেন
ইন্দো-মার্কিন ভিসা খুঁজছেন, মক্কায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন
আর যারা অর্থের আড়ালে অন্ধকার কক্ষে কবিতায় রয়েছেন জারি
তৈয়ার করছেন নশ্বর দেহের অবিনশ্বর মমি!
তারা কালোত্তীর্ণ কবি, সমকালে মূল্য পাননি বলে
তরুণ অধ্যাপকগণ মহাকালে তাদের নিয়ে করবে গবেষণা
তাদের মমিগুলো দেখে বলবে, এখনো রক্তমাংসহীন কি শক্ত
তাদের বুদ্ধির তারিফ করে রচিত হবে অভিসন্দর্ভ
আর আমার মতো যারা লেখা দিয়েছেন ছেড়ে
তারা কাটাপড়া মানুষ—
তাদের জিভ নেই, তর্জনি ও মধ্যমা নেই
মিলিত হওয়ার লিঙ্গ নেই
বালি ও সুরকির মতো পুরনো দালান থেকে
তারা প্রতিদিন খসে পড়ছে...

গিভ আপ ইয়ুর হাঙ্গার স্টাইক

আগে সরকারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে জেলে গেলে
রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম পাঠাতেন,
বলতেন, 'গিভ আপ ইয়ুর হাঙ্গার স্টাইক'
শরৎচন্দ্র নিয়ে যেতেন পথের দাবি ও শেষ প্রশ্ন
তখন জেলে বসেই হাতকড়া নাড়িয়ে
জেলারের বিরুদ্ধে গান গাওয়া যেতো
আদালতে দাঁড়িয়ে জজ সাহেবকে প্রশ্ন করা যেত
পাঠ করা যেতো রাজবন্দির জবানবন্দি
গান গাওয়া যেতো—'তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে সেই জনতা'
আজ কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখলে
সে দেশদ্রোহী হবে, কারণ রাজা চলে গেছে অন্য দেশে
এখন কেবল রয়েছে দেশ; দেশদ্রোহীর শাস্তি ভয়াবহ
কোনো কবিই আর তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না
কবিদের আগেই স্টিগমা মেরে দেয়া আছে
নজরুল এখন জেলে গেলে
রবীন্দ্রনাথ বলবে 'কই মাছের প্রাণ-
চল্লিশ দিন না খেয়ে এখনো মরেনি
দেবতার কথা বললেও আদতে মৌলবাদি'
রবীন্দ্রনাথ যদিও কখনো জেল খাটেননি
তবু নজরুল অনুসারীদের নিরন্তর চেষ্টা
বুড়াকে একবার জেলের ঘানি টানাবার
আমাদের কবিরাও রবীন্দ্র কিংবা নজরুল অনুসারী
যদিও তারা ছিলেন শিব ও সুন্দরের প্রতীক
তাদের সম্পর্ক ছিল মধুর
তাদের রাজত্ব এখন অখণ্ড নেই
দুই রাজার সন্ধির সুযোগ নেই
নতুন রাজত্বও কেউ পারবে না গড়তে
যতই দুই হাত এক সঙ্গে চলুক
যতই চুল ও টাক ঠুকাঠুকি করুক
কবিতার গুঢ়ার্থ রাজার আনুকুল্য।

কিভাবে বলব

কেউ আজ আল্লাহর সঙ্গে কথা বললেও
আল্লাহর সৈনিকেরা অবিশ্বাস করে
বলে মানুষ কি আর আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে
স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের একান্ত অধিকার তারা স্বীকার করে না
যখন কারো কন্যা চলে যায় নিরুদ্দেশে
যখন দুর্ঘটনায় আর উঠতে পারে না
তখনো যদি সে বলে, হে আল্লাহ তুই যদি সত্যিই থাকিস
তাহলে আমার বুকের মানিককে ফিরিয়ে দে
ওরা বলে, আল্লাহকে তুই-তুকারি করা যাবে না
ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেয়া হবে
এ সব কথায় কি আল্লাহ রুষ্ট হন
তার সার্বভৌমত্ব কি ক্ষুণ্ন হয় তাতে
তিনি কি রক্ত মাংসের, অল্পতেই যান রেগে
দেশের প্রধানকেও কিছু বলা যায় না
বললে তার সৈনিকেরা ক্রুদ্ধ হন
আমি তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা বলতে চাইনি
আমার যে পুত্র রাতে ঘরে ফেরেনি
যে কন্যা ধর্ষণে অপমানে উদ্বন্ধনে মরেছে
অথচ হাসপাতালে প্রবেশের অনুমতি পায়নি
তিনবেলা পান্তার সাথে পেয়াজ পেলে
প্রেম ও প্রার্থনা জানাতে পারলে
আমার তো অভিযোগের কারণ দেখি না
আমি তো রাজপথে ফেসবুকে খবরের কাগজে
এই জন্যই বলতে চাই-
তার কাছে যাওয়ার আর কি কোনো রাস্তা আছে!

নিয়তি

সব কালে সব দেশে অপরাধ সরকারি স্যাঙাতরা করে
কারণ তাদের পুলিশ আছে; ডিও লেটার আছে
পাড়ায় মহল্লায় তাদের পেটোয়া বাহিনি আছে
এমনকি যে সব অপরাধ বেসকরারি লোক করে
তাদের পেছনেও রয়েছে তাদের সায়
হয় তাদের পার্সেন্টেস আছে
নয় রাষ্ট্র পরিচালনায় ঔদাসীন্য আছে
সব কালেই যা ছিল হয়তো এখনো তা-ই
তবু স্বাধীন দেশের অবস্থা অন্য রকম
কারণ পরাধীন দেশের সরকার থাকে অন্য দেশে
যেমন শ্বেতাঙ্গ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে
দেশের মানুষ থাকতো প্রতিবাদির পক্ষে
যদিও কিছু পুলিশ ও টিকটিকে তখনো ছিল
সরকারের পক্ষে থাকা নেহায়েত প্রয়োজনও বটে
তবু দেশের মানুষই তো পাকিদের দিয়েছে তাড়িয়ে
এখনো সরকার আছে
সরকার আগের মতো লাঠিপেটা করে
আরামবাগে কিংবা জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যা করে
ছাত্র মিছিলে গুলি চালায়
নিজের দেশের সম্পদ অন্য দেশে পাঠায়
কিন্তু তার প্রতিবাদ করা যাবে না
প্রতিবাদ করলে হিরো থেকে জিরো
পুলিশ পেটাবে, দলের সমর্থকরা ছুরি মারবে
অপবাদ মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে
কেউ পক্ষ নেবে না
উল্টো উপদেশ বিলাবে—
কে বলেছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে
বলবে, কোন সরকারই বা ভালো ছিল
অমুকরা কি তমুক করেনি
তা ঠিক, আগে বিছানায় খেত, এখন বিছানায় হাগে
অন্যায় মেনে নেয়া স্বাধীন দেশের নিয়তি।

আমার কবিতা

প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই আমি বন্ধুদের একটি
কবিতা উপহার দিই; যেভাবে অন্যরা শুভ সকাল বলে
কবিতা লেখাই তো আমার কাজ
যেভাবে ভোরবেলা সবজিবিক্রেতা হাঁকডাক ছাড়ে
প্রতিদিন তো কেউ সবজি কেনে না
কোনোদিন বিক্রিপাট্টা ভালো, কোনোদিন নয়
ক্ষতিতেও করতে হয় বিক্রি মাঝে মাঝে
নষ্ট-পচা বলে কেউ দুর দুর করে
চাষির কাজ চাষ, বিক্রেতার বিক্রি
আমিও কবিতার চাষি, নেই অন্য দক্ষতা
রোদ-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্মে করি কবিতার চাষ
শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করি—
গতকাল যে-সব মানুষ পেয়েছিল ব্যথা
যাদের হৃদয় অন্যের দুঃখে উঠেছিল কেঁপে
ক্ষমতার নিষ্পেষণে যে-সব নীরব-কান্না
চেয়েছিল সশব্দে উচ্চারিত হতে
আমার কবিতা তাদের চেতনার সিঞ্চন
প্রতিদিন প্রাতঃরাশের আগে আমিও
মানুষের ভেতরের মানুষ জাগিয়ে তুলি
যেভাবে একটি কাক কা কা করে ওঠে
বলতে চাই—অসংখ্য পিপীলিকা
একটি বৃহত্তর কামানের চেয়ে বড়
জেগে ওঠো প্রবঞ্চিত প্রেমিকের দল, সম্ভ্রম হারানো বোন
যারা কালরাতে ঘুমাতে পারনি নিজের বিছানায়
যে সব মা জেগে আছ সন্তানের ফেরার প্রত্যাশায়
যারা ভুগছ মাদক আর সিজোফ্রেনিয়ায়
তোমাদের কথা লিখেছি আমার কবিতায়।

কবির বিষয়

একজন কবির কি রাজনৈতিক কবিতা লেখা উচিত
মোটেও না; বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
খুন গুম এসব কবির বিষয় নয়
বাকস্বাধীনতা নিয়ে চিল্লাপাল্লার কি আছে
ধর্ষণ, শিশুহত্যা বস্তিতে আগুন
এ সব আগেও ছিল
পেট্রোল বোমা, 'আগুন-সন্ত্রাসের নেত্রী'
ব্লগার কিংবা হেফাজত
যাহা 'চুয়ান্ন' তাহাই 'সাতান্ন'
আমি এসব নিয়ে ভাবি না
সকালে ঘুম থেকে উঠে—
গরম রুটির সাথে এক মগ চা পেলে
বিগত প্রেমিকাদের স্মরণে কবিতা লিখতে বসি
কবির কাজ তো তা-ই, না কি!
রমণযোগ্য নারী, ফুল ও মদের উপমা
এ সবই কবির বিষয়
যেহেতু একদিন সবই শেষ হয়ে যাবে
প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে
রুটি ও মদ ফুরিয়ে যাবে
তখন আর লেজের বাতাস দিয়ে মাছি তাড়ানোর
কি কোনো অর্থ আছে!

জীবনের জয়গান

দুঃখ করো না বন্ধুরা সব—জীবন কেবল শূন্য নয়
মৃতের মতো রইবে ঘুমে—এমন ভাবনা কেমনে হয়
জীবন অনেক কষ্টে পাওয়া—কেন করবে দুঃখে শেষ
ধূলায় তুমি বিলীন হবে—এমন চিন্তার নাইকো রেশ
দুঃখ কিংবা সুখের জন্য নয় তো জীবন প্রবাহিত
কাজ করে যাও ভাবনাবিহীন, কালকে নয় আজকে যতো
কর্ম তোমার দীর্ঘ অতি সময় যাচ্ছে স্রোতের ন্যায়
হৃদয় তোমার অবিনশ্বর—করবে তুমি ভয়কে জয়
মাটির পাত্র নয় তো শূন্য, বাজছে কী এই অহেতুক ঢাক
শোক মিছিলটা পেছনে রেখে জীবন তোমার এগিয়ে যাক
জগতটা যে যুদ্ধক্ষেত্র জীবন আছে ছত্রহীন
নয়তো অবোধ পশুর মতো; কাটাও তুমি বীরের দিন
ভবিষ্যতের ভাবনা কিসের—অতীত গেছে কালের গর্ভে
বর্তমানে কাজ করে যাও—বাস করো ভাই প্রভুর স্বর্গে
সর্ব-কালের জীবন এসে মিলেছে আজ এক সাথে
দেখছো যতো প্রশস্ত পথ—অদৃশ্য সেই পায়ের ঘাতে
তাদের পথের চিহ্ন ধরে এগিয়ে নাও এই মহাজীবন
সর্ব বিনাশ দুঃখ ছেড়ে—সাধনা করো মহেন্দ্রক্ষণ
কাজ করে যাও দুঃখবিহীন—কর্মবিহীন ভাগ্য নাই
জ্ঞানের পথের পথিক হলে থাকতে হবে প্রতীক্ষায়।

পুরস্কার

আমার প্রত্যাখানের তালিকায় নোবেল পুরস্কার শীর্ষে রয়েছে
তার আগে বুকার, ম্যাগসাইসাই, এমন কি বাংলা একাডেমিও
একুশ কিংবা স্বাধীনতা পুরস্কারও তার ব্যতিক্রম নয়
পাড়ার যে সব ছোট ভাই এমপি মহোদয়ের সম্মানে, কিংবা
একজন শিল্পপতির সভাপতিত্বে দিয়ে থাকে যে সব পুরস্কার

সার্ত্রের মতো আমিও ভেবেছিলাম—অস্তিত্বই তোমার নিয়ন্ত্রা
সকল প্রতিষ্ঠান নিতে চায় দখলি স্বত্ব—পুরস্কার তার প্রকাশ
তুমি কি পারবে না তোমার নিজ-আনন্দে কাব্য-রচিতে
যেভাবে নদী পর্বতগাত্র বেয়ে ছুটে চলে সাগরের পানে

তুমিও ধেই ধেই আনন্দে নেচে—কেঁদে প্রতিটি জীবনের সাথে
প্রতিটি অক্ষর ও বাক্য হয়ে লিখে যাও তাদের অব্যক্ত কান্না
যে সব কন্যা কীটদষ্ট ক্ষতের ভয়ে অপরিস্ফুটিত চিরকাল
যে সব পুত্র মাতৃস্নেহের বদলে রাত্রিকাটায় পার্কের বেঞ্চে
অর্থাভাবে যাদের স্বজন মারা যায় মহাসড়কের ফুটপাতে

যদিও দুঃখময় পৃথিবীতে সকল গান আমাদের আনন্দের তরে
এই আনন্দই তোমার পুরস্কার; যখন প্রতিবাদে হয়ে থাক ন্যুব্জ
পুলিশের বেদম প্রহার, মড়ক, আর ক্রসফায়ার অতিক্রম করে
তুমি নিজেই যখন প্রতিষ্ঠান, তখন তুমিও ক্ষুদ্রের পেষণ যন্ত্র
এই পুরস্কার নয় কি তখন তাদের অতিরিক্ত উপহাসের কারণ

অবশ্য পুরস্কার পেলেই তো থাকে প্রত্যাখানের অধিকার
যদিও সে প্রমাণ দিতে কোনোদিন হবে না তোমার!

এমন নয় এমন

আমার কবিতা তো এমন না হয়ে এমনও হতে পারতো
যে সব নম্র মেয়েদের জন্য আমি কবিতা লিখেছিলাম—
তারা না হয়ে তারাও তো হতে পারতো
যাকে আমি স্বদেশ বলছি
যে ভাষার জন্য আমার পূর্বপুরুষ করেছিলেন লড়াই
হয়তো অবলীলায় পাল্টে যেতে পারতো তার দৃশ্যপট
আমার পিতা ছিলেন ভারত বিভাগে একাট্টা
আর তার সন্তানেরা জয়বাংলার জন্য ঢেলে দিলেন রক্ত
কোনটি হবে আমার সন্তানের দেশ
কি হবে নাতিপুতিদের ভাষা
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল আঁকা পাসপোর্ট ফেলে দিয়ে
তারা কি ইয়াঙ্কিদের পাসপোর্টের জন্য করবে লড়াই
আমার নিবেশ কি হবে তাদের উপনিবেশ
দেশের ইনকাম পাঠাবে কি তারা অন্য দেশে
তারাও কি লিখবে কবিতা
শুনবে লালনের গান, নাকি নতুন বব ডিলান
তাদের বাহুতে থাকবে অন্য দেশের পিঙ্গল-শ্যামাঙ্গী
এ ভাবেই হয়তো বদলে যাবে রূপ
কেবল অর্ধেক অপরিবর্তনীয় আমি জিনের সুতা ধরে
সন্তানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নতুন রূপ করব পরিগ্রহ
কখনো শাদা কখনো নিগার অন্ধকার
কখনো হাই আলাস্‌সালাহ বলে যাব মসজিদের পথে
কিংবা একটি রক্তজবার পাপড়ি তুলে দেব মা-উমার পদে
যারা একটি পথ নিয়েছ বেছে, তারা সে পথে চলে যাও
পথের প্রান্তে রয়েছে তোমাদের ট্যাঙ-কালেক্টর
আমি তো কেবল ভ্রমণ-পিয়াসু
সব পথেই একদিন আমাকে যেতে হতে পারে...

দাঁত

হাসিতে দাঁতের কি কোনো প্রয়োজন আছে
মূলত ঠোঁটের প্রসারণে দাঁতগুলো বের হয়ে পড়ে
যদিও দাঁতের মাঝখানের শূন্যস্থানও হাসিতে অংশ নেয়
তবু কেবল দাঁতের সৌন্দর্য নিয়ে আমরা কথা বলি
দাঁত একটি সাময়িক বিষয়
জন্মের সময় সে তোমার সঙ্গে ছিল না
বার্ধক্যেও থাকবে না
মায়ের স্তন্যপানে দাঁতের ভূমিকা নেই
মাংস কর্তনে, মৃদু আঘাতে দাঁত যদিও অংশ নেয়
দাঁতকে তাই করো না বিশ্বাস
এমনকি মুখের মধ্যে সবাইকে কামড়াবে সে
অথচ তার শরীরে লাগবে না ব্যথার আঁচড়
তাই দন্ত প্রদর্শন থেকে বিরত থাকো
কর্তন-দন্তগুলো লুকিয়ে রাখা ভালো
দাঁত হাসিতে অংশ নিলেও
দাঁত দিয়ে মানুষ হাসে না।

বিবিধার্থ

একটা কবিতার অর্থ অনেক রকম হতে পারে
তারুণ্যে ও বার্ধক্যে তার মূল্যায়ন পাল্টে যেতে পারে
বস লিখলে এক, অধস্তন লিখলে বিপরীত মানে
নারী কবিদের ক্ষেত্রে বয়স ও সম্পর্ক বিবেচিত
শিক্ষক ও ছাত্রের কবিতার আলাদা নন্দন-বিচার
আমলার সান্নিধ্য পেতে কবিতা মোক্ষম উপায়
প্রমোশন, এমনকি সচিবালয়ের গেটপাসের বদলে
অনেকে দু'চার লাইন কবিতা নিয়ে ঘোরে
দল ও ক্ষমতা বিবেচনায় পাল্টে যায় কবিতার রূপক

ভবিষ্যত সম্ভাবনার মাত্রা যোগ হতে পারে
টেলিভিশনের প্রোগ্রাম নির্মাতা কিংবা
এনজিও কর্মীদের মদের টেবিলগুলো কবিতার
শৈলি নির্ধারণের উপযুক্ত স্থান
যদিও সবাই জানে কবিতা বহুরূপী
স্থান ও কালভেদে অর্থ হেরফের হয়
তবু কবিতার গূঢ়ার্থ কবির পদবি।

নৈঃশব্দ্যে বাঁচা

আমি এখন আগের মতো দেখতে পাই না
শ্রবণেও দেখা দিয়েছে মারাত্মক ত্রুটি
কিছুক্ষণ আগে শোনা কথাও মনে রাখতে পারি না
আমার এই প্রতিবন্ধকতা বন্ধুদের কাছেও নেই গোপন
অথবা বন্ধুরাও হারিয়ে ফেলেছে শব্দের অর্থ
যাকে অসুখ ভাবছি সেটিই হয়তো স্বাভাবিক
আর এ সব দুর্বল স্মৃতিশক্তির কথা বিবেচনা করে
প্রত্যেকেই একই কথা পুনরপি উচ্চারণ করছে
কিংবা কথার বদলে ঘন্টি বাজাচ্ছে
টেলিভিশনে টকাররা অনন্তকাল লাইভ করছে
নেতাদের বক্তৃতা একবারই রেকর্ড হয়েছে
পল্টন ময়দানে কিংবা নয়া-পল্টনে; ধানমণ্ডি কিংবা গুলশানে
ব্রিজ কিংবা কালভার্ট উদ্বোধনে; আনন্দ কিংবা শোক-সমাগমে
বাসের হেলপার কিংবা শিক্ষক ক্লাশ-রুমে
প্রেমিক প্রেমিকার কানে একই কথা উচ্চারিত হচ্ছে
তারিখ পাল্টে প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে একই দৈনিক
হয়তো আমি বুঝব না ভেবে
কবিরা উপহার দিচ্ছেন একটি কবিতার একাধিক বই
আর উপন্যাসের পাতা উল্টাতেই ভুলে যাচ্ছি অপর পৃষ্ঠা
এমন বিস্মৃতির অসুখ, দৃষ্টি-স্বল্পতা নিয়ে বেশ আছি
আমার চারপাশও নিয়েছে মেনে বধির ও মূক
সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে বিস্মরণ ও নৈঃশব্দ্যে বাঁচা!
হয়তো রবীন্দ্রনাথ থাকলে অহেতুক বলতেন—
‘এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা’

অ্যানাটমি

চারিদিকে এত এত ধর্ষণ ও শিশুহত্যা
আমার প্রেমকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে
এক একটি ঘটনার পর আমি তার থেকে
এক এক মাইল দূরে চলে যাচ্ছি
কোন মুখে দাঁড়াব তার কাছে গিয়ে
জীবন-মোহন করে এতদিন যে সব আলো
আমরা জ্বালিয়ে রেখেছিলাম
আমার হাতের বিস্তার, চম্বনের গভীরতা
তার ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে ছিল
কেউ কি ভেবেছিলাম—
এই হাত কামুকের, ধর্ষকের, মৈথুনকামীর
আজ আমাদের পবিত্র ইচ্ছেগুলো
কামনার পঙ্কিলে নিমজ্জিত—
কেবল ক্ষরণের পাত্র হয়ে আছে
অথচ এই শরীর ছিল একদিন
দেহের ভেতরে দেহাতীতের গান
যে সব কন্যা শুয়ে আছে পিতাদের বুকের ভেতর
যে সব বোন জেগে উঠছে ভ্রাতার আদরে
ভোরের দৈনিকগুলো তারা আজ কোথায় লুকাবে
যে শরীর ছিল মানুষের মায়া ও সম্পর্কের পরিচয়
সেই শরীর আজ কেবল অ্যানাটমির বিষয়!

রাজন

প্রতিবাদ ও কান্নায় ফুঁশে উঠছে নগর
যানজট তীব্রতর হচ্ছে, কেউ কোথাও পারবে না যেতে
ঈদের শপিং নিয়ে যে যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাক
ইফতারের আগেই আমার বাছাকে একটু পানি দাও
যদিও জানি এসব নিত্য-দিনের কান্না

এখন লাশ ঘরের দুয়ারে, তাই তোমরা সরাতে চাও
তোমরা কি জানো মেঘ কোথায়
মা ও বাবার টুকরো টুকরো লাশ
সযত্নে রেখেছে ঢেকে সে তার চোখের পল্লবে
শবে-বরাতের জোছনায় যে সব কিশোর
খেলতে গিয়েছিল বালুর মাঠে
কে তাদের বাবা-মাকে দিয়েছিল লাশের উপহার
তোমরা কি ভুলে গেছ ত্বকির নিষ্পাপ মুখ
তার বাবার কোটি টাকার মামলা
শীতলক্ষ্যায় ভেসে ওঠা মানুষের নির্মমতার সাক্ষী
এই সব মানুষ, নাম না জানা মানুষ
প্রতিদিন স্মৃতি থেকে চলে যাচ্ছে স্মৃতির গভীরে

হয়তো রানাপ্লাজার ধ্বংসস্তুপ থেকে উত্থিত নারী
বলবে মানুষের জীবিত থাকা তো ঈশ্বরের মহিমা
যদিও ঈশ্বরের বান্দারা জানেন—
প্রতিটি মৃত্যুর পেছনে থাকে একটি জীবিতের গল্প।

কবি

কবিরা চুরি করে খেতে পারে, কবিরা হতে পারে লম্পট
কবিদের কিছু দুঃখ ও সিফিলিস চায়
পরান্ন পাখির মতো অন্যের ঘরে তা দেয়া কবির স্বভাব
কবিরা ভালোবাসে সেইসব সুহৃদের গল্প
যারা সমকামী, যারা করেছিল পাগলি গমন
কবিরা লাফ দিয়ে ধরে রঙধনুর রঙ
কবিরা করে ট্রাফিক কন্ট্রোল
বাতাসের ঘোড়ায় চড়ে তারা নদী পার হয়
তাদের দাবি চন্দ্রে ছিল কিছুদিন
রকেট আবিষ্কারের আগে তারা করেছে বিশ্বভ্রমণ
বিজ্ঞান বিকাশের খবর দিয়েছিল কবি
পৃথিবীতে যা ঘটমান তার সবটা জেনেছিল সে
কবিও ঈশ্বর ছিলেন; তাদের দাবির অনুরূপ
একটা পিপীলিকা তার মতো ভাবে
অভিধানের সকল শব্দ আগে লিখেছিল কবি
কবি হলো বিধান দাতা, ভাষার দুলাল
যে ভাষায় কবি নেই সে ভাষার ইতিহাস নেই
কবি জানে অবিনশ্বর ভাষার বিন্যাস
কবির আয়ত্তে আছে অভিশাপের ভাষা
আশীর্বাদও দিতে পারেন কবি।

অহেতুক গল্প

যারা মরে গেছেন তাদের জন্য তো আর কিছু পারব না করতে
কেবল অবশিষ্ট আছে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ঘৃণা
মাটি কিংবা আকাশ—মনকি অবিনশ্বরের থাকা
হয়তো দরকার ছিল না
যদি না লাগতো জীবিতদের প্রয়োজনে
ঘুম থেকে একটি গর্দভ জাগবে কিনা—এটি মালিকের মর্জি
সকালে লবণ নিয়ে যেতে হবে, বিকালে তুলা
বুড়োরা লাথি দেয় না ঠিকই
তবু ছোকড়াদের লাগে মরাকুত্তা ফেলতে
কুকুর দরকারি বলে অনেক মায়াকান্নার পরে

অবশেষে আমরা সৎকার করে আসি
পাড়ার মেয়েরা হাততালি দেয়
যুবকদের যদিও এইসব হিরোইজম খেলা
তবু কুকুর ছিল, অনেক গমের নাড়া পড়ে থাকে
কর্তিত ফসলের মাঠে
গতবারে ফসল ছিল ভালো, কুকুরের স্বাস্থ্যহানি
নিরানন্দ জীবনের মাঝে উৎসবের ঘটা
যদিও অর্থহীন এইসব গল্পের মানে
মৃত্যু-নিশ্চিত, অহেতুক পদ্ধতির আলোচনা
তবু একটি গল্প ফুরাবার আগে
আমরা খুঁজে পাই আরেকটি গল্পের ঠিকানা।

তনুজা

তনুজাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চেষ্টা করছি
পারছি না, যেন এর আগে আমি কখনো কবিতা লিখিনি
কবিতা লিখতে যে ধরনের রূপকল্প ও শব্দালঙ্কার লাগে
তার একটিও আমার স্মরণে আসছে না
কখনো মা, কখনো কন্যা বলে শুরু করছি
এ সব কবিতার পদবাচ্য নয়, ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছি
ভাবছি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে কি লিখতেন!
তবে তিনি অন্তত এটুকু বলতেন—
‘কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা’
আর নজরুল কিংবা শামসুর রাহমান—
তাদের প্রেম ও প্রতিবাদ আমি ভুলতে বসেছি
নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস
দিতে চাইলাম, ‘তনুজাকে নিয়ে একটি
কবিতা সংকলন হবে, বন্ধুরা কবিতা পাঠান’
আমিও বুঝি জীবিত অগ্রজের মতো ভুয়া কবি
এই প্রথম পেলাম টের

এতকাল যে সব প্রেমের কবিতা লিখেছিলাম
মেয়ে বন্ধুদের ভালোবাসার সম্মানে
আজ মনে হচ্ছে এ সব ছিল ধর্ষণের গোপন ইচ্ছে
যে সব কবি তনুজাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারে না
তাদের কবিতার প্রতিটি শব্দের আরেকটি মানে
বিকৃত কাম, ধর্ষণ ও নারী হত্যা।

দুঃখ

সব ভালো কবিতা দুঃখীদের অধিকারে
কবিতা লিখতে গেলে যেমন কিছুটা দুঃখ লাগে
পড়তে গেলেও কিছুটা দুঃখের প্রয়োজন
প্রাপ্তি যার কানায় কানায় সে যাবে সমুদ্র বিলাসে
রাজ্য শাসনে তুমি তুষ্ট
স্ত্রীর পঞ্চ ব্যঞ্জনে তুলছ ঢেকুর
সন্তানের সাফল্যে প্রতিবেশি ঈর্ষান্বিত
মদ ও মাংসের যাচঞা হয়েছে পুরণ
তোমার জন্য তো কবিতা নয়
দু’একটা পদ্য হয়তো রয়েছে কোথাও
পৃথিবীর সকল সুখী মানুষের কবিতা একটাই
তাই তুমি বলতে পার—কবিতা কেমন হবে
কিন্তু প্রতিটি দুঃখের রয়েছে আলাদা রঙ
এমনকি গতকালের দুঃখগুলোর সঙ্গে
আজকের দুঃখের নেই মিল
বোনের দুঃখ ভাইয়ের দুঃখ
বাবা ও মায়ের দুঃখ একই পরিবারভুক্ত নয়
দুঃখের বাস মানুষের সৃষ্টি চেতনায়
দুঃখের কোনো বাবা নাই
এমনকি যে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে
তারও রয়েছে নিজস্ব দুঃখ

প্লাথ ও উলফের দুঃখ কি অগ্নিজলে নির্বাপিত হয়েছিল
পো ও হেমিংওয়ের দুঃখও তো হয়নি জানা
ট্রামেকাটা দুঃখ, নীরবতার দুঃখও সয়েছেন কবিরা
দুঃখই তো কবির বাড়ি ফেরার পথ

ক্রসফায়ার

আজ ঈদের দিন বলেই সবার পাশে বসতে
আমাকে অনুরোধ করো না প্রিয়তমা
যে সব জঙ্গি পাঞ্জাবির পকেটে রেখেছে টাইম বোমা
আর যে সব পুলিশের বেল্টে ক্রসফায়ারের নোট
এই পবিত্র দিনেও তাদের পাশে আমি বসতে পারব না
কারণ তোমকে চুমু খাওয়ার অদম্য ইচ্ছা
এখনো আমি হারিয়ে ফেলিনি

জঙ্গি সে তো অন্ধকার রাজাদের সৈনিক
আর ক্রসফায়ার—অন্ধ বিচারকের রায়
কালা বোবা অসহিষ্ণু যুক্তিহীন
তাদের কাছে থাকে শুধু মৃত্যু পরওয়ানা
তাদের রাজ্য নাই আইন ও আদালত নাই
মানুষের মৃত্যু তাদের অমরতার পথ

একজন স্বৈরাচারি কবির উক্তি

কবি হিসাবে আমার পছন্দের নয়—কেউ আমার সমালোচনা করুক
কেউ বলুক—কিভাবে লিখতে হবে কবিতা, শব্দগুলো যুৎসই নয়
ছন্দ মাত্রা বেখাপ্পা; রক্ষিত হয়নি ণত্ব ও ষত্ব বিধান; কিংবা
বলুক, কবিতার শাসন জন্মগত নয়, চাই প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা

অবশ্য এসব বলার অধিকার আমি কাউকে দিইনি;
সবার কথা শুনলে তো আমি কবিতা লিখতে পারব না
কবিতা লেখা তো আর নিন্দুকদের কৃপার ওপর নয়
এ আমার জন্মগত অধিকার
আমি বলে রাখছি, যে সব শব্দের মানে আমার বোধগম্য নয়
প্রয়োজনে সে সব সরিয়ে দেব অভিধানের পাতা থেকে
বেয়াদপ শব্দ জব্দ করার কৌশল রয়েছে আমার আয়ত্তে
আমাদের ছন্দের খাপে যারা মিলতে পারবে না
আমার কবিতার জগতে তাদের নেই ঠাঁই
দীর্ঘকার কেটে হ্রস্বকার করা সময়ের ব্যাপার
কিংবা ছাপাখানার মিসফায়ারে তাদের করা হবে বিনাশ
কবিতা কেমন ছিল সে সব আমায় শেখাতে এসো না
ইচ্ছে হলে বনের বদলে লিখব মরুভূমির উপমা
পূর্বপুরুষ কেমন লিখতেন—সেই গল্প এসো না শোনাতে
চাইলে বাপের নামও ভুলিয়ে দেয়া হবে
কবিতায় সৃষ্ট আমার রহস্য বোঝা তোমাদের সাধ্যের অতীত
তাই বেয়াড়া শব্দদের বলি বহু জ্বালিয়েছ এই কবির জাতিকে
এখন আমরা স্বাধীন—ঘাপটি মারা আরবি, ফারসি
উর্দু কিংবা সংস্কৃতি শব্দের নাই ঠাঁই কবিতার দেশে
পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে হবে নিজ নিজ দেশে
আমার মুন্সিদের বলেছি—এবার এসেছে শব্দ-বদলের দিন
কবিতাকে বদলাতে চাইলে আগে শব্দকে বদলাতে হবে
শব্দ বদলালে কবি বদলাবে, কবি বদলালে পাঠক
আজ থেকে যে কোনো তরল পদার্থকে ঘৃত্র বলা যেতে পারে
কেউ খেয়েছে বলে তুলতে পার ঢেকুর
বলতে পার ‘ঢেকুর’ ও ‘ঘৃত্র’ এই দুটিই আমাদের আবিষ্কার
যেমন আগে রোমকে ডোম বলা হতো, রমনিকে ডমনি
তেমন বাল অর্থে এখন আর কেউ চুল বুঝবে না
বিশেষ স্থানের চুলকে এখন থেকে ললিতকলা বলা হবে
যদিও দুএকটা পত্রিকা এ নিয়ে করবে সমালোচনা
কবিদের ভালো কিছু তারা কখনো পারে না সইতে
তাহলে এত এত কবিতার জন্ম হচ্ছে কিভাবে
আগে কেউ এক সঙ্গে এত কবিতা দেখেছ কখনো!

অন্ধকারের সৈন্য

যারা প্রভুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার নিয়েছে দায়িত্ব
তাদের বল পরিচয় পত্র দেখাতে
প্রভুর রাজ্য তো আর তাদের মত
পলকা সৈন্যদের হাতে নিশ্চিত থাকতে পারে না
যারা নিজেরাই বিদুচ্চমক ও জলোচ্ছ্বাসে
চর্বিত ঘাসের মতো পানিতে ভেসে যায়
কিংবা মাত্র দুইদিনের অপেক্ষায়
সময়ের সৈন্যরা তাদের খুলি নিয়ে খেলতে থাকে
তোমাদের আগেও অনেক লোক
প্রভুর সৈন্যবৃত্তি করেছিল দাবি
এখন কোথায় তারা
তাদের সন্তানরাও তাদের বালির সঙ্গে
বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকে
আসলে মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ
যে গ্রহণাপুঞ্জ প্রভু তাদের খেলতে দিয়েছিলেন
যে সমুদ্র সৈকতে তারা ভিজতে এসেছিল
সেই বালির রাজ্য তারা চিরস্থায়ী করতে চায়
আর এই অজ্ঞতা তাদের কোন্দলের কারণ
ওরা জানে না প্রভু চাইলে
সবাইকে একই গোত্রভুক্ত করে দিতে পারেন
কিন্তু বৈচিত্র্য তার সৃষ্টির সৌন্দর্য
একদিন সবাইকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে
এই সব বোমবাজরা কি ভাবে
প্রভু তার ন্যায়দণ্ডের পাশে তাদের বসতে দেবেন
দুর্নীতিবাজ নেতাদের মতো
যারা ব্যালট বাক্সদখলের জন্য
প্রভুর বান্দাদের ঘিলুগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়
তারা আসলে তাদের অন্ধকার প্রভুদের সৈন্য
এই সব অদৃশ্য শয়তানের কথা তো
তোমাদের আগেই বলে দেয়া আছে!

হত্যাকাণ্ড

হত্যাকাণ্ড দেখলেই আমি তার প্রতিবাদে কবিতা লিখি না
জানি এই হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে ঘটবে আরেকটি হত্যাকাণ্ড
এমনকি বর্তমানের হত্যাকাণ্ডটিও পূর্বের হত্যাকাণ্ডের ফল
হত্যার প্রতিবাদ মানে আরেকটি হত্যাকাণ্ড প্ররোচিত করা
হত্যার প্রতিবাদ মানে তাজা শোকের উদ্‌যাপন
একটি হত্যাকাণ্ডই পারে আরেকটি হত্যাকাণ্ডের শোক ভোলাতে
কবির কাজ শুধু মানুষের নিরন্তর শোক ও বিপর্যয় তুলে ধরা
স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রাখা; কবির কাব্য হলো বিধিলিপি
প্রতিটি মহাকাব্য যদিও যুদ্ধের গল্প; প্রতিটি নাটক বিয়োগান্ত
তবু তার অন্তরালে জেগে থাকে স্বজন বিয়োগের হাহাকার
মানুষ হত্যাকারীদের ভোলে না, নিহতদের ভুলে যায় দ্রুত
তাই হত্যাকারীদের পিছে নিহতদের আত্মা ঘুরে বেড়ায়
ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে আসে, তারা মরে না
তারা হাজার বছরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ চায়
মেলে ধরে অমীমাংসিত বিচারের অবলোপিত পাতা
এরা অদৃশ্য ভূতের মতো অন্ধকারে ওঁৎ পেতে থাকে
এদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান তাই রাজ্যের বাতুলতা
চাই আলো—জ্ঞান ও শিক্ষা, বণ্টন ও সহমর্মিতা
ন্যায় বিচারের অধিকার ও ক্ষমা
অস্ত্রের চেয়ে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ অধিক কার্যকারী
কারণ ভূত আলোতে দূরীভূত
সকল হত্যাকারীই অদৃশ্য ভূত
মানুষ তো আর মানুষকে হত্যা করতে পারে না।

এক হতাশাবাদির উক্তি

পৃথিবীকে আর নিজের বলে দাবি করি না
বদলে দেয়ার কথাও ভাবি না
ধূলোয় মিশে যাওয়া তুচ্ছ কীট
কাণ্ড থেকে ঝরে পড়া পাতা
সমুদ্রের তটে আছড়ে পড়া ফেনা
অরণ্যের তুচ্ছ প্রাণি
হোক সিংহ-শার্দুল
পার্থক্য কিঞ্চিত
না ক্ষোভ, না আক্ষেপ
না দর্শন, না ধর্ম
এসব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আমার নয়
যেহেতু জেনে গেছি
কিছু লোক আমাদের মারবে
বলবে মহাদেশ আবিষ্কারক তার দাদা
আর আমাদের আনা হয়েছে
আফ্রিকার জঙ্গল থেকে
হাত-পা ছুঁড়লে
কিলঘুষি মারার চেষ্টা করলে
শ্রেফ ভাগাড়ে ফেলে দেয়া হবে
দয়া করে থাকতে দিয়েছে
খাও, ময়লা পরিষ্কার করো
ব্যাস, এই হলো আমদের নিয়তি
আমিও তাই ভাবি
যাদের হাতে আছে লাঠি
যাদের বুদ্ধি হাঁটুতে
তারা না চাইলে
কেউ উদ্ধার হতে পারবে না
দুনিয়াটাই এমন
আগেও ছিল
ভবিষ্যতেও হয়তো
আমিও বুড়ো হয়ে যাচ্ছি

যতদিন শরীরে তাগত ছিল
কিছুটা ঘুল্লি মারার করেছি চেষ্টা
এবার তোমাদের যার যা খুশি
তাই করতে পার
কেবল আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না।

কবি অঙ্গ সংগঠন

আমাদের সামনে পরিপূর্ণ কবি নেই
যার পতাকা ধরে কেউ দাঁড়াতে পারে
তাদের পতাকায় নেই মানবতার ছবি
আছে অঙ্গ সংগঠনের চিহ্ন
এমনকি তাদের আলাদা রঙ নেই
উত্তোলিত পতাকা ছাড়া
তাদের কেতন ওড়ে
বাতাসের ভাবগতি দেখে
তাদের কাছে মানুষ দুই দলে বিভক্ত
ওরা এবং অন্যরা
যখন ওরা শাদার পক্ষে থাকে
তখন সব কালার বিরুদ্ধে তাদের লড়াই
যখন পুরুষ তখন সকল নারী তাদের অধীন
আর ধনী হলে গরীব সকল নষ্টের গোড়া
ধর্মে বিশ্বাসী হলে বিধর্মীদের মেরে সুখ
আর যখন তারা নৌকায় ভ্রমণ করে
তখন উড়ন্ত জাহাজের পতন করে কামনা
তাদের কাছে ভালো ও মন্দের
আলাদা কোনো মানে নেই
ভালো মানে যে কক্ষে তাদের বাস
কিংবা যে কক্ষে যেতে চায় তারা
মন্দ মানে অন্যরা থাকে যেখানে

কিংবা প্রতিপক্ষের গন্তব্যে
এই হলো তাদের কবিতা
এই হলো তাদের লেখার বিষয়
ওই এক প্রেম, প্রকৃতিও দেখি না
কিংবা তারুণ্যে মার্কসবাদ করেছিল কেউ
এই সব শ্রুতির বিষয় নিয়ে
চায়ের টেবিলে তোলে ঢেউ
বক্তব্য যাই হোক বাঁধা পুঁজিতন্ত্রে
বড়জোর সীমিত গণতন্ত্রে
এই যদি হয়
তাহলে কবিদের সাথে কেন
আসল দলে লেখাব নাম।

সংখ্যা

ভালো ঘোড়া চাবুকের ছায়া দেখলে দৌঁড়ায়
গাধা জল ঘোলা করে খায়
মশা মারতে কামান দাগালে
মশাই ভালো
তোমাদের জানা আছে
ঘরের মেয়ে মানুষের কাছে সকল মরদি
বাইরে ডাণ্ডার ভয়
কানমলা খাও, হাইবেঞ্চে দাঁড়াও
দুই কান কাটা বলে
রাস্তার মাঝখানে দিয়ে হাঁট
খামখেয়ালির কাছে বন্ধুদের
বলি দাও
তোমার পালা আসবে নিশ্চয়
চাকু ধরে বন্দুক কেড়ে নেবে
এই ভয় আর কত দেখাবে
জানা আছে হাস্যকর গল্পের মানে
অন্যের মজামারা দেখার চেয়ে
নিজে কিছুটা লুটে নাও
ভয় করলে ভয়
গুড়ের হাড়িতে হাত ঢোকাও
কিছুদিন নিশ্চিন্তে চাট
একজন মারলে ভিলেন
অসংখ্য মারলে হিরো
সংখ্যা হলো কথা
তবু এতটা মাস্তানি ভালো নয়
আমরা না হয় গরীব-গুব্‌রা
একজন মারলেও মারা
যদিও ওসব মরা-ফরা অনেক
দেখেছি
নিজের মরা তো আর
কেউ পারবে না ঠেকাতে!

রাজা

রাজার কাছে তুমি কি আশা কর
তোমার অবাধ্য পুত্রকে ঘরে ফিরিয়ে দেবে, তোমার
অসুস্থ পিতার করবে সুচিকিৎসা
সন্ধ্যার আগে তোমার নিখোঁজ ভাইয়েরা
ঘরে ফিরে আসবে গভীর আনন্দে?
এ সব ইউটোপিয়া
নিরাপত্তার প্রথম শর্ত আনুগত্য
প্রকাশ্যে ও গোপনে
শুরু ও শেষ পর্যন্ত কেবল প্রশংসা
এতসব করেও তুমি পাবে না পার
যদি থাকে প্রতিদ্বন্দ্বি

রাজা তোমাকে পছন্দ করলেও
সাঙাতরা বোঝাবে ভুল
তাদের অপছন্দের ছুরিতে হতে পার খুন
রাজার কাছে ক্ষমতার প্রশ্ন সর্বাগ্রে
কেবল তোমার ছেলেকে নয়
নিজের ছেলেকেও প্রয়োজনে করে দেবে দূর
পিতা কিংবা ভাই সবার জন্য একই রীতি
ক্ষমতা হলো একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার
ক্ষমতা কারো ভাই নয়
পিতা কিংবা সন্তান নয়
ক্ষমতা একটি মডার্ন মেশিন।

যুদ্ধ

যুদ্ধে মানুষের মাথাগুলো থেতলে দেয়া হয়
শরীর থেকে গর্দান আলাদা করা হয়
গুলিতে বুক ঝাঝরা করা হয়
বিজেতা নারীদের ধর্ষণ করা হয়
বেওনেট দিয়ে যোনিগুলো ক্ষতবিক্ষত করা হয়
স্তন কেটে উল্লাস করা হয়
যুদ্ধ কেবল মারার উৎসব, কাটার উৎসব
যুদ্ধে মানুষ মারার জন্য সজ্জিত হয়
যে যত বেশি মারবে তার মূল্য তত বেশি
যুদ্ধ ফেরতার থাকে গাল ভরা খেতাব
পোশাকে সজ্জিত থাকে মেডেল
তার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের গল্প মুখে মুখে ফেরে
চল যুদ্ধের ফেরি করি
চল শালাকো মারি, চল শহিদ হই
দেশ দখলের নামে মারি
দেশ রক্ষার নামে মারি

ধর্ম ও রক্ষার নামে মারি
মরার পরে স্বর্গ পাওয়ার জন্য মারি
প্রেম ও ঘৃণার জন্য মারি
বাঁচা ও মরার জন্য মারি
বর্ণ ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় মারি
বাঁচা ও মরার জন্য মারি
গ্রেনেড মারো থেতলে দাও
বেয়োনেট চার্চ করো
রাসায়নিকে গলিয়ে দাও
এ্যাটোমে পুড়িয়ে দাও
হাইড্রোজেনে দম বন্ধ করে মার
মারার জন্য অস্ত্র রফতানি করো
বাঁচার জন্য অস্ত্র রফতানি করো
এই সব সিঁধেল সন্ত্রাসীদের খতম করো
রাষ্ট্র আমাদের রক্ষাকর্তা
অস্ত্র প্রয়োগে তার রয়েছে বৈধ অধিকার
তার ক্ষমতা অপার
কোনো শালা পাবে না পার
ওসব পটকা ফুটিয়ে লাভ নাই
বরং যোগ দাও মারার উৎসবে
যুদ্ধ বাঁধাও
যুদ্ধে পাওয়া যায় শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদ
যুদ্ধ হলো স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়
জীবন বাজি রাখতে পারলে সবটাই লাভ
তাই মারার কোনো কারণ না থাকলে
এমনি এমনি মারো।

কতিপয় আমলা ও হাজারী মশাই

আমলারা কবিতা লিখতে পারবেন না,
তা কি করে হয়
কিংবা আমলার স্ত্রীরা লিখবেন না পদ্য
তবু হাজারীর রসিকতা নির্মম
আমলারা তো জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান
মেধার পরীক্ষায় তারাই তো প্রথম
তারাই তো করছেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ কাজ
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তাদের অধীন
তাদের ওপর অধ্যাপকদের বদলির ভার
পদের শ্রেণিকরণেও তো তারাই এগিয়ে
গোপন ও প্রকাশ্য সকল চুক্তি
মন্ত্রীদের মুসাবিদা তারাই করে থাকেন
তারা ভালো করলে ভালো
মন্দ করলে কষ্টের একশেষ
দেশের হালচাল তাদের নখদর্পনে
বিশ্বসাহিত্যও জানা বিদেশ গমনের সুবিধার্থে
ফলে এ তো নয় পণ্ডিতের তর্কের বিষয়
তারা জানে কবিতা কিভাবে লিখতে হয়
আর কি কি লেখা রয়েছে বারণ
এমনকি কবিতা লিখতে পারবে কি না
তাদেরই রয়েছে সরকারের অনুমতি পত্র
ফলে তারা লিখলে তো ভাল হওয়ার কথা
এমনকি তারা চাইলে
গরীব কবিদের একটি চাকরি
অধ্যাপকদের বদলি
সাহিত্য-সম্পাদকদের প্রতি নেকনজর
থানায় ফোন
ভবিষ্যতে কিছু একটা করতেও তো পারেন
তাছাড়া পরিচয়ের আনন্দও তো রয়েছে অনেকের
এতএব কিছু কবি যদি তাদের প্রশংসা করেন
হোক ভয় কিংবা আনুকূল্য থেকে
এতে তো খারাপ দেখি না
তাদের সন্তুষ্ট রাখাও তো দেশের কাজ
তাদের মন ভালো থাকলেই তো
সব কাজ ঠিকঠাক হবে
জমবে না টেবিলে ফাইলের স্তূপ
কবিরা আমলা হিসাবে ভালো
না আমলারা কবি, এই তর্ক অক্ষমের রসিকতা
আমার বরং রয়েছে একটি সাধু প্রস্তাবনা
কবিদের জন্য চাই একটি সম্পূর্ণ দপ্তর
সরকারি বেসকারি কবিদের তালিকা প্রকাশ
কবিদের জন্য যদিও রয়েছে দুস্থভাতা
প্লট বরাদ্দের কাজও গোপনে হয়ে থাকে বেশ
তবু কবিদের প্রকাশ্য পরিসেবা
কবিতাকে বহুদূর নিয়ে যেতে পারে!

কবিতার জন্য

কবিতার জন্য আমি কোথাও পারি না যেতে
কবিতার জন্য নিকটজন যাচ্ছে সরে দূরে
অফিস আদালতে বন্ধুদের আড্ডায়
পার্কে কফিবারে প্রতিবাদে রাস্তায়
কথা দিয়ে কথা রাখা হচ্ছে না আর
ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে দরোজায়
মুচকি হেসে দেখা দেয় কবিতা
সেভিংক্রিম কিংবা টুথব্রাশ হাতে
টাওয়েল-ট্রাউজার নিয়ে দাঁড়িয়ে তফাতে
বাথট্যাবে উষ্ণ শাওয়ার জেলের সাথে
সর্বত্র তার উপস্থিতি পাই টের
কখনো রেগে-মেগে বলি হয়েছে ঢের
এবার শান্তিতে থাকতে দাও একা

কেন যে তোমার সাথে হয়েছিল দেখা!
অফিসে ঠিক সময় পারি না যেতে
বাসের হাতল ধরে রিকশার পথে
পার্কের বেঞ্চিতে কিংবা রিজার্ভ সিটে
সারাক্ষণ কবিতা থাকে মিটেমিটে
মেজাজ তিরিক্ষি করে বলে গৃহিনি
তোমায় ছাড়বে না এই স্বৈরিণী
আগেই তো নিঃস্ব তাকে সব দিয়ে
আমায় কেন করেছিলে সামাজিক বিয়ে
ছেলে মেয়ে একা একা চলে রাস্তায়
আঙ্গুল তুলে বলে ওই কবি যায়
বাইরে যদিও থাকি বেশ ফিটফাট
বুঝতে পারে না লোকে দেখে ঠাটবাট
গোপন থাকে না প্রেম ও আগুন
কবিতার প্রেমে পড়ে দশা দশগুণ
মাঝে মাঝে রেগে বলি-এই কবিতা!
আমায় কিনেছে কি তোমার পিতা
অনেক হয়েছে এবার হয়ে যাও দূর
একটু শুনতে চাই মুক্তির সুর
কবিতাও রাগ করে চলে যায় দূরে
আমিও কিছুদিন নানা ঘর ঘুরে
বাড়িতে ফিরে দেখি খুশিতে গৃহিনি
কবিতার প্রতি বুঝি আর মোহ নি
ভালোই হলো এবার কাটবে সময়
তবু ভাবি সব আছে, কি যেন নাই
বুকের সবটা জুড়ে আছে কবিতাই।

আহসান হাবীব ও কবিতার শিশু

আহসান হাবীব আর তার কালের কিছু কবির যুগপৎ দুর্ভাগ্য যে
তারা তাকে সম্পাদক হিসাবে এবং তিনি তাদের কবি হিসাবে
পেয়েছিলেন; তিনি যাদের কবিতা ছেপেছিলেন তারা এখনো
কবিতার শিশু; তারা এখনো ভাবেন কেউ একজন আছেন কিংবা
থাকা উচিত—যিনি শেখাবেন কবিতা লেখার কৌশল
দু'একটি শব্দ ঠিক করে দেবেন, দেখবেন ছন্দ ও বানানরীতি
বড়জোর বলবেন, এই ছেলে তোমার কবিতা যাচ্ছে এ সংখ্যায়
আর সেদিন থেকেই সেই তরুণের কবি হওয়া হয়ে গেল শেষ
ওই কাটাছেঁড়া কবিতাটি, কৈশোর ও তারুণ্যের আক্রোশে লেখা
কবিতাটি, শুক্রবারে দৈনিক বাংলার সাময়িকীতে ছাপা হওয়া
কবিতাটি যত্ন করে ধরে তিনি সেদিন ঘুরে বেড়ালেন
সদ্য হয়ে ওঠা প্রাদেশিক রাজধানীর অমসৃণ রাস্তায়;
সেদিন থেকে তার জীবনের সেরা গল্পটি রচিত হয়ে গেল
এবং একটি চা ও একটি সিগারেট সম্বল করে দিনদুপুরে
কবি বিদ্যাপীঠের স্বীকৃতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ফুটপাতে
এবং ঘুম থেকে উঠেও ওই একই কবিতা খুঁজতে থাকলেন
আর আহসান হাবীব সেদিন থেকে কবির পরিবর্তে তার কাছে
হয়ে গেলেন হাবীব ভাই এবং যথার্থ সাহিত্য সম্পাদকের
প্রমূর্তি; তিনি হারিয়ে ফেললেন 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর'
এবং 'সারা দুপুর' ঘুরেও 'রাত্রি শেষে' পৌঁছতে পারলেন না
এমনকি পাহাড়ি পথে হিমানেথের গর্দভের সাথে তার কথোপকথন
কেউ শুনতে পারলেন না; কেবল সম্পাদক হিসাবে তিনি কাটাকুটি
করতে লাগলেন; তার মৃত্যুর পরেও তাদের ওই একই কথা
তার মতো সম্পাদক থাকলে, কবিদের হতো না এমন দশা
অথচ তারা জানে না সম্পাদক যত তাড়াতাড়ি মারা যাবেন
বন্ধ হবে সাময়িকীর পাতা, সত্যিকারের কবির জন্ম হবে তখন।

আহসান হাবীব বেঁচে থাকবেন, যতদিন তার শিশুরা থাকবেন,
তারপর হয়তো শুরু হবে কবি আহসান হাবীবের যাত্রার পালা
অবশ্য তার রাত্রি আদৌ শেষ হবে কিনা, কারো জানা নেই
কারণ কবিকে শেখানো একটা অপরাধ, যারা কবিকে

শেখাতে চেয়েছেন, কিংবা যারা কবিতা লেখা শিখেছেন
তারা তো আর কবি নন; কারণ প্রকৃত কবির কাছে
থাকে শিক্ষার অতীত সুর ও বাণী, প্রকাশের কৌশল;
তা অন্য কেউ জানে না।

সুন্দরবন

সুন্দরবনে আমার এখনো হয়নি যাওয়া
কিন্তু কোনো একদিন যাব সেই ইচ্ছে ছিল মনে
দেখব কেওড়া গাছ থেকে বানর ফেলে দিচ্ছে পাতা
হরিণশাবক সে-সব কুড়িয়ে নিচ্ছে মনের আনন্দে
ব্যাঘ্র দেখে কুঁইকুঁই করে ডেকে উঠছে শাখামৃগ
ধাবমান কুরঙ্গের পিছে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার
মৌয়ালিদের ধোঁয়ায় অতিষ্ট মৌমাছিরা করছে গুঞ্জন
কোথাও লুকিয়ে আছে একটি অজগর সাপ
শাল সেগুন কিংবা গোলপাতার আড়ালে
সে-সব দেখার এক রোমাঞ্চকর জীবনবোধ

জানি, এই বন কি কিছু গাছ ও প্রাণির সমাহার
এই বন মানচিত্র ও মাতৃভূমির পরিচয়
রোদ বৃষ্টি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে
উপকূলে লবণাক্ত পানির আঘাতে
এই বন করেছে সন্তানের সুরক্ষা
গাছ জ্বালিয়ে ভাত ও ইট বানানো দূরদৃষ্টি নয়
আলোর বিপরীতে দাবানল কেবল ভয়
বন ধ্বংস করে কেউ বানাতে পারে না বন
যে সন্তান মাকে দেয় না ভাত-কাপড়
তাদের জন্য সরকার করেছে আইন
মায়ের অঙ্গহানিও তারা সইবে না জানি

এই বন আদিম সৌন্দর্যের রানি
সে হবে ক্ষয়িষ্ণু ধোঁয়ার কুণ্ডলি!
ধাবমান বাঘ ও হরিণের পিছে
পালিয়ে যাবে অজগর সাপ
শেষকৃত্য দেখার জন্য চাই না সেখানে যেতে
সুন্দরবন বরং থাক আমার অদেখা স্মৃতিতে।

বারাক-হিলারি আলিঙ্গনের পরে

হিলারি ও বারাক যখন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলো
তখনই সম্পন্ন হলো মানুষের পূর্ণাঙ্গ মিলন
কেউ আর তখন নারী নয়
কেউ আর তখন পুরুষ নয়
তাদের একটি আকাঙ্ক্ষা হলো পূরণ
মানুষের যে অর্ধেক ছিল শাদা
বাকি অর্ধেক কালোর সাথে মিলিত হলো
টেকটোনিক বিভাজনে যে অর্ধেক
ছিটকে পড়েছিল পৃথিবী থেকে
তা আবারও কাছাকাছি এলো
তার আগে জেসাস ও মহামেডান
একত্রিত হয়েছিলেন বারাকের সাথে
এবার শাদা ঘরের বাইরে থাকা মানুষের
অর্ধেক স্পর্শ করছে মার্কিন সংবিধান
যে বিধান তৈরি করেছিলেন ওয়াশিংটন
লিঙ্কলন যা রক্ত দিয়ে ধুয়েছিলেন
এবার ঘুচে গেল তার অস্পৃর্শতা
যদিও ইয়াঙ্কিরা অনেকের দুঃখের কারণ
তবু মানুষের দিকে তাদের এই যাত্রা
নারী এখন থেকে আর নারী নয়
কালো এখন থেকে আর কালো নয়
লিঙ্গ ও বর্ণের বাইরে রয়েছে মানুষ।

শরমিন্দা

মুসলমান হওয়ার জন্য আমি প্রায়ই শরমিন্দা থাকি
যদিও বলি আমি মুসলমান না
তবু লজ্জা ও ভয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারি না
কারণ আমার পিতা ছিলেন মুসলমান
এবং আমার রয়েছে একটি আরবি নাম
আর যে কারণে দেশি মুসলিম
আর বিদেশি খৃষ্টান বন্ধুরা আমায় বিশ্বাস করে না
যদিও দেশে অনেকেই তারা মুসলমান
এবং একই সমস্যায় আক্রান্ত
তবু তারা সুযোগ পেলে আড়ালে মারে খোচা
যদিও আমি মক্তবে আমছিপাড়া পড়িনি
টুইনটাওয়ারে বোমা হামলায় ছিলাম না
ফ্রান্সের ঘাতকদেরও চিনি না
কে আইএস আর কে আলকায়দা
দেশি জঙ্গিদেরও দেখিনি কখনো
হতে পারে তাদের রয়েছে অন্য কোন এজেন্ডা
কিংবা তারা নিজেরা যেতে চায় অমর উদ্যানে
অথবা আরবি নামের আড়ালে নানা দেশের গোয়েন্দা সংস্থা
তবু তাদের দায় আমাকে নিতে হয়
বেহেশতে যেতে কিংবা ক্ষমতায় থাকতে
কাউকে মারতে হলে তো তাদের ব্যাপার
আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করলে কিংবা
ইরাকের আইএস নিরীহ মানুষকে হত্যা করলে
আমি কি করতে পারি
কেউ যখন বলে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে দাও বাদ
বন্ধ কর ধর্মীয় রাজনীতি
তখন রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয় কুপিত হয়
সব দেশেই এ দু'টিতে রয়েছে আঁতাত
অতএব আমি বুঝতে পারি না কে আমাকে মারে
রাষ্ট্র না ধর্ম, তারা তো কিছু লোক
ইদানীং আমার পুত্রকে নিয়েও দুঃশ্চিন্তায় থাকি
ভাবি, বিশ্বব্যাপী তাকে কেন এই নিন্দার মধ্যে আনলাম
সে যখন বন্ধুদের সঙ্গে শুক্রবারে মসজিদে যায়
তখনো ভাবি, কোনো জঙ্গিদের ক্যাম্পে গেল না তো
কিংবা হবে না তো জঙ্গিদের অনিবার্য হত্যার শিকার
আমি কি তার লাশ আনতে মর্গে যেতে পারব
সইতে পারব বন্ধুদের ধিক্কার
ফেসবুকে পিতার শ্মশ্রুমণ্ডিত ছবিও অস্বস্থির কারণ
পাছে বন্ধুরা আমাকেও বোঝে ভুল
তাহলে কি আমি পিতৃহন্তা, বেজন্মা প্রজন্ম
ক্ষমা করো মুসলিম প্রপিতামহ
ইহকাল ও পরকালে সুখের তাড়নাই তো ধর্মান্তর
জানি তোমরা এ দেশেও ছিলে অস্পৃশ্য ব্রাত্যজন
নরক যন্ত্রণা তোমাদের তখনো ছিল
কিন্তু আমাদের আজ জানা নেই অন্তর্দহনের উপশম
কার ধর্ম নিলে আমরা ভালো থাকতে পারব
কেউ বলবে না মুসলিম জঙ্গিবাদ
তখন তো ইসলাম ছিল রাজার ধর্ম; এখন, জানি না
কিভাবে ঘুচবে আমার এ শরমিন্দা।

সাম্যতত্ত্ব

মানুষ মূলত সমান
পালকের সংখ্যা নিয়ে হয়তো হেরফের আছে
পা ও উড়বার ক্ষমতা অভিন্ন সকলের
প্রত্যেকের গমন ও প্রবেশের পথও এক
ফুটপাতে যে শিশুকে নিয়ে তোমার দুঃখ হয়েছিল
তারও দুঃখ থাকতে পারে তোমাকে নিয়ে
অতিরিক্ত শীত বা গরমে, একটু আগে
হয়তো কেউ ফিরেছে ঘরে

বেশ, ঘরে ফিরলে তো
সুখ
নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়া
একটি গুলিও খেতে পার
বাসের চাকায় থেতলে গেলেই বা কি
যাওয়া যখন লাগবে
কাছে-কোলে একটি যানবাহনে উঠে পড়
যে আগে যাবে সে আগে উড়তে পারবে বাতাসে
তার কোষগুলো আগে পল্লবের স্পর্শ পাবে
সমুদ্র সৈকত সরব হয়ে উঠবে
তার অদৃশ্য কোলাহলে
এখানে অহেতুক যারা দেরি করতে চায়
ডাক্তারের কুপরামর্শে
অবোধ বালিকাদের সংসর্গে
প্রয়োজনে অন্যের যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে
তারা যে কিছুটা অলস পরিণামে বোঝা যায়
এখানে যতই কেদ্দারি মারুক
তাদের স্ফীত শরীরগুলো ফেটে পড়ার আগে
অন্যদের শরীরের সুঘ্রাণ ও ফেনা
ততদিনে উদ্যান বালিকাদের সঙ্গে
হাওয়ার গাড়িতে
অমরণ খেলায় মত্ত
আর এ খেলায় তো তারাই জয়ী, না কি!

বুড়ো হয়ে যাচ্ছি

বেশি বেশি কবিতা লেখার অর্থ তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছ
তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে, সলতে শুকিয়ে যাচ্ছে
প্রবল বেগে নিতে চাচ্ছ দম
তাই কবিতার বদলে ঘরৎ ঘরৎ শব্দ হচ্ছে
নিঃশব্দে যতদিন শ্বাস নিয়েছ
কেউ লক্ষ্যই করেনি
অথচ আজ বলছে আমার এখন আর কিছু হচ্ছে না
বলছে, কবিতা লেখার দিন শেষ
তাহলে কি আমি কবিতা লিখেছিলাম
এখন মনে হয়, কবির কাজ খারাপ কবিতা লেখা
তাহলে কিছুটা হলেও গ্রাহ্য হতে পারেন তিনি
খারাপ কবিতার প্রতি বন্ধুদের করুণা তাকে রাখবে ধরে
অনেককেই যৌবনেরই এই সত্য বুঝেছিলেন
তাই যুদ্ধে যাওয়ার ডাক দিয়ে হারিয়ে গেলেন
কিংবা রাষ্ট্র মানেই লেফট রাইট, ব্যাস
তারপর যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গেলেও
যুদ্ধভীতুরা সুযোগ পেলেই করবে আবৃত্তি
লোকে যাতে ভাবে সে যুদ্ধবাজদের লোক
তাই জীবনে একটা কবিতা লেখ, না হয় দুটি
বাজে মালে মেমোরি বোঝাই
অহেতুক ঘরৎ ঘরৎ
বুড়া পাঁঠার মতো একই শব্দ
ফ্রজেন সিমেনের যুগে
সবাই অপ্রয়োজনীয় ভাবে
যখন ভার্চুয়াল উত্তেজনায় যাচ্ছে ঝরে তরল
তখন আমাদের সাক্ষাৎ সময়ের অপচয় ছাড়া কি
তবু দপ করে নিভে যাওয়ার আগে
নিজেই হয়ে উঠছি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বি।

সময়

তুমি আমাকে মেরেছ
আমিও তোমাকে মারব
আজ অথবা কাল
আমিও তোমার ঘটাব পতন
সটান মাটিতে ফেলে দেব
ফুসফস থেকে টেনে বের করব বায়ু
মস্তিষ্কের শিরা থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুবে
হৃৎপিণ্ডের ধমনীগুলো ছিঁড়ে ফেলা হবে
অথবা তোমার অজান্তে আমি এমন জোরে দেব ধাক্কা
হাড়গোড় একাকার হয়ে যাবে
আর যখন তোমার ঘটবে পতন
নাক ফেটে বেরুবে কালো রক্ত
তোমার মাংসগুলো খুলে নেয়া হবে
তোমার পুত্ররাও তোমাকে পারবে না চিনতে
কোটি টাকার বিনিময়েও তোমার ভালোবাসার স্ত্রী
তোমাকে দেবে না একটা চুমু
এমনকি তোমার জন্য কেউ করবে না শোক
তোমার হাড্ডিগুলো পরিচয় রাখবে গোপন
আমাকে মারলে মার
আমি তোমার ওপর সরাসরি উঠাব না হাত
আমার যে গোপন বাহিনি
তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে
তুমি পালিয়ে থাকতে পারবে না
এমনকি তুমি যাকে নিরাপদ আশ্রয় ভাবছ
সে-ই তোমাকে ধরার জন্য অপেক্ষা করছে
অহেতুক ভয় দেখানো বাদ দাও
বরং নিজেকে নিয়ে ভাব
তোমার মৃত্যু আমার চেয়ে কম করুণ নয়।

ঘুমপাড়ানি গান

শিশুরা ঘুমিয়ে পড়, এখানে রাত
অনেক হয়েছে হুল্লোড়, সকালে উঠতে হবে
রাতের কিছু কাজ এখনো বাকি
বড় মোরগটি আজ ঘরে ফেরেনি
চারিদিকে শেয়ালের উৎপাত
যদিও পাড়ার ডেগা মুরগিটির সঙ্গে
দিনে দেখেছিল কেউ
অবশ্য আজ না কাল
ভালো নয় মুরগিদের স্মৃতি
তবু তাদের ডিম পাড়ার সময়
নাগরের হবে না অভাব
কিন্তু আমার তো গেল রাত
ডিম থেকে পালকবিহীন ছানা
চিল ও বেজির উৎপাত
এমনকি সহোদরের নখের আঘাতে
যেতে পারে মুরগিদের প্রাণ
ঘুমাও, হয়েছে অনেক রাত, এখানে অন্ধকার
দেখছ না! ভেড়াগুলো কি নির্জীব হয়ে আছে
পালের ভেতর ঢুকেছে চতুর নেকড়ে
পরে আছে গড্ডালিকার ছাল
প্রতিদিন নিভে যাচ্ছে বংশের বাতি
রাখাল বালক পেয়েছে ভেড়িদের রতি
ঘুমাও অবোধ বালক, এখনো আছ জেগে!
নিজেদের মধ্যে খামচাখামচি
অহেতুক বালিশ ছুঁড়ছ
বায়ু ত্যাগের শব্দ শুনেও আসতে পারে ওরা
বাতাসে লুকিয়ে থাকে রক্তচোষা
এমনকি বাবাও উঠতে পারে গর্জে
তোমাদের জাগরণে!

নিন্দুক

কিছু মানুষ তোমার নামে ছড়ায় নিন্দা
আড়ালে আবডালে করে গালমন্দ
তুমি যা নও তা প্রমাণের করে চেষ্টা
এমনকি তারাই নির্ধারণ করে
তোমার বাপের নাম, রাজনীতি ও ধর্ম বিশ্বাস
যদিও ওরা দৃশ্যমান নয়
তবু রাস্তার পাশে রেষ্টুরেন্টে থাকে বসে
চালায় কথার ছুরিকাঁচি
অন্যের খুদকুঁড়ো খেয়ে করে ক্ষুন্নিবৃত্ত
তুমি হয়তো ভাব, কি লাভ ভাগাড়ে কৃমি ঘেটে
ময়লা ঘাটাও তো কিছু মানুষের পেশা, না কি
তুমি হয়তো নাক চেপে চলে যাও দূরে
তাই বলে তুমি তো চাইতে পার না
সব কোট-টাই-পরা সাহেব
সাহেবও তো হতে পারে গালি
আসলে যারা নিন্দা করে, ছড়ায় গন্ধ
তারা তোমারই অংশ
তুমি তো আর তাদের দাও না মাইনে
তবু তারা করে তোমার প্রচার
তারা তোমার মাটিতে থেমে থাকা পা
যখন একটি পা উপরে উঠে
আরেকটি তারা টেনে নামায় নিচে
আর তুমি দ্রুত সামনে এগিয়ে যাও
তুমিও তো তার উরুতে রাখছ ভর
তারা যদি মাটিতে আটকে না ধরে
তুমি তখন ভারসাম্যহীন পতিত মানুষ
থেমে যাবে তোমার কাজ
মুছে যাবে দূরত্বের সূচক
তুমিও যদি তাদের মতো হও
তাদের কথার দাও জবাব
তাহলে তুমি থেমে গেলে
দু'টি পা হয়ে গেল সমান্তরাল
কেউ আর তখন ছোট নও, বড় নও
নিন্দুকও তখন থাকবে না তোমার সাথে।

শ্রম

শ্রম হলো মানুষ
মানুষে মানুষে সম্পর্ক
মানুষ থাকবে না
শ্রম থেকে যাবে
শ্রমের সঙ্গে শ্রমের বিয়ে ও প্রেম
শ্রমের পুত্র কন্যারাও
শ্রমের রক্ষক ও যোগানদাতা
তোমার ঘর ও খাদ্যবস্তু
তোমার কবর ও পার্থনাগাহ
সব শ্রমের পুঞ্জিভূত রূপ
শ্রমের ছেলে মেয়েরা
আমাদের পণ্যজগত
কিছু শ্রম একা করা সম্ভব
কিছু শ্রম আছে যৌথ মালিকানায়
এমনকি পুত্র ও কন্যার মালিকদেরও
অন্যের শরণাপন্ন হতে হয়
তাদের খাদ্য ও
আনন্দ নির্মাণে দরকার
সামাজিক শ্রম
বস্তুর মূল্য নাই
কেবল শ্রম ছাড়া
শ্রম চুরি করা কঠিন
শ্রমকে অধিকার করা যায়
যতটুকু শ্রম তুমি পেরেছ দিতে
তুমি ততখানি মানুষ পৃথিবীতে

তয়

আর নাই বা গেলাম
এখানেই শুকালাম
কিভাবে যাব
আসার পথটিও ছিল না চেনা
ভাবছ কে বা কে না
একটি গুলতি থেকে ক্ষেপণাস্ত্র
সে কি ফিরে যেতে পারে দোনালায়
হয়তো লক্ষ্যভেদ অথবা হয় নাই
হয়তো আবিষ্কার
কথা বলে হবে কি আর
কোনটি যে ভালো
যত প্রাণনাশ তত আলো
উমদা বারুদে
ব্যোম দা কেরু দে
আহারে লিটল বয়—এমন লয়
তোমার নাম শ্যালকেরা লয়
আমি যে হয়ে গেলাম বুড়ো
যদিও লোকে বলে জরথুরো
তবু পারিনি ফাটাতে
ফাটা ঘাটাতে গেলেও ভয়
আহারে লিটল বয় তোমার জয়
এই ফেলানির কথা কে বা কয়
না হলাম ফ্যাটম্যান
এখন আফসোস ক্যান
তবু আমাকে মেরেছ মানে
পশিছ আমার প্রাণে
এসেছিলে ভালোবাসার টানে
জানি আমাকে তোমার পছন্দ হয়
তুমি আর আমি
আমাদের সহবাস এখানেই তয়।

আবোল-তাবোল

এ সব কথা হয়ে গেছে আগেও
আমি যে তুমি সেও
আমি করি ঘেউ ঘেউ
তুমি রাজা নও, তুমি ফেউ
রাস্তায় দেখলে ঝোপ
আপনা মার কোপ
কাউকে বল ভাই
আমি বসে ছুরি সানাই
আমার ধানাই-পানাই
বোঝার কেউ তো নাই
বুঝিলেই কি বা হবে
কপালে যা আছে তবে
লাশ যদি নিতে হয়
শ্মশানে আছে ভয়
আগুনে পোড়াবে যদি
আছে কী আগুনের চুল্লি
কবরে ঢাক লাশ
করে যদি হাঁসফাঁশ
তুলে তবে ফেলে দাও গাঙে
পয়সা দু'চারটা যদি কেউ মাঙে
কে এক কথক যেন
বলেছিলেন এই হেন
মরার নাকি নেই জাতপাত
তাহলে আমরা বলি কেন
ঘাটের মরা যা রে তুই তফাত
মরিয়াও মরে গেছ
আমাদের ডুবিয়েছ
জাতপাত রাখ নাই বাকি
তোমারে পোড়াতে কি
ডোম না মেথর ডাকি
ভগবান কী ঈশ্বরে

বানিয়েছে থরে থরে
মানুষ নয় তো সমান
মরণে নেই সমাধান
ল্যাংটো এসেছ ভবে
ল্যাংটো যেতে হবে
এ কথা বলে যে জনা
হবে হয়তো মূর্খ খনা
তার নাই জাতের বাহার
সে কথায় আসে কি বা কার
আমি তবু ল্যাংটো রে ভাই
মরণে স্মরণ নাই
ফেলে দাও হিমাগারে
যারে খুশি দাও তারে
যাতে তোমাদের মর্যাদা বাড়ে
ডাক্তার দু'চার বারে
কিছু টাকা পেতে পারে
আমি যদি ছোট হই
কেন করবে হৈ চৈ
পঙ্গু সন্তানেরে
চাই কে প্রকাশিবারে
এতএব পুঁতে রাখ
কাউকে বলো নাকো
উহারে জানো যদি
কষ্টের অকূল নদী
বইবে নিরবধি
সেই ভালো এখানেই তবে হোক শেষ
অহেতুক তোমাদের দিয়েছি কষ্ট অশেষ
আমি তো কবিতা লিখি
যে জন রাখিবে বাকি
সেই জন আমার তোষণ
নগদ প্রাপ্তিতে নেই আমার মন।

মহররম

খুনিদের নামেরও কী পড়তে হয় রাজিআল্লাহ
এমন কল্লা জাতি দেখি নাই আল্লাহ
মদিনার মসজিদে কয়জন সাধু
যাদের মাতামহ দেখাতে চেয়েছিলেন স্বর্গের জাদু
বলেছিলেন, সব ভুয়া জাতপাত ধর্মাধর্ম ফেক্কিকার
তুমি ফকির নও, বাদশাও নও, এ জমি আল্লাহর
এ মাটি থেকে সব কিছু উদ্গাত
এ মাটিতেই হবে সব গত
প্রভুর কাছে নারী পুরুষ নির্বিশেষে
লিঙ্গের বাহার তার কাছে, কি-বা যায় আসে
পার্থক্য রয়েছে কেবল ঈশ্বরের মহিমা
শিশ্নোদরের জন্য করো না লঙ্ঘন সীমা
তুমি যা খবে তা পাবে তোমার চাকরানি
শোয়ার আগে দেখ কী পরেছে তোমার ঘরণি
আরব এমন কোনো ভালো লোক নয়
অনারবের চেয়ে, সর্বদা তার হতে হবে জয়
চামড়ার রঙ দিয়ে মানুষকে মেপো না
শাদা কিংবা কালার পরিণামে একই ঠিকানা
একের অপরাধে নয় অন্যের দায়, ত্যাগিলাম হারিসার খুন
নিজগোত্রের বদলা নেব না, মাফ করি সকলে আসুন
তোমার ঘরে যদি থাকে এক পোয়া আটা
ক্ষুধার্ত প্রতিবেশির অধিকারে রয়েছে সে-টা
তোমরা কলম দিয়ে শিক্ষা দাও, অন্ধত্ব করো দূর
দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শেখ, প্রার্থনার চেয়ে মধুর
জ্ঞানের জন্য যাও চিনে
ঈশ্বরের মহিমা পারবে না বুঝতে জ্ঞান বিনে
জ্ঞান তোমাদের হারানো সম্পদ
জ্ঞানীর করো না ধর্ম বিচার সেসব তার পদ
যে নিজের প্রয়োজনে করে রক্তপাত
তার উপরে সর্বদা প্রভুর অভিসম্পাৎ

অবসান করা হলো সব নীল রক্তের দাবি
একই উৎস থেকে আগত ঈশ্বরের চাবি
অন্যের শ্রমে যারা গড়ে তোলে প্রাসাদ
তাদের করো ঘৃণা, তাদের দাও বাদ
এই শিক্ষাগুরুর শিষ্য ছিলেন আলী বিন তালিব
জীবনে করেছিলেন ধারণ সত্য ও শিব
তার স্ত্রী ছিলেন নবীনন্দিনী ফাতিমা তনয়
ঈশ্বর ছাড়া জানত না, ভয় কারে কয়
তাদের কৌশলে মরুতে নিলেন ডেকে মাবিয়া তনয়
তান প্রাণে ছিল না মানুষ কিংবা ঈশ্বরের ভয়
পানি বন্ধ করে দিল ফোরাতের কূলে
পানিবিনে মারা গেলেন নারী শিশু সকলে
বন্দিত্বের বদলে তারা করিল লড়াই
ইয়াজিদ দুর্মতির হয়েছিল জয়
তবু মানুষ রেখেছে মনে এই পরাজয়
অন্যায় জয়ের চেয়ে ঢের ভালো এই পরাজয়।

ভদ্দরলোক

সব ভদ্দরলোকের বাবাই একদিন দস্যু ছিলেন
নিদেনপক্ষে তার দাদা কিংবা তার বাপ
রাজার সেনাপতি কিংবা সিপাই ছিলেন
মসজিদের ইমাম কিংবা মন্দিরের পুরুত ছিলেন
ওজনে কম দেয়া বণিক ছিলেন
কারাগারের দ্বারপাল ছিলেন
এখনো যারা ভদ্দরলোক হননি
এখনো তারা রাজনীতিজ্ঞের সন্তান
এখনো তাদের বাবারা রাস্তায় মারে টহল
ভবিষ্যেতের জ্ঞানীগুণি সন্তানদের জন্য
অধ্যাপক বাগ্মি সন্তানদের জন্য
তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রীদের জন্য
ধর্মের ব্যাখ্যাতা সন্তানের জন্য সঞ্চয় করছেন অর্থ
কারণ তারাও পৃথিবীতে শান্তিপ্রিয় সন্তানদের রেখে যেতে চান
তারা জানেন সর্বদা অস্ত্র কার্যকরি নয়
তাদের সন্তানেরাও একদিন শান্তি কায়েমের কথা বলবেন
বুদ্ধের মতো রাজ্য পরিত্যাগের কথা
যিশুর মতো পিতার রাজ্যের কথা
রাজার প্রাপ্য রাজাকে বুঝিয়ে দেয়ার কথা
গান্ধির মতো অহিংসার কথা বলবেন
কিন্তু কেউ বলবেন না, চল
আমাদের পিতাদের কেড়ে নেয়া সম্পদ
সেই নিঃস্বদের সন্তানের কাছে ফিরিয়ে দিই।

লঙ্কাবি যাত্রা (২০১৯)

দশম দশা

প্রেমের সূচনাতে হারিয়ে ফেলেছি সকল মুদ্রা
তার অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে করেছি গৃহত্যাগ
আমাকে ছেড়ে গেছে গোত্রের স্বজনেরা
জানি না ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আছে কি উপায়
আর কেনই বা তার দরকার
পাড়ার শিশুরাও আমাকে করে না গ্রাহ্য
দু'একটি ঢিলও ছুড়েছে আমার দিকে
পাগলের সাথে সবারই সম্পর্ক মজার—
মানুষের পৃথিবীতে—সে থাকে অন্য দুনিয়ায়
অবশ্য যার জন্য আমার এই দশা
তাকেও দিই না দোষ
ভালোবাসা তো একান্ত নিজেরই জন্য
যদি আমার আহ্বানে সে দিত সাড়া
যদি পূর্ণ হতো মিলনের সাধ
তাহলে তো এখানেই শেষ প্রেমানন্দের
মল্লিনাথ বলেছেন—প্রেমের দশটি সোপান
দৃশ্যের সুখ—প্রেমের প্রথম ধাপ
দ্বিতীয়তে রয়েছে—মিলবার সাধ
ক্ষুধামন্দা, স্বাস্থ্যহানি এসবও প্রেমের পর্যায়
আমার অবস্থান এখন অষ্টম ধাপে
সংসারীরা যাকে প্রেমোন্মাদ বা মজনু বলে ডাকে
আমি নিজেও ভুলে গেছি এ দশার কারণ
শরীর দিয়ে শরীর ছোঁয়ার ক্ষমতা হারিয়েছি
এখন শুধু পৌঁছে যেতে চাই চরম প্রান্তে
বারংবার মূর্চ্ছা যাচ্ছি, বেঘোরে দেখছি—
যুদ্ধে কর্তিত সৈনিকের শিরস্ত্রাণ তুলে নিচ্ছে
এক রোরুদ্যমান রমনী
হয়তো আমি চলে এসেছি প্রেমের চূড়ান্ত পর্বে
যদিও মানুষ তাকে মৃত্যু বলে জানে
তবু পেয়ালা ভরার এই তো সময়
আমি এখন উঠে যাচ্ছি দশম ধাপে...

নিষ্কামী

তুমি ঠিকই জানো, তোমার তো জানারই কথা
আজ অনেক লিঙ্গের মাঝে বিপন্ন আমি
অথচ এই লৈঙ্গিক পরিচয় ছিল আমাদের খেলা
আমরা যখন পানির পিচ্ছিল ঘাটলায় জেগে উঠছিলাম
যখন আমাদের ছিল প্রোটোজোয়া কাল
তখনো হয়নি শুরু আমাদের হ্যাপ্লয়েড বিভাজন
শরীরের মেয়োসিসগুলো তখনো ছিল মাইটোসিসের সাথে
আপন কোষের আড়ালে আমরা তখন স্বমেহনরত
সেই তো ছিল আমাদের সম্পূর্ণ আনন্দের কাল
তুমি বা আমি; আমি বা তুমি—এর কোনো লিঙ্গান্তর ছিল না
তখন আমরা ছিলাম, সম-বিষম-উভকামী
আমাদের শয়ন, উপবেশন কিংবা পদব্রজ
হিমালয়শৃঙ্গের গলিত তুষার-তরঙ্গের সাথে
পতিত হয়ে তোমাকে তুলে নিচ্ছিলাম কোলে
কখনো তুমি নিচে, কখনো আমি
শরীরের ভারে ন্যুব্জ, আবার জরায়ুতে গেছি মিশে
হয়তো এসব তুমুল উত্তুঙ্গ মিলনের কালে
আমার সুপ্ত অহংকার তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিল
যদিও চন্দ্রিমা রাতে আমরা কাছে এসেছিলাম
যদিও আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম অন্ধকার গুহায়
তবু দিনের আলো আমাদের মিলতে দেয়নি
অথচ এখনো যারা তাদের লিঙ্গকে পারে চিনতে
তারা হয়তো সমকামী, তারা হয়তো এখনো আছে
ঈশ্বরের উদ্যানে
তাদের অযৌনজনন, পক্ষপাতহীন মিলন
কেবল মিলনের আনন্দের তরে
কিন্তু যে আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম
হয়তো শরীরের চিহ্ন রেখায় ছিল দৃশ্যত অমিল
সেই তুমি যখন আমার সঙ্গে মিলিত হও
তখনই তো আমি হয়ে উঠি অভিন্ন পূর্ণ মানুষ
তখন আমরা পরিণত হই নিষ্কাম কর্মে

তখন দৃশ্যত কামের আড়ালে পারে না দেখতে
আমাদের বিভাজন রেখা

লাশ নামাবার গল্প

প্রথমে আমার দেহ কবরস্থ করেছিলেন আমার পিতা
নিজের আনন্দে রেখে এসেছিলেন কোনো এক মহিলার প্রকোষ্ঠে
সে নারীও বেশিদিন পারেননি করতে বহনের যন্ত্রণা
অসংখ্য লাশের সঙ্গে আমাকে করলেন সমাহিত
একদিন সেইসব মৃতদেহ আবার আমায় ধরাধরি করে
শুইয়ে দিলেন মৃত্তিকার গর্ভে
একটি গর্ভ থেকে আরেকটি গর্ভে, একটি কবর থেকে আরেকটি কবরে
পিতাদের অনুগামী হয়ে পুত্রদের আগে—আমি কেবর ভ্রমণবিলাসী
আমার হাতে ধরা কবিতার পাণ্ডুলিপি, ভ্যান-ভিঞ্চিদের চিত্রকর্ম
বিশ্বখ্যাত স্থাপতিদের সমাধিস্থল সাজাবার কলা
আর আমাদের ঈর্ষা, খ্যাতিমান হওয়ার কৌশল
কিংবা রূপবদলের তাড়না

গিলোটিনে যেসব শরীর হয়েছিল দু'ভাগ
ফাঁসির উদ্বন্ধন নিয়েছিল কেড়ে যাদের বাতাস
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর-তারা এখন হেঁটে যাচ্ছে
আরেকটি কবরের দিকে
বলাৎকার কিংবা প্রেমের প্রস্তাবনা তো একটি কবরের
অনুসন্ধান ভিন্ন নয়
আমাদের পৃথিবী কেবল লাশ নামাবার গল্প।

সম্পর্ক

আমাদের সম্পর্ক রয়ে গেল শেষমেষ অনির্ণিত বেদনার ভেতর
তুমি কি কোনোদিন নাম ধরে ডাকতে চেয়েছিলে
কোনোদিন বলতে চেয়েছিলে আপনি থেকে তুই
এমন তুচ্ছতার সম্পর্ক কিভাবে টিকে থাকে দূর ব্যবধানে
হয়তো নিশ্চুপ বেদনায় আঁকা ছিল তোমার ভুবন
হয়তো আমার বসবাস কোনো এক বিকল্পের ভেতর
তবু ভাবি কেন তবে দেখা হয়েছিল
কেন তবে হয়েছিল বসিবার সাধ
অনেক লোকের ভিড়ে আমিও তো ছিলাম কেবলই পথিক
তবু একই বৃক্ষের তলে আমরা মুহূর্তে জিরিয়ে নিলাম
তারপর চলে গেলাম দু'জনার পথে
অথচ দূরান্ত থেকে এসেছিল ভেসে একাকীত্ব মোচনের গান
শরীর পাচ্ছিল টের জীবনের জাগৃতি—
আমিই বা কিভাবে এই কথা বলি
আমারও তো জানা নাই তোমার গন্তব্যের ঠিকানা
কোথায় চেয়েছ যেতে
পথের শেষে কেউ কি বিছিয়ে রেখেছে পথ
অথবা আমারই মতো তুমিও এক নিঃসঙ্গ দ্বীপের যাত্রী
তবু ভাবি, কেন তুমি সাড়া দিলে অনিশ্চিত আহ্বানে
বসলে এসে আদিম উদ্যানের ছায়ায়
আজ সেই বিশ্রাম দুঃস্বপ্নের মতো
পথের গুরুভার হয়ে
অবিন্যাস্ত ছড়িয়ে পড়ে প্রতি পদক্ষেপ...

কেউ এখনো আছে

কেউ কি পাগল হয়ে গেছে
কেউ কি ভুলে গেছে গোপনাঙ্গের লজ্জা
কেউ কি শিশুদের অণ্ডকোষ নিয়ে খেলছে
কেউ কি খুলে ফেলছে পরনের বস্ত্র
কেউ কি আছে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণে
কেউ কি শেয়ার দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগে
কেউ কি ধারণ করছে ধর্ষিতার চিত্র
কেউ কি বিকৃত কামের বলি
কেউ কি করছে মদন দমন
কেউ কি গূঢ়ৈষণার শিকার
কেউ কি বসে আছে প্রেক্ষাগৃহে
কেউ কি পরিবেশন করছে নগ্ননৃত্য
কেউ কি করছে ট্রাফিক কন্ট্রোল
কেউ কি রাস্তায় পেতেছে শয়নকক্ষ
কেউ কি দেখছে ক্যালিগোলা
কেউ কি দেখাচ্ছে ক্যালিগোলা
কেউ কি আনন্দ পাচ্ছে ধর্ষকামে
কেউ কি অভ্যস্ত মর্ষকামে
কেউ কি আমাদের নেতা
কেউ কি আমাদের মাতা
কেউ কি ক্ষমতা হারিয়ে
কেউ কি ক্ষমতায় মত্ত
কেউ কি ক্ষমতা হারানোর ভয়ে
কেউ কি কিছু বলছে
কেউ কি কোথাও আছে
কেউ কি মমতায়
কেউ কি বলবে
কেউ এখনো আছে

গম

তিনিই আমার পিতা, আমি তার যোগ্য সন্তান
একটি গমের বিনিময়ে যিনি বেচেছিলেন ঈশ্বরের উদ্যান
এই গম হলো গম-মন, জীবন-জননী পৃথিবীর পথ
এই গম হলো আমার সন্তানের ভবিষ্যত
একটি গমবীজ থেকেই তো পৃথিবীর সকল গম
সকল গম একত্রে মিলিত হলেই তো মহাসংগম
গম বপন ও কর্তনের পরে, আমি সবটা নিই না ঘরে
কিছুটা মাঠেই থাকে পড়ে-পাখিদের তরে
পুরনো পুস্তকে ঈশ্বরপুত্রের এই হলো নির্দেশ
নতুন অঙ্কুরোদ-গমে- গম চায় মৃত্তিকার সংশ্লেষ
গম-পচন, গম-পাতন, গম ফারমেন্টেশন
সমুদ্রে ফেলছে গম, ফড়িয়া করছে গম নিয়ন্ত্রণ
অথচ এই গম কিনেছিলেন আমার পিতা
একটি অন্তহীন সুরম্য বাগানের দামে
ভেব না, পিতৃধন ছেড়ে দেব শুধু অ-কামে
দামে কিংবা অদামে!

স্বীকারোক্তি

সেই মেয়েটার কথা বলার জন্য আজ আমার মন কেমন উদ্গ্রীব
তার হৃদয় ছিল খাসা—আমাকে ভালোবাসার জন্য
যদিও অনকেই ছিল তার পাণিপ্রার্থী
নিয়েছিল কেড়ে অনেকে তরুণের ঘুম
আমার মধ্যে এমন তো আর আলাদা কি ছিল
তবু সে হয়তো দেখেছেলি তাদের পাড়ায়
ঘুরে বেড়াত এক কবতিা-পাগল তরুণ
তারও গানের গলা ছিল বেশ দারুণ
আমার হৃদয় কখনো সত্যিকারের ভালোবাসেনি তাকে

তার উন্নত বুক নিষ্পাপ মুখ কেবল আমাকে ডাকে
আমাদের ভালোবাসার কথা বলেছিল সে তার মাকে
অথচ আমি কি তার রেখেছিলাম সম্মান
কেবল করেছি শরীরের সঙ্গে শরীর ছোঁয়ার ছুঁতো
অবশেষে তার রইল না জানা বাকি
সন্দেহ হলো আমি কি তার আসল প্রেমিক নাকি
বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই গেলাম সটকে
অনেক কান্না বেদনার পরে সত্যি একদিন
এলাকার এক বখাটে ছেলের গলায়
মালা দিল সে নির্দ্বিধায়
তারপর হতে সেই মেয়েটি হয়ে গেল আনমনা
কয়েক মাসের ব্যবধানে সে হয়ে গেল অন্যজনা
হঠাৎ তার মৃত্যুর খবর আমাকে ছুঁয়ে গেল
সেই ছেলেটিও কাঁদল অনেক করে
কবরের পরে বিছিয়ে দিল অনেক তাজা ফুল
সত্যিই কি আমার জন্যে সে ঝরে গেল অকালে
আমি কি খুনি, নাকি কোথাও হয়েছিল কিছুটা ভুল!

লঙ্কাবি যাত্রা

গতরাত ছিল দুটি দিনের সন্ধিক্ষণে উল্লম্ব অস্থির
বৃষ্টির মৃদু-আলাপচারিতা যদিও এই ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্য
তবু একই ছাতা দিয়েছিল আমাদের অভিন্ন অবলম্বন
আমরা হেঁটেছিলাম সুতীক্ষ্ণ সুতার উপর
আমরা উঠেছিলাম সর্বোচ্চ উচ্চতায়
তাই কেউ পারেনি ঠেকাতে আমাদের পতন
দ্রুত পতিত হবার কালে খুলে গেল আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়
দেখতে পেলাম যে বিস্তীর্ণ উদ্যান থেকে আমরা হারিয়ে গিয়েছিলাম
আদিম পৃথিবীর ঝড়ো হাওয়া, অনভ্যস্ত পথচলা
কিংবা একটি সাপের হিস্-হিস্ শব্দে ভড়কে গিয়েছিলাম

অনেক খুঁজেছ তুমি, করেছ অনেক পর্বত আরোহণ
তোমার পায়ের গোছা তাই কাঠগোলাপের মত শক্তসুন্দর
এমনকি বুকের উৎকর্ষে রয়েছে কষ্টের ছাপ—
তবু মিলনের আকাঙ্ক্ষা এতটুকু ম্লান করেনি
আর আমি, একই পথে হেঁটে হেঁটে ন্যুব্জ-ক্লান্ত
পেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে, হারিয়ে ফেলছি গ্রহণের ক্ষমতা

হয়তো অন্বেষণকালে আমাদের বহুবার হয়েছে দেখা
হয়তো কদাচিৎ চিনতে পেরেছি
তবু অসংখ্য প্রবঞ্চনা আমাদের মিলতে দেয়নি
যে-সব দুষ্ট দেবতা আটকে দিয়েছিল আমাদের লঙ্কাবি যাত্রা
তাদের ইচ্ছের কাছে যদিও আমরা সমর্পিত
তবু আমাদের মিলনের আনন্দে তাদেরও রয়েছে ভাগ
কেননা তারাই তো দিয়েছে আমাদের
বিচ্ছেদের দীর্ঘতার আনন্দ!

আনন্দ-ঈশ্বর

তোমাকে রেখেছিলাম প্রেম ও পুণ্যতার ঊর্ধ্বে
যারা তোমার পায়ের পাতায় দিয়েছিল কান্নার অর্ঘ্য
তারা আজ সিক্ত আঁচল মুছে চলে গেছে দূরে
আর আমি ভ্রান্তির ছলে সারাদিন কাঁদি
দুঃখ ভুলতে অধিকতর দুঃখ পেয়েছি

সারাদিন ব্যস্ত গলদঘর্ম ইঁদুর দৌড়ে
যাপনের মলিনতা যদিও আমাকে নিয়েছে আশ্রয়
তবু তোমার কাছে পড়ে থাকে মুক্তির বার্তা
তোমার ক্ষমা ও শান্তি অর্থতার মাপে বন্দি নয়!
তবু কেন আমার মনে জেগেছে প্রেম ও পুণ্যতার পাপ
তোমাকে যতই ঊর্ধ্বে তুলে ধরি

তবু নিচুতার ভয় আমাকে ছাড়ে না
অথচ তুমি ছিল প্রেম ও পুণ্যতাহীন আনন্দ-ঈশ্বর

পর্বতারোহি

পর্বতারোহি কি বড় পর্বতের চেয়ে
টেকটনিক আঘাতে যে-সব ভূধর
নিজ অহংকার নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে
বিচিত্র ঝর্নার ধারা তাদের শরীরে
প্রবাহিত স্রোতস্বিনী সাগর অবধি—
উপত্যাকা গিরিখাদ রয়েছে দাঁড়িয়ে
হরিণ শাবক কিংবা দুরন্ত শিকারি
কিভাবে দেখবে বল উচ্চ হৈমশৃঙ্গ
যদিও সৌন্দর্য তার সুনীল বিকাশে
পাহাড় পেরুনো তাই সুখকর নয়

পূর্বাচল থেকে আসে যে আলোর কণা
সন্ধ্যাবধি থাকে গিরিকন্দরে লুকিয়ে
কিভাবে তারা জানবে ভূধর-যন্ত্রণা
পাহাড় যদিও হয়ে যাবে লুপ্ত একদিন
গোধূলীর মেঘে, ভুলে যাবে শৈলখণ্ড
তবু ব্যথা রয়ে যাবে ভাবনার ক্ষণে
পদাঙ্গুল দিয়ে কেউ ছুঁয়েছিল চূড়া
কেউ গিয়েছিল চলে দূরপরাহতে

হয়তো দেখেছিল সে অবুঝ মানবী
পায়ের নিচে স্পার্দ্ধিত পর্বত-বিস্তার
তারপর উপেক্ষায় চলে গেছে দূরে!

কেউ কি আছে

কেউ কি আমাকে আরো নিচে নামতে দেবে
কেউ কি আমাকে আর কবিতা লিখতে বলবে
কেউ কি হারিয়ে ফেলবে তার নিজস্ব আশ্রয়
কেউ কি নক্ষত্র নামিয়ে আনবে তার ঘরে
কেউ কি তার ভ্যানিটি ব্যাগে কুড়াবে জঞ্জাল
কেউ কি জয়ের আনন্দে নিজেই হেসে উঠবে
কেউ কি মনে রাখবে তার পরাস্তের স্মৃতি
কেউ কি দেখবে কেবল শুষ্ক পাতার ঝরেপড়া
কেউ কি জানবে অকস্মাৎ অঙ্কুরিত কিশলয়
কেউ কি ভাববে না পাপড়ি শুকাবার আগে
কেউ কি এখনো কোথাও আছে
কেউ কি কাউকে নেবে

কেউ আছে

যে শুনছে আমার কবিতা সে আছে
যে লিখছে আমার কবিতা সে আছে
ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে যে নদী পার হয়
অন্ধকার গলির মাথায় যে অপেক্ষায়
আমি তো তার কাছে যাব
যারা বলে কেউ নাই
তারা আমার অস্তিত্বের বিপরীতে থাকে
অনেক লিঙ্গান্তরের ভিড়ে আমি যাকে
হারিয়ে ফেলেছিলাম
হয়তো উপযুক্ত ছিলাম না পাহাড়ি খাড়ায়
তবু গিরিখাত ধরে এতদূর এসেছি
উপত্যাকায় করেছি চাষ
তাই বলে পর্বত চিনি না!

যে ঘুমিয়ে আছে তাকে ঘুমাতে দাও
যারা জেগে আছে গভীর তমশায়
কেউ আছে জেগে নিশ্চয়
তাই আমি জাগতে পেরেছি।

ঈর্ষান্বিত নই

আমি এই জন্য দুঃখিত নই যে
আমাকে ছাড়াই তুমি এতদূর এসেছ
যারা তোমাকে করেছে ভয়াল নদী পার
যাদের অসংখ্য স্মৃতি তোমার হৃদয়ে রয়েছে
আমি এই জন্য ঈর্ষান্বিত নই যে
তোমার চুলে অসংখ্য বৃষ্টির ফোঁটা
চঞ্চুতে লেগে আছে তৃষ্ণার চিহ্ন
যারা তোমার গ্লাসে দিয়েছে চিয়ার্স চুমুক
যারা এসেছে তোমার পদচিহ্ন ধরে
যারা তোমার স্কন্ধে রেখেছিল হাত
তারা ছিল অসহায় জনতা
কারণ আমি দেখি তোমার পায়ের নিচে
প্রবাহিত সমুদ্রের ঝর্নাধারা
চুলের পাঁকে বাতাসের ঘূর্ণাবর্ত
আর শরীরের মৃত্তিকা থেকে
অগণিত শস্যের দানা আর
গোলাপের পাপড়িগুলো
ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগ্বিদিক
আমার কাছে আসার মুহূর্তগুলো
হিমালয় শৃঙ্গ থেকে যেভাবে নদী
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে
উচ্ছ্বল আনন্দ জেগে ওঠে
আমি জানি সেই আনন্দময় পথের

দুই প্রান্তে আমাদের বাস
যারা এসেছে তোমার সাথে
তাদের বসতে দাও
তারা আমাদের মিলনের অতিথি কেবল।

প্রত্নপথের সন্ধানে

যদিও আমরা সকলেই করেছিলাম একটি
গুপ্ত পথের অনুসন্ধান
তবু প্রত্যেকের যাচঞা ছিল গোপন
আমরা যখন কিছুটা অংশ হারিয়ে ফেলেছিলাম
আমরা যখন পরস্পর মুখোমুখি
তুমি তখন কপাল থেকে মুছে দিচ্ছিলে ঘাম
সরিয়ে নিচ্ছিলে অবাধ্য চুলগুলো
আমরা যখন গভীর মমতায় গলে পড়ছিলাম
যখন আমাদের পবিত্র চিন্তাগুলো
শরীরের প্রমূর্তি হয়ে গেয়ে উঠছিল আনন্দস্তুতি
এই পথেই তো আমরা উদ্যানে হেঁটে বেড়াতাম
প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে রয়েছে এসব পথের অনুপুঙ্খ বয়ান
এ পথ হারিয়ে গিয়েছিল প্রত্ন-স্মৃতির ভেতর
নৃতত্ত্বের শিক্ষকগণ এখনো তাদের ছাত্রীদের
যে মাতৃতান্ত্রিক বপন ক্রিয়ার কথা বলেন–
এ তো সেই পথ
এই তো আমাদের শোষণমুক্ত সমাজ
এ পথ পুনরায় হারিয়ে যাওয়ার আগে
আমাদের কি উচিত নয়
যারা দিকভ্রান্ত এখনো দিনান্তে ফুরিয়ে যায়
তাদের লুপ্ত পথটুকু পথের সাথে
পুনরায় মিলিয়ে দেয়া!

রহস্য

তুমি কি সত্যি করে বলতে পারবে
অবশ্য যদি তোমার জানা থাকে
জানা আছে নিশ্চয়-
জাদুকর নিশ্চয় জানে তার হাত-সাফইয়ের কাহিনি
সকল রহস্যেরই একটি যৌক্তিক পারম্পার্য থাকে
যেমন ধর, তুমি হেঁটে যাচ্ছ ইতস্তত
সবার সঙ্গে কথা বলছ হেসে হেসে
কারা কবে বিদেশ গিয়েছিল
নিচ্ছ তাদের ছেলে মেয়ে বিধবা মায়ের খবর
শুনছ সমুদ্র-দালালের প্রতারণার কাহিনি
যেন প্রত্যেকে কতকালের পরিচিত তোমার
তাদের সান্নিধ্য পাওয়া যেন খুব জরুরি
আমি আছি বা নাই, নেই ভ্রুক্ষেপ তোমার
অথচ কেউ জানছে না কারো প্রবল উপস্থিতি
শতধা রূপে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব-চরাচরে
বিমানের মেঘের রাজ্যে যে সব কুমারী
জল নিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে শতরঞ্জি
তারা কেন হাসাহাসি করছে আমাকে নিয়ে
আমি ঠিক জানি না, এই দুষ্ট বালিকারা হয়তো
তোমার তুতো বোন, এসেছে বৈবাহিক নিমন্ত্রণে
তাদের নিজেদের লাবণ্য, ঢলে পড়া ভাব
উচ্ছল যৌবন আমাদের মিলনের আকাঙ্ক্ষা
আরো তীব্রতর করে তুলছে
তাদের পায়ের শিঞ্জিনী
একজন সর্বেশ্বরবাদির চেতনায়
কেবল ছড়িয়ে যাচ্ছ তুমি
অথচ তুমি ভাবলেশহীন গান্ধারমূর্তি মতো
দু'হাতে লাগাম ধরে
রেসের ঘোড়া
মেঘের মধ্য দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছ।

ঘুমে না জাগরণে

আমার কবিতা শেষ হওয়ার আগেই কি তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ
তুমি ভাবছ এসব বস্তুময় চেতনার মিথ্যা অভিব্যক্তি
হতে পারে হাত খাদ্য সংগ্রহের বাহন
অথচ যখন সে জড়িয়ে ধরে, তখন কি তারা স্পর্শের জিহ্বায়
পরিণত হয় না
যদিও পা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়
তবু বহনের জন্য কিছুটা সাধুবাদ প্রাপ্য তার
কিন্তু যে সব অঙ্গসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে বেড়ে ওঠে
তাদের পরিতৃপ্তির নেই কোনো দৃশ্যমান রূপ
ধর নিঃস্মরণের একটি উপায় হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে
যদিও সকল অঙ্গসমূহ বিবেচিত হয় তুল্য রূপে
তবু কবিতার চেতনা যার বিকশিত হয়নি
যে ফুল আর আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য জানে না
তার ক্লান্তি কিংবা জাগরণ
আমার কবিতার কি-ই-বা এসে যায়
আমার কবিতা তো তোমার ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে
যখন চরাচর শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে আসে
যখন শরীর থেকে খুলে পড়ে কোলাহল
তখন অর্থময় হয়ে ওঠে শব্দের মানে
যদি মৃতদের জগত পরিভ্রমণ শেষে কোনোদিন ফিরে আসে
সেদিনের প্রয়োজন হয়তো রয়ে যাবে শেষে
তাই তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমার কবিতা
নিজেই রচিত হতে থাকে।

ফুল খুব কম দিন বাঁচে

আমি ভালোবাসি বলেই হয়তো তোমার কাছে খুব কম দিন ছিলাম
ভালোবাসাকে নষ্ট হওয়ার আগেই আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম
আমি চাইনি কাছাকাছি থেকে করি ভালোবাসার স্মৃতির রোমন্থন
ভালোবাসা পুষ্পের মতো ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোমুগ্ধকর
তার আগমনে গাছের কাষ্ঠময় শরীরেও জেগে ওঠে শিহরণ
প্রকৃতির সকল প্রাণি তার আমন্ত্রণ পায় টের
একটি মৌমাছি লুটোপুটি খায় তার শরীরে
ডানায় মেখে নিয়ে পুষ্পের পরাগ বাতাসে ডিগবাজি খায়
মানুষও ফুলের দর্শনের মহিমান্বিত হয়
সঙ্গীর জন্য দু'একটি নিয়ে যেতে চায়
যারা প্রকাশ্যে পারে না দিতে, তাদের অন্তরে থাকে ফুলের বাহার
ফুল শুকিয়ে যায়, মিলনের পরে আবারও আসে মিলনের কাল
কিন্তু ফুলকে যারা সর্বদা বাঁচিয়ে রাখার জন্য করে কসরৎ
বাসি ফুলে যারা দেয় পানির ঝাপটা
তারা হয়তো ভালোবাসে ফুলের কঙ্কাল কিংবা
গলিত ফুলের পঙ্কিলে হাবুডুবু খায়
ফুলের আয়ু ফলের গুটি ধারণের আগে
ফুল খুব কম দিন বাঁচে
কিন্তু ফুল ফিরে আসবে না সে কথা তুমি বলতে পার না
যদি ফুল চাও তাহলে করো সবুজ বৃক্ষের সাধনা
তেমনি প্রেম কখন আসবে তা নিয়ে করো না দুশ্চিন্তায় বাস
মানুষের পাশে থাকো, করো মানবীর যত্ন
দেখবে প্রেম তোমাকে চকিত আনন্দিত করে মিলিয়ে যাচ্ছে
সেই প্রেমকে দেখবে বলে বাঁধ ঘর
তাই বলে প্রেমকে বাঁধতে যেয়ো না।

পথ নতুন

আমাদের এই যাত্রা হয়তো পুরনো
যেহেতু জরাজীর্ণ পরিধানে বস্ত্রসমূহ
যেহেতু অনেকবার রোদে ফেটেছে আকাশ
গৃহস্থালির কাজে যে-সব বালিকা লাগাচ্ছিল হাত
তাদের মায়েরা হয়তো চলে গেছে বাবার সংসারে
যদিও অনেক সূর্যাস্ত, অনেক রাত শীতার্ত কেটেছে
সরিষার ফুল ঝরে আবার কুসুম এসেছে
কুসুম তোমার কি কেবলই শরীর
মন বলে কিছু নাই
যে সব মৌমাছি এসেছিল ঘাটে
তাদের মধূখের ভাণ্ড কোথায় রেখেছ
এত এত মানুষ, পাখিদের বিচরণ
সকল পথ যদিও অদৃশ্য পদভারে ক্লান্ত
তবু স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত শরীরে
কোথায় নিয়ে যাবে তুমি
কতটুকু তুলে নেবে হাতের মুঠোয়
তুমিও কি একাকীত্বের ভয়ে জড়িয়ে ধরেছ
কাগজের ঠোঙা থেকে একটি সারস
তোমার পপকর্ন নিয়েছিল তুলে
তবু কি গভীর দেখেছ তার ঠোঁটের বিস্তার
সর্বদা ভয় ও রোমাঞ্চ
ময়ূরের নৃত্য থেকে রেখেছে নিরত
আজ এই ভেবে অনেক কষ্ট সয়েছি
যদিও বা নেমেছিলাম জলে প্রাণকৌড়ির জগতে
তবু কেন বৃষ্টির ভয়ে আশ্রয় খুঁজেছি
যদিও হেঁটেছি পাশাপাশি
যদিও গন্তব্য বানারস
তবু পথের ভিন্নতা রয়েছে নিশ্চয়
নতুবা কেন এই বারংবার জড়িয়ে ধরা
কেন রয়েছে চুম্বনের ভয়
হয়তো আমরা হারিয়ে যাব সহসাই
হয়তো আনন্দ রয়েছে বিচ্ছেদের গানে।

আনন্দ

আনন্দকে ধরে রাখতে যেও না
করতে চেও না ইচ্ছের অনুগামী
বলতে যেও না, ভাই আর কদিন থাক
আনন্দ তো আর বিবাহিত স্ত্রী নয়
থাকবে সর্বদা শয্যায় প্রস্তুত
আনন্দ তোমার একার নয়
আনন্দ সর্বত্র বিরাজিত
আনন্দ হলো বসন্তের কুসুম
মৌমাছির গান, মৃদুমন্দ সমীরণ
নদীর কলতান
আনন্দ এলে তাকে বসতে দাও
আনন্দকে চিনতে ভুল করো না
সে আসতে পারে কিশোরীর পীনোন্নত বক্ষে
কিংবা কিশোরের হালকা গোঁফের আড়ালে
তবু অকস্মাৎ দেখে ফেললে
তৃষ্ণার্ত ওষ্ঠদ্বয় উঠবে ভিজে
যে সব গান তুমি কখনো শোন নাই
তার তান ছড়িয়ে পড়বে
ভূমধ্যসাগরে
বাতাসের মর্মরে
তুমি তার স্পর্শে যখন আনন্দিত হতে থাক
তখন তুমি হয়ে যাও একা
চলতে থাকে আনন্দের সাথে গোপন বিহার
যদিও আনন্দ চলে গেলে তুমি দুঃখ পাও
তবু তাকে যেতে দাও
তার স্মৃতির ভেতর বাঁধ ঘর
সে হয়তো আবার আসবে ফিরে, নতুন রূপে
আনন্দ আছে, আনন্দ থাকবে
যখন তুমি আনন্দের জন্য কাঁদ
আনন্দকে ধরে রাখতে চাও
আনন্দ তখন বিরক্ত হয়
বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়
আনন্দ তখন দুঃখিত হয়ে ওঠে
আর তার দুঃখে তুমি হও ব্যথিত
আনন্দকে আনন্দে থাকতে দাও
শুতে চাইলে শুতে দাও
যেতে চাইলে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে আস
আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে চেয়ো না
তবে আনন্দকে করো না উপেক্ষা
প্রীতি সম্ভাষণে কাছে ডাক
কিছুক্ষণ জড়িয়ে থাকো
আনন্দ তো আনন্দের সঙ্গী।

বিদায় সম্ভাষণ

ঠিক আছে, কথা এখানেই শেষ
আমরা যে যার পথে চলে যেতে পারি
যদিও যাওয়ার জন্য সন্ধির নেই প্রয়োজন
হাতনেড়ে গুডবাই বলে অথবা
অজান্তে চলে গেলে হয়
তবু অনেক অমীমাংসিত কথা
অনেক বিতর্কের হয়নি কো শেষ
আমার চাওয়া কি খুব বেশি কিছু ছিল
হয়তো তুমিও সামান্য চেয়েছিলে
হয়তো ঘুম থেকে উঠতে হয়েছিল দেরি
হয়তো বাচনে ছিল মুদ্রাদোষ
এই সব অমার্জিত অপরাধ জানি
অনেক রাত তুমি ঘুমাতে পার নাই
অনেক দিন তুমি কাটিয়েছ একাকি
কতদিন হয়নি কো দেখা
দুটি সারসের মুখোমুখি বসা

আমিও পেয়েছিলাম টের-
তোমার একাকীত্বের বেদনা
জীবন যদিও আমাদের বঞ্চিত করে
মেলে না যাচঞার সাথে
বেদনা শেষ হলে, জেগে ওঠে নতুন বেদনা
মনে হয় কোথাও এসেছি ফেলে
দূর গাঁয়ে মাতৃস্নেহের ছায়া
কেউ কখনো আসবে কি ফিরে
মাথায় রাখবে কি হাত
জ্বর কিংবা সর্দি-গরমে
স্তনের উষ্ণতায় জীবন জাগিবে
যদিও আমাদের চলা ছিল
অপূরণীয় আশার ছলনে
আমরা যদিও বসেছিলাম মুখোমুখি
তবু নিজের অবয়ব ছাড়া
কিছু কি দেখেছি কখনো
যদিও মানুষ আদতে একা
তবু তার সঙ্গীর অন্বেষণ
হয়তো বাঁচবার আনন্দের সাধ
জানি না আমাদের বিচ্ছেদের কালে
কেন তবে এই সব কথা
আমরা কি আবার চাই ফিরে যেতে—
তবু আমাদের এই বিদায়ের ক্ষণ
না হোক থাকিবার ইচ্ছার প্রকাশ।

আমি এখনো

আমি এখনো নিজেকে কিছুটা ধরে রেখেছি
এখনো পুরোটা ভেঙে পড়তে দিইনি
আমার পানাহার ঠিক-ঠাক চলছে
বন্ধুরা আসছে, আড্ডা দিচ্ছে
অফিসের কলিগরা দেখছে সব ঠিক
তবু আমি জানি এক প্রাণঘাতি রোগ
আমার মধ্যে বাসা বাঁধছে
কেউ বাইরে থেকে এখনো তা দেখতে পাচ্ছে না
তবু কিছুটা মনোযোগের অভাব রয়েছে নিশ্চয়
বুকের বাম পাশটায় কেমন যেন চিনচিন ব্যথা
আমি এখন জানি—
নিয়মিত শিরোপীড়ার কারণ
আমি যদিও জানি এ রোগের প্রতিকার
তবু এ চিকিৎসা ব্যয়বহুল
হয়তো কিছুটা আমার সাধ্যের অতীত
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কিংবা সাধারণ ডাক্তার
জানি না তারা কি-ই বা করতে পারবেন
তবু চিকিৎসার দরকার আছে
আমি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছি
কাজে দিতে পারছি না মন
চিন্তাও মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে
তবু প্রাণপণ চেষ্টা করছি উঠে দাঁড়াবার
ভাবছি অন্তত তোমার জন্য হলেও
আমাকে ভালো থাকতে হবে
কারণ যার জন্য আমার এই হাল
সে যদি কখনো আসে
আর সে যদি আমাকে না পায়
তাহলে এই অসুখের থাকবে না মানে

দর্জি ও কাপড়

একদিন তোমাকে চেয়েছিলাম দিতে, তুমি নাওনি
তোমারও দেয়ার কিছু নেই আজ
সময়ের ভাড়ার শূন্য করে নিয়ে গেছে সব
আমাদের লোলচর্ম, গিটেবাত
বুড়ো দাঁতগুলো নিজেরাই গেছে ক্ষয়ে
যে করতল চেয়েছিল নিতে তোমার বক্ষের মাপ
তার আর নেই প্রয়োজন
দর্জি ও কাপড় দুই-ই পুরাতন আজ
এসব উপমা যদিও শারীরিক মনে হয়
তবু বল মিলন ছাড়াই কি আমরা এতদূর আসিনি
যে ভিইকেলে তুমি রংপুর যাও
তার ইঞ্জিন দেখেছ কখনো!

কর্তিত গোলাপ

যারা এখনো গোলাপ নিয়ে কবিতা লেখে
একটি মণ্ডুহীন গোলাপের চিত্রকল্প নিয়ে তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়
প্রেম যদিও আছে; তবু পাল্টে গেছে মানুষের সম্পর্কের ধরন
মানুষের মেয়েদের একদিন দেখেছিল যারা
ইস্পাতের পোশাকে আবৃত, তাদের হৃদয় স্বর্গীয় আজ
চেতনায় ছিল না শরীরের উত্থান
মন্দির গাত্রে অঙ্কিত দেবীদের প্রতিকৃতি
কিংবা কোনারকের টেরাকোটা এনেছিল পৃথিবীর পথে
আজ সেই সব শরীর হয়ে আছে বাতাসের মায়া
দখল নিয়েছে আকাশের শূণ্যতা, গতির আবেগ
যন্ত্রের অনুকরণ, একটি সাটল যেভাবে ওঠানামা করে
সেখানে দেবতা নেই; নেই শরীরের প্রতি আনুগত্যের ইঙ্গিত
কে তবে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাবে জীবনের পথে

আমরা জেগে আছি পালাক্রমে ইঁদুরের গর্তে
আজ যখন গোলাপ নিয়ে কেউ কবিতা লেখে
ভাবি কে আর করছে গোলাপের চাষ
গোলাপ উদ্যানে যে সব কবি
প্রিয়তম হাত ধরে গিয়েছিল অস্তগামী সূর্যের রঙ আহরণে
কাঁটার-ক্ষত রক্তিম-রঙ তার করেছিল দ্বিগুণ
আজ আমাদের প্রেম শরীরহীন মূত্রনালী হয়ে
কাটা গোলাপের মত হাতে হাতে ঘোরে

পৃথিবী আমার মা

আমরা কি দুঃখ রাখব, এখানে জন্মেছি বলে
আমাদের সময় ভালো নয় বলে আমরা কি দিব গালি
একটি গরীব দেশ, তদুপরি গণতন্ত্রের অভাব
ধর্মের বহুধা ব্যাখ্যার খাড়ার নিচে আমাদের মাথা
আমরা বাস করলাম মাটিতে
স্বপ্ন দেখলাম আকাশের
মৃত্যুর পরে জীবন আরো সুন্দর হবে বলে
মাটির মাকে করেছি অস্বীকার
মাটির কন্যাদের করেছি দাসী
আবার এক পৃথিবীতে জন্মালেও
এখানে অনেক পৃথিবী
কালো এবং শাদার পৃথিবী এক নয়
পশ্চিম ও পুব আলাদা
এমনকি ঈশ্বরের অধিকারেও রয়েছে কোটারিকরণ
কখনো তিনি ছেলের পক্ষে কখনো বন্ধুর
কখনো তিনি নিজেই অস্বীকার করেন নিজেকে
বেশ তো এবার আমরা আমাদের মত থাকি
কল্লাটা পড়ে যাওয়ার আগে
অনন্ত বলি, পৃথিবী আমার মা।

ল্যাম্পপোস্ট

এইসব কবিতা
শরীরের টুকরো টুকরো খণ্ডাংশ
খড় ও বাঁশের গম্বুজ
ইট ও পাথরের টুকরো
এবার পুঁজোর প্রতিমা
স্তনের আকার
নিতম্বের মাপ সব ঠিকঠাক
কে তবে শ্রদ্ধার্ঘ্য—
দেবী না প্রতিমাপূজক
এদের কারো ব্রেস্টক্যান্সার
কারো হাত ট্রাকের চাকায়
কারো মিলিবার ইচ্ছা
পবিত্র জলে বিসর্জন শেষে
উড়ন্ত বিহঙ্গের ত্রিভঙ্গ ছায়া
আমার ভাসমান উচ্ছেগুলো
অবলম্বিত শব্দের খেলা
বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা রাতে
নদী পারাপারে
পারানির একাকিত্বের সঙ্গীত
জানি ভয় থেকে গান
গান থেকে কবিতা
আমার পঙ্গু সন্তান

আমি তার বিছানার পাশে
আপন বিলাসে
জাগ্রত
বিনিদ্র রাতের ল্যাম্পপোস্ট।

পাখি ও আমরা

যে সব পাখি জেগেছিল ভোরে
যাদের বাড়ি ছিল বড়ুই গাছের ডালে
যাদের জন্মের স্মৃতি, মাদের খাবার নিয়ে ফিরে আসা
উড়াল শেখার পরে যদিও তারা চলে যায় অন্য কোনো গাছে
তবু তাদের হোমসিকনেস আমাদের ব্যথিত করে
আমরা যখন নিজেদের মায়ের কাছে ফিরে আসি
তখন পাখির মায়েরাও আমাদের সঙ্গে থাকে
আমাদের মায়েদের ডাকে বুবু
ধান শুকিয়ে গেছে এবার আলো দিতে পার
যে সব উঠানে পাখি ছিল না
এক ঠ্যাঙা শালিক, কিংবা দুরন্ত কাকের স্পর্শ মেলেনি
তাদের নিঃসঙ্গতা আমাদের বিষণ্ন করে
একটি ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির অবিরাম উঠানামা করে

কৃপণ

যখন তুমি ষোলতে ছিলে—
তখন কাউকে কিছু দাওনি
এমনকি ভিক্ষুক পয়সা চাইলেও
সংকোচে গুটিয়ে যেতে নিজের ভেতর
ছাব্বিশেও তুমি অনুরূপ কৃপণ
ষোলতে ভাবতে, নেবার নিশ্চয় কেউ আছে
যার জিনিস সে নেবে দেবারই বা কি আছে
যে নেবে সে রাজার মতো আসুক
ছিনিয়ে নিয়ে যাক নিজের সাহসে
তুমি ছিলে ভিক্ষায় অনুকম্পাহীন
রাজা দুষ্মন্ত যেভাবে মৃগয়ায় এসে
শকুন্তলাকে করেছিল অপহরণ—

দাতা ও গ্রহিতার অনুকম্পা
তোমার মর্যাদার বিপরীত

কিন্তু পৃথিবীতে সবাই তো আর
তোমার মতো যুবরাজ্ঞী নয়
দখল ও বশ্যতা ছাড়া
আর কোনো অধিকার তোমার সহজাত নয়

তবু জেনে রেখ, ভিক্ষাও পৃথিবীর এক আদিপেশা
কিছু মানুষ নিশ্চয় আছে কৃপার কাঙাল
তুমি যা দেবে নির্দ্বিধায় তুলে নেবে সে
না দিলে থাকবে অপেক্ষায়
তোমার সিংহ দরজার বাইরে
তোমার অঢেল সম্পদের ভারার থেকে
একটি কানাকড়ি যদি অবজ্ঞায় দাও ছুঁড়ে
সেই হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

দুঃখ

সব ভালো কবিতা দুঃখীদের অধিকারে
কবিতা লিখতে গেলে যেমন কিছুটা দুঃখ লাগে
পড়তে গেলেও কিছুটা দুঃখের প্রয়োজন
প্রাপ্তি যার কানায় কানায় সে যাবে সমুদ্র বিলাসে
রাজ্য শাসনে তুমি তুষ্ট
স্ত্রীর পঞ্চ ব্যঞ্জনে তুলছ ঢেকুর
সন্তানের সাফল্যে প্রতিবেশি ঈর্ষানিত
মদ ও মাংসের যাচঞা হয়েছে পুরণ
তোমার জন্য তো কবিতা নয়
দু'একটা পদ্য হয়তো রয়েছে কোথাও
পৃথিবীর সকল সুখী মানুষের কবিতা একটাই

তাই তুমি বলতে পার- কবিতা কেমন হবে
কিন্তু প্রতিটি দুঃখের রয়েছে আলাদা রঙ
এমনকি গতকালের দুঃখগুলোর সঙ্গে
আজকের দুঃখের নেই মিল
বোনের দুঃখ ভাইয়ের দুঃখ
বাবা ও মায়ের দুঃখ একই পরিবারভুক্ত নয়
দুঃখের বাস মানুষের সৃষ্টি চেতনায়
দুঃখের কোনো বাবা নাই
এমনকি যে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে
তারও রয়েছে নিজস্ব দুঃখ
প্লাথ ও উলফের দুঃখ কি অগ্নিজলে নির্বাপিত হয়েছিল
পো ও হেমিংওয়ের দুঃখও তো হয়নি জানা
ট্রামেকাটা দুঃখ, নীরবতার দুঃখও সয়েছেন কবিরা
দুঃখই তো কবির বাড়ি ফেরার পথ

নজরদারি

এবার তোমার পরে নজরদারি করতে চাই
এতকাল ভাবতাম সেইসব বিরুদ্ধবাদিরা
তোমাকে পেতে বেঁধেছে বিচিত্র ষড়যন্ত্রের জাল
আমাদের নির্ঝঞ্ঝাট মিলন একত্রে বসবাস
তোমাকে না পাওয়ার জ্বালা হয়তো ঈর্ষার হেতু
এতকাল ভাবতাম তোমার অর্ধনগ্ন শরীর
পর্বতের খাড়াগুলো তরুণ আরোহীদের কাছে
সর্বদায় হাতছানি দেয়; বিশেষত সমতলে
বেড়ে ওঠা সব ঢিলা পাঞ্জাবি মাথায় কিস্তি টুপি
তোমার এই প্রকাশ্য চলাফেরা যার অপছন্দ
অথচ আজ দেখতে পাচ্ছ, এই সত্য প্রশ্নাতীত নয়
যারা পর্বতের খাঁজ কেটে নিরন্তর চাষাবাদ
করছে উপত্যাকায়, তারাও তোমার দাবিদার—

আজলায় পানি ভরে আকণ্ঠ করতে চায় পান
পর্বত থেকে পর্বতে চলে যার অবাধ বিহার
তাদেরও পছন্দ নয় আমার এই প্রেমালিঙ্গন
অথচ আজ আমার ভয় কেবল তোমাকে নিয়ে
ওরা যতই দুর্ধষ হোক- জীবন রাখুক বাজি
জানি তাদের সকল উদ্যোগ বলাৎকারের মতো
মুহূর্তের উত্তেজনা ঝরে যায় বিকৃত চেতনা
কিন্তু তোমার এমন কৌতূহল রহস্যের ইঙ্গিত
আমাদের সম্পর্কের ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে কেমন
রাস্তায় বসানো সিসি ক্যামেরারা করছে না কাজ
তোমার সহযোগিতা ছাড়া এই দুষ্কৃতিকারিরা
কিভাবে পালায়! তাই ভাবছি না-ভূমি, না-পর্বত
না মাদরাসা, না স্কুল; কেউ নয় বিশ্বাসভাজন
কেবল তোমার চোখে চোখ রেখে গাঢ় আলিঙ্গনে
আমাদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক কেউ পাবে না ছুঁতে।

মসজিদ

হে মুসুল্লি! মসজিদে না গেলে
কিভাবে দেখবে তার ভেতরের সৌন্দর্য
প্রথমে প্রস্তুত করতে হবে তোমার মন
তাই দরকার শরীরের পবিত্রতা
বস্ত্র ও শরীর থেকে ময়লাগুলো ধুয়ে ফেল
ওজুখানার সিঁড়িতে বসে হাতের তালু দুটি
ভালো করে ধূয়ে নাও—তোমার দান ও গ্রহণ
হত্যা ও প্রার্থনা-হাতের কারসাজি ভিন্ন কিছু নয়
কারণ এই হাত দিয়েই তো তুমি
পরিমাপ করো গম্বুজের প্রসারতা
পাহাড়ের খাড়া বেয়ে যে ঝর্না নেমে আসে
তার সুপেয় জল তুলে নাও হাতের মুঠোয়

মুখমণ্ডল ও পদযুগল প্রক্ষালণ করো
কর্ণকুহর থেকে ধূলোগুলো মুছে ফেল
এই সব অঙ্গগুলোই তো তোমাকে
নিষিদ্ধ সৌন্দর্যের দিকে আহ্বান করে
প্রাত্যহিক মলিনতা দূরীভূত না হলে
কিভাবে অনুভব করবে চরম সুখানুভূতি
পবিত্র মন ও শরীর নিয়ে এগুতে হবে
তার সান্নিধ্যে-কামনার পথে
তারপর ধীর পদক্ষেপে ডান পা বাড়িয়ে দাও
একান্ত কক্ষে—ভুলে যাও তিনি ছাড়া
সকল জীবন্ত বস্তু কেবল পাথরের মূর্তি
হাঁটু গেড়ে বস একাগ্র চিত্তে
ষাষ্টাঙ্গে অবনত হও, ওঠা-নামা করো
প্রকৃত ধ্যানী হলে দেখবে
তোমার শরীর বেয়ে নেমে আসছে
এক অজানা উত্তুঙ্গ আনন্দানুভূতি!

আল্লাহ বিল্লাহ

আমি এখন এক আল্লাহ বিল্লাহ করব না লিল্লাহ
মন্দিরে মেরেছে-সে সব বান্দিরে যদি না করেন হিল্লাহ
আমালা বামালা জামালা করতে পারে হামলা
গামলা আমার, আছিস কে এবার শামলা
নিতাজির পিতাজি বলেছেন মুসলিম হামারা
এ জমির মালিক হিন্দুির বিন্দু নয় আমরা আর মামারা
ওরা আছে মোটে আর ভোটে, ভাতা পাবে ঝুঁকিতে
আমরাও থাকি যদি এ রকম সুখীতে
মন্দিরে মন দি রে পণ দিই ফোন্দি রে
একটু মন দিয়ে ভাবি দেখি ধীরে ধীরে
যদি তারে নাই চিনি গো যদি

পেরিল কেমনে হেমন্তের নদী
আসিল তবে কি পেরিয়ে পুলসিরাত
দেখি নাই কেউ এমন বজ্জাত
সবার সামনে নিল এক হাত
আসিল তোমার নামে পালিয়ে গেল নেতার ধামে
জগতের নেতা তারাই চামে চামে
যারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো
তাদের তুমি করিয়াছ গাজি তাদের বেসেছে ভালো
আমারে মাফ করুণ আল্লাহ
যারা নিছে নিজ হাতে আপনার পাল্লা, তাদের কল্লা
আরো দিচ্ছে জিল্লা, আমি কি করব চিল্লা
তারচেয়ে ভালো করি আল্লাহ বিল্লাহ

ভালোবাসা উদ্‌যাপন

তুমি চাও আমি কবিতা লিখিড়
সকাল হলেই একটি কবিতার জন্য থাকে বায়না
তোমার ঠোঁট ও চুলের প্রশংসা করেছি বহুবার
গায়ের রঙ ও লাবণ্য ঠিকঠাক মতো, উচ্চতা
বুক ও নিতম্বের মাপ একদম নজর কাড়া
তদুপরি প্রশ্নাতীত কাছে টানবার ক্ষমতা
কারণ এখনো রয়েছে তোমার বিশ্বাসহীনতার বয়স
দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরালেই থাকে হারিয়ে ফেলবার ভয়
এ কথাও আমি বহুবার বলেছিড়
তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার অর্থ অর্থহীন
যদিও দড়ি ছিড়ে অন্যের সাজানো উদ্যানে
কিছুক্ষণ ভ্রমণ একটি ষণ্ডের জন্মগত অধিকার
তবু তুমি রাত্রিযাপনের সর্বশেষ আশ্রয়
তোমাকে অবলম্বন করে একটি বীজও পল্লবিত
এ সব সত্যের মাঝেও আমার কিছু প্রশ্ন ছিল

কিছু সন্দেহের বাস্তবতা ছিল
কিছু ঘৃণা ও পরিত্যাগের প্রবল আক্রোশ ছিল
জানি আমাকে ছাড়াও তোমার দিন কাটত নির্বিঘ্নে
তবু এসব সম্পর্ক মানব জন্মের মতো এক্সিডেন্টাল
কেউ কারো জন্য অপরিহার্য নয়
আহ্নিক গতির সাথে যদিও সব বাঁধা থাকে জানি
আজ কেন যেন মনে হয় একটি ভুলের মাঝে
শেষ হয়ে গেল আমাদের মহার্ঘ্য পরমায়ু
মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে একটি অপরিচয়ের সংগ্রাম
নিজের ভাই ও বোনদের চিনে নিতে
খাদ্যের শ্রেষ্ঠাংশ, জমির ভাগাভাগি নিয়ে
কখন নিজেই হয়ে গেছি অচেনা পরিবার
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে বন্ধন
যদিও সময় এসেছে খুঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
কসাইয়ের দোকানের দিকে যাওয়ার
তবু এসব জেনে ফেলার আগেই, চল
আমরা ভালোবাসা করি উদ্‌যাপন
চল হাঁটি সমতলে, পর্বতে
মরুভূমি কিংবা সমুদ্র সম্পূর্ণ গ্রাস করবার আগে
ধরি হাত, পাজামার খুটগুলো গুটিয়ে নিই
তারপর হ্যাপ্পয়েড বিভাজিত হয়ে
দু'জনা ঢুকে পড়ি পৃথিবীর জরায়ুর ভেতর।

মেয়েরা না থাকলে

মেয়েরা না থাকলে আমি পৃথিবীতে থাকতাম না
যদিও অন্যরা বলে-আসাই হতো না,
না হলে না হতো
আসা না আসা তো আমার ব্যাপার না
অনেকেই আসে কিন্তু থাকে না

আমার ঘর গোছানো ও রাস্তা পরিষ্কার
আমার গুছিয়ে কথা বলা ও কবিতা লেখা
সব ঘরে ফেরার তাড়না থেকে
হয়তো ঘর হারিয়েছি
আরেকটা ঘরের আকাঙ্ক্ষা মরেনি
যে সব মেয়ে আমাকে ভালোবাসে
তাদের কিছুটা ঘৃণা
আমার জন্য বরাদ্দ থাকে
যারা ঘৃণা করে
তাদের ভালোবাসাও সমান প্রয়োজন
যারা ভালোবাসতে বাসতে
করেছে ঘৃণা
যারা ঘৃণা করতে করতে
দিয়েছে ভালোবাসা
তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া
এখনো অমীমাংসিত
তাদের কষ্টগুলো
এখনো হয়নি জানা
আমার অতৃপ্তি
কিংবা পুনর্বার মিলনের আকাঙ্ক্ষা
আমায় পৃথিবীর পথে জাগিয়ে রাখে।

লজ্জাবতী

একটা লজ্জাবতীকে নিয়ে কবিতা লেখা অতো সহজ নয়
তুমি প্রথমেই ধন্ধে পড়ে যাবে, একে তো গাছ তাতে অনুভূতিশীল
তুমি বুঝতেই পারবে না-এই গাছটি আসলে তোমার কাছে কি চায়
তোমার স্পর্শ, না তোমাকে এড়িয়ে চলতে ?
হয়তো তোমার সামান্য স্পর্শেও সে বিরক্ত হয়
ভাবে, আমার জগতে আমাকে একা থাকতে দাও

তোমরা মানুষগুলো বড় বলাৎকার প্রবণ;
আবার বিপরীতটাও হতে পারে
লজ্জা মানেই তোমাকে সে গণ্য করেছে
তুমি দিয়েছ তার অনুভূতিতে নাড়া
তার স্পর্শ ইন্দ্রিয়গুলো হয়েছে সজাগ
নতুবা এত এত গাছ ও লতাগুল্ম থাকতে কেন
এই চিরল পল্লব-দুহিতা তোমার করস্পর্শে শঙ্কিত হলো
এবং মনে হয় আমার পরবর্তী অনুমানই সঠিক
অবশ্য এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে কিছু যাবে না বলা
তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার
কয়েকবার স্পর্শের পরে দেখবে
এই লাজুক বিরুৎবালিকা কেমন সাহসী হয়ে উঠছে
তার চোখের পাতাগুলো আর কাঁপছে না
সরিয়ে নিচ্ছে না শরীরের লোমকূপগুলো
তুমি আর তখন তার অপরিচিত নও
এভাবেই তো সাঙ্গ হয় মানুষের পরিচয়ের পালা
একটি লতা তোমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল বলেই সে
তোমাকে নিয়ে ভাবত না তা কি করে হয়
অবশ্য ভাবনাগুলো তো প্রথম দর্শনের পরেই
আমাদের মস্তিষ্কে খেলা করতে থাকে
এবং আমরা নিজেদের দিকগুলোই ভাবতে থাকি
তবে ভাবনাগুলো আমাদের আনন্দ ও কষ্ট দিলেও
তার শরীর থাকে লতাগুল্মদের শরীরে!

কলা

কলা নাকি মানুষ প্রথম করেছিল আবাদ
প্রভু যিশুখৃষ্টের আট হাজার বছর আগে
কলাকে তাই সংস্কৃতি বলা হয়
অর্থাৎ কলা মানে কৃষ্টি বা কর্ষণ

ইংরেজিতে যাকে কালচার বলে
তার আগে মানুষ বন্যপশুর মতো
বনে-জঙ্গলে কন্দ-মূলে
প্রকাশ্যে উদোর পুরিয়েছে
তাই কলা মানে মানুষের সভ্যতা
এমনকি মানুষের ডিএনএ
কলার সাথে সর্বাধিক মেলে
বিজ্ঞানের অগ্রগতি হলে ঠিক জানা যাবে
একদিন মানুষ ছিল কলার সন্তান
কলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই
মানুষ এখানে এসেছে
কলার পরিমাপক দিয়েই
মানুষকে চেনা যায়
যার ষোলকলা পূর্ণ সেই তো
মানবকুলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার
যদিও বয়স্করা কলা দেখে ভুলতে করেছেন বারন
তবু কলার আহ্বান কে উপেক্ষা করতে পারে
তাছাড়া কলার মসৃণ ত্বকে নানা ইঙ্গিত
ললিত ও শিল্পকলা ছাড়াও
যদি কাউকে কেউ কলা দেখায়
লিঙ্গভেদে তার অর্থ ভিন্নার্থ হতে পারে
কলা ভক্ষণে মানুষ চাঙ্গা হয়ে ওঠে
কারণ কলায় রয়েছে ট্রিপটোফেন গুণ
শরীরে পূরণ করে প্রোটিন চাহিদা
তবে এও সত্য এশিয়ায় কলা
উৎপন্ন হলেও মার্কিনিরা সর্বাধিক খায়
তবু কলাচাষ মানব সভ্যতার অংশ
কলাচাষ বন্ধ হলে
থেমে যাবে সভ্যতার চাকা
এ কথা খনাও বুঝেছিলেন বেশ
বলেছিলেন, 'কলা রুয়ে না কাটে পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।'
তাই চল, করি কলার আবাদ

এবং আমাদের সন্তানদের শিখিয়ে দিই
এই ধর্মান্তিত কলাবিদ্যা।

বন্ধু

বন্ধু শব্দটি পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ধারণাপ্রসূত
হয়তো নেই, তবু চেতনায় উপস্থিতি প্রবল
মৃত্যুর পরে কাঙ্ক্ষিত উদ্যান নেই—বলা কঠিত
কাঙ্ক্ষিত বন্ধুত্ব নেই—বলা সহজ
বন্ধু এমন এক আশ্রয়ের নাম
দুটি জীবিত সত্তায় তার বসবাস অলীক
বন্ধুত্ব কেবল সুখ ও সমর্থন চায়
নিজের অপূর্ণ ও দুর্বলতায় নির্ভয়
বন্ধুত্ব আসলে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
মানুষের অমরতার আকাঙ্ক্ষা থেকে এর জন্ম
বন্ধুর লিঙ্গ আছে, আবার নাই
বন্ধুত্ব অনেকটা স্বমেহনের মতো
ঠিক তুমি যেমনটি চাও তেমন হতে হবে তাকে
তুমি যখন বেদনায় মুষড়ে পড়
তখন চাও কেউ তুলে নিক তোমার হাত
কামনায় জর্জরিত হলে উপশমের উপায়
একজন বন্ধু থাকলে মানুষ সব করতে পারে
একজন বন্ধুর প্রত্যাশায় মানুষ সব করে
বিপ্লব ও জেহাদ—এ তো বন্ধুত্বের অন্বেষণ
মানুষ পৃথিবীতে বন্ধু পায় না বলে
মৃতদের জগতে করে খোঁজ
মানুষ মরে যাবে বলে চায় একজন খাঁটি বন্ধু
যখন সে মৃত্যুতে ঢলে পড়বে—ফাঁসি বা গিলোটিনে
কেউ একজন তুলে নেবে তার হাত
গচ্ছিত রাখবে পৃথিবীর স্মৃতি ও সম্পদ

তবে পৃথিবীতে যেমন স্বর্গ আছে
তেমন অমর বন্ধুও আছে
সে একা কিন্তু সর্বত্র বিরাজিত
তাই মাঝে মাঝে তুমি কিছু বন্ধুর দেখা পাও
এবং হন্যে হয়ে তার পিছে লেগে থাক
কিন্তু অস্থির চঞ্চল বন্ধু চলে যায় অন্য শরীরে
তুমি আবার করো তার খোঁজ
না পাওয়ার বেদনায় কাঁদ
তবু অপসৃত বন্ধুকে করো না অসম্মান
যেখানে পাও তার আভাস, আকড়ে ধর
কারণ বন্ধু পৃথিবীতে স্বর্গের ধারণার নাম!

ঘোড়া

ঘোড়ায় সোয়ার হলে দিকচক্রবাল একাকার হয়ে যায়
আমার লক্ষ্য তখন গন্তব্যে পৌঁছানো
যারা কখনো ঘোড়ায় চড়েনি
ধরেনি জ্বিন ও লাগাম
তাদের জন্য বিষয়টি বোঝা তত সজহ নয়
দু'একবার ক্ষুরের তলে পৃষ্ট হওয়া
এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় ঝাকুনিতে তাল রাখা
অদক্ষ সোয়ারির পক্ষে সত্যিই কঠিন
কিন্তু যে তুমি যুদ্ধে যাওয়ার দ্যাখ স্বপ্ন
ঘোড়া ছাড়া কি-ই বা হতে পারে যুৎসই বাহন
কারণ খণ্ডিত ক্ষুর কাদায় আটকে যাবে
পর্বতের গাত্র বেয়েও সহজে উঠতে পারবে না
সর্বোপরি রয়েছে গতির ভাবনা
তবে অশ্ব যতই গতিশীল হোক
তোমার স্পন্দন সে বুঝতে পারবে
তোমার পতন হয়তো সে ঠেকাতে পারবে না

কারণ তারও তো গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে
তবে তুমি যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবে
তার গতির সঙ্গে রাখতে পারবে তাল
প্রতিটি কদমের আগে তোমার পশ্চাৎদেশ
তার শরীর থেকে উপরে উঠাতে হবে
আমার তো মনে হয় ঘোড়া পৃথিবীর একমাত্র বাহন
যেখানে অশ্ব ও সহিস দুজনায় চালকের ভূমিকায় থাকে
যদিও ঘোড়াতে আজকাল মানুষ খুব একটা চড়ে না
কারণ সবাই আজ যান্ত্রিক, যন্ত্রের পেটের ভেতর
আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত ছাই হয়ে ওড়ে।

ছবির দেশে

রাস্তার দু'একটি খাম্বা এখনো তোমার
ছবিতে মুদ্রিত নয়
বড় নিঃসঙ্গ ভয়ঙ্কর এই একাকীত্ব মোচন
আজ সবগুলো মুদ্রা তোমার চিত্রে উদ্ভাসিত
জয়ের উৎসবে মূর্ত
তবু দুএকটি খাম্বা এখনো নগ্ন দাঁড়িয়ে বেমানান
আমাদের সকল প্রেম ও শোক
তুমিই ধারণ করে আছ হে ছায়ামূর্তি
আমরা ঘরে ফিরে তোমাকেই দেখি
পিতার মুখগুলো চিনতে পারি না-
তোমার অভিন্ন অবয়ব ছাড়া
তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছ নিঃসঙ্গের মায়া
ছবি ছাড়া কি-ই বা আছে ভার্চুয়াল জগতে
আমরা ছবিদের দেখি
ছবিদের সাথে শুই
ছবিদের ব্যথায় কেঁদে উঠে ছবি হয়ে যাই

ব্যর্থ যারা চলে গেছে বহুদূর দেশে
বাণিজ্যে বশতি গড়েছে পরবেশে
তাদের ছবি আজ মাতৃ-মৃত্তিকায়
তুমি জেনেছ এ জগত শুধু ছবিময়
একদিন সবাইকে ছবি হতে হয়
ভোরের কাগজে আমরা ছবি হয়ে যাই।
হে ছবিরানি তোমরা জন্ম না হলে
আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না
আমাদের জন্ম হয়েছিল ছবির দেশে
আমরা ছবিদের পেয়েছি অবশেষে

ঘুম

বিছানায় অহেতুক আছ শুয়ে
ওঠো, ঘুমাতে হবে
রাত ও দিনের সন্ধিক্ষণে
দেখ ঘুমিয়ে পড়ছে অনাগত সকলে
এখনো অনেক লোক
তারাও তো ঘুমাবে
আগে আছ বলে, ভাবছ
সর্বদা আগেই থাকবে
ঘুমাবার নেই বাঁধাধরা নিয়ম
দু'দিনের দুধের পুলাও
ঘুমাতে পারে তোমার অগ্রে
ঘুমানোর জন্যই তো এখানে আসা
তাই হুড়োহুড়ি ঘুমের জন্য
প্রতি রাতে, এমনকি হাতে সময় পেলে
মধ্যাহ্নেও একটু ঘুমিয়ে নেয়া
এইসব প্রাত্যহিক অভ্যাস
ঘুমের ঘোড়দৌড় ম্যারাথন শেষে
তোমাকে নিয়ে যাবে অনন্ত ঘুমের কোলে
কেবল ঘুমালেই তো নয় শেষ
একটি সাপ, কুনোব্যাঙ কুয়াশায়
ঘুমানোর আগে করে কিছুটা চর্বির অন্বেষণ
ওঠো, ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হও
একটু বিলম্ব হলেও নিরুদ্বিগ্ন
পৌঁছে যাবে শেষে...

কোথাও যাব না

তিনি আজ দেহ রাখলেন
কবিতা রেখেছিলেন আগে
দেশে দেশে খুঁজেছেন ঠাঁই
যম পায়নি কো বাগে

কবি আর কবিতা অভিন্ন নয়
কান্না কিসের জন্য
কবিতা হয়তো অমর সৃষ্টি
কবি নয় তো নগণ্য

কেউ লিখেছেন একটি কাব্য
কাকবন্ধ্যা বলেন বেশ
দু'একটি চরণ লাগসই তার
কখনো হবে না শেষ

কবি মানে কবিতা না স্মৃতি
আলাপে মেলে না দ্বন্দ্ব
কবিতা যে কি, জানে না জানকি
অলঙ্কার না ছন্দ

ভাই বেরাদার কষ্ট দিয়েছেন
তরুণীরা পড়েনি কাব্য
সেই অভিমানে গৃহত্যাগ করে
ভিনদেশে গিয়ে থাকব!

তুমি মারছ তোমরা মারছ
দেখছ না কারো পিঠের ঘা
যত খুশি মার থাকব এখানে
ঘাতক বলি তফাত যা...

তোমার মৃত্যুর পরে

তুমি মরে গেলে, আর সবাই বলল, সব ঠিকঠাক আছে
যে সব সৈন্য সকালে কুচকাওয়াজে বেরিয়েছিল, তারা
সকলেই ব্যারাকে ফিরেছে, এক মগ গরম চায়ের সঙ্গে
শুকনো রুটি চিবুচ্ছে; দেশ দখলের লড়াই যেহেতু শেষ
সেহেতু তোমার মৃত্যুতেও পতনের আশঙ্কা করছে না।

প্রতিদিনের মতো সূর্য পশ্চিমে হেলে যাচ্ছে, বইছে ঠাণ্ডা
বাতাস, আজ অমাবশ্যা, চাঁদ উঠবে না, প্রকৃতির নিয়ম;
অন্দরে মেয়েরা কাঁদছে, পরস্পর খোঁজ-খবর নিচ্ছে, জানে
রান্নার ঝামেলা নেই, এসেছে প্রতিবেশিদের খিচুরি ইলিশ
তোমার শবাধারের পাশে আগরের ধোঁয়ার সাথে মৃদু গুঞ্জরণ
দূরের আত্মীয়রা করছে তোমার শব-সমাধির আয়োজন।

সত্যিই কোথাও অনিয়ম নেই; সব কিছু ঠিকঠাক আছে
কার ঠিকঠাক আছে? সূর্য উঠলেই সব ঠিকঠাক থাকে?
এমন ঠিকঠাক থাকার পৃথিবীতে তুমি অনেক দিন ছিলে
কিন্তু আমার তো ঠিকঠাক নেই; এখন আমার সব বেঠিক;

কারো থাকা না থাকা, সূর্যের ওঠা না ওঠা—সব সমান
তোমার মৃন্ময় যাত্রার পথে এখন প্রত্যেকে খুঁজছে অন্তরাল।

বল, তুমি কিংবা আমি, আমাদের থাকা না হলে, ক্ষোভে
কেউ তো আমাদের জন্য করেনি আহা-উহু, তবু নিস্পৃহ
সন্তের মতো বলতে হবে, জগতের সকল প্রাণি সুখী হোক!
তুমি অভিমানে গেছ চলে, এখন কে আর মারবে আমাকে
তোমার ভালোবাসার বর্ম যখন ছিন্ন, তখন এখানে নৈরাজ্য
মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকার অর্থ অহেতুক সংসারীদের তরে।

সন্তান বলে কিছু নাই

সবাই তো মা, যে উৎপন্ন ও বিনাশ করে
মা হলো মানুষের খোলস
সাপের নির্মোক খুলে বেরিয়ে আসে নিজস্ব রূপে
তাই মা নিজের মৃত্যুকে পায় না ভয়
তার সকল আগ্রহ সন্তানকে ঘিরে
কারণ তারাই তো তার নতুন রূপ
মায়ের মৃত্যুতে সন্তানের কান্না
মূলত পরিচিত জনপদের বিলয়
তার সামনে কেবল আজানা পথ
তাকেও নির্মোক খুলে বেরিয়ে আসতে হবে
মিলিয়ে যেতে হবে খোলসের মায়ায়
তুমি জান সাপ তার ডিম্বকে প্রাণদানকারী
পুরুষ সঙ্গীকেও খেয়ে ফেলে
অথচ সেই মা ডিমের প্রতি রাখে যত্ন
মৃত্যুর আগে খোলসে লুকায় নিজের সত্তা
এইভাবে অসংখ্য ডিম মিলে গোলাকার ব্রহ্মাণ্ড
প্রদক্ষিণ করে উত্তপ্ত সূর্য
রবির উষ্ণতা ছাড়া অস্পষ্ট প্রাণের স্পন্দন

মায়ের মৃত্যুতে দুঃখ করো না
কারণ মা অবিনাশী
সন্তান বলে কিছু নাই
নাম ও রূপের পার্থক্য আমাদের ভ্রম
তুমি কষ্ট পাচ্ছ,
কারণ এখন খোলস পাল্টানোর কাল
তুমিও মা, তোমার কন্যাও
তুমি জান তার জরায়ুতে আছে নানির ডিম্বক
এবার বল কে মা আর কে কন্যা
একটা দৃশ্যমান সুতার তুমি মধ্যবিন্দু
আমরা সকলেই নিজের মা ও কন্যার
পারাপারের সেতু ভিন্ন অন্য কিছু নই
চল মাকে কন্যার কাছে পৌঁছে দিই।

দৃশ্যেন্দ্রিয়

চোখ কী আসলে মানুষের দৃশ্যেন্দ্রিয়
চোখ পারে না করতে ভালো-মন্দের বিচার
ভালো বলে তুমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে
চোখ তার করে কেবল সমর্থন দান
যারা কালোকে ভালো নয় ভাবে
তাদের চোখ কি কালোর পক্ষে থাকে
যে নারীর প্রেম তোমার হৃদয়ে ঢুকেছে
স্থূল বা কৃশ
চোখ তারই পক্ষে চিরদিন
চোখ বন্ধ হলেও তুমি তাকে দেখতে পাও
হয়তো নয় সে আয়তলোচনা
চোখ দিয়ে তাই আমরা দেখি না
বিজ্ঞান বলে
বস্তু থেকে আলো ঠিকরে মস্তিষ্কে গেলে

আমরা দেখি
আবার আলো না থাকলেও
বস্তুর উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে থাকে
কেবল চোখ নয় মানুষের দৃশ্যেন্দ্রিয়
করতল, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও লেহন
এমনকি মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো
দেখার জন্য উদগ্রীব
দেখতে চাইলে কমাও চোখের নির্ভরতা
অনুভূতি এক ধরনের দেখার নাম
বস্তু থেকে ভাবে উন্নিত হলে
খুলে যেতে পারে তোমার দৃশ্যেন্দ্রিয়
দেখবে চোখের প্রতিটি অদৃশ্য কণা
দুষ্টু শিশুদের মতো এমন মত্ত খেলায়
আলাদা করে চিনতেও পারবে না।

উত্তর নেই

যেখানে গেছ কেউ কি ভরছে গ্লাস
ডাক্তার পাশাপাশি আছে
সকালের ক্ষৌরকর্ম ঠিকমত হয়েছে
কোথায় রেখেছ, পাচ্ছ কি খুঁজে অন্তর্বাস

ঘুম থেকে টাইমলি উঠতে পেরেছ, ভরেছ কি কফির মগ
কেউ কি জানিয়েছে শুভেচ্ছা, কেউ দেখা করে গেছে
নাকি চারপাশে জুটেছে চাটুকার ঠগ
এখনো টেবিলে বসে! সকালের নাস্তা হয়েছে

নতুন জায়গা, হয়েছে কি চেনা-পরিচয়
নাকি এর মধ্যে আমাদের ভুলতে বসেছ, করনি তো ফোন
আমরা যে করব—কোড জানা নাই
সকলে জিগাই তোমার কথা, আমাদের ভালো নেই মন

ওখানকার মেয়েরা কেমন, রয়েছে কি শ্রেণির ভেদ
অহেতুক ঢলাঢলি করে, চোখের পলকে মারে বান
তুমিও তো যাও না কমে, মিটেছে কি না-পাওয়ার খেদ
ভালোভাবে বাঁচতে গেলে ওখানেও কি লাগে অন্যের গুণগান

তোমার বন্ধু যারা মাইগ্রেট করেছে, তাদের সাথে কি হয়েছে দেখা
নাকি বিদেশেও রয়েছে বাঙালির এইসব ঈর্ষার বদগুণ
নিজের খায় অন্যের মোষ তাড়ায় খামাখা
নাকি এখনো ঘুমে, নাকি চাও না শুনতে এইসব নির্বোধ ধুনফুন?

উমা

মা তোর পুতুলগুলি গড়ায় আঙিনায়
পুত্র ছিলাম তখন দেখি নাই
কন্যা হয়ে যখন গেলে ফেলে
বুঝতে পেলাম আমি ছিলাম পুতুল মায়ের ছেলে
মা তো আমার মাটির ঢেলা ছাড়া
মাটির পুত্র আমি মাতৃহারা
কে আমাকে পেয়েছিল নদীর কাদা-পাঁকে
ঘুম ভেঙে যায় একটি মধুর ডাকে
যে খুঁজেছে রাত্রি ও দিন একটি পুতুল ছেলে
তুই ছাড়া আর কোন পাষাণী এমন করে ফেলে
যেত, তবু রাখলি কেন পুতুল
একি তোর ইচ্ছেকৃত ভুল
শোবার কালে যখন ঘরে আসি
পুতুল আমার মা নয় জানি; হয়তো হবে মাসি
মায়ের সাথে এই মাটি মা ছিল খেলাচ্ছলে
মা গিয়েছে চলে
তুমি আছ ইতস্তত উমা
চোখের জলে হৃদয় থেকে এইটুকু নে চুমা

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ নয় তো বেশি জানি
তবু মা গিয়েছে বাপের বাড়ি, মাসির চরণখানি
সরণ জেনে আছি বলে পুতুলপূজক নই
মা আমার মায়ের থানে থাকবে অবশ্যই।

প্রেম ও কামনা

যারা একবারই প্রেমে পড়েছে এবং
তার পক্ষে যুক্তিতে অটল
যারা একাধিকবার পড়েছে প্রেমে
তারা নাকি কাম ও প্রেমের পার্থক্য জানে না
কিন্তু একগামী প্রেম কি পাত্রী দেখা নয়!
যাদের বৈবাহের বয়স হয়েছে
সেই সব যুবা নারী বা পুরুষ
ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষায়
পিতার ঘর থেকে হয়েছে বাহির
তারাই কি কেবল প্রেমিক!
কিন্তু যারা ঘর ভেঙ্গেছে কিংবা
যাদের ঘরের স্বপ্ন হয়নি পূরণ
যে সব নদী আসা যাওয়ার পথে
আড়হর ক্ষেত প্লাবিত করেছিল
কিছুটা পানি রেখে এসেছিল
পুকুরের জলে
সেই জলের বিরহ কি
তাদের আজো ব্যতিব্যস্ত করে না!
জন্ম থেকে জন্মান্তরে অসংখ্য মানুষ
এক ঘর থেকে কি অন্য ঘরের জন্য কাঁদবে না
বৃক্ষ হয়েছি বলেই কি বিহঙ্গ হওয়ার স্বপ্ন
দিয়েছি জলাঞ্জলি!
যে মেয়েরা আমার প্রেমে পড়েছিল

তাদের কন্যারা আজ আমার কবিতা পড়ছে
তারা আমারও কন্যা—তাদের মা বলে ডাকি
বলি, দেখ মেয়ে আমাদের দেহের সীমাবদ্ধতা
আমাদের মিলিবার পথে বাধা নয় তবে...

আলিঙ্গন

অনেকদিন আমরা আলিঙ্গন করি না
আমাদের বিছানাও আলাদা হয়ে গেছে
শরীরের চামড়াগুলো কিছুটা ঢিলঢাল
দেখা দিয়েছে প্রস্টেটের অসুখ
মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে প্রায়ই টের পাই
বিছানা ভিজে গেছে
এ আর নতুন কি! আগেও বহুবার হয়েছে
মা তখন বেঁচে ছিলেন
ফকিরের পানিপড়া, তাবিজ-কবজ
বাহুতে শিকড় ধারণ
আর কৈশোর পেরুলে শুরু হয়
নতুন যন্ত্রণা
বিছানার বদলে তখন ভিজেছে পাতলুন
মা'র দুশ্চিন্তা তখনো কমেনি
সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা মায়ের নিয়তি
কিন্তু এখন! কে নেবে এই অসুখের ভার
মা নেই; যার কাছে রেখে গেছে, সেও
হারিয়েছে ধারণের ক্ষমতা
আমরা যাদের ডায়াপার দিয়েছি পাল্টে
কিভাবে করি মাঝরাতে তাদের স্মরণ
তারাও তো এখন ব্যস্ত
এই রাত ঐন্দ্রজালিক চেতনায় ভরপুর
এই রাত আমাদের করেছে দ্বিখণ্ডিত
এই রাত আমাদের অপারগতা
সারাদিন ব্যস্ত থেকেছি কয়লা সংগ্রহে
রাত্রে প্রভুর দাসত্ব করা
তার চরাচর, তার কর্মী সংগ্রহ
উৎপাদন ঘাটতি হলে সোজা কেটেপড়া
তবু উর্বর দিনের স্মৃতি রয়েছে শিরায়
পুনরায় চাষবাদের আকাঙ্ক্ষা আছে জেগে
যদিও গরুটানা লাঙলের হয়েছে অবসান
নতুন নিয়ম শেখা অতটা নয় সহজ
তবু মনে হয় জেগে উঠি রাত থাকতে
গরুগুলি জোয়ালে বেঁধে দিই টান
ফালের ভ্রমর ধরে গাই মুর্শিদি গান
এখন কলের লাঙলের যুগ শুরু
মানব-শ্রমের দিন হয়েছে অবসান
আলিঙ্গনে রয়েছে লিঙ্গ—বলেছেন কলিম খান
গান্ধীর ব্রহ্মচর্য সেও তো লৈঙ্গিক চেতনার ফল
আমাদের মিলন, নিষ্কাম জড়িয়ে ধরা
দু'একটা দিন নিজেদের জন্য বাঁচা
নয় শ্রম, নয় উৎপাদন
নয় কর্মের বিভাজন
এখন বাতাসের ভেলায় চড়ে
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের রঙ্গে
মিলিত হবার ঢঙে
একটা শরীরের ওপর
আমরা আরেকটা শরীর যাচ্ছি পড়ে...

মা

এখানে আসার পরে ইচ্ছে করছে মায়ের কাছে যেতে
সম্ভবত আমি হারিয়ে ফেলছি দিনের ক্লিষ্ট স্মৃতি
হয়তো নির্ভরতা, কেউ আমাকে তুলে নেবে কোলে
অনেক দিয়েছি হামাগুড়ি, ছিলাম কাদা ও জলে লেপ্টে
সাঙ্গ খেলাধুলা, খেলার বৌ ও ছেলেপুলে রেখে
আমাকে মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে
মনে হচ্ছে এসে গেছে সময়, মস্তিষ্ক করছে না কাজ
বালিকা বঁধুদের শরীরের বিভেদ পাচ্ছি না টের
চিহ্নের পার্থক্য থাকলেও ফুরিয়েছে ব্যবহার যোগ্যতা
যারা ভুলিয়ে রেখেছিল সাময়িক আনন্দে, স্পর্শে
তারা কি কেউ দিয়েছিল একবিন্দু তৃষ্ণার জল
যদিও তারা ছিল মায়ের রেপ্লিকা
সন্ধ্যার আগেই তারা আমায় রেখে করেছে গৃহত্যাগ
তাদের রয়েছে নিজস্ব সন্তান, নেই সান্নিধ্যের প্রয়োজন
কেনই বা দিচ্ছি দোষ, তাদেরও আছে ফেরার ভয়
অথচ রেখে যাওয়ার আগে মা কতবার করেছিল বারণ
যদিও অবোধ শুনিনি নিষেধ, তবু জেনে গেছি
কাদা ও পানিতে পিছলে গেলে, এমনকি আগুন ও সমুদ্র
যেখানেই যাই, ঘুমানোর জন্য ফিরতে হবে তার কোলে
এখন পাচ্ছি টের, এখন আমার ঘুমিয়ে পড়ার সময়
ভুলে গেছি নাম, শব্দের মানে, আয়তনের আপেক্ষিকতা
মেয়ে বন্ধুদের স্মৃতি ভুললে এখনো সম্ভব মাতৃদুগ্ধ পান
জানি মা শরীরে ধরলে হবে না দেহের ক্ষয়।

সৈনিক

তোমার জন্য কিছু একটা করবো বলেই তো আমার এই সৈনিকজীবন
কাঁধে বন্দুক, ভারিবুট, মোটা-উর্দি—সারাক্ষণ কুইক-মার্চ—এটেশন থাকা
যারা এই ভর দুপুরে স্ত্রীর দেয়া কফি খাচ্ছে, তারা ঠিক বুঝতেই পারবে না
যদিও বাঙ্কারগুলো খালি পড়ে আছে, রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে সহযোদ্ধারা
করছে পর্বতে ক্রলিং; এমনিতেই আমরা যারা সমতলে বেড়ে উঠেছিলাম
কখনো সইতে হয়নি ঊর্ধ্বমুখী চাপ; শরীরের সঙ্গে অতিরিক্ত চল্লিশ কেজি
ওজন নিয়ে বন্ধুর খাড়াপথ বেয়ে উঠে যাচ্ছি, আবার নেমে আসছি
কল্পিত শত্রুদের করছি মণ্ডুপাত; জানি তোমার অখণ্ডতার রয়েছে ভয়
আমারও তো দিন কাটতে পারত কেবল তোমার প্রসংশায়, আমিও
তোমার ফুল ও পাখি দেখে, খোঁপায় জড়িয়ে দিতে পারতাম করবী
গরম সুপের সঙ্গে অন্থন খেয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম বিছানায়
বছর বছর ডায়াপার পাল্টানো, শিশুদের স্কুলে নেয়া; বিবাহবার্ষিকীতে
একটি হিরার নেকলেস, কে আর জানতো তোমার আনন্দের পরিমাপ
সকল কিছুর মধ্যেই তো আনুগত্য ও প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে লুকিয়ে
অথচ আমি, এই অন্ধকারে রোদ কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে, মশার কামড়ে
পাহারায় রয়েছি তোমার অরক্ষিত অঞ্চল; নিকষকালো অন্ধকার
তুমি দেখতে পাচ্ছ না; ভাবছ, লোকটির মনোযোগ রয়েছে অন্য কোথাও
বন্ধুদের কাছে হেসে হেসে গল্প করছ, সৈনিকের বুদ্ধি বুট ও হাঁটুতে
অবশ্য তুমি জানতেও পারবে না, এই বিনিদ্র বন্দুকের গর্জন ছাড়া
একটি উড়ন্ত বাজপাখির নখরে ঝুলে থাকতো কোমল মেষশাবক
তুমি ভাষা ও ভূগোলবিহীন পরিণত হতে লেপামোছা যৌনদাসীত্বে
যদিও ইতিহাসে লেখা আছে পুরুষের রক্তপাতের কাহিনি; তবু কেউ
বলেনি, পুত্র ও প্রিয়জনের মৃত্যুর পর অন্য কোনো সেনাপতির দখলে
তুমি ঘুমাও, তুমি জেগে থাকো মানসী আমার, যাকে ইচ্ছে মাল্য দাও
তোমার নিরাপদ ঘরে ফেরা, ধূলা থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছি অরক্ষিত অঞ্চল
তোমায় পুরোটা পাবো বলেই তো ঘর নয়, সীমান্তে জাগ্রত রয়েছি।

মর্ম-প্রিয়া

এ বয়সে প্রেম আমার কাছে মর্মপীড়ায় পরিণত হয়েছে
আমি যার প্রেমে পড়েছি তার রয়েছে একটি সুখী-অতীত
আমার অবস্থা একজন নব্য-তরুণের মতো
যে কিছু না বোঝার আগেই প্রেমে পতিত হয়
যে-সব বালিকা তাকে আজ আনন্দ দিচ্ছে
তারাই হবে একদিন তার কষ্টের কারণ
আর আমি সবকিছু খুইয়ে এসেছি এখানে
আমার অভিজ্ঞতা আসছে না কোনো কাজে
মাঝখানে বিশাল যে নদী আমি পেরিয়ে এসেছি
যুবকটিকে এখন সেই স্রোতস্বিনী দিতে হবে পাড়ি
আর আমি যার প্রেমে পড়েছি
সে এখন সাঁতরাচ্ছে নদীর মাঝখানে
সব সাঁতারেরই শুরু থাকে আনন্দের
প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই হয়ে থাকে হস্ত সঞ্চালন
চিৎ ও ডুবসাঁতারে নষ্ট হয়ে গেছে তার কিছুটা সময়
প্রথম চুম্বনের স্মৃতি নিয়ে সে ফিরতে চেয়েছিল পুনরায়
পরিত্যক্ত সঙ্গীটির দিকে
কিন্তু যারা জানাতে এসেছিল বিদায়
তারা কেউ ছিল না ঘাটে
মেয়েটি জানে না সকল যাত্রার মাঝখানে থাকে
একটি দ্বিধা-শঙ্কিত পথ
যদিও তার জন্য এপারে আসা অনিবার্য নিয়তি
বয়স ফুরিয়ে গেলেও নিশ্চিত অপেক্ষায় আছে কেউ
তবু তার দ্বিধা আমাকে করেছে বিষণ্ন একা

শুঁড়িখানার গান (২০১৯)

লেখা

আমি তো লিখতেই চেয়েছিলাম
আমি তো লিখেই বুড়ো হয়ে গেলাম
লিখতে লিখতেই তোমায় কুড়িয়ে পেলাম
লিখতে লিখতেই তোমায় হারিয়ে ফেললাম
লিখতে লিখতেই পিতার হাত ফসকে
মায়ের আঁচল ধরলাম
আবিষ্কার করলাম মায়ের অন্ত্রের অসুখ
পানির সাথে খেলতে থাকলাম
লিখলাম তার মুখ
লিখতে লিখতে জানলাম তার বুকের অসুখ
পিস্টিল থেকে জুড়ে দিলাম কান্না
মা আমায় ছেড়ে কোথাও তো যাবে না
আমি নেব তোমার বক্ষের কর্কট রোগ
আমি নেব তোমার জীবনের ভোগ
আমিও যে মা তোমার মত ধরি
তোমার পথে তোমার নামে লড়ি
লড়তে লড়তে লিখি
লিখতে লিখতে লড়ি
লেখার সাথে জেগে উঠি লেখার সাথে মরি
একটি মেয়ে বলল আমায় লেখ
বলল লিখলি বটে এবার পড়ে দেখ
পড়তে গিয়ে দেখি
ওমা এ সব আমি লিখি
নদী লিখি পাখি লিখি টিলা লিখেছিলাম
মেঘের সাথে উড়ে এসে বৃষ্টি ঢেলে দিলাম
পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে ফেলি
বলি মেয়ে লেখা তো নয় চল একটুখানি খেলি

খেলতে গিয়ে পাড়ার ছেলে মেয়ে
কেউবা এসে বাবা বলে কেউবা দুলা ভাই
এরই মধ্যে হারিয়ে গেছে লেখার কলমটাই

এখন তোমার নাম দিয়েছি লেখা
এখন আমার পাঠের সময় গ্রন্থ খুলে দেখা
এক লিখেছি দুই লিখেছি অনন্ত অম্বর
তোমায় ছাড়া সকল বর্ণ আঁধার—ঘনঘোর।

হাওয়া

চাওয়া ছিল হাওয়া বদল করি
হাওয়ার সাথে খেলতে যেতাম
হাওয়ার সাথে সারাজীবন আড়ি
শরীর যখন ভাঙত জ্বরে
কাঁপত নিরবধি
টলমল পারব না তো পেরিয়ে যেতে নদী
শুকিয়ে যেত চোখের তারা
বেড়ে যেত পিলে
মশক হয়তো কামড়ে দিছে তেতো ওষুধ গিলে
শয়ন নিয়ে ভালোই ছিলাম মায়ের পীড়াপীড়ি
হাওয়া বদল করি আমি হাওয়া বদল করি
হাওয়া ছেড়ে যায় যে আমি আবার হাওয়ার বাড়ি
আমি নাকি মানুষ ছিলাম মায়ের হাতের পরে
মা যে আমার আগেই গেছে হাওয়ার বাপের ঘরে
যারা আমায় দুগ্ধ দিছে
কিংবা ওষ্ঠখানি
হাওয়া আমায় ছিনিয়ে নেবে দস্যি ছিনালিনি
একটি হাওয়া দুটি হাওয়া হাওয়ার বাড়াবাড়ি
ভাবখানা তার একটি আদম পুরোটা চায় তারই

বায়ুর সাথে বশত করি পানির সাথে ঘর
যারা আমায় মাংস দিছে তারা তো নয় পর
আমি কোথাও যাচ্ছি কিনা
কোথা থেকে ফিরি
সূর্য বসে পাহাড় থেকে পথ করে দেয় তারি
কিসের উপর হাঁটি আমি কার শরীরে মাখি
হাওয়া আমায় পুষতে দিছে
অধরা এক পাখি
পিতার নামে চলি হয়তো মায়ের নামও জানি
হাওয়া আমায় নিচ্ছে ঘরে দিন দুপুরে টানি

হাওয়া বদল মানেই কিন্তু হাওয়া বদল নয়
হাওয়া যতই অগ্নিপবন
এ তল্লাটে আমার থাকা হাওয়ার পরিচয়।

স্বর্গবাস

সে জন্মাল আর মরে গেল
কিংবা পৃথিবীতে করেনি সে জন্মগ্রহণ
এখানে সে আসার জন্য আসেনি
এই গ্রহ ছিল তার গ্রহ থেকে গ্রহে যাবার কাল
যদিও সে জানত না কোন গ্রহে ছিল তার ঠিক নিবাস
এমনকি কোথায় যাবে সেটিও ছিল না তার জানা
অনেকেই তার আগেই যাত্রী ছিল এই শূন্যযানে
সহযাত্রীদের অনেকে বলেছিল
এই পৃথিবী আমাদের উদ্দেশ্য নয়
আমরা অমৃতের সন্তান
ঈশ্বর আমাদের পিতা
তিনিই আমাদের দিয়েছেন এই ভ্রমণের কাল
তুমি আগে আসলে আগেই যাবে—তার মানে নেই
তবে এই যাত্রার রয়েছে নির্ধারিত কাল
তার বেশি কেউ পারবে না থাকতে
সহযাত্রীদের অনেকেই এখানে করছে ট্রাফিক কন্ট্রোল
এদিক ওদিক হলেই সপাং বেত্রাঘাত
কারণ পৃথিবীর পুরোটাই ঈশ্বরের অধিকারে নেই
বিশেষত এখানে দেওয়ানির ভার নিয়েছে ক্লাইভ
সর্বত্র কোম্পানির দোকান
সাজিয়েছে ঝলমলে বিপণি
দোকান বালিকাদের আঁখির কটাক্ষে সর্বনাশ
তবু যাত্রাপথে কার না থাকে একটু অভিলাষ
পিতার শাসন থেকে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ
না হলে কেন এই বেড়াতে আসা
না হলে কেন এই অহেতুক ভালোবাসা
কিভাবে দেখবে সে মণিহর্ম্য প্রাসাদ
সাগর সঙ্গমকালে বিচ্ছিন্ন থাকে তার অস্পষ্ট রেখা
এসব দেখতে গেলে যদিও থাকে হারিয়ে যাবার ভয়
তাতে ঈশ্বরের শত্রুদের জয়
সন্তান মাটিতে পিছলে যাবে বলে
মা কি রেখে দেন জরায়ুর ভেতর
যারা জন্মাবে তারা পড়ে যাবে মৃদু হোঁচট খাবে
ভয়ে ভয়ে ফিরে যাবে পৈতৃক নিবাসে
তবে তার নিবারণী পুলিশ ধরে আছে কুষ্ঠি
পান থেকে চুন খসলে উদ্ধার করে দেবে গুষ্ঠী
যদিও তারাও খায় ঘুষঘাস
তবু এইসব ঝক্কির ভয়ে
জন্মেই আমাদের এই অনন্ত স্বর্গবাস।

পরাগ

একটি ফুলের পেছনে কতখানি দৌড়াতে পারি
ফুল তো গাছেরও প্রয়োজনে লাগে
ডালে কন্টকে পল্লবের আড়ালে লুকিয়ে সংগোপনে
পাপড়ির ইঙ্গিত দিয়ে অবিরত কাঁপে প্রভঞ্জনে
আমায় তুলতে হবে কেন সেই ফুল
আমায় কেন সইতে হবে বৃক্ষের ভুল
কে তুমি খোঁপায় জড়াবে
কে তুমি রাত্রির অন্তর্বাস খুলে
ছিন্ন পুষ্পের গর্ভমূলে বেদনা জাগাবে
যে ব্যথা বেজেছিল বৃন্তের বিকাশ চেতনায়
যে সব নাইট কুইন ফুটেছিল রাত্রির আঙিনায়
দিবসের কান্না কি তাদের বক্ষে বাজে নাই
তবু কার জঠরের খাদ্য হয়ে পুড়ি
কার জন্য সাগর থেকে কুড়িয়ে আনি নুড়ি
অনেকটা দূর যেতে যেতে অনেক কাছে থামি
বিমান দিয়ে উড়তে গিয়ে নৌকা থেকে নামি
কোথায় যাব নয় ঘটনা কোথায় গেছি জানি
পথের মাঝে দুঃখ দিছে পেছন থেকে টানি
ফুলের বায়না হয় না আমার শেষ
ফুলের কষ্ট ফুলেই অনিমেষ
যতবার নাম লিখি ততবার ধুয়ে দাও তুমি
কেউ স্নানে এলে অদৃশ্য থেকে যেতে পারি
যদিও এই মোছামুছি আমারও খেলা
তবু তোমার জিত আমায় করেছে অবহেলা
হতে পারে মা হতে পারে ফুলের প্লাসেন্টা
আমার আবর্জনাও তো তুমিই কুড়িয়ে নিয়েছ
তোমার দাঁত থেকে আমি অ্যানামেল খুলেছি
হে ফুল হে পুষ্পের সহোদরা
তুমি নেবে না তুলে আমার এই জরা
আমার এই দৌড়—একটি জীবন
একটি মরণের তরে
যেতে যখন হবেই তোমার কাছে
যাব মরণদৌড়ে বাতাসে পরাগের ধাঁচে!

হোলান

শাংহাই থেকে কুনমিংয়ে আসা পাশাপাশি বসা
চায়না মেয়েটি কেবল শিখেছে—নাইস টু মিট ইউ
আর আমি মান্দারিনে 'নি হাউ' মানে তুমি ভালো
এতেই পূর্ব আরো পূর্বে প্রসারিত হয়ে গেল
অথচ গ্রেটওয়াল ভেদ করে কোনো বহিরাগত
রাজন্য কখনো পারেনি ঢুকতে সেখানে
ফরবিডেন সিটিও এখন আর নিষিদ্ধ নয়
এমনকি রানিরা যেখানে ঘুমাতেন তুমি
নির্দ্বিধায় সেখানে ঢুকে যেতে পার
তিন সহস্র কঙ্কুবাইন আর ফিনিক্সপাখি
তোমায় অভ্যর্থনার জন্য অধির আগ্রহে দাঁড়িয়ে
তুমি তাদের কটিদেশে হাত রাখলেও ড্রাগন রাজা
পাথরের মূর্তির মতো থাকবে নিশ্চল
কেননা কিছুটা দূরে মাও জেদং ঘুমিয়ে আছেন
যদিও শিশুরা জেগেছিল তিয়ান আন মেনে
তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে ঘাসের বিছানায়
আমি বলি, ও মেয়ে আমাকে নিয়ে চল
হোয়াং হো ইংয়াসির পীত জলে
আমাদের স্নানের শব্দে ইয়াঙ্কিরা উঠুক জেগে
মানুষ তো মানুষকে ভাষা দিয়ে স্পর্শ করে না
ভাষা অগভীর মানুষের নিরানন্দ ভ্রমণ
তোমার অব্যক্ত বাক্য আমি মান্দারিনে বুঝেছি
তুমিও বাংলায় জেনেছ আমার কথার হুবহু মানে
সুউচ্চ ভবনের উপর দিয়ে আমরা উড়ে যাচ্ছি
আমাদের পতন কে আর ঠেকাবে বল
আমরা হারিয়ে যাব সহস্র বিস্মৃতির মাঝে
তবু আমাদের এই উড্ডয়ন
অক্ষয় থেকে যাবে একটি বাঙালি কবিতার
শূন্য পদে।

পুব না পশ্চিম

আমি প্রায়ই ভুলে পশ্চিমের বদলে
পুবমুখে নামাজ পড়ে ফেলি
পশ্চিমের নামাজ পূর্বে পড়লে শয়তান খুশি হয় জানি
এ নামাজ আর দ্বিতীয়বার হয় না আদায়
যদিও দিকভ্রান্ত নামাজ দুরস্তের ফতোয়া জানি না
তবু ভাবি আমি তো পুবের উদ্দেশ্যে পড়ি নাই নামাজ
মনে মনে বলি, প্রভু তুমি তো পুবেরও প্রভু
তোমার দুএকটি ঘর এদিকেও আছে নিশ্চয়
আমাদের দিও না পুবের ভয়
বাড়ির রাস্তা ভুলে গেলে যদিও অন্য দিকে চলে যেতে হয়
তবু বাড়ি ও সমুদ্রের পথ এক নয় জানি
সমুদ্রেও তো তোমার নৌকাগুলো ঠিকমত চলে
এখন আমার ফিরে যাওয়ার সময়
মায়ের গর্ভের স্মৃতি কি আর কেউ রেখেছে মনে
স্মৃতি থাকলে তো আর কেউ পারবে না যেতে
তোমার ঘর তো আর আমি দেখি নাই প্রভু
তবু অন্তরে রয়েছে তোমার ঘরের মূর্তি
দৃশ্য নয় তবু মূর্তির প্রমূর্তির প্রতি তোমার টান
দূর থেকে ভেসে আসছে আমার আজান
পুব না পশ্চিম ঈশান না নৈর্ঋত
দিন শেষে সবই ফড়ুত।

শিকার

পাখি মারার কথা শুনলে তোমরা আত্কে উঠো হে
বাঘরক্ষায় করেছ সুশীল সমিতি
লোমের পোশাক পরবে না বলে দাও লেংটো পোজ
তোমাদের মানবিক উন্নয়ন দেখে হই অবাক
অথচ শিকার যুগই তো তোমাদের এতদূর এনেছে
আমরা শিকার করেছি অরণ্যে
নদী ও সমুদ্রে
শিকার হওয়ার আগেই আমরা করেছি শিকার
আমাদের অলঙ্কার ছিল পশুর চামড়া
দাঁত ও শিং দিয়ে বানানো ভোজালি
অথচ হত্যাকে তোমরা আজ গৃহে বড় করে তুলছ
গরু মোটাতাজা করছ বেশ
তোমাদের বয়লারে বেড়ে উঠছে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড
তোমরা অরণ্যে যাও না বলে
মাঝে মাঝে নিজেদের করো শিকার
তোমাদের বন্দুকগুলো ঘরের মধ্যে গর্জে ওঠে
তোমরা নিরস্ত্র মানুষের সাথে করো বন্দুকযুদ্ধ
আহা রে তোমাদের শিকার
তোমরা বড় মানবিক
কাউকে সর্প কাটলে তোমরা ঘরে বসে পড় মন্ত্র
অথচ তোমার ডিনারের টেবিল সাজানো রয়েছে
বত্রিশ প্রকার পাখির মাংস
কেননা রাতে আরো আরো পাখিমারার স্বপ্ন
তোমাদের রোমাঞ্চিত করছে।

কবিতা

আমি চাইলেই একটা কবিতা লিখতে পারি না
কবিতা লিখতে চাই বলেই কবিতা লিখতে পারি
আমাকে বোঝাতে হয় আমি কবিতার জন্য
আমাকে সর্বদা তার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়
অপেক্ষা করতে হয় কখন আসবে
কবিতা একগামি স্বৈরিণী
অন্যের ভালোবাসা সে একদম পারে না সইতে
মনের ইচ্ছেগুলো তার কাছে থাকে না গোপন
অপরের প্রতি সামান্য মনোসংযোগে তার কষ্ট
নীরব প্রেমও তার পছন্দ নয়
বলতে হবে- আমি কবি, আমার আর কেউ নাই
যদিও পোশাক ছাড়াই কবিতা মিলিত হতে পারে
তাকে তুষ্ট করতে অনেকে রাখে লম্বা চুল ও দাড়ি
ঢোলা পাজামা ও রুদ্রাক্ষ পরে যায় তার কাছে
তবু মনের দ্বিচারিতা বুঝতে পারে কবিতা
কপটপ্রেম কবিতার অসহ্য
কবিতাকে চাইলে ছাড়তে হবে মোহ যশ অর্থ
কপাট বন্ধ করে থাকতে হবে বসে
মা ভাববে ছেলেটির কি যে হলো
পাড়ার লোকে বলবে গেছে গোল্লায়
বান্ধবীরা ভাববে ওর তো গেছে হয়ে
তবু কবিতা এক বিচিত্র সত্তা, অনুদ্ঘাটিত আনন্দ
যে কবিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার আনন্দ অফুরান
একটি মিলন বাড়িয়ে দেয় আরেকটি মিলনের তীব্রতা
একটি কবিতা কখনো আরেকটি কবিতার মতো নয়
নববধূর মতো তার অস্ফূট বোল
রহস্যময় শরীর
আলো-আঁধারির মধ্যে নিয়ে যাবে সে
বুঝতে পারবে ভাষা ও বস্তুর আলাদা মানে

সমকাল

কবিতা লেখার দায়িত্ব তো কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়
নজরুল জীবনানন্দ কিংবা মাইকেল লিখেছিলেন বেশ
তারা তো নয় অবতার বিশেষ
কিংবা তাদের মা-বাবা এখনো রয়েছেন জেগে
তাদের বন্ধুরা কি পড়ছেন তাদের কবিতা অনুরাগে
এখনো কি রয়েছে ব্রিটিশের ভূত
এখনো কী মানুষ চলে পশুটানা যানে
লাঙলের ফাল নৌকার হাল এখনো কি করে বেহাল
তাদের জীবনের সমস্যা কি আমাদের একমাত্র সঙ্কট
জীবিতদের নয় প্রাক্তন মনীষীদের আনন্দ ও সুখ
আমরা পেয়েছি কালের নূতন অসুখ
আমায় কষ্ট দিয়েছে পরিচিত জন
আমাদের আনন্দ রয়েছে বন্ধু ও স্বজনের তরে
আমরা বিষণ্ন ও প্রীত হই তাদের ঘৃণা উপহারে
মানুষ পারে কি যেতে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ বিহারে
কালের কবি যদি না লেখেন তোমার বাণী
মৃতদের জগত থেকে তুমি পাবে কতখানি
এখনো যদি জারি থাকে তাদের চেতনার শাসন
তাহলে নও কি তুমি অতীতচারী
উটের যাত্রী তুমি পল্লববিহারি
কবিতা তো নিজের মধ্যে হয় সংগঠিত
প্রভাত পাখিদের গানে প্রতিটি ভোর হয় মুখরিত
তুমি যদি না শোনো প্রাতে বিহঙ্গের সুর
তাহলে তারা গিয়েছে মারা কিংবা তুমি বহুদূর
মন যদি মরে যায়, পল্লবিত না হয় চেতনার ধারা
সুর ছন্দ লয়ে জীবন যদি না হয় দিশেহারা
মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষয়
দিনান্ত ব্যস্ত ইঁদুর দৌড়ে
তাহলে কবিতার কি আছে প্রয়োজন
সেই ভালো এখনো অতীতের দু'একটি ক্ষণ
নাড়া দিয়ে যায় রাবীন্দ্রিক গানে

নজরুল গিয়েছেন চলে সময়ের আহ্বানে
জীবনানন্দ রয়েছেন এখনো অর্বাচীন কবিদের টানে
আমরা করিতেছি বাস মৃতের পুরিতে
সমকাল নেই আমাদের কবিতার ঝুড়িতে

ভয়

ভয় আমাদের এতদূর এনেছে
আমরা ভয়ের সন্তান
মরার ভয় থেকেই তো যুদ্ধে
প্রতিপক্ষের ঘাড় দিয়েছি মটকে
পিতার অনুগত ও পুত্রের ভালোবাসা—
সেও তো ভয় থেকে
তাদের বিগড়ে যাওয়ার ভয়
একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার ভয়
ভয়ই তো আমাকে ভালোবাসার পথে
বসিয়ে রেখেছে
যেভাবে একটি শিকারি কুকুরের ভয়ে
মেষগুলো সুশৃঙ্খল দলবদ্ধ থাকে
ভালোবাসা হলো একটি কৌশল
ভয়ের উপজাত সন্তান
ভয় না থাকলে ভালোবাসা থাকবে না
জন্ম থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে ভয়
পিতাকে কর ভয়, শিক্ষককে কর ভয়
ঈশ্বর ভয়ের বেশি কিছু নয়
প্রেমিকার চলে যাওয়ার ভয়ে
তার নির্বোধ উক্তি নীরবে সয়েছি
ভয় ও ভালোবাসা, ভয় ও আনুগত্য
একই অর্থবোধক
যাকে পেয়েছি ভয়

সে দিয়েছে ভালোবাসা অবশ্যই
নেতাকে পেলে ভয়
বাড়ি গাড়ি অক্ষয়
ঈশ্বরকে পাও ভয়
মৃত্যুর পরে স্বর্গ নিশ্চয়
অনন্ত ভয়ের করো ভান
ভালোবাসা জুটিবে অফুরান।

দ্বন্দ্ব

আমি তো কিছুদিন বাঁচতেই চেয়েছিলাম
আমি তো কিছুদিন বেঁচেও গেলাম
আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি
বাঁচতে বাঁচতে মরে যাচ্ছি
কারণ এখন আর বাঁচার সময় নাই
খেলার মাঠে নির্ধারিত সময়ে
ফাউল করেতে করতে বেঁচে গেছি
লালকার্ড দেখার আগে পড়েছি সটকে
শূন্যবল ফসকে পেয়ে গেছি লাইফ
তাহলে আরো দুএকটি দান খেলাই তো উচিত
সূর্যপাটে যাওয়ার আগেই তো খেলা যাচ্ছে গুটিয়ে
সবগুলো বল তো আর শূন্যগর্তে পড়বে না
বল ও গর্তের মাপ ঠিক থাকলে
দৌড়ের টাইমিং হলে কবেই যেতাম সটান
বলিহারি তুমিও মেরেছ
আমিও দিয়েছি উড়িয়ে
মাঠে প্রতিপক্ষই তো কাছাকাছি থাকে
যাদের সঙ্গে খেলি নাই
যাদের ঠ্যাঙের সঙ্গে বাধেনি ঠ্যাং
তারা মানবিক চেতনায় ভরপুর

তারা থাক নমস্য উচ্চতায়
আমি তোমাকে মারিব
মারতে মারতে বাঁচাব শুশ্রূষায়
যাদের দেখি নাই
যাদের দেখব না
তারা থাক আমার অদৃশ্য চেতনায়।

জেগে উঠছি

আমার শরীর থেকে পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে
তাদের কুককুরুকু প্যাপপ্যাক শব্দে
আমি আবারও জেগে উঠছি
আমি দেখতে পাচ্ছি
একটি পায়রা আদরে আদরে ভরে দিচ্ছে
তার সঙ্গিনীর স্ফীত পালক
দুএকটি চড়ুই ও ঘুঘুপাখি
একটি কোয়েল পালিয়ে যাচ্ছে বনভূমির দিকে
তিতির ও রাজহংসী কদাচিৎ ছিল সঙ্গে
যদিও একটি বনমোরগের পালকের নিচে
জেগেছিল উদগ্র বাসনা
অনেক গাছের চারা বীজের অঙ্কুরোগম
ফলের শরীর থেকে মাংসগুলো
আবার আঁটির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে
জেগে উঠছে বনভূমি
শালগম পালঙের খেত
একটি গোবৎস্য মায়ের উলানে ঘষছে মুখ
যে সব পশু বন্দি ছিল শরীরের সাথে
তারাও আজ মুক্তির আনন্দে করছে কোলাহল
কেবল একটি বরাহশাবক
বিতৃষ্ণায় দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে

কেননা তাদের মায়েদের আমরা করেছিলাম ঘৃণা
তাদের মাংসের সাথে ছিল আমাদের বিরোধ
যদিও এই সব প্রতিশোধের আজ কোনো অর্থ নেই
সবাই শুচিশুভ্র হয়ে একই মোহনায় অপেক্ষমাণ
এমনকি যে সব নদীর ঝুঁটি ধরে হয়েছিলাম পার
তাদের পানিতেও নেই আজ ডুবিবার ভয়
অম্লজানগুলো উদ্যানের গিট থেকে মুক্তি পেয়ে
আগুনের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে
অথচ এরাই ছিল শীতল পানির জননী
সমুদ্র সৈকতে অবসর কাটাতে এসে
বৃদ্ধরা যেভাবে বালির নিচে শুয়ে থাকে
তাদের আপিসের পোশাকগুলো লজ্জায় শাসায়
কখনো ফিরে যাওয়া হলে কেউ শুনবে না কথা
কিন্তু আজ এই মিলনের ক্ষণে
ধেনু আর রাখালের কি মানে
আজ পদের সমর্থন ব্যতিরেকে
মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো সজিব রয়েছে
তাদের চেতনায় অনুপস্থিত
খাদ্য ও মিলনের খেলা
এইসব দাসত্বের দিন
এইসব মানব জীবনের ঋণ
যে সব ভূস্বামী করেছিল উচ্ছেদ
তাদের ভূড়ি ও মেদ
আগুনের উনুনে গলে পড়ছে লজ্জায়
আর অত্যাচারি রাজাদের সভায়
শোষিত বঞ্চিতরা নিয়েছে বিচারের ভার
তাদের শিশুরা উড়াচ্ছে রাজাদের বক্ষের হাড়
তাদের তঞ্চক ভাব খসে পড়া শরীরের ঘাম
লজ্জায় হামাগুড়ি দিয়ে নদীর দিকে পালিয়ে যাচ্ছে
যদিও নদী আজ কেবলই ধারণার নাম
তবু বিভাজনের ক্ষত, গড়িয়ে পড়া রক্ত
অতীত জনমের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে দ্বিগুণ
যে সব শরীর আমাদের করেছিল রোমাঞ্চিত

যাদের কদাকার ভাবে হয়েছিলাম ভীত
তাদের শরীর থেকে উৎপন্ন বাতাসের কণা
নিয়ে সুর বাঁধিতেছে সুরসিক খনা
একদিন গুরুতর যে সব বিষয় ছিল বাঁচিবার তরে
সেই সব নিয়ে কৌতুকে ডুবে যাচ্ছে সকলে
আর আমরা যারা পদ্য লিখেছি করেছি গালমন্দ
আজ হয়েছে অবসান মিলেছে উদ্ভট ছন্দ

বর্ষের প্রথম দিনে মদ্যের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি
ইলিশ পান্তার যথার্থতা নিয়ে বাড়াবাড়ি
তবু তো আমাদের পৃথক পরিচয় ছিল
ভালোবেসে করেছিলাম সাবার
আমরা যদিও সাম্যের গান গাচ্ছি এখানে
তবু ভাবি ফিরে যদি আবার যেতাম...

নতুন বছর

অনেক বাতি জ্বলেছে কাল রাতের আকাশে
তাদের সশব্দ চিৎকারে ভেঙ্গেছে শিশুদের ঘুম
মদের তলানিটুকু নিয়েছে চেটে ভোরের বাতাস
কোকের বোতলে চুমুক তুলে অনভ্যস্তগণ
আগামীর জন্য হতেছে প্রস্তুত
ছাইপাশ না গিললে নতুন বছরের কি মানে
আমরা ভুলিয়া যাব অতীতের দুঃখ বিস্মৃতির গানে
যদিও শুঁড়ির মালিকেরা করিতেছে হিসাব
যদিও কড়ি গুণিতেছে দর্জির দোকানি
তবু বাণিজ্যের হিসাব আমরা কতখানি জানি
অনেক ত্যাগের ফলে আমাদের এই উদ্‌যাপন
অনেকটা দিন আমরা থাকব অপেক্ষায়
করব অনেক পাখির জীবন অবসান
অনেক তরুণ করবে গৃহত্যাগ
তাদের অনুসন্ধানে সান্ত্রিরা থাকবে তৎপর
তাদের উদ্‌যাপন বড় কঠিন
অন্ধকার পতনে এসেছে নতুন বছরের দিন
অনেক ক্ষয়ীষ্ণুতা সত্ত্বেও বেড়েছে পরমায়ু
আমরা গুণিতে পারি কতদিন আছে আর আয়ু
প্রাচীন মুনিদের দিন গণনার এই মহান কীর্তি
আমাদের দিয়েছে অবশিষ্ট জীবনের ভিত্তি।

না কবি

না কবি হিসাবে সে সৌভাগ্য আমার কখনো হবে
না কোনো প্রধানমন্ত্রী আমার সহপাঠী হবেন
না আমার সহপাঠী কোনো প্রধানমন্ত্রী হবেন
না আমি প্রধানমন্ত্রীর সহপাঠী সেইসব কবির সহপাঠী হব
না আমার সহপাঠী সেইসব কবির সহপাঠী হবেন
না সেইসব তরুণ আমার ভক্ত হবেন
না আমি সেইসব তরুণ কবির প্রিয় কবি হব
না যারা বলবেন অমুক সিনিয়র কবির সঙ্গে
না আজ মান্যবর প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে
না সতীর্থদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হবে
না সিংহ আসন হারানোর ভয় থাকবে
না আমি হতে পারব কাব্যসবিচ
না করতে পারব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস
না বলতে পারব প্রধানমন্ত্রীর বন্ধু আপনি প্রধান কবি
না বলতে পারব কবিখ্যাতির উৎস কবিতা নয়
না করতে পারব বাংলা কবিতার ইতিহাস বয়ান
না বলতে পারব আপনারা কবিতার বামুন
না বলতে পারব আপনার ভক্তরা কবিতা পড়ে না

না বলতে পারব ভক্তরা খ্যাতির সাথে দেখা করতে আসে
না মৌলবাদিতার সঙ্গে করতে পারব আঁতাত
না জাতীয়তাবাদের ধূম্রধোঁয়ায় নিজেকে আড়াল
না আমাদের বলার দরকার হবে আপনি কি লিখেছেন
না আমরা বলতে পারব কবিতা কাকে বলে
না পারব কাকবন্ধ্যা কবি কিশোরদের সঙ্গে সেলফি তুলতে
না বলতে পারব লাইক সাহিত্যের মাপকাঠি নয়
না আমি এখন নতুন করে শুরু করতে পারব
না পারব তাদের মাপে কর্তন করতে
না আমরা পুরস্কার চাইতে পারব
না আমরা গান গাইতে পারব
না আমরা কবি হতে পারব
না আমি কবি

হেলায় খেলায়

যে আমাকে হেলায়
সেও আমাকে খেলায়
বলে, কতদূর যাবি তুই
তোকে আমি কাঁধে থুই
সকাল কিংবা বিকালে
সূর্য হেলে গেলে
আমি তো মানুষ ছাই
আমার তো আকাশ নাই
বেঁচে আছি খাতিরে
বংশের বাতিরে
শুনিসনি আজাইরে কথা
কেউ করে বিপ্লব
অপরের উপরে ক্ষোভ
কেউ বলে হরিবোল

কেউ বাজায় শূন্য খোল
ধর নেত্রী নেতারে
ভেসে থাক সাঁতারে
সুদিন যদি আসে
পানিতে লোহা ভাসে
আসবে আমাদের দিন
নয়নের আলো ক্ষীণ
অন্ধ অন্ধরে
নিয়ে যায় পরপারে
একজন ভাবে বুঝি
ভাগ্যে রয়েছে রুজি
তুমি শুধু উসিলা
বেশ তো আছ ভালা
এবার চলো কাটি
সোনার পাথর বাটি
আমায় দাও
খুদকুড়ো তুমি তুলে নাও
আমি যদি না হইতাম আন্ধা
তুই থাকতি গাইবান্ধা
কিভাবে হতো দেখা
একেই বলে কপালের লেখা
মানুষ কি কোনো কালে
চুমু দিয়েছে নিজ গালে
ভাবো যদি এতই চালাক
দাও নিজেরে তালাক
একা একা থাকা নাকো
নিজেরে নিজে ডাকো
তাহলে পাবে তার দেখা
ভাগ্যে যা আছে লেখা।

সানোয়ারা প্রপার জন্মদিনে

তোমাদের মধ্যে সেই ভাগ্যবান
কন্যা যার প্রথম সন্তান
আমাকে দেখ, নেই সন্দেহ
সাড়া দিক যদি থাকে কেহ
মায়ের নামে রেখেছি তার নাম
তাই নাম ধরে মাকে ডাকলাম
কন্যা হয়ে এলো কাছে
মা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ
সেরাদের দলে
বাকিরা সেরা হয়
অন্যের কন্যাকে মা ব'লে
নবীজী বলেছিলেন কন্যাকে
দাও অর্ধেক সম্পদ
সেটুকুও দেয় না অধিকাংশ বদ
সম্পদ তো পৃথিবীতেই থাকে
হেরফের করো না বন্টনের ফাঁকে
তখন ছিল অজ্ঞতার কাল
বড়ই নাজুক ছিল মেয়েদের হাল

তুমি যদি অর্ধেক দাও খুশি হবেন প্রভু
যাবে না দেয়া বলেননি তো কভু
যারা না দিয়ে করে গোল
আর যারা শুনে হরিবোল
তাদের প্রভু দিও না কন্যা সন্তান
তারা হতভাগা থাক দিয়ে আধখান
যারা কন্যার ভাগ্যে হতে চায় ভাগ্যবান
কন্যাকে তাদের দিতে হবে সমান সমান।

দুঃখ

কে আর আমায় নেবে মা বল, দুঃখগুলো কাকে দেব
সহোদররা ব্যস্ত অতি বোন গিয়েছে শ্বশুড়বাড়ি
পাড়ার লোকে ভুলেই গেছে একটি খোকা দুষ্টমতি
দুঃখ দিছে সতীর্থরা দুঃখ দিছে শিক্ষাগুরু
দুঃখ দিছে সহকর্মী দুঃখ আমার কেবল শুরু
ভালো একটা চাকরি হলে মন খারাপের কাণ্ড ঘটে
সুন্দরী কেউ পত্র দিলে খবর আছে জানলে বটে
গান গেয়েছি পদ্য লিখি এসব কার যাচঞা বল
হঠাৎ যদি নাম হয়ে যায় দুঃখ হবে অনর্গল
দুঃখ তোমার সহধর্মী দুঃখ তোমার নিজের ঘর
মা ছাড়া আর কে-ই বা আছে দুঃখ নেবে পরস্পর
দুঃখ তোমায় দিচ্ছে যারা তাদের হয়তো দুঃখ আছে
দুঃখ নিয়ে ব্যস্ত তারা আমার দুখের মূল্য যাচে
দুঃখ আমার নিজের বাড়ি দুঃখ আমার ঘরে ফেরা
দুঃখ আছে এক জীবনে মহাভারতের বস্ত্রহরা
পুত্র আমার ঘরে ফেরে গভীর রাতে দুঃখ নিয়ে
দুঃখজয়া আত্মজারা জীবন বহে কান্না দিয়ে
সবার দুঃখ আমার দুঃখ আমার দুঃখ একলা রয়
দুঃখ আছে সকাল বিকাল তবু ভাবি আমার নয়
যারা আমায় দূঃখ দিছে হোক না তারা দূরের লোক
সুখে থাকুক তারা সবাই দুঃখগুলো আমার হোক।

কুকুর

কুকুরগুলো শিশুদের মতো
লাফায় খেলা করে
একটি রিং শূন্যে ছুঁড়ে দিলে
লাফ দিয়ে নদী পার হয়
কুকুর নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে
কুকুর যদিও ময়লা খায়
নোংরা করে বিছানাপত্র
তবু কুকুর মানুষের হৃদয়ে থাকে
কুকুরের মাংস কুকুর খায় না
তার লালা থেকে সাবধান
মানুষের মতো তারাও অপবিত্র হয়
তবু কিছু কুকুর যাবে স্বর্গে
যারা পা উঁচিয়ে পেচ্চাপ করে
গুহামুখে জেগে থাকে
লেজ নেড়ে আনন্দ দেয়
কুকুর মানুষের কাছে বিস্ময়
তাই কুকুর নিয়ে এত এত গল্প
নিজের জীবনের বিনিময়ে
প্রভুর জীবন রক্ষা
এর মূলে হয়তো মানুষের একাকীত্ব মোচন
কুকুর যদি না থাকত
তাহলে মানুষ মাংস ছাড়া কিছুই নিত না
কুকুর না দেবতা না শয়তান
যদিও তার মাংস নিষিদ্ধ
নেই লাঙ্গল টানার ক্ষমতা
এস্কিমোরা স্লেজ না টানলেও
মানুষ কুকুর ভালো বাসত
কুকুরকে গালি দেয়া যায়
কুকুর হয়ে পায়ের কাছে যায় বসা
মানুষ ভালো মন্দ কুকুরের সাদৃশ্যে বর্ণনা করে
আরব্য উপন্যাসে দুটি কুকুর সহোদর ছিল

কুকুরই বা কোত্থেকে এল
কেনই বা হায়েনার ছাল ফেলে
মানুষের পায়ের কাছে
আরেকটা চারপেয়ে মানুষ
রাস্তায় মিলিত হলেও রাখে লেজের আড়াল
ও কুকুরের বন্ধুরা
কুকুরের খামখেয়ালি
ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতা
কুকুরের মতো থাক জাগ্রত
তোমার প্রভুর বাড়িতে
অযাচিত কাউকে ঢুকতে দিও না।

বিজয় দিনের কবিতা

বিজয় দিনের কবিতাও বিজয়ী হতে হবে
মন খারাপ করলে চলবে না
যাদের অনেক আছে
এ দেশ যাদের বাসের উপযোগী নয়
যারা দিচ্ছে কসে গালি
বিদেশে পাঠাচ্ছে দেদার টাকা
ব্লাডি বাঙালির ভাষা ভালো নয় বলে
ছেলে মেয়েদের শেখাচ্ছেন বিগত প্রভুর ভাষা
সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ছেন অন্য দেশে
আর যারা কওমি মাদরাসায়
মুখস্ত করছেন আম ছিপারা
বাংলা যাদের অনন্ত দুনিয়ার পথে বাধা
কিংবা যারা বাংলাও পারছেন না পড়তে
যারা এখনো শরনার্থী
অন্যের কৃপাপার্থী হয়ে এ বাড়ি ওবাড়ি

দুষ্টদের কবল থেকে মুক্তির জন্য করছেন লড়াই
তবু এ বিজয় সবার জন্য
বিজয়ের দিনে বিজয়ের জয় হোক
যারা এখনো বিজয়ের সুফল পান নাই
তারা পাবেন তাড়াতাড়ি
যারা কামাচ্ছেন দু'হাতে তারা কামান
যারা পদ ও ক্ষমতা পেয়েছেন আকড়ে থাকেন
দেশ স্বাধীন না হলে
এ সব কোথায় পেতেন
বড় জোর হতেন চাকর-বাকর
খুদকুড়ো পেলেই বর্তে যেতেন
যারা দিয়েছেন এ সব স্বাধীনতা
যারা ঘুমিয়ে আছেন মৃত্তিকার পল্লবে
যাদের ঘুমন্ত রেখে আমরা করছি লুট
যাদের মুক্তির যুদ্ধ এখনো হয়নি শেষ
তারা যদি জেগে ওঠেন
মুক্তিযোদ্ধারা তো কখনো মরে না
ইংরেজ ও উর্দুর ভোঁতা মাথা যারা করেছেন থ্যাতা
বাঙালির ওপর প্রভুগিরি তাদের পছন্দ নয়
যারা ক্ষমতা ও অর্থের কাছে লুটে পড়ে
যারা ধর্মে ও কর্মে দেশ বিভাজন করে
যারা নব্য রাজাকার
রাজাকার তারাই যারা বন্দুককে করে সেলাম
ধর্মকে পরায় রাষ্ট্রের পোশাক
মুক্তিযোদ্ধারা জেগে উঠলে
নব্য প্রভু আর তাদের দোসর রাজাকারগণ
কোথায় পালাবেন!

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আর মরা হলো না
একপক্ষ মারে তো আরেকপক্ষ ঠেকান
মরতে মরতে তাকে বেঁচে উঠতে হয়
বাঁচতে বাঁচতে মরে যেতে
যারা তাকে মারেন
তাদের কিছুটা ক্ষতি তিনি করেছেন নিশ্চয়
যারা বাঁচাতে চান
তাদের কিছুটা স্বার্থ রয়েছে তাঁর কাছে
যিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে
তার রয়েছে শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা
বিরুদ্ধে যিনি- শ্রেণিচ্যুৎ এখনো
সাহিত্যের শিল্পবিচার তাঁর জন্য নয়
তিনি বেঁচে আছেন মানুষের অভ্যাসে
ধর্মে ও জিরাফে
কেউ একজন নোবেল পাবেন
পূজার জন্য লিখবেন গান
ঈশ্বর দোদুল্যমান
তার জমিদারি এখনো প্রবল
কেউ রায়ত কেউ লেঠেলের দল
কিন্তু আমি ভাবি আহা রে বেচারা
মরেও পাবে না সুখ
রাত্রে কবিতার অসুখ
দিনে তালুক পাহারা
আর আমি সর্বহারা
আজ মলে কাল দুই দিন
পটল তুলিব ধিন্ ধিন্
বেঁচে থাকার মজাটা কেমন
আসবে না তার মরণের দিন
মরণের বাঁধনে মুক্তি সে তো তার নয়

মরার পরে বেঁচে থাকার ভয়
মন দুমর্তি যেন না হয়
মরিয়া যাব যখন মরিয়া যাব
মন খুলে গা'ব রবীন্দ্র-সঙ্গীত
চাই না দুনিয়ার সংবিৎ

প্রাপ্তি

সবার জন্যই তো এই দিনটা আসবে, না কি
পাড়ার মাইক থেকে ঘোষণা দিচ্ছে বলে ঈর্ষার কি আছে
তুমি যদিও পারবে না জানতে
তবু নিশ্চিন্ত থেকো তোমারও নাম আছে তালিকায়
অনেক লোক সমাবেত হয়েছে
অনেকে প্রশংসায় প্রঞ্চমুখ
তুমিও হয়তো এমনটাই চাও
যদিও চাও না মোটেও
তবু এই লোকটিই যে তুমি—তা চাও না নিশ্চয়
লটারির টিকিট পেলে কার না লাগে ভালো
পরীক্ষার ফলাফলেও হতে চাও প্রধান
সর্বাধিক বেতনের স্বামী, সুন্দরী বৌ
থাক তোমার অধিকারে—এটিও তো তোমার যাচঞা—না কি
যদিও সড়ক দুর্ঘটনাও এসব অনিশ্চিত সৌভাগ্যের মতো
তবু কেউ চাইবে না জানতে
অথচ যে অনিবার্য তুমি এড়াতে পারবে না
তাকেই পাচ্ছ ভয়
ঠিক আছে, যা যা চাওয়ার—সব চাইতে পার
কিছু অপূর্ণ থাকলেই বা কি
মনে রেখ সবটাই লাগবে
তোমার এই অনিবার্য ভোগে।

কবি ও ক্রীতদাস

একজন মানুষ নিজেও তো নিজেকে বেচে দিতে পারেন
আফ্রো-মার্কিন দাসদের কথা ভেবে এখনো আমরা কাঁদি
যদিও আজ তারা পৃথিবীর সেরা নাগরিক
যদিও তাদের এনেছিল পশুর মতো বেঁধে
তাদের ধরেছিল পাখি মারা ফাঁদে
তাদের পিতাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল তাদের পিতাদের থেকে
দাস বেচাকেনার জন্য ছিল দাসদের হাট
চোখের রঙ চুলের গোছা আর দন্ত দেখেছিল কেউ
অথচ আমরাও যে আমাদের বেচতে পারি—বলি না কখনো
বলতে পারি—আমাদের নাও অল্প দামে
অমুকরা দিতে পারে যা—আমিও তার কম পারি না
আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যদিও কেউ পাতেনি জাল
আমাদের এই হাল
নিজেরাই পড়েছি বন্দিত্বের ছাল
সব বেচাকেনার পেছনে থাকে খাবার
খাদ্যের জন্য নিজেরাও কি নিজেদের বিক্রি করি না
কবি যদি সতত শক্তিমানের কণ্ঠস্বর করে নকল
ব্যারাকে করে কুচকাওয়াজ
তাহলে তার কি কাজ
মানুষের মাংস তো আর বিকাবে না বাজারে
যন্ত্রের যুগে মানুষের শ্রম কেবল চেতনার দাসত্ব করে
আপ্তবাক্য শুধু বলে যদি বাঁচার শর্তে
তাহলে সে তো বন্দি টিয়াপাখি
কেবল অহেতুক ডাকাডাকি
অথচ তার কাছে এসেছিল কাব্যের অলীক পাখি
প্রচারিতে এক অজানা সত্যের আহ্বানে
নতুন কথা ছিল তার প্রাণে
ভেবেছিল একদিন ছড়িয়ে দেবে সেইসব গানে
আজ বাঁচার টানে কোথায় হারিয়ে গেল তার সুর
কণ্ঠে বাজে অসুর, লিপ্ত তর্কে
ভুলেছে সে লিফলেট আর কবিতার মানে

কবিতা তো দূর সুদূরের গান
কেউ তার শোনেনি আহ্বান
যার অধরা সুরে বাজে তার প্রাণ
সেই তো কবি
প্রকাশের জন্য যার প্রাণ করে আনচান
কিভাবে গাইবে সে অন্যের গান!

দেশের মধ্যে দেশ

একটা দেশের মধ্যে অনেক দেশ
একটা ঘরের মধ্যেও অনেক ঘর
কিছু কিছু আহ্বান শুনে কিছু কিছু মানুষ
তথায় যাওয়ার জন্য ব্যাকুল
যেখানে সে যেতে চায় সেখানেই তার ঘর
সেখানেই থাকে তার আপনার জন
অন্য ঘরের আহ্বান তার বড় অপরিচয়
বড় বেসুরো, কখনো ঘৃণার
মসজিদের আহ্বান শুনে মুসুল্লিরা হন ব্যাকুল
আবার মন্দিরের পথেও কিছু লোক আনন্দে যান
অনেকে আবার এসব চান না শুনতে
নিজের ঘর অক্ষুণ্ন রেখেই প্রতিবেশির জয়গান
নিজের মানুষ বেশি হলে লঘুজনের অবসান
এ দেশেও রয়েছে অনেক দেশের মানুষ—
কারো আপনজন থাকেন অন্য দেশে
তাদের জমাখরচ লেখা হয় স্বজনের মাটিতে
আবার অনেকেই চিন্তায় দ্বৈত নাগরিক
কেউ কারগিলে বোমা পড়লে কাঁদেন—কেউ লাহোরে
আবার বোচকা-পেটরা গোছায় গোপনে কয় চোরে
আরবি ভাষা হলে উর্দুর নেই বিরোধ অনেকের
অনেকেই চায় হিন্দি কিংবা অধরা সংস্কৃত—
জোরালো মত তাদের—এটিই বাংলার ভিত
তবে ইংরেজি যেতে পারে সব কিছুর সাথে
মাতৃভাষা অস্পৃশ্য দাঁড়িয়ে থাকে তফাতে
জাতাপাত দলমত নির্বিশেষ বলে কিছু নেই
পারে না যেতে—তাই থাকেন অগত্যা এখানেই।

উড়াউড়ি

মৃত্যু আমার কাছে বিদেশ যাওয়ার মতো
যদিও এখনো মরি নাই
তবু মৃত্যুকে দেখেছি অনেক বার
যে বিদেশ যায় নি সেও তো জানে
স্বজন ত্যাগের অনুভূতি কেমন
অনেকেই বলে বিদেশ গেলে
অন্তত ফেরার প্রত্যাশা থাকে
কিন্তু এক মানুষ দুইবার স্বদেশ ফেরে না
সেখানেও পড়ে থাকে স্মৃতি—
হয়তো স্পর্শের সুখ বিষণ্ন কাঁদে
যে মরে সেও তো নিজের সঙ্গেই থাকে
সেও তো ফিরে যায় শূন্যতার ভেতর
তার বিচ্ছিন্ন শরীরগুলো তারই থাকে
যদিও তারা ছড়িয়ে যায় দেশ-বিদেশ
তবু তারা তো তারই আত্মজ
যেভাবে বাড়িতে তার সন্তান
বিছানায় সহধর্মিনীর ব্যথা পড়ে থাকে
যারা এখনো বিমানে চড়ে নাই
এমনকি পানির জাহাজেও
তাদেরও আসিবে সময়
লাইফ ভেস্টের ধারণা যদিও রয়েছে ধরায়

তবু বিমানগামীরা ওসব ভাবে না
এয়ার হোস্টেজের সতর্কতা সত্ত্বেও
সুযোগ পেলে
অবাধ্য যাত্রীরা লাইফ সাপোর্ট ছাড়াই
খালি গায়ে উড়তে থাকে স্বাচ্ছন্দ্য বাতাসে।

দীর্ঘশ্বাস

প্রভু এই কি যথেষ্ট যে একটি কবরেই তবে!
আমি কি শরীর শুধু এইখানে শুয়ে যেতে হবে
এতটা বছর ধরে মেখেছি নরম শুভ্র আলো
একটি শালিখ যেন স্নান সেরে শরীর জুড়ালো
আগুনের চুল্লি থেকে একদিন হয়েছি সজাগ
হৃদয়ে ধরেছে কারো অচেনা নরম অনুরাগ
অরণ্য থেকে কুড়িয়ে এনে বীজ করেছি রোপন
গেয়েছি গান ভুলেছি অহেতুক বিনাশের ক্ষণ
যে নদী পাহাড় থেকে পায়ে হেঁটে গিয়েছে সমুদ্রে
পুনরায় বায়ুযানে তারা কি মায়ের কাছে ফেরে
জলের জীবন শেষে আমাদের এই অবসান
কোথায় দিয়েছি পাড়ি জীবনের উদ্দীষ্ট ভাসান
গিয়েছি সুমেরু রোম জেরুজালেম আনাতোলিয়া
পাহাড় থেকে ঈশ্বর পাঠালেন বাণী দূত দিয়া
আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার হয়েছে প্রকাশ
বাতাসে মিশিয়া আছে অফুরান সেই দীর্ঘশ্বাস
আবার উঠিব কেন ভাসিব কি অসীম খেয়ালে
কোথায় ফিরিয়া পাব এই ধন হেলায় খোয়ালে!

ভালোবাসা ও ঘৃণাস্ত্র

ভালোবাসার কথা না বললেও তো মানুষ ভালোবাসে
ঘৃণার কথা না বললেও তো মানুষ করে ঘৃণা
ভালোবাসা ও ঘৃণা দুটিই শিকারির হাতিয়ার
ভালোবাসায় যারা বধ করতে পারে
তারা ঘৃণাকে করে ঘৃণা
কারণ ঘৃণা অস্ত্রটি ব্যবহারে নয় তারা সমান দক্ষ
কোনো অস্ত্র লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে নিজেকেই করে আহত
আবার ভালো বাসতে বাসতে যারা ঘৃণা করতে শিখেছে
তারা পটু সেই ব্রহ্মাণ্ডে—
সকলেই পাবে তাকে ভয়
যারা ভালোবাসে তাদের বোঝা সহজ নয়
তারাও চায় শিকার ধরতে
শিকার ও শিকারির খেলা মর্ত্যে
ভালোবাসার মানুষের পায়ে মানুষ যেমন লুটায়
শিকার ব্যর্থ হলে ফেটে পড়ে ঘৃণায়
ঘৃণা ও সহিংসতা যদিও একমাত্রিক নয়
তবু ঘৃণা থেকে জিঘাংসার জন্ম হয়
যারা ভালোবাসায় দক্ষ তাদের কাছে কিছু ঘৃণাস্ত্রও রয়েছে
ঘৃণার বিষবাষ্পে যারা মানুষ মেরেছে
তাদেরও দুএকটি ভালোবাসার অস্ত্র রয়েছে লুকিয়ে
তবু ভালোবাসাস্ত্র শিকার ও শিকারির পছন্দ
কারণ তাতে ব্যথার তীব্রতা কিছুটা প্রশমিত হয়
হন্যমানের দেবার আনন্দ থাকে
ভিখারিকে ভিক্ষা
এমনকি স্বেচ্ছায় দেহের ক্লান্তিও আনন্দদায়ী
তাই ভালোবসার অস্ত্রই আমাদের বেশি পছন্দ
দেহের ঝুঁকি ছাড়াই টেবিলে থাকে মাংসের রেসিপি
কারণ এখানে শিকার জানে শিকারিও হন্যে

উদারা মুদারা তারা

উদারা মুদারা তারা
এখনো শয্যায় ঘুমন্ত যারা
এখনো নয় দিনের আলোর বাড়া
ঘর থেকে তোরা বারা
শোন পাখিদের কূজন
কি কথা বলে বিহঙ্গের বোন
একটি দিন পেয়েছে ধরণীতে
তাই গীতে গীতে
ভরিয়ে দিচ্ছে শূন্যের কলরব
উঠে পড় সব
আশি বছরের বাসি ফুলে
আমরা বাঁধব না ঘর
দেখব না কে পুত্রকন্যা
এ সব পরম্পর
ছুটে যা দিগন্তে
পথপ্রান্তে
আছে রে সোনার ঘট
আছে রে অনেক বাড়ি
আছে অশত্থ আছে রে বট
অনুসন্ধান কর তারই
নয় কেবল এই যানজট
নয় খটখট
খুলে দে মনভূমি
নদী পেরুলেই আছে বনভূমি
শুকিয়ে যায়নি সব
জন্মিলেই মরিতে হবে
বাঁচিয়া আছে কে বা কবে
এসব ফালতু কবির রব
কেউ তো মরেনি
কেউ তো বাঁচেনি
কেউ তো আসেনি ধরায়

কোমরের সাথে কোমর বেঁধে
আমরা কেবল গড়ায়
গড়াতে গড়াতে হাসি
হাসিতে হাসিতে আসি
আসিতে আসিতে ভাসি
হাসিতে যারা জানে
আসিতে তারা জানে
দাসীতে দিস নে মন
রাখবে বেঁধে প্রভুর ভয়ে

চির দুরন্ত জীবন
কর রাজপুত্রীর অন্বেষণ
যদিও ঘুমে অচেতন
তবু দৈত্য রে কর বধ
এসেছে সময় আসেনি সন্ন্যাস

পা

পা না থাকলে মানুষ ভালোবাসতে পারত না
কারণ ভালোবাসার পাত্রীরা অনেক দূরে থাকে
শুধু পায়ের উপর ভর দিয়ে তাদের কাছে পৌঁছানো যায় না
আগেও যেত না,
তাই নানি দাদিরা একটি পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনে দিতেন
পিঠের উপর পাছা ঠেকিয়ে
পা দিয়ে বুকে মারতেন টোকা
পায়ের ভূমিকা ভালোবাসার জন্য সব সময় গুরুত্বপূর্ণ
নানা রকম পায়ের উপর ভর দিয়ে মানুষকে চলতে হয়
একটি পা ছোট হলেও সমস্য নেই
যদি থাকে পদের বাহার
পায়ে হেঁটে কিংবা পদব্রজে যেভাবেই যাও না কেন

পদের সমর্থন ছাড়া ভালোবাসা দাঁড়াতে পারে না
পায়ের সৌন্দর্য তো সবচেয়ে বড় কথা
পা জড়িয়ে থাকতে পারলেই তো সুখ
তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে কে না চায়
মানুষের চিন্তা তো শেষমেষ পায়ের দিকে নেমে আসে
যদিও আমার পদ নাই, পা নাই
তবু ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

মাতা

সূর্য থেকে এসেছিলাম প্রভুর বাড়ির ছেলে
তবু একটা অন্ধকারে পিতৃ গেল ফেলে
অচিন মেয়ে কুড়িয়ে নিল গাছের খোড়ল থেকে
মত্ত হলাম দোলনাকালে তার ছবিখান এঁকে
সেই মেয়েটাও বড় হলো আমার সাথে খেলে
বলল আমায় নিবি কিনে মূল্য দিয়ে পেলে
গভীর রাতে কুড়িয়ে পেতে একটি বিলাই ছানা
তুই থাকলে ছায়ালোকে দিতে পারি হানা
বকুল তলে খেলার ছলে কুড়িয়ে নিল ফুল
অনেক শাদা অনেক গাঁদা শিষ দিল বুলবুল
শ্রমিক মাছি রানির জন্য কুড়িয়ে নিল ঘ্রাণ
সঙ্গ পেয়ে একটি রাজা করল জীবন দান
গান গাইল নৃত্য অনেক একটুখানি দুখ
অপেক্ষাতে থাকল প্রহর বিষণ্ণ এক মুখ
কুঁড়িরা আজ অনেক বড় কুসুম ফোটার দিন
ফুরিয়ে গেল দিনের আলো দৃষ্টি হল ক্ষীণ
নাতিপুতি বিদ্যালয়ে যাবে না আর মাস
কার কন্যা মায়ের সাথে গুছিয়ে নিল বাস
মায়ের ঘরে এসেছিলাম মায়ের আঁচল পাতা
মায়ের কাছে যাচ্ছি ফিরে সেই মেয়েটি মাতা।

ধীবরবিলাসী

ডাঙায় আছি বলে জলেও একখানা রেখেছি
বাতাসে উড়ার সময় ভেসে থাকি তার ডানায়
এই আমি নিশ্চিত করে কখনো বলিনি
যারা এসেছিল ভিন্ন বার্তায়
যাদের অবয়ব ছিল চিন্তার ভিন্ন আবরণে
তাদের পাশে ছিল আমার বসিবার স্থান
নতুবা পতনকালে, নতুবা মৎস্য-শিকারে
কে আমার বড়শিতে চুম্বন দেবে এসে
যে সব মাছ আমাকে দেখতে চেয়েছিল
তারাই বাতাসে ভাসার সাহস দেখিয়েছে
অথচ দক্ষিণে গেলে যারা বাম দেশ দেখে
মাটিতে সমাধির পরে তারা আকাশ চেয়েছে
আমিও ঝরেছি তাদের নগ্ন বক্ষের পরে
উড়ন্ত পালকের সাথে তাদের ছুঁয়েছি
শরীর বশীভূত খেলায় পরাস্ত হয়েছি
অপারগতার শাস্তি যদিও পেয়েছি
তবু বস্তুত মানুষ ধীবরবিলাসী

ছুরি-বটি

তোমার ছুঁড়ি-বটি দিয়ে তোমায় কিভাবে রুধিব বঁধু
হেঁশেল ঘরে নির্দয়ভাবে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং কাটছ কদু
একটি মাছের প্রাণ নিতে তোমার কাঁপে না বুক
তোমার অস্ত্রের ভয়ে এমনি আমার বুকের অসুখ
যখন তুমি থাক না ঘরে একটি পিয়াজ
কাটতে গেলে হাত কাটে নয় চোখের ঝাঁজ
আবার বলছ কিনতে হবে ছুঁড়ি ও দা
না হলে প্যাদাবে তোমার দাদা

কলসগুলি যদিও খালি পানি তো নাই
হাতে তুলে যদি না দাও গ্লাস কেমনে খাই

আচ্ছালামু আলাইকুম! আই লাভ ইউ

আচ্ছালামু আলাইকুম! আই লাভ ইউ বলেই
বোরখালী মেয়েটি খিলখিল গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়
যদিও তার সঙ্গে ছিল দুটি ফুটন্ত গোলাপ
তবু কণ্টকের আড়াল থেকে জানতে পারিনি তার মাপ
কিন্তু সেই থেকে শুরু হলো আমার লাইলি-মজনুর দিন
তার কণ্ঠের হাসি আই লাভ ইউ বলা হৃদয়ে অমলিন
কিভাবে চকিত প্রকাশিত হয়ে হারিয়ে গেল সে
এখনো সেই কণ্ঠ আমার কানে আসছে ভেসে
আচ্ছালামু আলাইকুম! আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ
সে কি বিদেশি মেয়ে নাকি দেশি পিউ কাহা পিউ
আমি শুনেছি তার কণ্ঠের ধ্বনি, জানি বোরখার রঙ
দূর অদৃশ্য হওয়ার কালে দেখেছি তার চলনের ঢঙ
তাই যখন দেখি রাস্তায় কোনো বোরখা পরিহিতা
দ্রুত তার সামনে গিয়ে বাঁধি জুতার ফিতা
কেউ চলে যায় পাশ দিয়ে কেউ করে না ভ্রুক্ষেপ
অনেকেই আমার দশা দেখে করে আক্ষেপ
কখনো লাইলি লাইলি বলে জড়িয়ে ধরি কারো হাত
কেউ মমতায়, কেউ থাপ্পড় দিয়ে চলে যায় তফাত
আরব মরুতে চলে যে-সব উটের কাফেলা
বাজানের কিশতিতে চড়ে আমি দেখি তাদের পা-ফেলা
দাড়িগোঁফ কাটি না আর যবে তুমি দিয়েছ আস-সালাম
সেই থেকে সব মিথ্যা কেবল সত্য তোমার নাম
আমাদের বিয়ে হবে ফেরদাউস জান্নাতে
ইমানদার খাবে ভোজ আমি পাব তোমায় হাতে-নাতে
দুজনে ঘুরতে যাব হাতির হাওদায়
এখন এসব ভাবনা মিছা ভাবছি হুদায়!

নীল গোলাপ

আমার কাছে চেয়েছিলে—একটি গোলাপ নীল
সেই গোলাপটি খুঁজছি আমি সকল নদী-ঝিল
বলেছিলে—অনেক গোলাপ শুভ্র কিংবা পীত
এমন রঙের বাহার হবে কেউ নয় অবহিত
বিশ্বজোড়া অনেক প্রেমিক পুষ্প কি আর কম
একই রঙের গোলাপ যুগল অর্ঘ্য যে হরদম
একটুখানি ভিন্ন গোলাপ ঈষৎ ভিন্ন রঙ
আমার মনের ইচ্ছে পূরণ নীল গোলাপের ঢঙ
সেদিন থেকে নীলের খোঁজে পথ করেছি ঘর
বিশ্বে যত গোলাপ বাগান দেখছি একের পর
ফুলবিলাসী জনের কাছে বিনয় করে হাত
কোথায় পাব এমন গোলাপ বলুন সহজাত
কেউ ভেবেছে খামখেয়ালী চাঁদ পেয়েছে বুঝি
কেউ ভেবেছে হয়তো আমি নীলপদ্ম খুঁজি
অনেকটা পথ একাই হেঁটে অনেক বছর পার
দেখছি এখন প্রতীক্ষাতে নীল লাগবে যার
সব বাগান আজ নীলের ছটা নীলের বিভাবরী
নীল ছাড়া আর হয় না গোলাপ নীলের ছড়াছড়ি
নীল নীলাম্বু নীলাঞ্জনা নীলকণ্ঠ যার
নীলাচলে নীললোহিতের কেবল উপহার
নীলকান্তমণি হাতে আকাশ নীলাম্বরি
নীল গোলাপের শয্যা নিয়ে ডাকছে নীলের তরি।

তার মতো হও

তার মৃত্যুর পরে সবাই বলল, তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন
তার বিরুদ্ধে ছিল না সহকর্মীদের অভিযোগ বিশেষ
সকল বিবেচনায় তিনি ছিলেন এক সাধু পরুষ
জাতির কল্যাণে সবকিছু করেছেন—যুদ্ধ ব্যতিত
উপরওয়ালারা খুশি না হলেও চাকরির ঝুঁকি ছিল না কখনো
কারণ নিয়মের বাইরে দেননি কোনো মত জীবনে
চাকরির আমলনামায় ছিল না তার দাগ
পাড়া-পড়শিরাও এরচেয়ে বেশি ভাবেনি কখনো
পান-জর্দা একটু আধটু খেলেও ধূমপানের ছিল না অভ্যাস
পাড়ার হকারও খুশি ছিল তার পত্রিকা অনুরাগে
প্রতিদিনের খবরে তার প্রতিক্রিয়া ছিল স্বাভাবিক
পুলিশের খাতাতেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ
জীবনে একবার হাসপাতালে গেলেও সুস্থ ছিলেন বেশ
ব্যাংকের ঋণ ও ইনস্যুরেন্সের কিস্তি পরিশোধে হয়নি ব্যত্যয়
আধুনিক মানুষের সবগুলো গুণ ছিল তার
শান্তির সময় শান্তির পক্ষে, যুদ্ধের ভীতি ছিল না অতীতে
তার ছিল সুখী দাম্পত্য জীবন
দিয়েছিলেন পাঁচ সন্তানের জন্ম
বলা যায়, পিতা হিসাবেও আদর্শ তার কালে
এমনকি স্কুল জীবনেও করেননি হৈ চৈ
সুবোধ ছাত্র ছিলেন—শিক্ষকের ভাষায়
সুতরাং এই প্রশ্ন করা অবান্তর হবে—
তিনি কি স্বাধীন ছিলেন?
তিনি কি ছিলেন সুখী?
আমাদের সবারই কি উচিত তার মতো হওয়া।

অংশীদার

আমার ভালোবাসা এমন নয় যে তুমি ঘৃণা করলেও বাসতেই থাকব
কেননা আমার ভালোবাসা কেবল শারীরিক চেতনা নয়
আমার মনোচেতনাও তোমাকে স্পর্শ করতে চেয়েছে

যদিও আমার চোখ প্রথমে তোমার আঁখির কটাক্ষ পেয়েছে টের
তবু আমার ও তোমার অব্যক্ত কথাগুলোই তারা বলতে চেয়েছে
যদিও তারা কেউ জানত না কি সব কথা ছিল তাদের

যদিও তোমার রঙ ও উচ্চতাকেও আমি উপেক্ষা করিনি
কেননা তোমার রঙই তো ছিল আমার প্রিয় রঙ, আর
তোমার উচ্চতা আমি হিমালয় শৃঙ্গের মতো উঠতে চেয়েছি

যদিও তোমার কোমর ও বক্ষের মাপ আমি গোপনে নিয়েছি
তবু কামুকতা আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না
কেননা দুর্গম অনেকটা পথ আমরা পাশাপাশি হাঁটতে চেয়েছি

কখনো কাঁধে কখনো পিঠে কখনো পেটেও বইতে হবে আমায়
পথের মাঝখানে যে সব শিশু খাদ্য ও পানির জন্য করবে আহাকার
তারাও তো তোমার বক্ষের অংশীদার

গালিব ও আমার বন্ধুরা

আমার বন্ধুদের অনেকেই ধর্মপ্রাণ
তবু কবিতায় মতি আছে বেশ
সুযোগ পেলে শুনিয়ে দেন দুএকটা সরেস
অবশ্য তার অধিকাংশ মীর কিংবা গালিব
এমনকি বলেন, কবি ছিলেন আলী ইবনে তালিব
খৈয়ামের রুবাইয়া হাফিজের গজল দুএকখান
শাদির বুঁস্তা—রুমির মসনবি ধরেও দেন টান
যদিও পবিত্র কোরান কবিতার পক্ষে নয় খুব
তবে ইমানদারের জন্য নয় মানসুখ
এটা তো ঠিক কবিরা যা বলেন তার অর্থ বোঝা দায়
বস্তুর প্রতীক নির্মাণের ভার তিনি মানুষকে দেন নাই
সব কিছু তো তিনিই বানিয়েছেন—
এমনকি পর্বতে ঝুলন্ত দ্রাক্ষাকুঞ্জ
মানুষের চেতনানাশি গঞ্জিকাপুঞ্জ
এ সব আমিও জানি আমার বন্ধুদের তরে
কখনো তারা আমারও দুএকখানা কবিতা পড়ে
নামাজ রোজায় যদিও আমার ততটা নেই মতি
কবি বলে হয়তো ভাবে আমার দুর্গতি
তারা বলে কবির জন্য নয় আলাদা হিসাব
জাহান্নাম নিশ্চিত যতই দেখাও ভাব
বলি- বন্ধু তাহলে গালিবের হবে কি
কোথায় লুকাবে খৈয়ামের শরাব শাকি!
বলে তারা শুধু কবি নন—আল্লাহর খাস বান্দা
তুমি তো করো কেবল মদ খাওয়ার ধান্দা
আগে কবি হও ওদের মতো
তারপর শরাব গেলো যত-ততো
বলি, শরাব-সাকির পক্ষে যদি তারা না গাইতেন সাফাই
কে আর ঘাটত তাদের এই পরিত্যক্ত ছাই!

ঈর্ষা

এত ঈর্ষা নিয়ে কী বাঁচা যায় প্রভু
কারো ভালো দেখলেই মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে তবু
ভাবি ওটা তো আমারই প্রাপ্য ছিল বেশ
অপাত্রে তুমি এত দিয়েছ অশেষ
আমাকেই লিখতে হবে সকল ভালো কবিতা
আবার আমারই থাকতে হবে সমান জনপ্রিয়তা
কেউ যদি কারো করে প্রশংসা
মনে হয় সেই লোক আমি কেন না
আমি যখন কম লিখি—বলি কম লেখা ভালো
জেনে রেখ বেশি লেখে শাবক বরাহ
রবীন্দ্র-কবিন্দ্রের কথা যদি কেউ বলে
বলি তখন আমিও যেতাম না ইশকুলে
আমার লেখা যদি কেউ না পড়ে
জীবনবাবুর কথা বলি বারেবারে
অবশ্য ট্রামের নিচে পড়তে চাই না কখনো
চাকরি যাওয়ার ভয়ে বস ডাকি ঘন ঘন
লেখককুলের মধ্যে যদি কেউ হয় ধনি
বুর্জোয়া বলে তাকে খারিজ করি তখনি
মনে মনে ভাবি, আমার বাবা যদি দেবেন্দ্রনাথ হতো
আমিও কবি হতাম রবীন্দ্রনাথের মতো
পুরস্কার পায় যদি কবিতাতে কেউ
বলি তখন ওইসব পাওয়া যায় তেলবাজিতেও
পুরস্কারের জন্য আমি লিখি না কখনো
গোপন ঈর্ষা তবু পেয়ে যাই যেনো
অন্যের ভালো দেখলে আমার পোড়ে
এমন ঈর্ষার অনলে প্রভু বাঁচি কী করে!

বৃষ্টি

ধান লাগাতে—ধান কাটতে আজ বৃষ্টির প্রয়োজন নেই
বৃষ্টি—বৃষ্টির জায়গায় বর্ষিত হোক
খাল ভরুক কিংবা নদী
আমাদের আফিসের রাস্তাগুলো কেন করে থাকে দখল
আমাদের কেন বলতে হয়—পৌর মেয়রগণ—
আপনার স্ত্রীদের একটি কলস দিলে—পাবেন বৃষ্টির মন
বৃষ্টি ছাড়াও আমরা নৌকা চালাতে পারি বাঁশের গেটে
ধান না ফললেও নিতে পারি চেটে
বৃষ্টির রোমান্টিক আকুতিগুলি যক্ষের কামনার ফল
বৃষ্টিতে স্নান করেছিলেন রবিবাবুর দয়মন্তী নল
এই বৃষ্টি বাংলার নারীদের প্রণয় চেতনা
এই বৃষ্টি ছাড়া তারা দিনে স্বামীদের পেত না
অথচ দেখ আজ এই বৃষ্টিতে বিশটি বালিকা
অফিসের পথে কাকভেজা নব্য মালবিকা
এখনো বৃষ্টি এলে সাহিত্য সম্পাদকগণ
সখের কবিতা ছাপেন কয়েক টন
একটি ক্রোড়পত্র নিয়ে দলবদ্ধ শিশুদের সাথে
বৃষ্টির কবিতার রূপকল্পে মাতে
আরে বাবা কবি তো ছিলেন একখান জীবনানন্দ
তাকে তো পারেনি ছুঁতে বৃষ্টির লাবণ্য—আনন্দ
তবু সুখে থাক আমাদের পাড়ার বৃষ্টি
সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে করুক সৃষ্টি।

ভোম্বল

বাঘের মাসি আমি ভোম্বল দাস
কে আছে তল্লাটে আমায় ঘাটাস
অরণ্যে করে বাস সিংহে বিবাদ
পানিতে থাকবি যদি কুম্ভীরে সাধ
হরিণ ফরিঙ যত আমাতে নত
তেড়িবেড়ি করলে খাব ভাগ মত
আমার গুণের কথা জানে সকলে
শিশুরা ভয় পায় মায়ের কোলে
আমায় স্মরণে আনে অশ্বের সহিষ
এক ঘাটে খায় পানি বাঘে ও মহিষ
কে আছে তল্লাটে আমি ছাড়া ত্রাস
বাঘের মাসি আমি ভোম্বল দাস

মুখে বলার আগে—এক দুই তিন
দুনিয়ার মায়া থেকে করে দিই স্বাধীন
এখনে শান্তিতে আছে বনের পশু
সকলের পায়ে আছে চামড়ার সু
আরামে খাচ্ছে সবে লকলকে ঘাস
আমায় বলছে তারা শাবাশ শাবাশ
এই বনে তারা জানে আমিই নেতা
আমার পরিচয় শুধু ক্রেতা বিক্রেতা
অধীনে থাকবে যারা অশেষ ধন
অবাধ্য হলে হবে নির্ঘাত নিধন
বনের রাজ্যে তাদের নিরাপদ বাস
বাঘের মাসি আমি ভোম্বল দাস

জলস্থলে অন্তরীক্ষে আমি ছাড়া কে
সকলের স্কন্ধে বেশ বসেছি জেঁকে
মামুরব্যাটা ল্যাটাপ্যাটা মামদোভূত
করতে পারবে না আর কোনো জুত
গিলে ফেলি একদম পেলে কোনো ছুঁৎ

এই বনে কোনখানে পাবে না খুঁত
নৈশভোজে আজ ছিল পঞ্চ ব্যাঞ্জন
চৌদ্দর ফন্দ হতে আর বাকি কতক্ষণ
কিছু হলে হুয়া হুয়া শেয়ালের বাচ্চা
বাধা পেলে ভাবি না কে কার মার ছা
অহেতুক কিছু পশু করে হাসফাঁস
বাঘের মাসি আমি ভোম্বল দাস

এই বনে যদি পড়ে মানুষের পা
এই কাজে সায় আছে জান বড়পা
আমরা সেরা জীব প্রাণিদের কুলে
দাঁতনখে ধার খুব পশু নির্মূলে
মাঝে মাঝে সুর তোলে বরাহ শাবক
অশান্ত হয়ে ওঠে বিদ্রোহ পাবক
সংখ্যাটা বড় নয় কৌশলের কাছে
আমাদের ঘটে সেই বুদ্ধিটা আছে
শিকারকে পাল থেকে আলাদা করি
তারপর দাঁত দিয়ে তার প্রাণ হরি
কণ্ঠনালী ছিঁড়ে মারি বন্ধ করি শ্বাস
বাঘের মাসি আমি ভোম্বল দাস।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বদলে

কোনো প্রাণির সময় হয়েছে জানলে—এখনো ছুটে যাই সেখানে
গভীর আনন্দে উপস্থিত থাকি তাদের মিলনের ক্ষণে
যদিও গ্রামের পথে শিশুবেলায় এসব দেখেছি অনেক
অবাক করেছে দু'টি কুকুরের লেজে বেঁধে টানাটানি
একটি পোয়াতি গাভীর ডাক—পুলকিত করেছে গোটা সংসার
কন্যাব্রত যত্ন নিয়েছেন মা তাদের গর্ভকালে
যদিও মহিষ কিংবা ভেড়ার গোপন ধারণ দেখা যেত কদাচিৎ

তবু তাদের মিলন ছিল আমাদের আনন্দের ভিত
একটি ছাগির দড়ি ধরে আমরা নিয়ে গেছি ডাক্তারের কাছে
প্রাচীন ঋষির মতো শ্মশ্রুধারীর বচনের পরে রোগ সেরে গেছে পাছে
একটি মোরগের সাথে ছিল আমাদের দশটি মুরগির প্রকাশ্য প্রণয়
যদিও দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে উঠতে পরত সে সঙ্গীনির পিঠে
হাঁসগুলো ল্যাড়ল্যাড়ে ঝুলে থাকত নরম লেজের নিচে
আমার শৈশব সে-সব দেখেছিল নেড়েচেড়ে
এইসব মিলন ছিল আমাদের জীবন্ত উৎসব
পশুরা মিলিত না হলে মানুষ বাঁচতে কি করে
এইসব মিলন করেছে রচনা আমাদের মিলনের পথ
উপহার দিয়েছে পরিবার ও রাষ্ট্রের গল্পের মহরত
সেদিন মিলন ছিল সামাজের যৌথ প্রয়াস
অথচ আজ এইসব মানুষের ব্যক্তিগত গোপন কামিতা
আজ মানুষ হারিয়েছে মিলবার ক্ষমতা
মা থেকে কন্যাকে আলাদা করে পুত্র থেকে পিতা
বিশ্বায়ন দিচ্ছে বেচে জন্মহীন পণ্যগ্রাফির ফিতা
পুত্রবধূর মিলনে তাই নেই শাশুড়ির আন্দের ভাগ
অনাগত বংশ রক্ষায় দায়ে থাকছে না সজাগ
কেননা দেখবে না সে আর নাতিদের মুখ
অনুভব করে না আর তাদের আনন্দের অসুখ
পুত্রের নিষ্ফল পরিশ্রম কেবল দুঃখবাদিদের আনন্দের তরে
মিলনের হয়েছে অবসান আজ চিন্তার বলাৎকারে
তবু আমি এখনো হাঁটি গ্রামের পথ ধরে একা
যদিও সে সব হয় কদাচিৎ দেখা
নিঃসঙ্গ চিবুচ্ছে ঘাস একটা দুধেলা গাভি
কোথাও পায় না দেখা একটি ষাঁড় যার আছে ঝুলন্ত নাভি
বলদ কোথাও আছে অন্ধকারে—কয়েকটি মাংসের থলি
ঠাণ্ডা ফ্লাস্কে কিছু শুক্র নিয়ে প্যারাভেট চলি
তরিতরকারির সাথে শাশুড়ির নাতিদের বেচি
বংশ রক্ষার দায় আজ মানুষের ফুরিয়েছে
তাই আমি বনের পথে পশুদের সাথে একাএকা ঘুরি
যেখানে পণ্যগ্রাফি নেই—রয়েছে পবিত্র মিলন
যেখানে নিষ্ফল আনন্দের বদলে রয়েছে জীবন

বনের পশুদের দেখি তাদের জোঁ আসবার কালে
একটি বাঘিনী কিভাবে চুমু খায় ব্যাঘ্রের গালে
রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বদলে শুনি একটি মৌমাছির মিলনের গান
দেখি—রানির সংস্পর্শে এলে কিভাবে তারা জীবন বিলান।

মানুষ

আমার ঘরের দরোজা আজ খুলেছি রাতে
কুকুরের তাড়া খেয়ে যে সব মানুষ রয়েছে তফাতে
যে সব শিশুরা ডুবিছে পানিতে
তাদের তরুণ দেহখানি তুলে নিতে
আমিও যে মানুষ ছিলাম অন্তত গল্পে শুনেছি
তার পরিচয় কখনো কি দিয়েছি
কখনো কি নিজের ব্যঞ্জন থেকে
একটি শাকের ডাটা দিয়েছি তাদের দিকে
কখনো কি বলেছি—এসো ভাই
যে সব জানোয়ার তোমাদের তাড়ায়
আমরা তাদের সাথে নাই
এসো ভাই—এই নাও তৃষ্ণার জল
আমাদেরও নাই খুব বেশি সহায় সম্বল
যদিও আমাদের বাড়ির আঙিনা
আমাদের থাকার জন্য যথেষ্ট না
তবু মানুষ ডুববে পানিতে
মানুষ মরবে উত্তরের শীতে
বুলেটের তাড়া খেয়ে যারা এসেছে পালিয়ে
যাদের ঘরবাড়ি শিশুদের দিয়েছে জ্বালিয়ে
তাদের কি এখনো বলব তফাত
তাদের কি বলব তোমরাও বজ্জাত
এখানে হবে না তোমাদের ঠিকানা
এখানে কুকুর ও মানুষের প্রবেশ মানা

আমার অন্তর আজ এইসব জিঘাংসার অপরাধে
নীরবে নিভৃতে একাকী কাঁদে
তাই আজ রাতে খুলেছি আমার ঘরের কপাট
দিয়েছি লিখে এই নিঃস্বদের রাজ্যপাট
অনেক হয়েছে ভাই—এবার ধরো প্রতিরোধের লাঠি
আকড়ে ধর মা মাটি

মারো-মরো নিজের মৃত্তিকায়
আমরা সাথে আছি—তোমাদের ভাই
দানব বধের মন্ত্র আমাদের আছে জানা
মানুষ বিপন্ন হলে আমরা নিশ্চুপ থাকি না।

মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লেখা অনেকটা যৌথ উদ্যোগের মতো
কাজটি তোমার—অথচ অন্য কাউকে সহায়তা করতে হবে
যদিও সেটা তোমার সামর্থ্যের প্রশ্ন
তবু তোমায় নির্ভর করতে হবে প্রেরণার উপর
যার নাম মেধা—অথবা মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়
মেধা নেই তো কবিতায় সম্ভোগ নেই
এক-আধটু প্রেম—ও যে-কেউ করতে পারে
প্রেম জিনিসটা অনেকটা ধীবরের ইচ্ছের মত
মৎস্য শিকারের প্রাথমিক উদ্যোগ—
তার জন্য চাই অন্তত একটা ফিশিংলাইন
রাতের খাবারে শিকারের ম্যেনু দীর্ঘ প্রক্রিয়া
কবিতাও এক যুগল মৃগয়া
অনেক উদ্যোগ—সফলতা খুব কম
সব ঠিকঠাক ছিল হঠাৎ দরোজায় খুট
অমনি দিগ্‌বিজেতা কুবলাই খানের অসমাপ্ত পতন
কবিতার প্রশ্নে সর্বাধিক মেধাকেই প্রশ্রয় দেয়া ভালো

যদিও বন্ধুরা বলবে মেধাশাসিত স্ত্রৈণ কবিতা
তবু কাজটি তোমার—শিকারির নৈঃশব্দ্য কাম্য
মেধা বিগড়ে গেল তো প্রেরণাও অনুবর্তিনী
তুমি শূন্য বিছানায় যতই কসরত করো
ছন্দপতন ছাড়া তখন কিছুই হবে না
তাই কবিতা লিখতে হলে মেধার সাথে থাকো
মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকো..

হিন্দু-মুসলিম

মুসলিম আমার ভাই হিন্দু আমার দাদা
যারা বলে ঠিক নয়—তারা হারামজাদা

নারীর গর্ভে জন্ম নেয় মানব সন্তান
ধরনীর পরে আশ্রয় পায় সকল প্রাণ

ঈশ্বর যিনি হয়তো আছেন—তিনি সবার
দায় কি তার হিন্দু কিংবা মুসলিম হবার

তুমি বৌদ্ধ নাসারা ইহুদি কনফুসিয়াস
মানুষ হয়ে পুনরায় এসো মানুষের কাছ

বল সমস্বরে এসেছে ধর্মের নব বিধান
ধর্মের নামে হবে না পৃথক—মহাপ্রভু চান

যারা খুন করে ধর্মের নামে তারা খুনি
তাদের মুখে আমার কথা আর না শুনি

যারা করেছে লুণ্ঠন—নারী পশু ও ঘরবাড়ি
তারা—খুনি ধর্ষক ক্ষমতালোভী দুষ্কৃতিকারী

শরৎ মেঘের স্বগতোক্তি

এই শীতে শরতের শুভ্রতা
মেঘ আছে—নেই—পিতার সাথে খেলতে গেছে
মেঘ-চাচাদের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ
মেঘের রাজ্যে সবাই মেঘ
মানুষের রাজ্যে যদিও মেঘরাও মানুষ
তবু মেঘ কাজিনদের চিনতে একটু কষ্ট হয়নি
যদিও মেঘদের রঙ মানুষের মত শ্বেত ও নিগার
তবু শাদারাও মিশে যেতে পারে কালোর রাজ্যে
দিব্বি খেলে বেড়াচ্ছে মেঘ
মা-বাবাদের অন্যত্র বিহার নিষিদ্ধ নয় এখানে
মেঘদের মনে অনেক কান্না থাকলেও
আজ আর ঝরবার ইচ্ছে নেই তাদের
রয়েছে কিছুটা কাজ
মেয়েদের বিয়ে-থা দিতে হবে
নাতিদের চিৎকারে গ্রীষ্মে ফাটবে আকাশ
ও মেঘ তুই এখন কোথায়
তোর মা গিয়েছিল চোখ শুকানির দেশে
তুইও কি বাবার মতো অবাধ্য হয়েছিস
আমাদের চোখে আর কত জল থাকবে বল
তোর জন্য পৃথিবীতে ঝরে যেতে হবে
তুই জানিস না শরতে আমরা বেশি কাঁদতে পারি না
শীত আসার আগেই আশ্রয় নিতে হবে হৈমশৃঙ্গে
যাওয়ার আগে চন্দ্রের মলিনতা ধুতে হবে
অনেক কুকুর মিলেছে অনেক কুরঙ্গ
তাদের ছানাদের রয়েছে মানা মানুষের সঙ্গ
মেঘ তুই ফিরে আয় মায়ের কাছে
মানুষের পৃথিবীতে মেঘরা কিভাবে বাঁচে!

অক্ষত

তোমায় বাসব ভালো তাই অক্ষত রয়েছি
ধুলার ভোজের আগে বাতাসে সাঁতার কেটেছি
প্রেমে যদিও অঙ্গের দৃশ্যত ভূমিকা নেই
তবু ভালোবাসায় রয়েছে দ্রব্যের গুণ
আমার এসব কথা শুনে তুমি হেসে হও খুন

হাসতে হাসতে বল—বাবা এ কেমন পাগল
আমায় তুমি বাসবে ভালো—কোন সমুদ্র হতে
কোন মরুতের বাতাস এনে বলবে বাদাম তোল
ভালোবাসায় এমন হ্যাপা এমন হরিবোল

একটি নদী খাড়ার তলে অনেকটা জলপানি
বায়ুর সাথে উড়তে যেয়ে কান্না হয়ে থামি
জলের সাথে থাকি তবু সর্পে আমার ভয়
বিষ নামানোর পরে কে নেয় ওঝার পরিচয়

এমন হলে কে আর বল মিলবে তোমার মতে
আমি তো ভাই ভাসছি একা ভালোবাসার স্রোতে
ভালোবাসা অনেকটা দূর আড়াল থেকে ঘাত
ভালোবাসার জন্য আমার এমন অনাঘাত।

অনুধ্যান

যে কথাটি লিখতে আমি চাই
যে ছবিটি আকঁতে আমি চাই
তার জন্য আমার ভাষা আমার তুলি নাই
বেদনা তার ছিল রঙিন
কি কথা যে বলতে চেয়েছিল

হয়নি বলা বুকের ভেতর কোথায় লুকাল
একটি নদী যাত্রা পথে চোখের জলে ভাসে
শঙ্কাতে বুক উঠছে ফুলে ফিরবে কৈলাসে
যার জন্য ঘর ছেড়েছে পাহাড় থেকে নেমে
সেই তো অনেক উচ্চে থাকে
নয় তো যাওয়া থেমে
আমায় তিনি পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন উচ্চাসনে
গড়িয়ে পড়ার দিনগুলি সে রাখছে কি আজ মনে
পায়ের নিচে বিছিয়ে দিয়ে করুণ তৃণভূমি
কে আর আমায় ডাকবে কাছে বলবে ললাট চুমি
অনেকটা পথ একাই গেছ
এবার না হয় থামো
জানি তোমার মায়ার বাঁধন পাহাড় থেকে নামো
আমার পক্ষে নয় তো চলা
উজান ঠেলে ঠেলে
বুকের ভেতর কান্না পুষে তোমায় যাব ফেলে
অনেক তোমার সঙ্গী ছিল
অনেকটা পথ একা
হয়নি বলা শুরুর কালে যখন হতো দেখা
দেহের মধ্যে বন্দি আমি লুকিয়ে চপলতা
কেউ জানে না কান্না কিসের এমন গোপনতা
কেন আমায় যেতে হবে তোমার বাঁধন ছিঁড়ে
কেন আমার চিন্তাগুলি উঠল তোমায় ঘিরে-
হাসিয়া কাঁদিয়া তোমায় ঘিরিয়া
আসিব কি আমি আবার ফিরিয়া
লিখিব কি আমি কবিতা ভরিয়া
আঁকিব কি আমি রঙতুলি দিয়া
তোমার দেয়া দুঃখ গাঁথিয়া
তোমার গলায় দেব পরাইয়া
বলিব আমায় সঙ্গে রাখিয়া
অঙ্গ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া
যেখানে খুশি যাও চলিয়া কোন বেদনা নাই
যতটা দুঃখ সয়েছি আমি তার কিছু জানা নাই

কেনই বা আমায় এখানে আসা
কেনই বা আমার সৈকতে ভাসা
কেনই বা আমায় জাগিতে হইবে বল
ঘুমিয়া ঘুমিয়া দেখিব তোমায়
ভরিব তোমার গণ্ড চুমায়
ছাড়িবে কেমন করে
দেহের সঙ্গে মিশিয়া যাইব
প্রতিটি বাঁকে ইজেল তুলিব
জানার জন্য যে ব্যাকুলতা
দেখার জন্য যে আকুলকতা
সঞ্চিত ধন সকলি ফুরাব
যত ক্লেদ ঘাম জমেছে আমায়
যতটা বাঁকে নিজেকে নামায়
ততখানি আমি পুষিয়া নিব
বলিব বন্ধু অনেক হয়েছে আমায় তুলিয়া দিব
যদিও এসব স্বপ্নে ঘটা
যদিও দিন গিয়েছে ক'টা
তবু হারিয়েছি দূর ব্যবধানে
আমার দিন নয়তো রঙিন
কেটে যাবে তোমার ধ্যানে।

পড়ন্ত বেলা

এ কেমন নদী
সবটা যদি ধুয়ে নিতে চায়
যারা জীবনের সবকিছু ছিনে নিয়ে
চলে গেছে অমরায়
আছে দুপাশে একটু কাছে
হাত ধরতে চায় নিকটে এসে
কত দ্বিধা তার জড়ায়ে রয়েছে

উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে পাছে
সেও কি পারবে নিকটে এসে
দুএকটি কথা বলবে ও কবি
এখনো অবলা রয়েছে সবই
যাত্রা পথে উপল ঘাতে
ছড়িয়ে পড়িছে প্রথম প্রাতে
অনেক কথা জমেছে মনে
শরীরে জমেছে ক্লান্তি অতি
তোমার পাশে রয়েছে বসে
জানি না তাদের কেমন মতি
আমার জন্য তোমার সময়
আছে কি কোথাও একান্ত হায়
আমিও তো অনেক গেছি দূর বেলায়
তোমার সঙ্গে যাওয়ার সময়
আমার জন্যও সহজ তো নয়
কিন্তু আমার এ সব কথা
তোমায় ছাড়া বলা যাবে না তা
কেননা তোমার কবির জীবন
লিখে রেখে যাবে প্রতিটি ক্ষণ
আমার ইচ্ছা ব্যথা বেদনা
প্রেম অনুরাগ অভিমান খানা
পথে দাঁড়াবার যত অনুপ্রেরণা
সবটুকু তুমি করেছে রচনা
পেয়েছি তোমার কাছে
জীবনে যে সব হারিয়ে ফেলেছি
যে সব ইচ্ছে গোপন রেখেছি
কাউকে ছোঁয়ায় অবশ চেতনা
দুঃখ দিয়েছে পরিচিত জনা
যে সব কথা ভাবিনি কখনো
ভুলে গেছি অবহেলায়
অথচ সে সব তোমার কলমে
দিনে দিনে আমি খুঁজেছি যে তাই
কখনো ভেবেছি লিখেছ সঠিক

তোমার কথা হয়তো বা ঠিক
আবার ভেবেছি হয়তো বা নয়
কবির মনের অহেতুক উদয়
বিভ্রম ছাড়া নয়
তবু সাগরের উপল বেলায়
পড়ন্ত দিবা রঙিন খেলায়
তুমি ছাড়া কেউ নাই
তোমার ইচ্ছার প্রকাশ ব্যতীত
আমার জীবন যাবে যে বৃথায়।

বাংলাদেশ

আমি বলছি, বাংলাদেশ জিতেছে
তুমিও তাই বলছ, আমিও তাই বলছি
তুমি হারলে, আমি হারলে—বাংলাদেশ হারে
বাংলাদেশ জিতলে তুমি জেতো, আমি জিতি
তুমি যখন একাই জিততে চাও
তখন তুমিও হার, আমিও হারি
বাংলাদেশ হারে না—হারতে হারতে জিতে যায়
একটা উইকেট পড়ে গেলে আরেকটা থাকে
সবগুলো পড়ে গেলেও
ঘুড়ে দাড়াবার আকাঙ্ক্ষা থাকে
তিরিশ লক্ষ পড়লেও
আরো তিরিশ কোটি পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে
আমরা হারতে হারতে জিতে যাই
জিততে জিততেও জিতে যাই
বাংলাদেশ সব সময় জেতে—বাঙালিকে দেখ
এক বাঙালিই তো শুরু করেছিল
এক বাঙালির সাথে
আজ কোটি কোটি বাঙালি

কোটি কোটি বাঙালির সাথে
যারা মারতে এসেছিল তারা মারা গেছে
যারা বন্ধু ছিল তারা জেগে আছে
বাংলাকে মারতে এলে আমরা মেরে দিই
বাংলা আমার মায়ের মা, পিতার পিতা
তাদের প্রতিটি চিহ্ন রেখেছে ধরে এই বাংলা
বৈদিক চেয়েছিল সংস্কৃত হও
ব্রিটিশ চেয়েছিল ইংরেজ হও
পাকিরা চেয়েছিল উর্দু হও
আমরা বাঙালি ছিলাম বাঙালি হয়েছি
বাংলাকে দাবিয়ে রাখবে কে
বাংলাদেশ থাকে বাঙালির মুখে
বাংলাকে হারাবে কে
বাঙালি গেলে বাংলাদেশ সাথে যায়
বাঙালি ফিরলে বাংলাদেশ ফেরে
বাংলার জন্যই তো দেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
যারা বাংলায় কথা বলে তারাই দেশ
যারা বাংলা জানে না তারা বিদেশ
দেশের মধ্যেও বিদেশ থাকে
বিদেশেও রয়েছে দেশ
সবখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ।

শুঁড়িখানার গান

যারা ছোটাছুটি করে এ বার থেকে ও বারে
মদের দোকানগুলো খুঁজে বেড়ায় রাজধানীর রাস্তায়
সাকুরা থেকে শ্যালে; লাভিঞ্চি থেকে রেডবাটন
রাস্তার ওপারে গেলে অভিজাত সোনারগাঁ, রূপসীবাংলা
একটু বিলম্ব হলে কোথাও থাকে না দাঁড়াবার স্থান

যদিও সর্বত্র উপচেপড়া ভিড়
তবু পৃথিবীতে মদের লাইসেন্স সবচেয়ে কঠিন
মদ নিষিদ্ধ ধর্মে ও রাষ্ট্রে
মদ ধনবানের জন্য পুরস্কার স্বরূপ
তাই যার তার পক্ষে সশরীরে প্রবেশ অসম্ভব সেখানে
যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় আকণ্ঠ মদ গিলে
মদের পিপেগুলো প্যান্টের পকেটে ভরে
তাদের কেউ পারে না দেখতে
পাহারারত পুলিশ তাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে
টপাটপ অন্যের সুকর্ম থেকে কিছুটা পুণ্য নিচ্ছে ধার
যারা ধর্মে কর্মে করেছে পুণ্যার্জন
তারা প্রভুর উদ্যানে দিনশেষে পাবে যথেচ্ছা পানীয়
নৃত্যপটিয়সীরা আঁখির কটাক্ষে ভরবে গ্লাস
আর যারা এ সবের করছে না তোয়াক্কা
দেদার গুণছে কড়ি তাদের বাবাদের পুণ্যের ফলে
তারাও আমন্ত্রিত মৃত্যুর আগে
কেননা সারাদিন করেছে তারা টেন্ডার ভাগাভাগি
কারখানার শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে
উন্নয়নের চিন্তায় হয়েছে ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ সময়
রাতে তাই বিশেষ ব্যবস্থায় প্রভুর এই উপহার
আর দিনমান রাস্তায় ঘোরা কবি
জয়নুল গ্যালারিতে বসা চিত্রশিল্পীগণ বন্ধুদের কৃপায়
কিংবা নেতার জন্য লেখা দু'এক ছত্র পদ্যের বিনিময়ে
মাঝে মাঝে পেয়ে থাকেন এখানে প্রবেশের অনুমতি
যদিও বারের ভেতর হাই সাউন্ড বাদ্যযন্ত্র
তবু নানা কর্নারে নগ্ন নারী-মূর্তির রেপ্লিকা
প্যারির রাস্তায় নামী শিল্পিরা একদিন তাদের করেছিলেন সৃজন
তাদের পুথুরে বোটা ও ক্লিটরিস থেকে
গড়িয়ে পড়ছে পানি
এমনকি নগ্ননাভির পেশিবহুল পুরুষ ভাস্কর্য দেখায় কসরত
যদিও নারীর অনুমোদন অবাধ নয় সেখানে
তবু আলোর কারসাজি স্থানভেদে চেতনা আলাদা করে দিতে পারে
আর যারা করছে পান, আর যারা ভরছে গ্লাস

এই পানীয় তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করার আগে
তারা কি চায় এইসব পাথুরে কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হতে
তাদের নাড়িভূড়ি নাই; ঘিলু নাই
অগঠিত জননতন্ত্র
কেবল রয়েছে উদ্দীপ্ত করবার ক্ষমতা
এই পানীয় আজ ভার্চুয়াল জগত
থ্রি ডাইমেনশন ছবির আগে চশমার কারসাজি
তাদের মৃতদের জগতে নিয়ে যেতে পারে
মাটির মায়ের কষ্ট
মাটির কন্যা ও পুত্রদের বখে যাওয়া
স্ত্রীর মনোপোজ ভুলে থাকা কিংবা
একটি পয়সার জন্য গাড়ির বন্ধ গ্লাসের সামনে
নেতিয়ে পড়া শিশুদের নিরন্তর হাতপাতা
আর যারা কৃতির স্বীকৃতি করেছে অস্বীকার
সেইসব বানচোত বন্ধুদের কশে গালি দেবার জন্য
এই শুঁড়িখানা সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান
যদিও উত্তেজনায় টানটান
তবু কম্পিত পদে, ওইসব বন্ধুর সাথে
হয়তো তাদের এই মদ্যপান
হয়তো চেতনার অবসান
সম্মুখে দেখা যায় কসাইয়ের দোকান
মাংসের ভাগাভাগি চামুচের টুংটাং
তারপর গিলোটিনের ঘ্যাচাং
তাপর জমা প্রভুর মালখানায়
ধীর লয়ে বেজে চলে বিসমিল্লার সানাই
এই হুল্লোড়ের মাঝে শুরু হয় নতুন চালান
এখানে অনবরত বেজে চলে শুঁড়িখানার গান...

সমীরণজেঠুর বারান্দা (২০১৯)

সাপেক্ষ

অনেকেই জানতে চান—জন্ম সম্বন্ধে কি আমার মত
ঈশ্বর আছে কিংবা নাই
মানুষ কি বানর জাতীয় প্রাণি থেকে এসেছে
পৃথিবী কি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে
মানুষের দুরাচারে ওজোনস্তর যাচ্ছে হয়ে ফুটো
একদিন এ গ্রহে ছেড়ে মঙ্গলে মানুষ বাঁধবে ঘর
বরফ-গলনে উঁচু হচ্ছে সমুদ্রের তল
আর কতটা দেরি মসিহ ঈসার কাল
গণতন্ত্র ভালো না উন্নয়ন
আমি শুধু দেখি—রুয়ান্ডা থেকে বুরুন্ডি
দারফুর থেকে রাখাইন
নগ্ন পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ঈশ্বর—জঙ্গলে সমুদ্রে
পানিতে ভেসে উঠছে লাশ
পালিয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো গ্রহের সন্ধানে
সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে
মসিহ পথ দেখায়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের
পোড়া মাংসের পাশে নৃত্যরত দাজ্জালের ঘোড়া
অথচ এখনো যারা উত্তরের অপেক্ষায় আছেন
তাদের শুধু বলি—এবার সাপেক্ষ বলে দিতে হবে।

বাঙালিরা আসছে

বাঙালিরা আসছে—বাংলার দিকে
বাঙালিদের বলা হচ্ছে—যাও বাঙালির কাছে
বাঙালিরা হাঁটছে, বাঙালিরা দৌড়াচ্ছে
বৈদিক মহেঞ্জোদারো হরপ্পা থেকে
বাঙালিরা আসছে বাংলার দিকে
বাঙালিরা দৌড়াচ্ছে রৌরবং নরকের দিকে
বাঙালিরা আসছে উড়িয়া পুরিয়া থেকে
বাঙালিরা আসছে অহমিয়া নাগপুর থেকে
বাঙালিরা আসছে কৌনজ পাটালিপুত্র থেকে
রাজমহল ছত্তিশগড় থেকে
বাঙালিরা আসছে মগধ হস্তীনাপুর থেকে
বাঙালিরা আসছে রোসান কুশান থেকে
বাংলা—বাঙালিদের বাড়ি, বাংলা—বাঙালিদের মা
বাংলা ছেড়ে বাঙালিরা কোথাও যাবে না
বাঙালিকে বহিষ্কার করতে চায় যারা
তারা ভীতু পরিচয়হীন মালাউন যবন নাড়া
বৈদিক চৈনিক আরবি সংস্কৃত উর্দু
কেউ নয় বাঙালির বন্ধু
বাঙালিকে বাংলার সাথে বাঁচতে হবে
বাঙালির রঙ চোয়ালের গড়ন বাংলা বর্ণের মতো
বাঙালি নয় কোথাও আগত
বাঙালি যেখানেই থাক বাংলা তার নিরাপদ আশ্রয়
বাংলা থাকতে বাঙালির কেন ভয়
বাঙালিরা যেখানেই থাক সেখানেই তার দেশ
বাঙালিকে মারলে ইতিহাসে ঝাড়েবংশে শেষ।

লড়াই

আমরা যখন যুদ্ধের কথা বলি
প্রাণ বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলি
শত্রুর মুখ থেকে কেড়ে নেয়ার কথা বলি
বীরত্বমাখা সেই ইতিহাসের কথা বলি
ভাবি কি ভয়ঙ্কর দিনই না ছিল আমাদের পূর্বপুরুদের
গোড়া সিপাহিদের নলের মুখে
পাকবাহিনির বেয়নেটের মুখে
ভাগ্যিস আমাদের বীরেরা লড়েছিলেন খুব

তারা অনেকেই জীবন করেছেন দান
তারা শহিদ—পেয়েছেন কিছুটা সম্মান
আর জীবিতরা রেখেছেন আমাদের মান
কিন্তু সমুদ্র সৈকতে সংকেত ঘোষণার আগে
কিংবা বাঘের ছাপ দেখে পুলকিত হওয়ার কালে
দেখি এক দুর্জেয় শত্রুর বিরুদ্ধে
প্রতিনিয়ত লড়ে যাচ্ছে মানুষ
কি দুঃসাহসে লাফিয়ে পড়ছে সামুদ্রিক ঝড়ে
তারা অনেকেই আর আসছে না ফিরে
এমনকি তাদের সন্তানেরাও এই লড়াইয়ে রত
যদিও শত্রু চিহ্নিত—তবু তারা জানে—
পিঠের সামনে লেগে থাকা পেট
আজন্ম যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাদের
অথচ তাদের মুক্তির নেতা এখনো অনাগত
ক্ষুধার্ত স্ত্রীদের জরায়ুতে ঘুমায়।

পাটরানি

আহা পাটের ক্ষেতে পেয়েছিল প্রথম উৎসবের ঠিকানা
পানিতে শয়ন নিয়ে তুই মেলে ধরেছিলি কেশ
তোর জটাবদ্ধ চুল বিন্যস্ত করেছিলাম সীমাবদ্ধ জলে
আর তুই শেখাচ্ছিলি দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধার খেলা
আমার ভাবনায় ছিল—এই বুঝি তোর সম্পর্কের শেষ
তবু উরুতে হাত ঘষে তোরে পাকিয়ে তুলেছি
বৃষগুলো বেঁধে রাখার ছলে
সম্পর্কের এমন গিট—কার ছিল জানা
অঙ্কুর উত্থানের কালে শুনেছি গোপন আহ্বান
তোর বিস্তীর্ণ ক্ষেতে পড়ে আছে কার সম্ভোগের স্মৃতি
এমন বিধ্বস্ত ঝড়ের পরেও তুই দাঁড়িয়ে থেকেছিস
তোর রক্ত বাঙালি রমণীর শ্যামলে মাখা
অথচ চুলে তুই স্বর্ণকেশিনি

তোর বন্ধন পেতে একদা শ্বেতাঙ্গ যুবক গুণেছিল স্বর্নমুদ্রা
তোর স্থলে আজ পাওয়া যায় অসংখ্য কামনার পুতুল
তবু এইসব বার্বিডল নয় তোর উপমা
তুই থাক
আহারান্নে দিস তোর শাক
থাকিস আবরণ ও আভরণে
তাপিত বাঙালির হৃদয় কোণে
জাগিয়ে রাখিস তোর বন্ধনের মায়া!

ইন্দো-চিন সম্পর্ক

চিন ও ভারতের সম্পর্ক মধুর—অবিচ্ছেদ্য
চিন এক হলে ভারত দুই
হাত ও পায়ের মতো
পিঠ ও পেটের মতো যুক্ত পরস্পর
চিনে অধিক মানুষের বাস
ভারতে নয় কম তার চেয়ে
আয়তনেও রয়েছে মিল
প্রাচীন সভ্যতার দাবিদার এই দুই ভূমি
গড়েছে বিচিত্র সভ্যতা
চিন চারিদিকে তুলেছে সীমান্ত প্রাচীর
মনের প্রাচীরে রক্ষিত ভারত-মৃত্তীকা
দু'দেশেই রয়েছে সাম্য
চতুর্বর্ণের মানুষ ভারতে সমান
চিনে রাষ্ট্রীয় সাম্যের দাবি
তাদের পছন্দও এক
তারা উভয় চায় লাদাখ
তাদের সৈন্যরা দেখে—একে অপরের নাক
দাঁড়িয়ে থাকে অরুণাচলে দুখলামে
একে অন্যকে ঘাটায় কামে অকামে

তারাই নির্ধারণ করে—
কোথায় যাবেন দালাইলামা
আপাত বিরোধ হলেও গায়ে এক জামা
রোহিঙ্গা ইস্যুতেও তাই তারা একমত
মানুষ বিগত হলেও—চায় লক্ষ্মীর ব্রত।

আশ্রয়

হেঁটে আসছে এক নারী সন্তানের নেতানো শরীর নিয়ে
আসছে বৃদ্ধ মায়ের কুকড়ানো শরীর বয়ে
এই হলো সেই কোল—যার মাদুরে বসে একদিন
করেছিল পান মানুষের স্তন্য-
এমনকি এটিই ছিল তার প্রথম ঘর
আজ যদিও সে নিজেও একটি ঘর ও ঘরের আশ্রয়
তবু সে সব পুড়ছে জন্মের অক্ষমতায়
কোথায় যাচ্ছে সে
কতদিন হাঁটছে পৃথিবীর মাটির উপর
জলে অন্তরীক্ষে হেঁটে হেঁটে
পৃথিবীর মায়ের কাছে আশ্রয় চাচ্ছে সে
জলের নিচে যতটুকু জল নিচ্ছে টেনে
আগুন আশ্রয় দিচ্ছে জ্বলন্ত অঙ্গারে
আসছে বঙ্গোপসাগরে নাফ নদীর দিকে
একটি লাশ কোলে নিয়ে আসছে এক মা
অনবরত হেঁটে আসছে আমাদের দিকে

স্পর্শ

তোমাদের একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই বোন
আমরা তো এসেছিলাম একই উৎসহ হতে
তবু তোমাদের অধরা আমাদের কাঁদায়
তোমরা কিভাবে কথা বল
কিভাবে হাসো কাঁদো
কিভাবে ঘুমাতে যাও
তোমরা কি ভাব মানুষের মতো
আমরা পাশাপাশি হাঁটলাম
একই বিছানায় ঘুমালাম
শিশুর কান্নায় বিচলিত হলাম
তবু আমাদের গন্তব্য নয় এক
আমাদের চলে যাওয়ার সময় হলো
আমরা চলে যাচ্ছি অতলান্তিক প্যাসিফিকে
আমরা বয়ে যাচ্ছি পাশাপাশি
ছুঁয়ে থাকছি নিবিড়
কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারছি না।

সকল প্রশংসা কর্তার

হে মানব সকল হে অগ্নিকুল
তাঁর নামে একমাত্র প্রশংসা করো কবুল
তোমরা অবোধ তাই মাঝে মাঝে করে থাকো ভুল
তিনি তোমাদের কারো কারো করেছেন স্বাধীন
প্রভুর সুবিধা পেয়েও ভুলে যাও দ্বীন
অথচ কিছুদিন আগে তোমাদের চিনিত না কেউ
আমরাই তো গুণতে দিয়েছিলাম সাগরের ঢেউ
তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ ক্ষুদ্র মানুষ
সহজেই হারিয়ে ফেল হুশ

ভুলে যাও—কে তোমাদের করিছে সৃজন
আমরাই তো দিয়েছিলাম তোমাদের আসন
তোমরা ভূমির উপর দর্পভরে হেঁট না
কুমির আনতে নিজের ঘরে খাল কেট না
তোমাদের আগেও ছিল এমন নাফরমান
তারা এখন কোথায় ঘুমান
প্রভুর শাস্তি বড় কঠিন
তোমরা স্বীকার করো তাঁর ঋণ
কভু বাজাইওনা আমার বিরোধিতার বীণ
ভ্রষ্টরা পরিনামে তোমাদের কিছুই দেবে না
বরং দুনিয়াতেই পাবে তারা প্রভূত লাঞ্ছনা
মনে রেখে ধরাধামে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই
তার আসন চেয়েছিল অনেকেই
তাঁর নামে শরিক করে যেই জন
জেনে রেখ দুনিয়াতেই অনিবার্য তার নিধন।

বৃষ্টি

ব্যথাটা একটু কোথাও বেশিই লেগেছে
গতরাতেও ঘুমাতে পারেনি
এত পানি কোথায় ছিল তার চোখে
কাঁদতে কাঁদতে নদী
সমুদ্র থেকে আবার লবণাক্ত জল
আকাশ এখন কি-ই-বা সান্ত্বনা দেবে তাকে
এ মেয়ে কি কোনো দিন বাঁধবে না ঘর
গ্রীষ্মে কথা দিয়ে চলে গেছে কেউ এক পর
এখন ঈষৎ মেঘের স্পর্শ পেলেও কাঁদে
পিতারাও রয়েছে আজ তার শিয়রে বসে
ছোটভাই বোনটাও ইশকুলে যায় নাই
মা কেবল ত্বরিৎ খিচুড়ি রেঁধেছে

যদিও সে জানে—
মেয়েদেরও থাকে কান্নার সময়
তারাই তো যাবে মায়া থেকে মায়ায়
পথঘাট যদিও শুকিয়ে যাবে একদিন
পৌর মেয়রগণের ফিরে আসবে স্বস্তি
কিন্তু এই বৃষ্টি যার হৃদয় কেড়েছে
এই বৃষ্টি কিছুতেই ফিরবে না শীতে
তবু এই কান্না কোনো এক কবির
হৃদয় ছুঁয়েছে...

চুলে ধরেছে পাক

চুলে ধরেছে পাক চুলে ধরেছে পাক
অনেকটা পথ যাবি বললি এখন বলিস থাক
মেঘ করেছে ঈশান কোণে চুনের মত শ্বেত
খানিকটা ভুঁই অনাবাদি অরক্ষিত ক্ষেত
নদীর দিকে হাঁটতে গিয়ে পিছল খেলাম ঘাটে
কয়েকটা দিন শুশ্রূষাতে রইলাম তার খাটে
হঠাৎ দেখি ট্রেন ছেড়েছে জাহাজে হুইশিল
ভেতর থেকে ভয় ধরেছে আটকানো এক খিল
রাত্রি ধরে ব্যাথার ছেদন তারার পতন পর
চাঁদের হাটে সরব বাজার—ছিন্ন নীলাম্বর
কপাট খুলে নব্যযুগল বিরক্তি চুলবুল
বলছে মশায় আর কতদিন হবেন চক্ষুশূল
যতটা ন্যুজ ভাবছ আমায় ততটা নই মোটে
সাগরে মেঘ পুবের কোণে বৃষ্টি হয়ে ফোটে
প্রত্নপথটি হারিয়ে আজো সঠিক মত খুঁজি
যুদ্ধ জয়ের মন-বাসনা তোমার সাথে যুজি

জাতিস্মর

কোনো পোষাপ্রাণি পাল খাবে জানলেই আমি ছুটে যাই সেখানে
গভীর আনন্দে অপেক্ষা করি তাদের মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষায়
যদিও গ্রামের পথে শিশুবেলায় এসব দেখেছি অনেক
সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি দুটি কুকুরের লেজে বেধে টানাটানি করা
একটি গাভীর ডাক পুলকিত করেছে গোটা পরিবার
কন্যাব্রত মা যত্ন নিতেন তার
মহিষ কিংবা ভেড়ীর গোপন গর্ভধারণ ছিল
পরিবারের আনন্দের কারণ
একটি ছাগির দড়ি ধরে নিয়ে গেছি ডাক্তারের কাছে
প্রাচিন ঋষির মতো শ্মশ্রুধারী পাঁঠার বচনে সেরে গেছে রোগ
একটি মোরগের সাথে বাস ছিল দশটি মুরগির
যদিও দৌড় প্রতিযোগিতা শেষে উঠতে পরত সে সঙ্গীনির পিঠে
হাঁসগুলোর ল্যাড়ল্যাড়ে ঝুলে থাকত নরম লেজের নিচে
আমার শৈশব সে-সব দেখেছিল নেড়
এই সব মিলনে ছিল আমাদের সুখ
পশুরা মিলিত না হলে মানুষ বাঁচতে পারত না
একটি মিলন করেছে সৃষ্টি একটি পরিবার
পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও ব্যর্থতার গল্প
মিলন একটি সামাজিক যৌথ প্রয়াস
অথচ আজ মিলন ব্যক্তিগত গোপন বিষয়
মা থেকে কন্যাকে আলাদা করে
পুত্র থেকে পিতাকে আলাদ করে
ট্রাম্পায়ন বানাচ্ছে শারীরিক পুঁজি
পুত্রবধূর মিলনে আজ হয়েছে শাশুড়ির আন্দের অবসান
কেননা সে দেখবে না নাতিদের মুখ
পুত্রের নিষ্ফল পরিশ্রম কেবল দুঃখবাদির আনন্দের তরে
মিলনে আজ হয়েছে লিঙ্গের অবসান
তাই আমি গ্রামের পথ ধরে হাঁটি
অনেক রয়েছে গাভি—ষাঁড়ের দিন হয়েছে অবসান
ঠাণ্ডা ফ্লাস্কে কিছু শুক্র নিয়ে প্যারাভেট ঘোরে
তরিতরকারির সাথে শাশুড়ির নাতিদের বেঁচে
মানুষের বংশ রক্ষার দায় তাই ফুরিয়েছে
তাই আমি বনের পশুদের সাথে ঘুরি
বনের প্রাণিদের দেখি তাদের জো আসবার কাল
একটি বাঘিনী কিভাবে ব্যাঘ্রের ঠ্যাঙের নিচে হয় লুণ্ঠন।

ফজল আলি আসছে

ফজল আলি খেয়েছিল দুইশত কুড়িদিন আগে
বহুদিন কিছুই বরাদ্দ নেই ফজল আলির ভাগে
তবু সজল আলি পেতে চায় ফজল আলিরে বাগে
সজল বলে—ফজল প্রতিদিন আমার বাগানে হাগে
ফজল বলে—এ গু আমার নয় হেগেছে তার ছাগে
দেখুন বাবু আমার পেটে নেই দানা
চলে না ঠিক মত পা-খানা
আমার তো সবখানে যেতে মানা
তবু সজল আমায় মারিছে একান্ত ব্যক্তিগত রাগে
কারণ এখনো আমার জন্য লোকজন ভিক্ষা মাগে
সজল ভাবে লোকে আমার নাম নেয় অনুরাগে
তাই সে আমারে মারিতে চায় কাল-বিষ-নাগে
কিন্তু এখন তো আমি বায়ু থেকে নিই অম্লজান
সূর্যের আলোর শক্তিতে গাইছি ভাটিয়ালি গান
এই অবিশ্বাস্য খবর সংগ্রহে আসিছে সাংবাদিকগণ
পুলিশ ভাইয়েরা তটস্থ সারাক্ষণ
আমি বলি—ভাইয়েরা সব! বোনেরা সব
শোন—বাতাস নদী আর পাখিদের রব
প্রাণ না মেরেও পৃথিবীতে রয়েছে প্রাণের খাবার
জানাব অনুপুঙ্খ সব—এই সঙ্কীর্ণ যুদ্ধ শেষে
যদি ফিরে আসি আবার!

ভাষা মাসের ইশতেহার

আমি জানি না হে আমার মাতৃভূমির সন্তান
শোনো আমার মায়ের নাতিরা—
ঠিক আমি বলতে পারব না—
এখন হাসি না কান্নার সময়
দেশ যখন বহিরাগতদের খপ্পরে ছিল
তাদের রঙ ও রক্ত ছিল চেনা
আমরা বুঝতাম না তাদের ভাষা
শিশুরাও তাদের বলত—বিদেশি! বিদেশি!
অথচ আজ আমরা বিদেশগামী পুত্রদের
শাসন নিয়েছি মেনে
তারাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ
যারা বাংলার বদলে অনর্গল বলে ইংরেজি
যারা ভিনদেশে গড়েছে দ্বিতীয় আবাস
আমি ঠিক বলতে পারব না—
কোথায় তোমাদের নিরাপদ আশ্রয়
এই পরামর্শ আমি তোমাদের দেব না কিছুতেই
আবার এও বলব না—ইংরেজি পড় আর
জমাও পাড়ি বিদেশ
আমি নিজেই আজ দ্বিধাগ্রস্ত বুড়ো
রয়েছে যার সন্দেহ পুরো
এক অন্ধ কিভাবে আরেক অন্ধরে দেখাবে পথ
অনেকেই আমার কাছে জানতে চায়—
আমরা এখন কোন যুগে আছি
পৃথিবীতে অনেক হয়েছে যুগের বদল
বরফ যুগের অবসান হয়েছে বহু আগে
শিকারযুগ পার হয়ে মানুষ এখন
কৃষিযুগে করছে বাস
অনেকের ধারণা হয়েছে ন্যানোযুগের শুরু
তবু কুঁচকে যাচ্ছে আমার ভ্রু
কেউ কি আমার চলার পথ করেছে প্রশস্ত
কেউ কি দিয়েছে তুলে মুখে নাদুস ষাঁড়ের গোশত

আমাদের খাবার আমরা খাই
তবু দাবি করে তাদের চেটেছি মাই

কি মুস্কিল! আমি যা-ই বলি আমার বন্ধুরা করে অন্য মানে

আমি ঠিক জানি না—জন্ম ভালো না মৃত্যু
স্বর্গ না নরক
রাত না দিন
ঈশ্বর না শয়তান
তবু জানি মৃত্যু এক সাক্ষাৎ শয়তান
অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে আছে জেগে
একদিন তার হাত ধরে প্রেমিকার মত যাব ভেগে
সেদিও রাজা থাকবে
সেদিনও থাকবে বিরোধ
সেদিও জাগবে প্রতিরোধ
কিংবা নিরাপদে থাকতে বিদেশ জমাবে পাড়ি
বাহুতে ধরবে শ্বেতাঙ্গ নারী
ভাষার অনুষঙ্গ কি তার অনিবার্য বিষয়
তাদের সবখানেই জয়
তাদের তরে এ ভাষা নয়
এ ভাষা ধরে রবে গরীব গুব্‌রা
ইংরেজি না জানা কবিরা
আর ইনকিলাব শ্লোগান মারা সর্বহারা
তবু একটি জীবন লিখেছি এ ভাষায়
তবু বেজন্মারা আমাদের শাসায়
আমরা কি তার বাপের খায়
আমরা চেটেছি মায়ের মাই
আমাদের কেন দুঃখ ভাই?

খুলে বলতে নেই

আমি আসলে সব খুলে বলতে পারি না
খুলে বলা ঠিকও না
খুলে বললে কেউ বিশ্বাসও করে না
খুলে বললে দামও থাকে না
সবাই সন্দেহের চোখে চায়
বলে সব গেছে গোল্লায়
এখনই ঠ্যাঙাবে মোল্লায়
বলে এত সত্য ভালো নয়
কিছুটা রাখঢাক থাকা চায়
ওটা তো সবাই পারে
সত্য আসলে সবার জন্য নয়
মানুষের রয়েছে সত্যের ভয়
সত্যের জন্য তারা প্রস্তুত নয়
সত্যের আড়ালে চলে কাপড়ের ব্যবসায়
সত্যরে সবাই পারে না চিনতে
তাই বাজারে দৌড়ায় কাপড় কিনতে
কাপড়ের দামে সত্যের জয়
ভাবে কাপড় পড়েছে রাজা নিশ্চয়
রাজার আছে অনেক টাকা
রাজার ধন রয়েছে ঢাকা
ঢাক্কা নিনাদ যদিও ফাঁকা
চামচায় বলে মিহি কাপড়ে ঢাকা
তবু কিছুটা আড়াল রাখা
শিশুরা বলে পুরোটাই ফাঁকা
ডেকে বলে দেখ বাবুদের কাকা
রাজার সত্য কেমন বাঁকা
সত্য বলে শিশু আর পাগল
সত্য নিয়ে রয়েছে যা গোল
পুরোটা খুলে বলতে নেই
খুলে বলে যে নগ্ন সেই।

পুরস্কার

গন্ধ-গোবর ঢাকা ছিল—কমল গোলাপ বাগানে
তার ইচ্ছে হলো প্রকাশিবার—
এ কথা জানাল গোবর—ফুলের কানে কানে
বাতাসের দমকে উড়ে গেল তার আচ্ছাদন
দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল পুষ্পের সুবাসিত বন
ফুলের সুঘ্রাণ হলো ম্লান—এখন গন্ধে তার বাস
চিৎকারে গুবরে-পোকা বলছে—শাবাস! শাবাস!

ও নববধূরা শোন

আমি ঠিকই জানি—যেহেতু একদিন আমায় ছুঁড়ে ফেলা হবে
পরিত্যক্ত মৃত্তিকায় যেহেতু আমার মাংস পিণ্ড ছড়িয়ে যাবে
যেহেতু পাড়াপড়শিরা বলবে—মানুষ মরলে পরিণত হয় বাঘে
সেহেতু শিশুদের কোমল পা স্পর্শ করবে না রূপান্তরিত ঘাসে
অবশ্য খুলির পাত্রে যে সব রাজন্য করেছিল নেপেন্থি পান
তাদের দুএকটি হাড় এখনো আমায় শাসায়—বিছানায়, বলে
আয়, আমাদের অতৃপ্ত আত্মার ভোজ এখনো সম্পন্ন হয় নাই
বাতাসের বাতি নিভে গেলে জানি না তার আলো থাকে কোথায়
যদিও বাতাবি লেবুর বনে জোনাক পোকারা ল্যাম্পপোস্টে ঘুমায়
যদিও মাতৃহীন শিশুরা এখনো বাতাসের স্তন খুঁজিয়া বেড়ায়
তবু আমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নিই নাই—আমি তাই
তা ধিন তা নেচে বেড়াই
ও নববধূরা শোন! আজ তোমাদের জরায়ুর পথ রাখ রুদ্ধ
অসতর্কে কোনো এক ঘাতক ঢুকে যেতে পারে বধ্যভূমে
তোমার অনাগত সন্তানকে ছড়িয়ে দিতে পারে বাতাসে
ও বৌমা! যারা বনাচ্ছে বোমা তুমি তাদের নও মা
তোমার শাশুড়িকে বল—তোমার পুত্রবধূদের বল
তোমার সন্তান তোমার না—কেবল মৃত্যুর বাহানা
এই রাতে আমি একা খুঁজেতেছি দেখ তাদের ঠিকানা।

ঘাস

যদিও হত্যাকারীরাই পৃথিবীতে মহান
তারা অন্তত ঈশ্বরের একটি গুরুভার নিয়েছেন তুলে
কারণ একদিন সকল জীবন্ত বস্তুর হবে লয়
হাড় থেকে মাংসগুলো খুলে মিশে যাবে মৃত্তিকায়
সকল সুন্দরীর চিৎকারে ভরবে আকাশ
বলবে—এইসব ঝুলেপড়া স্তন নয় আমার
যে সব বস্তু আমরা অনিবার্য ভেবেছি
করেছি লড়াই রাখতে অক্ষয় কুমারীত্ব
উলান থেকে সরিয়ে নিয়ে বাছুরের মুখ
একফোটা দুধের হিসাব করিনিকো ভুল
যাদের রক্ষার্থে কিংবা ভালোবেসে দিয়েছিলাম ফুল
তাদের পাওয়ার মোহ আজ নেই অবশিষ্ট
এইসব পলায়নপর মায়া ও প্রপঞ্চ
ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতির খেলা একচ্ছত্র
সৃষ্টির অবিবেচনা—হত্যাকারী নিয়েছে ভাগ
প্রাণ অধিকতর হয়েছে সজাগ
একটি মৃগের সম্মুখে পারে কি যেতে ব্যাঘ্র
সফল নৃত্যের শেষে বাতাসে মিশিয়া থাকে
পরিত্যক্ত সুন্দরের মায়া
সকল প্রাণের মধ্যে রয়েছে হত্যাকারীর ছায়া
আমরা রেখেছি ধরে হত্যার ইতিহাস
যদিও তারা আমাদের করিতেছে উপহাস
তবু একদিন তারাও হয়ে যাবে ঘাস।

সমীরণ জেঠুর বারান্দা

আমি জানতে চাই—তোমায়
শুনতে চাই তোমার বাবা-মা জ্ঞাতিদের কথা
তোমার তুতো বোনদের খলখলানি
তোমার ফুফাতো ভাইয়ের বাড়িতে যাব
প্রতিবেশিদের কথাও জানতে হবে আমায়
জানতে হবে যে নদীতে তুমি করেছিলে স্নান
তোমার ফ্রক বিঁধেছিল যে বিল্ব কাঁটায়
তোমদের বাড়ির গাভিটির কথা জানতে হবে
দুটি ছাগি আর একটি মোরগের পরিবার
দেখতে হবে যে রাস্তাটি মসজিদের দিকে গেছে
পূজায় বিতরিত প্রসাদ পেতে হবে আমায়
গির্জা ও প্যাগোডা তোমাদের গায়ে ছিল না নিশ্চয়
দেখতে চাই তোমার আতুর ঘর
শুনতে চাই তোমার প্রথম অনুভূতির কথা
মায়ের মৃত্যু—প্রেম-ব্যর্থতার কথা
তুমি কিভাবে আমায় কুড়িয়ে পেলে
কিভাবে দিলে নিজেকে মেলে
লুকিয়ে রাখলে সেইসব জঙ্গম দিনের কথা
তোমায় জানার অতিরিক্ত কি-ই বা আছে আমার
এই জানতে জানতে যখন জানা হয়ে যাবে
তখন ঘুমিয়ে পড়ব সমীরণ জেঠুর বারান্দায়।

দুঃস্বপ্ন

আমি একরাতে ঘুমিয়েছিলাম শেবার রানির সাথে
একরাতে করেছিলাম আহার ঘুটেকুড়ানির হাতে
আর সব রাত কেটে যাচ্ছে আমার নির্ঘুম ক্লান্তিতে
সেই রাত আসবে না যদিও পৃথিবীর গ্রীষ্ম শীতে
তবু আমায় যেতেই হবে ঈশান বায়ু অগ্নি নৈর্ঋতে
সহস্র সিংহের মাঝে রানি সমাসীন জিমুত পর্বতে
দাসীরা সবে মার্জনা করে সুগন্ধি তৈল মসৃণ চর্মতে
সভাসদ প্রশংসায় তুষ্ট করছে তারে গলদ-ঘর্মতে
যদিও নিশ্ছিদ্র প্রাসাদ তার ঢাকা দুর্ভেদ্য বর্মতে
তবু কিভাবে নির্দেশ হয় আমায় রানির বর হতে
এই তস্কর রানিমার বর! বলল প্রধান আমর্ত্যে
রানি বললেন—প্রস্তুত কর আজ শয্যা এর সাথে
উপাচার যেন থাকে ঠিক—ভুল না হয় কোন মতে
আগামীকল্যের মিলনের জন্যে সান্ত্রি পাঠাও পথে
রাজ্যের কোনো তরুণ যেন না থাকে অনাঘ্রাতে
রানির সহচরি সাজিয়ে দিলেন বেশ নিজ হাতে
জানে সকলে মিলন সমাপনে গর্দান যাবে প্রাতে
আরব্য রজনির এ রানিও নেন একজন প্রতিরাতে
তবু ভাগ্য আমার রাজার মিলন হবে সম্রাজ্ঞীর সাথে
ছায়া জগতের তরুণ যেহেতু বন্ধ্যা মিলনে মাতে
হঠাৎ রাতের ঘুম ভেঙ্গে গেল ঘুটেকুড়ানির ঘা-তে
কি সব তুমি বকছিলে বল—একা একা এই রাতে
অগত্যা আমার রাত্রি কাটে ঘুটেকুড়ানির সাথে।

সেই সব যুদ্ধ

সেই সব যুদ্ধই তো ছিল ভালো-
কোনো এক রাজন্যের আহ্বানে বেরিয়ে পড়তাম রাস্তায়
বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে নাঙা তলোয়ার হাতে
নদী ও পর্বত অতিক্রম করে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে
নিজের অবস্থানে থাকতাম অনড়
কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি—সেসব আমাদের ছিল না জানা
কেবল জানতাম—কখন নেমে আসবে সেনাপতির নির্দেশ
অমনি প্রতিপক্ষের মাথা উড়িয়ে দেয়ার কাজ করতে হবে সম্পন্ন
প্রতিটি মাথার মূল্যে নির্ধারিত হবে আমাদের শক্তি
শেষমেষ নিজের মাথা বাঁচাতে পারলেই কেবল জুটবে-
বাহারি খেতাব, সোনা-দানা—লুণ্ঠিত দ্রব্য
যদিও জানতাম না—কেন তারা আমাদের বধ্য
তাদের সঞ্চিত সম্পদ—জায়া ও জননী আমাদের ভোগ্য
তবে জানতাম—অন্যকে মারার মধ্যে রয়েছে বীরত্ব
সম্মান ও মর্যাদা—ইতিহহাসের অংশ হয়ে থাকা
চেঙ্গিস-নেপোলিয়ান-আলেকজান্ডার বোনাপার্ট
এখনো শিশুরা দেখতে পায় তৈমুর আটিলার শকট
প্রাক-ইতিহাসের সকল সুর ও অসুর
নিজ দেশ অতিক্রম করে গিয়েছে অনেক দূর
অন্য জাতির মানুষদের করেছে লুণ্ঠন
কেননা উৎপাদনের চেয়ে পৃথিবীতে যুদ্ধই মহৎ পেশা
যোদ্ধাকে তাই সবাই করে সম্মান
পরজাতিকে পরাস্ত করেছে যারা তারাই বীর
তারাই অন্য জাতির ঘৃণায় অধীর
আজ যদিও সেই সব যুদ্ধের হয়েছে অবসান
তবু যুদ্ধ মানুষের রক্তের টান
তাই জাতিকে বিভাজিত করে আজও মানুষ যুদ্ধ চান
যদিও এই যুদ্ধে আমাদের মাথা থাকে অক্ষত
তবু হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরে অবিরত।

বিশ্রামবার

প্রভু কোনদিন তোমার—সান্নিধ্যে যাবার
শনিবারে বিশ্রাম বলে—সিনাগগে কিছু মানুষ যায় আগে
যারা শনিবারে রেখেছে কাজ—তারা আজ নর বা নর
মানুষ বেড়েছে—করেছে বসতি অনেক
শনিবারে তোমার কাছে যাবার ইচ্ছে আছে বারেক
ছয় দিন কাজ শেষে একদিন রেখেছ তোমার বিশ্রাম বার
বাকি ছয় দিন আমার নেই কোথাও যাবার
হয়তো নিয়েছ বেছে তাই রোববার
আমারও ইচ্ছে অন্তত একবার—
এই দিনে তোমার কাছে যাবার
শুক্রবার সে তো আমার অপেক্ষার দিন
এই দিন আমি তোমারই অধীন
কিন্তু কোনদিন তুমি আমায় করেছ স্বাধীন।

ভাগ্য

ভাগ্যে আমার সকল ছিল ঠিক
হাত বাড়িয়ে দিলাম তোমার দিক
গোলাপ ছিল অনেক তবু অজস্র কণ্টক
রক্ত দেখে ভুল করেছি—ভাবছে সহজ লোক
নদীতে কেউ ডুবতে পারে অজাত সন্তরণ
তবু কারো স্নানের ইচ্ছে জাগতে কতক্ষণ
সুখবিলাসী তোমার কাছে পীড়ন নিতে কেউ
সাগর দেখার আনন্দ তো বক্ষ সমান ঢেউ
সংসারীদের ডালের হিসাব হপ্তা গেলে নুন
একটা জীবন ছকের ঘুঁটি পান দেখে দেয় চুন
আমার না হয় তুমিই থাক ভাগ্য-দোষের জুড়ি
সেই দেশেরই মানুষ আমি দুধ বেচে নেয় শুঁড়ি

আজকে রাতে লিখবে যারা ভাগ্যহত লোক
আমার জন্য কঠিন জীবন সহজ তাদের হোক।

বেণীমাধব রায়চৌধুরী

বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
দু'কূল জোড়া ঢেউ
দক্ষিণডিহি হাসে হি হি
ডাকছে বুঝি কেউ
বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
আসছে বাড়ি জামাই
জামাই যে তোর মস্ত বড়
বিশ্বজোড়া আসন
বেণীমাধব বেণীমাধব
একটুখানি দ্বিধার বাঁধা
কাঁপছে কী তোর মন
বেয়াই থাকে শৈলচূঁড়ায়
ব্রহ্ম ধরে হাত
বেণীমাধব কী সব নিয়ে
ভাবছ সারারাত
বড়ঠাকুর বিলাত গিয়ে
রইল ঘুমে ঘোর
বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
কি যে হবে তোর
অনেক বড় ঘর পেয়েছিস
অনেক বড় নাম
অনেক কড়ি অনেক হরি
এবার না হয় থাম
মেয়ে হয়তো থাকবে সুখে
বামুন হয়ে কোন বা মুখে

বেণীমাধব ধরতে যাবে চাঁদ
বিশ্বজুড়ে রইছে বেণী
সব পেয়েছিস বেণীমাধব—
তবু আর্তনাদ!
শ্বেতাঙ্গ সব মেমের সাথে
পাণ্ডুরামের মেয়ে এসে
শিখিয়ে দেবে ওড়না চুরির খেল
কোথায় ভব—
কে মাখাবে শুকনো চুলে তেল
ফিরবে কখন তরুণ রবি
বৌদি দুয়ার চেয়ে
একটি জীবন যে ঢেলেছে
সোনার গৌড় পেয়ে
কপাট ধরে রইছে দাঁড়া
ভবতারিণীর খেলার পুতুল
দিচ্ছে না তাও সাড়া
বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
জামাই পেয়ে এমন আত্মহারা
খোকাবাবুর রাইচরণ
চন্দরা কি ছিদামরুই
ফটিক সোনা খাচ্ছে খাবি
থাকবি কোথায় রতন তুই
বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
মৃণালিনী ডাকছে তোকে
এমন একটি জামাই তোর
সব দেখে সে নতুন চোখে
মানুষ হলেও সকল বেণী
তার বদনে এমন ঘোর
বেণীমাধব! বেণীমাধব!!
এবার সম্প্রদান
তুচ্ছ সকল—তার ছোঁয়াতে
হয়তো উপাখ্যান।

বজ্রপাতের গান

মরণ তুমি বজ্রপাতে আসো
মাঠের কাজে ন্যস্ত কৃষক মারো
জলোচ্ছ্বাসে ঘর ভেঙেছ কারো
সিডর কিংবা আইলা যদি আসে
শক্তি তোমার কার বাড়িতে নাশে
ঘূর্ণিঝড়ে উড়াল দিয়ে বায়
কে মরেছে মাতাল বাসের পায়
বানের জলে বন্দি কারে রাখো
কার ভরাক্ষেত খরায় করো খাকও
জাতধর্মে জেহাদ ক্রুসেড হলে
মরণ তুমি কারেই বা নাও কোলে
গরীব ছাড়া কে-ই বা তোমায় স্মরে
হয় না আসন ধনীর রুদ্ধ ঘরে
তুমি হয়তো গোলাগুলির ভয়ে
নামহীন সব ইয়ক বাবার হয়ে
নিচ্ছ তুলে ইঁদুর মারার কলে
ঘুমের ব্যাঘাত হয় না তারই ফলে
বজ্র তোমার কোথায় আসল বাবা
অসহায়দের বক্ষে মারো থাবা
তুমিও কঠিন নৃপতি এক বটে
গরীব মারার বুদ্ধি তোমার ঘটে
যাদের ঘরে খাদ্য থাকে কম
যাদের শিশু অসুখে ধুকপুক
তাদের মারতে কাঁপে না তোর বুক
জন্ম থেকে বইছ বায়ু শীতল জলের নদ
উল্টাতে কি পার তুমি বড়লোকের মদ
অক্ষত রয় সে-সব বাড়ি পাথর দিয়ে গাঁথা
উড়িয়ে নিতে পার কেবল গরীব লোকের কাঁথা
এবার না হয় একটু হানো ক্রুদ্ধ তোমার বান
ভাল্লাগে না শুনতে কেবল সমীরণের গান।

চোখ বন্ধের সময়

এখন আমার চোখ বন্ধের সময়
আমি এখন নিজের খাটে নিজের মত ঘুমাই
পাশের ঘরে হাঁটছে বৌদি করছে যা-তা বৌমায়
আমার এখন চোখ বন্ধের সময়

কাব্য লেখার শখ ছিল যা অতীতকালে ঘুমায়
আমি এখন নিবিড় যত্নে হয়তো গেছি কমায়
বারান্দাতে হস্তে গোলাপ দেখবে যারা ক্ষমায়
আমার এখন চোখ বন্ধের সময়

আটের দশে কাব্য লিখে থাকি এখন রোমায়
শীতের পাখি আসার কালে রাজধানীতে জমাই
অলস বাঁচা আর কত দিন কেবল বলি—যম আয়
আমার এখন চোখ বন্ধের সময়

একটা জীবন পার করেছি সত্যি ছিলাম হামায়
ভাগ্নে হয়ে ছিলাম যত বাপের শ্যালক মামায়
বেঁচে থাকার ক্ষুদ্রতা সব বলতে গেলে ঘামায়
আমার এখন চোখ বন্ধের সময়

একটু ভালো থাকার জন্য সমস্তটা কামাই
খাচ্ছে যে সব লুটেপুটে শাশুড়ি আর জামাই
নিজের ঘরে নিজের গৃহী কতটা আর নামায়
আমার এখন চোখ বন্ধের সময়

সত্য সুখে বশত করো পুষ্প আঁক জামায়
বলতে শেখ আত্মজারা—যা করে তা মামায়
ঘর করেছে বাহির যারা—কি করে আর থামায়
এখন আমার চোখ বন্ধের সময়।

দূরাগত

আমার কবিতা তৃপ্তি তোমায় পারেনি দিতে
দাঁড়িয়ে রেখেছ অনন্তকাল সেই বিপরীতে
এতদূর থেকে এতখানি পথ নির্জনে এসে
কোন প্রেমময় বলেছে এমন ভিখারির বেশে
যাদের নিকট মাংস কিংবা পানের পাত্র
মূল্য তোমায় দিয়েছে হয়তো কেবল মাত্র
বিটপি দাঁড়িয়ে মাঠের প্রান্তে শূন্য অম্বর
কাটেনি প্রথম দেখার আবেশ অনন্ত ঘোর
সবার জন্য যাত্রা যখন নিরাবেগ ছিল
কে তুমি কবিতা খুঁজছ কেবল মন্থর মিল
নীরবে দেখেছি মুগ্ধতা নিয়ে শূন্য বেলায়
ঘরে ফিরে গেল সহযাত্রীরা কী অবহেলায়
তোমার স্বরূপ অঙ্কন করি এই ক্যানভাসে
নানা গ্রন্থের শব্দ চয়নে নানা অনুপ্রাসে
কখনো তুলেছি ভৈরব রাগে মর্মর সুর
কখনো বাঁশি বেজেছে করুণ হয়তো বিধুর
নিশ্চয় তুমি শুনেছ হয়তো আমার এ বীণা
কিংবা রেখেছ গভীর হৃদয়ে সহজাত ঘৃণা
এখনো দাঁড়িয়ে গৃহের বাইরে অন্তজ বাস
পুষ্পিত ঘরে হয়তো হবে না আমার আবাস
অশেষ কান্না কোথা হতে আসা চিরায়ত মায়া
কবিতায় থাকো অবোধ্য হয়ে দূরাগত ছায়া।

সাগরে নগরে

কার পরে রাগ করব আমি
জন্ম আমার নয় এত দামী
নয় তো কারো জন্য আমার
এতখানি পথ চলা
হাসব কাঁদব নিজের মত
উষ্টা খেয়ে যত্রতত্র
বৃষ্টি এলে ভিজব না হয়
চকিত চরণ বৃষ্টির ছলা
অনেক কথা নীতিগর্ভ
অনেক কথা পেটসর্ব
অজানা এক উৎস থেকে
ছুটছি অজানায়
কাঁধে কাঁধ রেখে লড়াই করা
অন্য নারীর পরস্ব হরা
আমার কি আর মানায়
যাদের জন্য কষ্ট বরণ
যারা করেছে সকল হরণ
তারা না হয় সুখেই থাকুক
গৃহের অতি কোণে
মায়ের আদর স্বামীর সোহাগ
কথায় কথায় প্রেম অনুরাগ
আমি থাকি নিজ মনে
যারা করছে রাজ্য শাসন
যাদের আছে কাব্যে আসন
তাই নিয়ে তারা আরো বড় হোক
আমি নই তার দলে
আমি ছুটব আমার মত
পায়ে দলব পুষ্প শত
নামহীন যারা আছে অনাগত
মালা দেব তার গলে
বিহঙ্গ থেকে বৃক্ষ তলায়

আকাশের পথে মৎস্য জলায়
বায়ুর সাথে উড়ে যাব রাতে
তোমার নিরালায়
নীরবে বসব তোমার পাশে
হৃদয় মাখব বকুলের বাসে
কন্যা হয়ে মাতৃগর্ভে
জননী তোমার পাশে
তুমি বলবে আদরে আদরে
আমার জীবন এই বাদরে
করে দিল অস্থির
বুকে নিয়ে যখন দুগ্ধ পানে
ঘুম পাড়াবে বর্গির গানে
হয়তো তোমার পড়বে মনে
আমাদের সেই নীড়
তখন বলব গলা ধরে তোর
অস্ফুট কথা অশেষ আদর
কোনো জীবন বৃথা নয়
প্রাণের সাথে প্রাণ জুড়ানো
একটি জীবন রঙে মোড়ানো
পুরনো নদীতে সাগরের পানি
নতুন করে বয়।

মিলে মিছিলে

ভাই তুমি এসো—ভাই হারা
হারিয়েছ সন্তান যারা
আইলা ও জলোচ্ছ্বাসে
যারা গিয়েছে ভেসে
কর্মের টানে গিয়ে
পায়নি কন্যার খোঁজ

মাদকের ছোবলে যারা
হারিয়ে যাচ্ছে রোজ
তাদের কন্যা পুত্রগণ
মাতৃ পিতৃধন
বুঝেছে অসহায় জীবনের মানে
কোথায় হারিয়ে গেল অদৃশ্য টানে
মধু সংগ্রহে গিয়ে
সাগরের মৎস্য নিয়ে
ফিরতে চেয়েছিল যারা
এসো ভাই দুনিয়ার সর্বহারা
ধর্ম ও কর্মের নামে
যাদের মেরেছে রহিম ও রামে
পর্বত কর্তন করে
খনিজ দ্রব্য নিয়ে
যাদের হয়নি ফেরা
এসো ভাই—
যারা হারিয়েছ জীবনের সেরা
একটি অমূল্য জীবন
পেয়েছ সুভক্ষণ
শাসক নাশক সকলই সমান
কারো নয় বেশি জীবনের মান
প্রাণ রক্ষায় যারা
পেয়েছ অস্ত্রের অধিকার
তাদের ভাবতে হবে আগে গুলি চালাবার
করো না জীবনের হানি
অসহায় স্বজনেরে বুকে নাও টানি
মেরেছ একরামুলে
একটি জীবন যদি নিয়ে থাক ভুলে
হত্যা করেছ যারে সেই একা নয় এর মূলে
কথা বল বাঁচবার অধিকার নিয়ে
তোমার জীবন কেউ যাবে না দিয়ে
তোমায় লড়তে হবে একা
যদি পাও মানুষের দেখা

বল সেও হতে পারে মিছিলে শামিল
নানা বিরোধের মাঝে
জীবন বাঁচাতে পারে এতটুকু মিল।

কুকুর

আজকাল আমি প্রায়ই আজিজ কিংবা কনকর্ডের
বইয়ের দোকানগুলোর সামনে গিয়ে ফিরে আসি
কারণ মালিকবিহীন কুকুরের জটলা বেড়েছে খুব
এক টুকরো রুটির ভাগাভাগি নিয়ে প্রায় করে হল্লা
আমি যদিও তাদের রুটির ভাগিদার নই
তবু কুকুরের স্বভাব—ওরা তো অতটা বোঝে না
ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রভুভক্তি আর দাঁত কেলিয়ে
ভয় দেখানো ওদের কাজ

কুকুরদের সম্বন্ধে আমার মিশ্র ধারণা
তাত্ত্বিকভাবে আমি কুকুর পছন্দ করি
একটি কুকুর পোষার শখও বহুদিনের
মানুষের মধ্যে আনুগত্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা
নিরাপত্তার বোধ কুকুর কিছুটা মেটাতে পারে
পাশাপশি কুকুরে আমার যথেষ্ট ভয়
মাঝে মাঝে পাশের দোকান থেকে রুটি কিনে
ওদের দিকে দিই ছুঁড়ে
বার্কিং ডগ যদিও কদাচিৎ কামড়ায়
তবু থাকে জলাতঙ্কের ভয়

আমি ভাবি—এ সব কুকুর কোত্থেকে আসে
পাশেই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বিদেশি কুকুরের ছানা
অথচ এরা পাচ্ছে না খানা—এদেরও রয়েছে প্রভুভক্তি
এদেরও রয়েছ দেশসেবার শক্তি

মাননীয় পৌর মেয়রগণ কিংবা নগর কর্তৃপক্ষ
এদের প্রতি করুণ কিছুটা লক্ষ্য
আমি পারছি না করতে এইসব কুকুরের সাথে সখ্য
অগত্যা চেতনানাশকে চিরতরে তাদের পাড়িয়ে দিন ঘুম
কারণ বইয়ের সাথে আমিও থাকতে চাই কিছুদিন নির্ঘুম।

গ্লাসের ঠোঁট

পানি পান করতেও চুমুর প্রয়োজন আছে
চুমু থেকেই চুমুক
মুঠোর মধ্যে দুই ঠোঁটে কর্তিত জিভের স্বচ্ছতা—
যদি এইভাবে ভাবো তাহলে জীবন বর্ণহীন হবে
পানি তো সবাই করে পান
সবারই আছে গ্লাসের প্রয়োজন
তবু খাদ্য গ্রহণ পৃথিবীর সবচেয়ে অশ্লীল বিষয়
কারণ খাদ্য থেকে জিঘাংসা জেগে ওঠে
মানুষ পেট্রোল পাম্পে যায়
নল থেকে কিছুটা তরল নিয়ে
ছুটে চলে রাস্তায়
তেল গ্রহণও এক ধরনের অশ্লীল বিষয়
তবু সবাই জানে দূরদূরান্তে যেতে লাগে তেল
পাম্পের সাথে গাড়ির প্রকাশ্য মিলনের পর
আস্ত শিশুরা তার জরায়ুতে ঢুকে পড়ে
তারপর কিছুটা ভ্রমণের পর
আবার ফিরে আসে দিদাদের কাছে
এভাবে প্রতিটি কবর গৃহ মাতৃজঠর পেট্রোল পাম্প
কখনো পুরুষের বেশ ধরে
কখনো নারীর জঠরে
কেবল একটি গোপনাঙ্গ রেখেছে ধরে সাতটি ব্রহ্মাণ্ড
সকল বস্তুর মধ্যে ফানেল ও ছিপির পার্থক্য রয়েছে
সর্বদা প্রস্তুত নাট-বোল্ট সকেট-জাম্পার
যারা একই তেলতলা থেকে গ্যাসোলিন নিয়ে
বাবুরহাট যায়
আর যারা ফিরে আসে—শুয়ে থাকে নিষিদ্ধ তালতলায়
এমন কোন বস্তু বল—তাল কলা বেগুন কুমরার মত নয়
এমন কোন পবিত্র মিনার বলো এমন লম্বমান নয়
যিশুরক্রুশ সাইলেন্ট টাওয়ার মন্দির চূড়ো
ফুলের রেণু মধু গুঞ্জরণ—মাঠ ঘোড়দৌড় ঘোড়সওয়ার—
সবাই যুক্ত সঙ্গীতের কম্পনে
এমনকি ভোল্টের সোনা কয়লার ট্যাম্পার
সব ব্যাখ্যা করতে পার ঠোঁটের ঘটনার দ্বারা
ক্রসফায়ারের সঙ্গেও ইন্টারক্রসের আছে মিল
গোপন প্রশিক্ষণ কিংবা গেরিলা আক্রমণ
গাছেওঠা নিচেনামা জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকা
পুলিশ আদালত সরকার বিরোধীদল
বস প্রমোশন সাবর্ডিনেট—
দাতা গ্রহীতা
সকল জড় অজড় ঈশ্বর
রাধা-কৃষ্ণের মিলনের পর
কারখানার পিস্টনের মধ্যে করে ওঠানামা
কিছুটা গভীর কিছুটা বাহির
এসবই তো ঘটে ভঙ্গুর কাঁচের জীবনে
অথচ মানুষের আদিখ্যেতা দেখলে মনে হয়
কেউ যেন কোনোদিন রাখেনি ওষ্ঠ গ্লাসের ঠোঁটে।

অমৃতের পুত্রগণ

তুমি হত নও—
মানে তুমি সত্যের জন্য লড় নাই
অক্ষত থাকার জন্যই ছিল তোমার সব আয়োজন
তুমি মানুষকে বিশ্বাস করো নাই
তোমার কর্ম ছিল তোমাকে ঘিরে
তুমি ছিলে কেবল সন্তানের পিতা
তুমি যদি মানুষের পিতা হও
তাহলে নিজের ক্রুশ নিজেই করো বহন
তিন রাত ঝুলে থাকার পরে
নিজেই উত্থিত হও মানুষেরে মনে
দেখ তোমার রক্ত মাখা শার্টের পতাকা
তোমার ভোজের টেবিলে অপেক্ষায় মানবপুত্রগণ
রহস্যময় আলোর সিম্ফনি ভেসে যাচ্ছে আব্রাহামের গান—
'মানুষ এনেছে মানুষের ত্রাতা মানুষের জন্য'
সবরমতিতে রাত্রি নামছে চরকার গানে
আর নৈশভোজের আগেই এক কালো রাজা
জানাচ্ছে তার স্বপ্নের মানে
খুনরাজ্যের অধিপতিগণ
হত্যার প্রতিশোধকারীগণ
মানুষের শোকের শান্তনা হত্যা নয়
তোমাদের পলকা বাহিনি সব মৃত্যুর শয্যায় প্রস্তুত
আততায়ী প্রথমে নিজেকেই করে খুন
মানুষের রাজ্য থেকে হয় অন্তর্ধান
মৃত্যুকে বিবেচনায় রেখে যাদের যাপন
তারা জন্মাবে না কোনদিন পৃথিবীর বুকে
হে অমৃতের পুত্র
যারা নিয়েছিল কেড়ে তোমাদের সময়
তারা তোমাদের দেহ নিয়ে ত্রস্ত সন্তরণরত
আর তোমরা অনন্তের বাগান থেকে
পুষ্প নিয়ে নশ্বর মানুষের শবাধারে করছ বর্ষণ
আমরা তো মেষের রাজ্যে দলছুট শাবক।

সমানুপাতিক

প্রত্যাশা নিয়ে যাই—হতাশ হয়ে ফিরি
হে আমার আনন্দরা দুঃখ হয়ে ফের
যদিও সাগর দর্শনে এসেছি এতটা দূর
তবু বালিতেই গড়াগড়ি সারাটা দিন
হিমালয়ে গিয়ে ক'জনই বা শৃঙ্গ দেখেছে
যতটা পেয়েছি দিয়েছি কি তারচেয়ে কম
তারাই ঠকেছে জগতে যারা করেছে
শত্রু ও বন্ধুর তফাত
জীবনে বিশ্বাস ছিল তাই মৃত্যু এসেছে
হে আমার পাখিরা বৃষ্টি হয়ে নামো
হে আমার জল—অগ্নি হয়ে জ্বালো
যারা রেখেছে অন্যের সফলতার হিসাব
তাদের রয়েছে সমান ব্যর্থতা
যতটা জ্ঞান ততটাই মূর্খতা
মুঠোয় ধরেছি যে সব তরবারি
আসলে সেগুলো কাষ্ঠ ফলাকা
মিষ্টি থাকলে মাছিদের ভিড়
ভাগাড়েও অভাব হবে না
বর্জন করতে গিয়ে তোমাকেই পেয়েছি
গ্রহণের অংশটুকু কবেই হারিয়েছে...

অলীক ফুৎকার

এক অপগণ্ড লেখার সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক ভুয়া রাজনীতির সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক ফু বিক্রির সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক যন্তর-মন্তর সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক কানকথা সমাজে বসবাস করে গেলাম

এক পরজীবন সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক কর্মহীন সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক কীর্তিনাশা সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক বন্ধুহীন সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক যুক্তিহীন সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক বাগাড়ম্বর সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক কেড়ে খাওয়া সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক লেজুড়বৃত্তি সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক বিভেদপূর্ণ সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক উন্নয়নের সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক হুক্কাহুয়া সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক মুখোশধারী সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক লেবাজধারী সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক মণ্ডুহীন সমাজে বসবাস করে গেলাম
এক শববাহী সমাজে বসবাস করে গেলাম
যদিও পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে গেলাম
তবু কি নিজের জীবন পালন করতে পারলাম
ফুল ও পাখি নদী ও মাঠ আকাশ ও বাতাস
এমনকি নিজের যা অর্জন
এক অলীক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গেলাম।

আয় রে আমার কাঁচা

১.
এরাই তো বীর মুক্তিযোদ্ধা—এরাই তো আমার কাঁচা
এদের ভয়ে পাকসেনারা বলেছিল—বাপ এবার বাঁচা
বাপ বাপ করে পালিয়ে বাঁচে দুঃশাসনের সকল চাচা
এরাই তো কিশোর বীর সেনানী এরাই আমার কাঁচা।

২.
এখনো যারা ঘুমিয়ে আছে—কবিতার মতো রহস্যময়
বলো তরুণেরা সমস্বরে—এ রাজ্য তোমাদের নয়
আমাদের একটি রাজ্য হবে স্বপ্নের মতো ভবিষ্যৎ
যারা পচামাল কায়েমী স্বার্থ তারা দেখবে অন্যপথ।

৩.
যারা লুটেছে ব্যাংকের টাকা কয়লার মজুদ লক্ষ টন
যেই তুমি হও ক্ষমতা ধ্বজি জবাব দিতে হবে এখন
যারা ইতিহাসে করেছে চুরি তাদের বিচার হয়েছ বেশ
কাঠগড়াতে প্রস্তুত থাক এবার তোমার সময় শেষ।

৪.
এ দেশ যারা গড়েছিল হাতে—শেরে বাংলা শেখ মুজিব
তাদের নামে বৈধতা চায় লুটের রাজ্যের ঘৃণ্য জীব
উন্নয়নের উলুধ্বনি দিয়ে নৈরাজ্যের কর না শেষ
বুঝিয়ে দাও সময় থাকতে সত্যিকারে যাদের দেশ।

৫.
তোমরা তো সব বুড্ডা মিয়া সুখ স্বপ্নে আছ বিভোর
ভুলেই গেছ ক্ষমতালোভী আজরাইলে ডাকছে তোর
অনেকটা দিন এই দুনিয়ায় নিজের জন্য দেখছ খাব
এবার না হয় বুঝিয়ে দিলে মালিকের কাছে সব হিসাব।

কষ্ট

জীবন আমার ফুরিয়ে গেল
ফুরিয়ে গেল আনন্দতে
কষ্ট করে লিখেছিলাম
চেয়েছিলাম কষ্ট হতে

মায়ের কষ্ট নেব বলে
মাটি হয়ে আধেক ছিলাম
আধেক ইচ্ছে নয় তো ভালো
কেবল সাথে কষ্ট নিলাম

বাবা বলতেন—জানিস খোকা
একদিন তুই বাবা হবি
বাবা হলে তবেই সেদিন
বাবার কষ্ট বুঝতে পাবি

ছেলের কষ্ট বাবার কষ্ট
বুঝতে চেয়ে অনেক রাত
ঘুম ভেঙেছে কষ্ট নিয়ে
কষ্ট তাতে হয়নি তফাৎ

বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে
যার চেতনা নরম সুখ
কখন দেখি ভুল করেছি
সেও তো আমার পরম অসুখ

কষ্ট দিছে বন্ধু-স্বজন
কষ্ট দিছে পাড়ার লোক
সুখে থাকুক সকল মানুষ
কষ্টগুলো আমার হোক।

বায়োস্কোপ (২০১৯)

ঈশ্বরের নাম

ঈশ্বরকে যখন আমরা ঈশ্বর নামে ডাকি
তখন ঈশ্বর গুটিয়ে যান নিজের সত্তায়
আমাদের দিকে না তাকিয়ে
তিনি তার ইজেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন
শিশুদের হাতের সাথে একটি প্রজাপতি
কিংবা একটি আপেলের রঙ নিয়ে থাকেন ব্যস্ত
একজন কবিকে তুমি যদি কবি নামে ডাকো
প্রাথমিক উদ্দীপনায় হয়তো দেবে সাড়া
কিন্তু যখন সে জানবে তার কবিতাগুলো অনধিত
তখন অবজ্ঞায় ফিরিয়ে নেবে মুখ
বলবে এসব লোকের কাছে কবিতার কি মানে
বরং তার কবিতা থেকে একটি পঙ্‌ক্তি
যদি নির্ভুল করে থাক পাঠ
তাহলে কবির হৃদয় প্লাবনে হবে সিক্ত
ঠিক প্রভুও ফুলের নামে পাখির নামে
নদী ও সমুদ্রের নামে ভাস্বর
তবে মানুষের নাম তার সব থেকে অপছন্দ
কারণ একটি ফুল চিরকাল ফুল
যেমন গোলাপ বেলি চামেলি জুঁই; কিন্তু মানুষ!
গোত্রের বাইরে সে পরিচিত হতে চায় রহিম গণেশ বুশ।

খৃষ্টের পুনরুত্থান

এবার ফালতু কথাবার্তা ছাড়েন তো হে
একগালে খেলে আরেক গাল দিতে হবে পেতে
গালের অবস্থা দেখেছেন মশাইমারছে তো মারছেই
বাবা ছেলেপুলে নাতিপুতি একের পর এক
অন্যের পিতার হাতে এ ভাবে খেলে মার
আপনার পিতার সাক্ষাৎ কিভাবে মিলবে
আপনি কি কাউকে দিয়েছিলেন মার
খাওয়াই তো আপনার কাজ
আপনি কেবল খাবেন-দেবেন না কিছুই
তাই ওরা মার দিয়ে যাচ্ছে অবিরত
মার দেয়াই ওদের একমাত্র কাজ
অনেক হয়েছে মশাই
এবার নড়েচড়ে বসুন
অহেতুক শুষ্ক কাষ্টে খাবেন না দোল
কিছুটা মার ওদেরও প্রাপ্য হয়েছে না কি!
কুষ্টরোগী আর পাগলের সাথে থেকে
আপনার মাথাটাও গেছে
এবার মানুষের দেশে কিছুদিন করুন বাস
যারা দিয়েছে মার ফিরিয়ে দিন দ্বিগুণ আসলে
নারীকে বাসুন ভালো কামনায়
বলুন, কে আছিস আয়
আমি আর থাকি না ভার্জিনায়
যারা শুনেছ আমার পুনরুত্থানের গল্প
তারা ঠিকই শুনেছ প্রতিশোধের আরেক নাম পুনরুত্থান।

চকবাজার

সব দুঃখের দিনের কবিতা কি আমরা পেরেছি লিখতে
কবির জাতি বলে বাঙালির রয়েছে যে দুর্নাম
তবু কি আমরা প্রতিদিনের শোক প্রকাশের ভাষা
কবিতায় পেরেছি গাঁথতে
এমনকি রবীন্দ্রনাথ মায় সব কবি মিলে
যখন চকবাজারে লাগে আগুন
তখন কি বেগুনবাড়ির সাথে থাকে তার মিল
তখন কি মায়েরা একইভাবে কাঁদে
যদিও সব মৃত্যু একদিন সংখ্যায় পরিণত হয়
তবু মায়েরা সন্তানের নাম ধরে ডাকে
হে আমার বাংলাদেশ! হে আমার কবিতার জাতি
কেন যে তুমি এত কম কবিতা লেখ
নতুন শোক প্রকাশের জন্য আমি পাই না খুঁজে ভাষা
তখন রানাপ্লাজার অলৌকিক বেঁচে থাকার কি মানে
পৃথিবীর সব দুঃখের ভাষা নাকি এক
কই আমি তো পারি না একটি দুঃখ দিয়ে
আরেকটি দুঃখ ঢাকতে
আমাদের কান্নার মিছিলগুলো
কেবলই নাম ধরে কাঁদতে থাকে
গতকালের দুঃখগুলো তো আজকের মতো নয়
আগামীকালের দুঃখ যদিও আসবে একই পথে
সাংবাদিকরা লিখবেন-রাস্তাগুলো ছিল সরু
একটি বাড়িতে ছিল দাহ্যপদার্থের কারখানা
ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িগুলো আসতে করেছিল দেরি
নগরপিতার বিবৃতি-একটি মেগা পরিকল্পনার খবর
যদিও সেগুলো একই ফিতায় থাকবে বাঁধা
তবু যে-সব মানুষ হারিয়ে যায়তাদের পিতা মাতা কন্যা ও পুত্রগণ
তাদের না ফেরা স্বজন-
সেই সব পরিত্যক্ত সরু রাস্তা থেকে
দাহ্য পদার্থ থেকে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে
কখনো পাবে না পরিত্রাণ।

সুবীর নন্দী

আজ সারাদিন সুবীর নন্দীর গান শুনব
বন্ধু হতে চেয়ে যারা শত্রু হয়েছিল তাদের ডেকে এক কাপ কফি পান করব
বলব, আমার এই দুটি চোখ পাথর তো নয়
তবু তার কেন এত ক্ষয়
কেন ভালোবাসা হারিয়ে যায়
দুঃখ হারায় না
কেন পাহাড়ের চোখে এত কান্না
এসব অসংখ্য কেন এর মাঝে হারিয়ে যাচ্ছি
তবু কথা হারাচ্ছে না
ফিরে আসছে পাখি, ফিরে আসছে ময়না
বাঙালির সিনেমা
বাঙালির নস্টালজিয়া বাঙালির সহজিয়া
এসব জিয়া ফিরার গান কে আর গায়
আমাদের হিয়া
চুলে কলপ দিয়া যদিও করেছি বাদ
তবু ফিরে যাবার আছে সাধ
লাঙলে জোয়াল বেঁধে মাটিতে কর্ষণের টান
নদীর ছলাচ্ছল শব্দে হাসিতে খান খান
বাঙালির নায়িকা যারা এসেছিল শীতলক্ষ্যার তীরে
হারিয়ে গেছে অসংখ্য মানুষের ভিড়ে
তারা আজ আমাদের হৃদয়ে শান্তিতে ঘুমায়
আমরা যদিও রয়েছি কোমায়
তবুও আমারে করিও ক্ষমায়
এখনো সুরের টানে তারা বাইরে আসিবার চায়
এসবই বয়সের ফের
আমরা জেনেছি ঢের
বয়স্ক মানুষের স্বপ্ন চেতনা
ভাবে- আবারো জরায়ুতে ফেরা যায় কি না
কিন্তু আমরা বলেছি না, কোথাও যাব না
আমরা করব বাস আমাদের শৈশবে
গাঁথব মালা সইসবে

কিশোর প্রেমের বেদনায়
যে কখনো কাঁদে নাই
তাদের সাথে নেই তবে।

হাজার সালের প্রতিশোধ

কাল লিখেছি গানের পাখি
বলল, আমার কন্যা ডাকি
বাবা তোমার কিসের কাব্য
কিসের নীতিবান
যখন তোমার কন্যা একা
কাঁদছে ঘরে নারীর অপমান
কিসের জন্য যুদ্ধ তোমার
কিসের জন্য লম্বা কথার ঠান
সত্যি তোমরা লিখতে পার
ঠাকুর ভোলা গান
ঘরের কোণে রইছ একা
কাব্য লেখার ভান
রাস্তাঘাটে দিচ্ছে অসুর
কাপড় ধরে টান
টান মারছে বন্য-শুয়োর
বনের রাজার মায়
তোমার মেয়ের জীবন গেলে
কে-ই-বা নেবে দায়
খুবলে খাবে গৃধ্র-শকুন
কতকাল আর লিখবে বল
কবিতায় ধুনপুন
রাস্তা ছেড়ে আর কতদিন
থাকবে ঘরের কোন
কন্যাহারা পিতার জন্য

অশ্রুসজল হয় না তোমার মন!
মেয়ের কথায় উধাও হলো
কাব্য লেখার ঘোর
যায় না পারা আত্মজারা
অসহায় বাপ তোর
গড়তে পারিস তোরাই কেবল
এসব প্রতিরোধ
মার-লাগা সব নপুংশকে
হাজার সালের শোধ
এবার পালা বৃহন্নলা
সব চালকের দল
আমরা এবার দখল নেব
ঘরের কোণে চল।

মহিষাসুর

তোমার হাতে হত্যা হতে হতে
ঠাঁই পেয়েছি পায়ের তলে—হয়তো কোনো মতে
খাড়ার ঘায়ে মারার আগে দৃষ্টি হেনে বান
মাগো আমি পাতক ছিলাম তোমায় অপমান
খুন করেছি পুত্র তোমার সুন্দরী এক কনে
বিশ্বটা আজ পদানত অবৈধ এক রণে
শাসন করার মানস নিয়ে শোষণ করার পণ
তোমার খাড়া আসলে নেমে নাশতে কতক্ষণ
ঘোড়ার পিঠে আসন মাগো গাধার পিঠে ঠাঁই
তোমার থানে ভাগ্য গোনে দুঃশাসনের ভাই
অসুর বধের প্রজ্ঞা নিয়ে খাড়ায় কুপোকাত
তারাই এখন তোমার পায়ে পুষ্প করে পাত
জগত জুড়ে শাসন করে বক্ষে রেখে পা

হয়তো অসুর—সবাই জানে তুমিই তাদের মা
তোমায় রেখে বাপের বাড়ি মাত্র কটা দিন
লোক দেখানো মায়ের সেবা তিলক এঁকে ঋণ
এক অসুরে বধতে তোমায় ধরার আগমণ
তোমার সেবায় মত্ত অসুর লক্ষ কোটি জন
কোন অসুরকে মারবে তুমি কোন অসুরে ঘায়
পাপ-পুণ্যের হিসাব জটিল আজকে বসুধায়
তবু যদি শান্তি আসে তোমার খাড়ার বলে
এই অসুরে বিনাশ করো তোমার পদতলে
বিশ্ব থেকে বিদায় করো দুঃশাসনের রাজ
তবেই তুমি অসুরনাশা মায়ের মতো কাজ।

বান্দার কান্দা

হায় প্রভু!
তোমার দূতরা কখন যে ধরে নিয়ে যাবে
আমি আছি সেই ভয়ে ও ভাবে
তাহলে কেন তুমি দিয়েছিলে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকার
এমনিতেই তো তোমার অনেক পাওয়ার
আবার রেখেছ শাদা পোশাকের টিকটিকি
তাদেরও দিতে হবে পাঁচ-সিকি
পোশাক শাদা হলেও রঙে বিচিত্র
যদিও নানা মানে—তবু এক চিত্র
তারা বলে আমরা মেখেছি প্রভুর বিপরীত রঙ
ফেইসবুকে দেখি মাইয়ার লোকের ঢঙ
এমনকি নিজ-নারীও নিরাপদ নয়
করে ভয়—ভাবি সেও তোমার স্পাই কিনা
হয়তো আমারে করে ঘৃণা
ধরে যদি ওয়ারেন্ট বিনা
জানি তোমার রাজ্য অনন্ত অপার

তুমি থাকবে বারবার
আসবে মারবার
আমরা চলে গেলেও
জানবে না শকুনি খেলেও
যদিও ছিল একটা মেয়াদ
তবু আগে ছেলে যাবে—না আগে বাপ
তুমি যে মাইর দেবে তা তো তোমার আইনে আছে লেখা
যদিও তোমার সাথে আমার হয় না কো দেখা
তবু তোমার বান্দারা প্রায়ই মেরে আমায় করে দেয় আন্ধা
তুমিও জান আমি ভীতু নর
এমনিতেই রয়েছে মরণের ডর
তারপরে পুলিশের ডাণ্ডায়
ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আমাদের আণ্ডা
বল কিভাবে রাখি তোমার দেয়া মানডা
যেতে পারব না বাহির—করতে পারব না পান
তেড়ে আসবে তোমার ছদ্মযান—মলে দেবে কান
বলবে এবারে গাড়িতে ওঠ
যতই কামড়াই ঠোঁট—তোমার পেয়াদারা পেদিয়ে
নিয়ে যাবে দোজখে খেদিয়ে
আচ্ছা বলতো যদি এরা করে থাকে ভুল
আমারে নিয়ে গিয়ে মারে গুল
তুমি কি তাদের ছিঁড়ে দেবে চুল
ভাবো প্রভু আমরাও তো তোমার বান্দা-বান্দি
অদৃশ্য মার এলেও তোমার কাছে কান্দি
আমাদের তো অনেক সময় বাস ভাড়াও থাকে না
রাস্তাঘাট অচেনা
ঘরে থাকে না বিবি বাচ্চাদের খানা
তবু খানা-খন্দে
পড়ে থাকে তোমার বান্দে
আমি তো কখনো বলিনি—এই বিচার আন্ধার
প্রাণে বাঁচার অধিকার রয়েছে তোমার বান্দার
তুমি কখনো মূর্তি গান্ধার
সুযোগ করে দিয়েছ তোমার সিপাইদের ধান্ধার
একদিন কেউ থাকবে না কান্দার।

দুঃখের আনন্দ

তুমি আমায় বানিয়েছিলে কাঁদতে কাঁদতে
চোখ দুটি ঝাপসা ছিল—শরীর ছিল বেদনায় নীল
রক্তের আস্তরণগুলো সরাতে সরাতে
বিধ্বস্ত যুদ্ধের মধ্যে
তুমি আমার অস্থিগুলো একত্রিত করছিলে
আর যতবার সংগঠিত করেছিলে ধূলিকণায়
ততবার পথের ধারে ছড়িয়ে দিয়েছিল দুষ্ট ছেলেরা
হে আমার বালিকা মাতা—
তুমি কি এখনো ভুলেছ সেই বেদনা
যদিও একদিন তুমিও থাকবে না
তবু তোমার বেদনাসমূহ
আমায় করেছ সমর্পণ
তোমার দান মানেই তো দুঃখ
তোমার দান মানেই তো অনন্ত হাহাকার
যারা পৃথিবীতে আনন্দকে বেদনার বিকল্প ভাবে
তারাও জানে—হাসি কোনো কষ্টের সমাধান নয়
হে আমার প্রভু! হে আমার মাতৃকণিকা
কে তোমায় দিয়েছিল এমন নিঃসঙ্গতার অভিশাপ
কেনই বা আমায় কালান্তরে পৌঁছে দিতে হবে সেই সব পাপ
যারা সুড়ঙ্গের প্রান্তে আলোকের গল্প করেছে রচনা
তাদের রয়েছে দুঃখ ভোলার অলৌকিক দুঃখ
একটি দুঃখকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য
তুমি আরেকটি দুঃখের জন্ম দাও
তুমি আমার মা হলেও—প্রকৃত হত্যাকারিণী
তুমিও আমায় অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলে
ভুলতে চেয়েছিলে তোমার লিঙ্গান্তরের পাপ
দিন শেষে আমিও তোমার পরিত্যক্ত তৈজস
এসো মা—আমরা দুঃখ উদ্‌যাপন করি, কাঁদি
দুঃখান্তরে নদীগুলে ভাসিয়ে নিয়ে যাই
আর যারা পৃথিবীকে আনন্দময় বলেছে-
তাদের জন্য উপহার দিই অনন্ত দুঃখের আনন্দ...

গন্তব্য

তুমিই যখন গন্তব্যে দাঁড়িয়ে আছ
দু'হাত বিছিয়ে নিশ্চিন্ত শায়িত
তখন আর আমার অহেতুক আড়মোড়া ভাঙা
কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছ—দাও
কয়েকটি কণ্টকের সঙ্গে একটি পুষ্পও রেখেছ
ভেবো না আমি কুকুরের সঙ্গে দৌড়াতে থাকব
আমি কেন নিতে যাব তোমার পুষ্প, কণ্টকের ঘা
পারলে নিজেই গর্ভমূলে চেতনা জাগাও
ঘোড়া কিংবা গর্দভ যেই হও তুমি
এইটি ইঁদুরের পিঠে চড়েই যদি ব্রহ্মাণ্ড দর্শন
তাহলে এই চতুরতার কি মানে হয় বলো
তুমি রাস্তার ধারে প্যান্ট খুলে পেচ্চাপ করো
আর সিটি মারো—আর বলো দৌড়াও দৌড়াও
আমি কি সার্কাসের বাঘ
আমার ইচ্ছে হলে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব
দু'কদম বাড়ালেও তো গন্তব্যে তুমিই
তোমাকে ছোঁয়ার জন্য সতীপনার করব না ভান
অহেতুক উত্তেজনায় টানটান
যখন জেনে গেছি তুমিই রয়েছ আমার অপেক্ষার মূলে
তখন অন্যত্র শোনাও তোমার মাহাত্ম্যের গান
মনে রেখ—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যে মরণ চাঁন
তুমি নও তার সমান।

ফে বুবু

ফে বুবু তোমার প্রেমিকেরা বড় অস্থির
আজ এর পাঞ্জাবিতে হাত কাল ওর বালিশে
রাখছে মাথা

সন্ধ্যায় বললে-আজ চাঁদ উঠবে না
রাতে মেহেদিবিহিন সাজালে শয্যা
দিনে নিভরণ মুখ দেখাবে না বলে
কার্ডিফে ঢেকে দিল লজ্জা
আজ আবেদ কাল সাঈদ পরশু তনু-নুসরাত
দারোগা সাহেব ঘুষ দিয়ে বলে-কিয়াবাত
আমি তো এখনো ব্যারাকে
আমায় হুদায় খুঁজছ ব্র্যাকে
ফে বুবু, তোমার প্রেমিকেরা গেছে বিপ্লবের ডাকে
তুমি রাত কাটাবে নিয়ে কাকে
তোমার বিছায় যে কালো বিড়াল থাকে
কেউ দেখছে না তাকে
তোমার শিকার দুধ খেয়ে যাচ্ছে ফাঁকতালে
তুমি চুমু দিচ্ছ যার-তার গালে।

হচ্ছেটা কি

তোমরা কি বলছ
তোমরা কেন ফিসফিস করছ
তোমরা কি আমায় নিয়ে কথা বলছ
ঠিক আগের দিন নাকি পরের দিন
আমাদের বস্তিতে লাগাবে আগুন
আমরা যারা শহরের প্রান্তে করি বাস
আমরা যারা প্রান্তিক
গলায় যাদের পরতে হয় চিহ্ন
আমরা যারা ইহুদির চেয়েও ঘৃণ্য
যাদের জন্য দেশটা সংশোধনাগার
কারা রাখছ লক্ষ্য আমাদের গতিবিধি
ভাবছ-এই শালারাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর
বোঝা যায় না কখন যে কার

হয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে করিনি অভিবাদন
তোমাদের সাথে দিইনি টহল
তোমরা যারা কর লুট কিংবা করবে
আমরাই তোমাদের সহজ শিকার
তোমরা সোমবছর কর হট্টগোল
আর আমরা ফসল ফলাই
শস্য বেচাকেনা করি
উন্নয়নের চাকা রাখি সচল
অথচ আমাদের করছ সন্দেহ
ছড়িয়ে দিচ্ছ ঠাণ্ডা ভয়
আর বলছ- দিনটা যাক
তারপর শালারা কোথায় থাকিস!

ধূলি

তোর তো কোনো তাড়া নেই ধূলিকণা, আজ
বাতাসের সাথে ঘুলি মেরে শিশুদের ভয় দেখানো ছাড়া
যারা কাল উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল-
তাদের জন্য তুই সাজাবি ঘর

এক বালিকার চোখে তুই আজ শুধুই বালিকণা
রবিবাবু হলে লিখতেন চোখের বালি
আহা তোর সাথে আজ কে আর করবে আড়ি
যা না-যাওয়া হয়নি যে-সব বন্ধুর বাড়ি

যারা তোকে তুচ্ছ বলেছিল-তারাও আজ তুচ্ছ
তারাও আজ মহান আকবর বাদশার সাথে
সারে রাতের ভোজ-সৈন্যের বদলে গোনে
ফুলের পাপড়ি রেণু-মাছিদের গুচ্ছ

ধূলির সাথে তুই বেঁধেছিলি ঘর-
একমুঠো ধূলির ভেতর
ধূলির মায়া-ধূলিরা ছিল আপন-পর
আজ সন্ধ্যায় বেছে নিবি কার ঘর

ধূলির রাজ্যে যদিও পতন আছে
তবু মনে রেখ এক্ষুনি উঠব ধূলিঝড়
গরুগুলো রাখ প্রান্তরে বেঁধে
ভয় পেতে পারে পাছে।

মোহনা

যখন আমি থাকব না তখনো তুমি থাকবে
কিংবা তুমি যখন থাকবে না তখনো আমি
সূর্য যখন পাটে বসবে শকুনিরা হবে বের
অন্ধকার বলবে—ঘরে যাও হয়েছে ঢের।

যদিও আমাদের নিয়েই থাকব আমরা ব্যস্ত
তবু তোমার কিংবা আমার না থাকার চিহ্ন
হয়তো খুঁজবে না কেউ—গল্প লেখার জন্য
আমরা তখন সমুদ্র হবো কিংবা অরণ্য।

আমাদের বিচ্ছেদ—সে তো খুবই সাময়িক
আমরা তো এক সঙ্গে এখানে আসিনি ঠিক
তবু তো আমাদের হয়েছে মোক্ষম সাক্ষাৎ
তাই যেখানেই থাকি—লক্ষ্য মোহনার দিক।

এসব কথা পুরনো বটে ততটা পুরনো নয়
যাত্রাপথে কখনো এখানে কখনো অন্যযানে
ভ্রমণরত কেবল আড়াল তবু বিরহের ভয়
নিত্যনতুন মিলনের দিন রচিছে হন্যমানে।

নুসরাত

নুসরাত তুমি শেষ নও তুমিই প্রথম নও
তোমার বিষণ্ন যাত্রায় আমরাও রয়েছি
আমরাও সম্ভ্রম হারিয়েছি, হারাচ্ছি
আমরা আজ কান্নার বাকশো-ফেসবুক সমিতি
আমরা কেবল কাঁদার জন্য-কাগুজে বাঘ
কেউ যেন বাকশে ঢুকিয়েছে-
অন্যপ্রান্তে সবাই দর্শক
আমরা চাই রাস্তা নিরাপদ থাক, তবু
রাস্তাগুলো অনড় ভয়ঙ্কর ধর্ষকের মিছিলে
তনু রিমি সিমি রুনিরা-আজ ফেসবুক সঙ্গী
একটি বিয়োগান্ত চলচ্চিত্রের বারেক কান্না
এই সব প্রয়োজনায় আমরা অভ্যস্ত বেশ
আমরা জুতা ছুঁড়ে মারি প্রেক্ষাগৃহে
বাড়ে খলনায়কের সাফল্যে উৎসাহ
না ইমাম না উপাচার্য, রংপুর না বরিশাল
হতে পারে জাহাঙ্গীনগর কিংবা ভিকারুন্নেসা
কি এসে গেল কার তাতে
যারা রোজ দিচ্ছে ছাই আমাদের বাড়া ভাতে
সিনে পর্দগুলো বড় অস্থির
আমরা বেঁচে আছি বিস্মরণের গানে
চকবাজার থেকে গুলশানে
একটি ঘটনা আসে আরেকটির অবসানে
নুসরাত আমরা আজ ফেসবুক সমিতি
আমাদের ক্ষোভ ঝরে পড়ে ভার্চুয়াল রতি
ঘুমাও বোন এসব রেখ না মনে
যেহেতু তোমার জন্ম ধর্ষকের বনে
ধর্ষক কিংবা ধর্ষিতা আমাদের নিয়তি
আমরা কি-ই-বা পারি এই ভার্চুয়াল সমিতি।

মন্ত্রিসভায় পাখিরা

আজ মন্ত্রিসভায় পাখিরা আমন্ত্রণ পেয়েছে
তাদের চাকায় ভর করে বুকের বাসনাগুলি ম্রিয়মান
'গুলি' শব্দটি—যদিও আপত্তি করেছে পাখিমাতা
শব্দ প্রয়োগে সতর্ক না হলে—বালাই-ষাট
মন্ত্রিরাও চায়ের সঙ্গে বিস্কুট ভিজিয়ে খান
ওদের পোলাপান পটি করে
পার্টি চলাকালে দাঁড়া হয়ে করে পেচ্চাপ
এইসব আজিব ব্যাপার দেখে
বিহঙ্গ শিশুরা পাচ্ছে দারুণ মজা
আজ আসার সময়
দাঁতব্রাশ হয়নি বলে কারো ছিল অনেক খেদ
মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে ভুলেছে সেই সব ভেদ
অর্থমন্ত্রণালয় ছাড়া মানুষের কি আছে দাম
যেমন বিদেশমন্ত্রিও পাখিদের মতো
খুলে ফেলে পায়ের সুতা
শিক্ষামন্ত্রি আসলেন-
তাকে দেখে বিহঙ্গশিশুরা উঠে দাঁড়ালেন
এর আগে কেউ কখনো দেখেনি উত্থান
তবলার সঙ্গে বেজে উঠল পাখিদের গান
পাখিমাতা বললেন—মন্ত্রি মহোদয়গণ
আপনারা আজ বন্ধুদের সাফল্যে ঈর্ষাবান
আপনারা একদিন সভাপ্রধান হতে চান
আকস্মিক কাশির শব্দে হয়ে গেল খানখান
বিহগ শিশুরা বলল—মা আমাদের সাথে
মানুষের শিশুরাও উড়িতে চান!

কবিতা

দু'একটা কবিতা পড়া এখনো রয়ে গেছে বাদ
দু'একটা কবিতা লেখা এখনো রয়ে গেছে বাদ
সে সব পড়ব বলে-সে সব লিখব বলে
ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে তোমার পাদুকায় রয়েছি
যদিও পৃথিবীর কবিতাগুলো পড়তে পড়তে ক্লান্ত আমি
যদিও পৃথিবীর কবিতাগুলো লিখতে লিখতে ক্লান্ত আমি
তবু দু'একটি কবিতা কোথাও রয়েছে তবু
যে সব কবিতা হয়েছে লেখা
যে সব কবিতা হয়েছে পড়া
সে সব কবিতা এখনো লেখার প্রাক-প্রস্তুতি
সেই সব কবিতা হয়তো একদিন লেখা হবে ঠিক
কবিতা এখনো বস্তুর শাব্দিক বাকপ্রতিম ভিন্ন নয়
কবিতা এখনো উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক
কবিতা এখনো অনুপ্রাস যমক
কবিতার ভালো-মন্দ এখনো পাঠক বিচারে
তাই কবিতা নয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বোধের কিনারে
কবিতা একদিন হবে সৃষ্টি-
রাজভয় লোকভয়-ভাষার বন্ধন থেকে পাবে মুক্তি
পৃথিবীর অস্তিত্বের সমান্তরালে যাবে বয়ে
মানুষ শুনবে তার গান-
যে সব অজানা উৎস থেকে জীবন এসেছিল ভেসে
কবিতা দেবে তার দু'একটি ইঙ্গিত।

বায়োস্কোপ

এখন কফির পেয়ালায় চুমুক দেয়ার কাল
ফেইস বুক খুলেই জেনে ফেলি হাল
ঝটপট যা আছে মাল
ফেলেই দিই ছুট
এবার বলিব সত্যবাত—কিছুটা ঝুট
পাটের ফরিয়া আমি—গঞ্জের হাটে যাই
সঙ্গে বিবিজান নাই
ঘাটে থামি
একটা গোলাঘর দেখে নামি
নামাই
হপ্তার কামাই
খরচের সয় না ত্বর—খরচেই সুখ
আমার এই খরুচে অসুখ
জানে নানি জানে নানাজান
জানুক—আমি এ সবে দেব না কান
নিজের খাই—বনের মোষ তাড়াই
মোষও তাড়ে আমায়
তবু ধরে থাকি নৌকার গলুই
মাঝি গায়—রহিম রূপবান
আমি বলি—আল্লাহ মেহেরবান

ভাব তো তুমি কোথায় আছিলা
আমি ও তুমি কেবল উছিলা
তবু আমায় দিলে আছিলা
তার দেয়া পানের এই খিলা
মুখে এখনো জব্বর
ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘোর
মাঝি হাঁকে আজান
বন্ধ করো এইসব বেহুদা গান
কারো মধ্যেই নাই এক জর্‌রা ঈমান
সবখানে ভরে গেছে বিদাতে

লাভ কি তাতে
বিদাত মানে আমার রাসুলে করেন নাই
বাসে চড়েন নাই

মৌলবী সাব ইউটিউবে ওয়াজ ফরমান
ভাবে আল্লাহ মেহেরবান
গোনে প্রতিক্ষণে নিজের লাইকার
শোনে—মনে মনে ভাবে এই মাইয়া কার
শরীরে কাপড়ের অভাব
একেবারে খাই খাই ভাব
যদিও দেখতে আহা মরি
তবু এরাই হবে দোজখের খড়ি

কোথায় পাব উটের হাওদা
সবখানে দেখি দাদা
কোথায় পাঠালেন মওলা
তাদের দিলে সাব-কওলা
আমরা এমনি হারামজাদা
আজ বেচি জাহাজে করে আদা
বুঝি না তার লীলা
আমাদের পাজামার গিট হয়ে যায় ঢিলা
এই যে আমাদের উত্থান
এই যে আমাদের দ্রুত পতন
কে-ই বা উঠান
কে-ই বা আমাদের নামান
নামতে নামতে তলায়
তবু পৈতা আছে গলায়
এই ভানুমতি যদি না থাকত ঘাটে
কে-ই বা জ্বালাত আগুন এই মরা কাঠে
আমরা সতী আমরা আগুনে পুড়ি
আমার জগন্নাথ খায় পুরি
আমাদের অন্তপুরে
অন্তর পোড়ে

পড়শিদের ঘরে লাগলে আগুন
আমরা কিনি সইলা বাগুন

এইসব চলমান তাবুগুলো আমাদের ঘর
ঘামে ভিজে হাঁপানিতে জরজর
'মাথার উপর বাড়ি পড় পড়
তার খোঁজ রাখ কি'
গঞ্জের হাটের পাশে কেবল ভেলকি
একটু দাঁড়াই- শুনি
নিজের ভবিষ্যৎ পরমায়ু গুণি
মাইকে আসে ভেসে
বলে নাকি একটু কেশে
টুপি-দাড়ি আচকান পাঞ্জাবি
রবীন্দ্রমার্কা সবই পাবি
এদের বলে অরিয়েন্টাল
আমরা সুমুন্দির পো বাঙ্গাল
ব্যবসায় বুঝি না চাল
একটু জমলেই ফেলার জন্য অস্থির
আমরা বাঙালি বীর
মাসে এক বছরে বারো
সোমবছর ঘোমপাড়ো
কামিন খেয়ে যায় মাছের মুড়ো
আর আমি ঘুমে ভাঙি আড়মুড়ো
বিছানায় নির্ঘুম আওরত
চোরে দিচ্ছে পাহারা ঘরৎ ঘরৎ
দৈবাৎ যদি ভাঙে ঘুম
চোখ মুছে ভাবে আল্লার হুকুম
কি যেন দেখলাম আলো ছায়ায়
কে যেন অন্ধকারে পালায়
শক্ত করে ধরে রাখ নিজের ধন
নেড়ে দেখ ক্ষণে ক্ষণ
কেউ যেন পারে না নিতে তোমার সম্পদ
তোমাদের সাথে আছে সদ্‌গুরুর পদ

তোমরা কুত্তা খেদাও মক্কায়
বৃষ্টি হলে রুশিয়ায় আমরা শক খায়
বাড়ি কই আমাদের মাবুদ—এখানে ফেল্লা
লাগবে কি কাজে তিন চেল্লা

আমাদের হয় না সতীত্বের ক্ষয়
আমরা বলি—হয় হয়
বাজা রে হুক্কা বাজা রে হুয়া
তোমরা আসিবে আমরা শোয়া
তোমরা শ্রেণি আমরা কেলাশ
ঠোক্করে লক্ষ্যরে আমাদের গেলাশ
বলিবে মূর্তি বলিবে ভাস্কর
বলিবে লিখিব আমি—তুই শুধু পাস কর
বিচারও অন্ধ আমিও অন্ধ
আন্ধা দেখায় পথ—আন্ধাদের নন্দ
চুরি নয় ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে
মা কালি মাড়িয়ে
সুন্দর দেহখান নাড়িয়ে
দাড়ি নেই দাঁড়ি হাতে নারী এ
সেই দেশের যুবরাজ প্রায়ামে
নিজদেশ নাশ করে আকামে

তবু সবাই যা বলে ভাই বলুক
আমি চলি আমার পথে ওরা ওদের পথে চলুক
অন্যের মুখে ঝাল খাওয়া ভালো না
ঝাল খেয়ে পরিণামে শুধু থাকে কান্না
আর না আর না
এবার দেখ এসে গেল—আধামরা কবিরা
লিখেছে একখান—জানতো কি নবিরা
বলে আমি বড় কবি—ঈশ্বর ভগবান
এসেছিল রবীন্দ্র-জীবেন্দ্র দুই খান
আর কেউ কবি নয়—লিখেছে পদ্য
একখানা কবতে এসে গেল সদ্য

নজরুল বড়চুল
চাইছিল হোমরুল
এখন ওসব আর কবিতার জাত নয়
চাওয়া চাওয়ি ভালো নয়
কবিতাকে হতে হবে এমন এক ফর্দ
কেউ যেন বোঝে না মাগি কিবা মর্দ
আমি বলি ভালোবাসো
তুমি বল আস আস
বলি আমি নই ফিট
তুমি খোল পাজামার গিট
এতেই সম্পর্ক হলো আমাদের খিটমিট
বিষণ্ন বালুকা বেলায়
আমরা হারালাম হেলায়
দুঃখ রয়ে গেল লবণাক্ত জলে
এখনো খুঁজিয়া ফিরি কামিজের তলে

এক শালা বাটপার
সব ভাবে নিজের তার
কখনো লাঙল দিয়ে
বিনা চাষে ধান নিয়ে
নৌকা করিছে বোঝাই
পাটের দালাল আমি—এত বুঝে কাজ নাই
আমায় বলে সে
অহেতুক কাছে এসে
কে যায় পালকি চড়ে
বৌ তোর বালকি ওরে
তুই বেটা রাজাকার
তোর বৌ যে আমার
আমি বলি লই লই গো বাবু
আমার কামিনের কভু
ছিল না রাজাগার
বলে কেন ব্যাটা ছিলি না—যা রে তুই ভাগাড়
অথচ এক রাজাকার পোএ

ঘোরে তার সাঙাৎ হয়ে
পাক মিলিটারি মারশালা
বাবু আমরা কার শালা
তনুর বনু আমি কি-ই বা হনু
এমন লজ্জার কথা কারেই বা কনু
আমাদের পাহাড়ে
কে বা হরে কাহারে
সকলেই ভূগছে চিকন গুনিয়া জ্বরে
গিটে গিটে ব্যথা তাই
কিন্তু এর ওষুধ নাই
পানি খাও ঘোল খাও
নিজেরটা নিজে চুলকাও
ধৈর্যে হবে নিরাময়
এরে তাই চিকন গুনিয়া কয়
নিত্য নতুন নামের ঠেলা
পারলে এই বেলা পালা
প্রশ্ন করলে খাবি গুলি
ক্রসফায়ারে উড়বে ঠুলি
নার্গিস ঝড়ের নাম—
‘মোরা’ এলে বাপের নাম যাবি ভুলে
থাকবে না কেউ ত্রিকূলে
ক্যাটেরিনা পৃথ্বিরাজ ঘুরি
অপারেশন সার্চ লাইট নয় ঝালমুড়ি
জঙ্গির ভঙ্গি ধরে ট্রাম ব্যাটা বুচারনন
বরাহ শাবক খেলে গোমাতা নি-বারণ

এক ব্যাটা মার খায়—নিজেরে মুসলমান কয়
আর ব্যাটা বলে মারো সে কিন্তু মুসলমান নয়
মসজিদে জুম্মাবার
ঘরে বসে ঘুম আবার
মার মার হেই ও
লগি টেনে যাইয়ো
কুলে কি পড়েছি এসে—মাছ কি বা হেই ও

কুবিরের কপিলা ও
রাত ম্যালা ঘরে শো
গুণ টানো হেই ও
কে বা আসে এই ও
বলতে পারে ও
ঘরেতে নেই বো

পানিও শুকিয়ে এলো
নৌকায় দিন গেল
ধান আর রাখিব কোথায়
সুখে খেতে ভুতে গুতায়
রবিবাবুর নৌকায়
সোনা ফেলে ধান ঢুকাই
কাগজ কলম নাই—কিভাবে টুকাই
বেলা মোর হয়ে গেল কথায় কথায়
ঘরে মোর আছে হতাই
পারি না বলতে তাই
সকলেই কুটুম মোর লতায় পাতায়
সব কথা লেখা আছে হিসাবের খাতায়।

নিদারুণ মাস ফেব্রুয়ারি

পাতা ঝরে যদিও আসছে মুকুল
তবু ভেসে যাচ্ছে আমার দু'কুল
আমি যেমন গরু তেমন খাচ্ছি ঘাস
স্মৃতি ও কামনা রক্তে যাচ্ছে মিশে
জানি না আমার মুক্তি কিসে

আমি বারংবার হচ্ছি শহিদ
কোন কালে কে খেয়েছিল ঘি
আমার তাতে কি
শিরোপীড়ায় পালিয়েছে নীদ
আমি এখন বাংলা ভাষাবিদ
অশ্ব নেই তবু অশ্বকোবিদ
আমার তুতোবোন মিমি আগেই বলেছিল
ভাইয়া, ভাইয়া ওসব ছাড়ো
আমরা অনেক দূর যেতে চাই, আরো
কিছুদিন তোমার সাথে থাকি
অথচ মিমি দিয়ে গেছে ফাঁকি
আমাদের বাড়ির পাশে থাকতেন এক ভাষা সৈনিক
কাগজের লোক সাক্ষাৎকার নিতে আসতেন দৈনিক
গতবার মার্কিন দেশ থেকে এসেছিল তার দুই নাতি
পার্থক্য জানত না—বাটি ভাটি বাতি আর ভাতি
বহু কষ্টে বলেছিল—আমরা বাঙালি জাতি
মিমির কথা যদি আমিও শুনতাম
দুধে ভাতে থাকত আমার সন্তান
আমিও বাংলার জন্য ইংরেজি গাইতাম
আর ফেরার সময় নিয়ে যাইতাম একটা হুকো
মাথাল আর লাঙ্গলসহ দুটি গরুর রেপ্লিকা
আর সোনালী আঁশ দিয়ে বোনা দুটি শিকা
কিন্তু আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম
যদিও তাকে মনে মনে চাইতাম
তবু বলেছিলাম—শোন মিমি

আমরা হলাম কবির জাত
তোমার বাবার মত বুর্জোয়া বজ্জাত
যে বাংলার বদলে বলে ইংরেজি
আমি তার নামে পুষি গোটা দুই বেজি
আমরা হলাম কবি
আর যেহেতু আসবে না নবি
কবিরাই বলতে পারে বর্তমান ভবি
দেখবা আমার নাম লেখা থাকবে সোনার অক্ষরে
'বেশ তো আমিও ফুল দিয়ে যাব তোমার কবরে'
মিমিও আজ মস্ত বড় মেম
প্রতি বছর বইমেলায় আসে
আমারে দেখে মিচিমিচি হাসে
সেও এখন কবি
পাবলিশাররা হুমড়ি খেয়ে পড়ে
টেলিভিশনে লাইভ সাক্ষাৎকার দেয়
আর আমি থাকি তার অপেক্ষায়।

তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে প্রেমিক রফিকের কথা
কবি হতে চেয়েছিল যদিও অযথা
তার বাপ ও ভাই চালাতেন ফাল—নৌকার হাল
রাগ হলে কসে দিতেন গোটা দুই গাল
কিন্তু সে সব কথা আর বলে কি লাভ
সেও ফেব্রুয়ারির চৌদ্দ তারিখ এলে বলত—আই লাভ
তোমাদেরও একদিন তার মতো কৃষ্ণচূড়ার ডালে
রঙ লাগাবে দুই গালে
তার মতো তোমার ভালোবাসাও আজ অন্য বুকে ঘুমায়
তুমি মিমিকে দেখিও ক্ষমায়
ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে মিথ্যা বলার কাল
কবিদের বুলি ভরা গাল
এক কবির প্রথম হইছে বাহির এক কবিতার বহি
তার কথা কহি—ফুরাইয়া গেছে তার কয়েক এডিশন
এসব কথা বলি বলে আমারে দিছে সিডিশন
ফেব্রুয়ারি ইলেকশন যদিও পৃথিবীর সেরা

দিনটা তবু মেঘে ছিল ঘেরা
তবু আগের চেয়ে সেরা ছিল মানতে হবে মশাই
আমরাই তো উঠাই আর বসায়
কেবল শো ডাউন কেবল নো ডাউন
কবিতার জন্য একা একা ঘুরি সারা টাউন
তবু আমি কেবলই হচ্ছি গ্রে-হাউন
কারো নেই সাথে ভাতে
তবু ওরা বলে—আমি ছাই দিছি বাড়া ভাতে
অ্যাজমা ও ধুলো-কাদায়
বাইরে যেতে নিষেধ করেছে ডাক্তার দাদায়
যদিও এই বসন্তে যাচ্ছে উড়ে ফুলের রেণু
ষাঁড়ের মায়ায় পুচ্ছ তুলে ছুটছে ধেনু
এলার্জির আছে ভয় তাই শীত বর্ষায় একই মেনু
বাংলা একাডেমি এবার হইছে মেহেরবান
কবিরা এসে দুএক কথা বলে যান
যাদের বয়স হইছে তারা দুএক খান পদক চান
কেবল করেন না লীগ করেন না পার্টি
তার জন্য তার জীবনটাই মাটি
কেবল কবিতা লেখেন খাঁটি
ধরতে চান সরকার বাড়ির ছেলেদের লেবেনচুষের লাঠি
কোন জগতে ভাই করলে বাস
গলায় পড়লে নিজের ফাঁস
শিশুরা বাবাদের জিগান—বাবা বাবা
ছোটদের 'ডেমী' বড়দের 'ডেমি'র চেয়ে দীর্ঘকার ক্যান
অহেতুক পোলাটা করে প্যানপ্যান
যার যা খুশি করে এই ফেব্রুয়ারি মাসে
এক ঘাটে জল খায় বাঘে গরু আর হাঁসে
তিরিশে রফা হয়—কেউ এক লাখে
জোয়াল ফেলে দেয় বুড়ো গাই পাঁকে
শেষমেষ খায় গাধা ঘোলা করে জল
কিছুটা বিছালি পেয়ে পায়ে পায় বল

এখন আমি কি করব কি করব আমি’
ঘরে নিচ্ছে না আমার সোয়ামি
পাক মিলিটারি নাকি আমায় নিয়েছিল টানি
আমি এখনো টানি সেই ঘানি
যদিও তারা দিয়েছে ফিরে বর্তমানে অভিনন্দন
তবু শুনতে পাচ্ছে না আমার কন্দন
ওরা যুদ্ধ করে করুক
শূন্যরেখায় মরুক
তবু ছাড়বে না সূচ্যগ্র মেদিনি
মদ নি মোদি নি ইম রানের রান নি
চৌরাশিয়ার বাঁশিনি মেহেদির গাননি
এখন আমি কি করব কি করব আমি!

অলীক শহর
বসন্ত বৃষ্টিতে আছে ছেয়ে
পানি ও কাদা প্রেমিক প্রেমিকারা উঠছে নেয়ে
খোচা খোচা দাড়ি নিয়ে মৌলবী সাহেব যাচ্ছে মসজিদে
আমারে ডাকলেন—এই ব্যাটা শোন
বোরখা ছাড়া ইশকুলে যায় ওটা তোর বোন
চুদানির পোয়া পার্থক্য জানে না হ্যান্ডশেক আর মোসাফাহা
এলোমেলো ডিভানের পরে দেখি—মোজা শেমিজ বক্ষবন্ধনি
আর দূরে শুনি চিৎকার শিৎকার মাইকের ধ্বনি
আমি তো গত বছর বলেছিলাম তোমাদের
এ শহর ভরে গেছে পাপে
একই হাটে যায় পোলা আর বাপে
তবু অক্ষত রয়ে গেল চকবাজার মসজিদ
নগর পুড়িলে দেবালয়ের গীত
মানুষ পুড়ে যাবে মানুষ মরে যাবে এই তো নিয়তি
থামবে না জগতের গতি
কেবল শহর থেমে আছে অসম্ভব জ্যামে
গাড়িতে আটকা আছে মিয়া আর ম্যামে
ঘন ঘন ভেঁপু বাজায় পুলিশের গাড়ি
অ্যাম্বুলেন্সের চালক ভাবে রাস্তাটা তারি
আমি এখন কি করি কি করি

এই দঙ্গলে আমার পাশে কে হাঁটে
অভিজিৎ না হুমায়ূন আজাদ
তাদের কিভাবে দেব বাদ
অন্ধকার মানুষের ভিড়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গাছগুলো
আমায় করে আহ্বান
কান পেতে এখানে শোন মানুষের গান
আমাদের শরীর থেকে তোমাদের কাগজের চালান
তারচেয়ে ভালো আমার মতো ধ্যানী হয়ে যান
যে মেয়েটা খুলেছিল এখানে ব্লাউজের বোতাম
তার সাথে ছিল কামুক প্রেমিক জানতাম
তবু কে আর কাকে রেখেছে মনে
সবাই পরপারের দিন গোনে
একটা মেয়ে বাসে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে
হাতে আয়না নিয়ে ক্লিপ লাগাচ্ছে চুলে
তারপর আইলানা মার্জিয়া ভ্রুপ্লাক
এক চোখের ভেতর যদি আটটা থাকে—তাহলে
পাশের যাত্রী ভাবছে হায় আল্লাহ এসব করতে হয়
মেয়ে মানুষ হলে

আমি অপেক্ষায় থাকি কখন আসবে ডাক
কখন ঘোষণা হবে আমার নাম
পক্ষ চুলের গল্প লিখিয়ের মতো
বালিকারা নেবে অটোগ্রাফ
ভক্তরা বলবে—ভেবেছিলাম এবার পাবেন পুরস্কার
মনে মনে বলে—তুমি কোন বালেশ্বর

এভাবেই আমার জীবনে ফেব্রুয়ারি আসে
ঘাস গজানোর আগেই পচন ধরেছে অশ্বের মাঁসে
এভাবেই আমরা কপট মন্ত্রে জাগি
সত্য গোপনের জন্য লিখি মিথ্যার অনুরাগী
নতুন ভাষার জন্য তবু থামে না লড়াই
জেগে ওঠে নতুন জব্বার
সনাতন গুরু ভাষাধারী—
আমরা তখন ভাগি।

জীবনের গান

আমরা যেহেতু মরে যাব
বাঁচবে না কেহ
আগুন পানির সাথে মাটি আর কাঠে
মিশে যাবে আমাদের দেহ
যারা আমাদের করেছিল পার
যারা আমাদের দিয়েছিল মার
তারা সকলে আজ অপার
একখণ্ড জমি কিংবা কাগজের নোট
আমাদের শাসন করছিল পাতানো জোট
নারীর মাংস নিয়ে রাজন্যদের বিরোধ
বরমাল্য না-পাওয়া প্রেমিকের প্রতিশোধ
খাদ্য ও কামনার ভয়ে যে সব নারী
অপর পুরুষের হাত ধরে ছেঁড়েছিল বাড়ি
সকলেই আজ এখানে
একখাটে ঘুমায়
শিশুর ডিমের ভেতর ঘুমিয়ে আছে
জন্মদাত্রী পিতা আর মায়
মস্তচ্ছেদনের জন্য যারা করেছিল বড়াই
পোশাকের আয়তন নিয়ে বেঁধেছিল লড়াই
মাংস না-খাওয়ার অপরাধে
এখনো ম্লেচ্ছ প্রাণিকুল একাকি কাঁদে...
আহা তুমি কি দেখেছ কখনো
এক বিন্দু রোদের কণা তোমার শরীরের সাথে
জলের স্পর্শ পেয়ে খেলেছিল শিশুদের হাতে
সকল খেলার সাথে নায়েগ্রার জল-প্রপাতে
সেখানে পিতৃমাতৃকুল খেলেছিল তোমাদের সাথে
তুমি হয়তো দেখ নাই
বল নাই কথা
ভেবেছিলে- দু'জন বয়স্ক মানুষের এসব অযথা
আমাদের মধ্যে যদি না-বাজত যুদ্ধের দামামা
তাহলে মানুষ এখনো দিত কি চারপায়ে হামা

মারো আর মরো—সর্বদা জীবন রয়েছে জেগে
যদিও মনে হবে সব আছে মৃত্যুর অনুরাগে
একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে
মূলত সম্মত যুদ্ধে মাতে
যে তুমি এসেছ ধরিত্রীর বুকে
বেঁচে আছ অসংখ্য রেণুহত্যার সুখে
রাজার রাজ্য রক্ষা
তোমার কবিতা
এ সব আজ মনে হচ্ছে অযথা
প্রকৃতির রাজ্য সর্বদা বিশৃঙ্খল ক্যানভাসে
অসম রেখায় অঙ্কিত অনন্য উদ্ভাসে
তুমি শুধু ভেসে যাও হেসে যাও
লেগে যাও চিত্রপটে
পরিত্যক্ত খড়কুটো ভেসে আসা সমুদ্র তটে
দেখতে গিয়েছিলে একদিন যে-সব অনন্য স্থান
দেখ এখানে একই পংক্তিতে বাজে তাদের গান
যারা পাণ্ডিত্য বিকাশে খুলেছিল একাডেমি
লিখেছিল কোথায় বসিবে কোলোন আর সেমি
ভাষার দৌরাত্ম্য নিয়ে যারা দিয়েছিল ভয়
তারাও আজ একই ডাইলেক্টসে কথা কয়
এই সব ভুলে যাও এই সব ব্যথা
ভাবছ তোমার সাথে হয়েছে অযথা
তুমি তো কেবল একটি চিত্রের প্রয়োজনে
এসেছ শিল্পির ডট আর রঙের আয়োজনে
শুধু গাও শুধু ভেসে যাও নিঃশেষে
উজাড় করে দাও হেসে
দাঁড়াও গা ঘেষে
বল আমিই কন্যা জায়া ও জননী
প্রত্যেকে আমরা জীবনের কাছে ঋণী।

গ্রন্থপঞ্জি

কাব্যগ্রন্থ

১. মাহফুজামঙ্গল (১৯৮৯-২০১১)
২. গোষ্ঠের দিকে (১৯৯৫)
৩. বল উপাখ্যান (১৯৯৮)
৪. আপেল কাহিনি (২০০২)
৫. ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম (২০০৬)
৬. অনুবিশ্বের কবিতা (২০০৭)
৭. দেওয়ান-ই-মজিদ (২০১০)
৮. সিংহ ও গর্দভের কবিতা (২০১৩)
৯. গ্রামকুট (২০১৬)
১০. কাটাপড়া মানুষ (২০১৭)
১১. শুঁড়িখানার গান (২০১৯)
১২. লঙ্কাবিযাত্রা (২০১৯)
১৩. সমীরণ জেঠুর বারান্দা (২০১৯)
১৪. বায়োস্কোপ (২০১৯)

কাব্যসংকলন

১. বৃক্ষ ভালোবাসার কবিতা (২০০০)
২. নির্বাচিত কবিতা (২০০৫)
৩. কাঁটা চামচ নির্বাচিত কবিতা (২০০৫)
৪. শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০০৬)
৫. কবিতামালা (২০১৫)
৬. নির্বাচিত কবিতা (২০১৮, কলকাতা)

কিশোর কবিতা

১. বৌটুবানী ফুলের দেশে (১৯৮৫)

গবেষণাগ্রন্থ

১. নজরুল, তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র (১৯৯৬)
২. রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ (২০১২)

প্রবন্ধগ্রন্থ

১. কেন কবি কেন কবি নয় (২০০৩)
২. নজরুলের মানুষ ধর্ম (২০০৪)
৩. ভাষার আধিপত্য ও বিবিধ প্রবন্ধ (২০০৫)
৪. উত্তর-উপনিবেশ সাহিত্য ও অন্যান্য (২০০৭)
৫. সাহিত্য চিন্তা ও বিকল্প ভাবনা (২০১০)
৬. নির্বাচিত প্রবন্ধ (২০১৪)
৭. ক্ষণচিন্তা (২০১৬)
৮. নতুন সাহিত্য চেতনা (২০১৮)

কথাসাহিত্য

১. মাকড়শা ও রজনীগন্ধ্যা (১৯৮৬)
২. সম্পর্ক (২০১৯)

অনুবাদগ্রন্থ

১. কবিরের শত দোঁহা ও রবীন্দ্রনাথ (২০১৬)
২. যাযাবর প্রেম, ইউসুফ আমিনি এলালামি
(মরক্কোর উপন্যাস-২০১৮)

সম্পাদনাগ্রন্থ

১. আশির দশক কবি ও কবিতা (১৯৯১)
২. বৃক্ষ ভালোবাসার কবিতা (২০০০)
৩. জামরুল হাসান বেগ স্মারক গ্রন্থ (২০০৩)
৪. রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য (২০১১)
৫. মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা (২০১২)

উপলক্ষ

মজিদ একবারে অনুচ্চ স্বরে পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচিন্তার দুই মেরুকে মিলিয়েছেন অথচ কোনও সমীকরণ করেন নি।
দেবেশ রায়, *কথাসাহিত্যিক*

মজিদ মাহমুদের কবিতার মধ্যে ক্ষোভ, বেদনা, দ্রোহ শৈল্পিকভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো এই কবি বৈচিত্রের পিয়াসি। আমার বিশ্বাস মাহফুজামঙ্গলের পরে এই কবির হাতে একটি নিখুঁত সমাজমঙ্গল-কাব্য রচিত হবে।
ড. আহমদ রফিক *ভাষাসৈনিক ও রবীন্দ্র-গবেষক*

'ইলিশ' কবিতাটির দুটি অংশের মধ্যে একটি গভীর যোগ আছে।... একটি কবিতার বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে লেখার, একেক অংশের একেক ধরনের ছন্দস্পন্দন ব্যবহার করার, আগের একটি অংশকে পরের একটি অংশে ফিরিয়ে আনার,...বাংলাভাষায় এমন কবি থেকে থাকতে পারেন, যিনি এ রকম কাজ করেছেন, কিন্তু হয়তো তা আমার জানা নেই। এমনি ধরনের কাজ ইংরেজ কবি এলিয়ট করেছেন।...এই কবির নাম মজিদ মাহমুদ।
মঞ্জুরে মওলা *কবি, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক*

মজিদ মাহমুদ মাহফুজামঙ্গল রচনার মাধ্যমে মধ্যযুগের মধ্যযুগের মঙ্গল ধারার কাহিনিকাব্যকে উত্তরাধুনিক ধারায় সচল করেছেন।
আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ *অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক*

মজিদ মাহমুদ সচেতনভাবে কাব্যচর্চা করেছেন। এই সচেতনতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর ও প্রকাশভঙ্গি নির্মাণ করতে পেরেছেন।
মুহম্মদ নূরুল হুদা *কবি*

সত্যি কতা বলতে কি মজিদ মাহমুদ এর কবি দেশের গণ্ডি ছেড়ে আন্তর্জাতিক কাব্যাঙ্গনে আদৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তার কাব্য-জীবনের শুরুতে মাহফুজামঙ্গল রচনার মধ্য দিয়ে নিজস্ব কাব্যভুবন তৈরি করেছিলেন।...বাংলা কবিতার সংকট নিয়ে যে কথা উঠছে আমার বিশ্বাস মজিদ এর হাতে সেই সংকট অনেকখানি কেটে যাবে। মজিদকেও যেন আমরা যোগ্য সম্মানটুকু দিতে পারি।
হাবীবুল্লাহ সিরাজী *কবি, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক*

মজিদ মাহমুদ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। যেখানে হাত দেন সেখানেই সোনা ফলে। এ কথা নিশ্চিত করা বলা মুস্কিল তিনি প্রবন্ধে না কবিতায় সেরা; আবার সমাজকর্মে তার তুলনা নেই। কবিদের মধ্যে এ ধরনের গুণ খুব একটা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল। মজিদ মাহমুদের মাহফুজামঙ্গল সম্ভবত আল মাহমুদের সোনালী কাবিনের পরে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ।
আলী ইমাম *কথাসাহিত্যিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব*

কবিতায় মজিদ মাহমুদ আমাদের অভিজ্ঞতার বৃত্তের বাইরে একটা অচেনা জগতকে যেন নতুন করে চিনিয়ে দিতে চাইছেন, উসকে দিচ্ছেন নতুনতর ভাবনা, যাপিত জীবন থেকে তুলে আনছেন এই মুহূর্তের সময়-সংকট, ঘৃণ্য রাজনীতি, সম্পর্কের বৈষম্য, অমানবিক যুদ্ধের বাতাবরণ, অসহায় প্রাণের আর্তি।
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশের সাহিত্য চিন্তার রূপান্তর, নানা প্রবণতার উপলব্ধি ও মানবিক সম্ভাবনার বিকাশ মজিদের প্রবন্ধের সূত্রে আমরা অনুধাবন করতে পারি।
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

মজিদ মাহমুদ সম্বন্ধে সত্যিই সেটি আসল কথা। সাহিত্যের, বিশ্ব ইতিহাসের দশ দিগন্তে ছড়ানো নানা জ্ঞান থেকে তিনি অগাধ তথ্যান্বেষী, মহা আহরণকারীড়এটি তাঁর আন্তভুবন, প্রবন্ধ নির্মাণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
অপূর্ব কর

মজিদ মাহমুদকে আপাত প্রেমের কবি মনে হলেও তিনি প্রবলভাবে রাজনীতি সচেতন ও সমকাল-সংলগ্ন। তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ ভিন্নধারার কবিতা, যে কবিতা আমাদের সময়ে কেউ লেখে নাই।
নাসির আহমেদ *কবি*

মজিদ মাহমুদ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থেই নিজের কণ্ঠস্বর প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ...তার কবিতা পড়তে গেলে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয়।
ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মজিদ মাহমুদ যে এখনো ভালো কবিতা লিখছেন এবং ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, এটি আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
ড. রফিকুল্লাহ খান *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

বারংবার পাঠের পর শিহরিত হতে হয়। পৃথিবী সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যে মহাবিস্তারের সমানে দাঁড়িয়ে মজিদ এমন কথা উচ্চারণ করেছেন, তা তাঁকে সিদ্ধপুরুষ ভাবতেই সহায়ক হয়ে ওঠে।
রফিক উল ইসলাম

মজিদ তাঁর সাহিত্য প্রয়োগের ভাষা খুব উচ্চকিত বা ঝংকৃত করেননি কখনও অথচ সাবলীল শব্দ প্রয়োগ তাঁর রচনাকে গভীরতা দিয়েছেন। মানুষের ঘর-দুয়ারেই তাঁর বসত, সেই কারণেই যে কোন সময়ের প্রেক্ষাপট তাঁর কাছে সজীব।
দীপক লাহিড়ী

মজিদ মাহমুদ তাঁর প্রথম উপন্যাসে নারীর শারীরিক অক্ষমতাকে এক বিশাল ক্যানভাসে বহু বিচিত্র রঙের বর্ণালী চিত্রপটে অসাধারণ নৈপুণ্যে ভাস্বর করে তুলেছেন।
জ্যোতির্ময় দাশ

তাঁর কবিতার বিষয় বিচিত্র, ভাবনা বহুমুখী ও গভীর। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা তাঁর কবিতাবলীতে বৈচিত্র্য নিয়েই উপস্থিত। কিন্তু ছন্দ পৃথক আর এত বৃহৎ বিষয় বলেই এখানে আলোচনা করলাম না। কিন্তু পয়ার, মহাপয়ার সনেট রচনাতেও তিনি বেশ দক্ষ দেখলাম।
নবনীতা বসু হক

মজিদ মাহমুদের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের চলমান বাংলাকাব্যের ধারাবাহিকতা লগ্ন হলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কত কিছু রয়েছে তার কবিতায়, রয়েছে নানারকম মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াশয়।
মতিন বৈরাগী

মজিদের কবিতার যাদু মাখানো দুনিয়া থেকে। 'আপেল কাহিনি' (২০০২) থেকে সাব এডিটরের যন্ত্রণা পেরিয়ে 'বনসাই' গাছের আপাত কুহক এড়িয়ে আপন ভূমির দিকে ফিরে গিয়ে মজিদ শোনাতে থাকেন।
ইমানুল হক

'আপেল কাহিনি' মজিদ মাহমুদের আরেকটি অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। এখানেও সেই একই সুর, একই ভাবনা, তবে অন্যরূপে ও রূপান্তরে, মজিদ মাহমুদ একজন দক্ষ চিন্তাবিদ, তিনি অনু পরমাণু থেকে বিশ্বভাবনার স্বরূপ খুঁজে চলেছেন।
আবদুস শুকুর খান

কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় বিশেষ করে 'আপেল কাহিনি'র কবিতার পরতে পরতে বঙ্গদেশের সমাজ অতিক্রম করে বহির্বিশ্বের পটভূমিতে রচিত হয়েছে বিশ্বায়নের অর্থনীতি। যেখানে নিজের দেশকে দেখতে পাওয়া যায় বৃহত্তর ভৌগোলিক পটভূমিতে।
সুরঞ্জন মিদ্দে

কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় বারবার যেমন মিথ-এর সংমিশ্রণ ঘটেছে তেমনি সময়কে তুলে ধরবার সার্থক কারুকাজ। আমরা অনুপ্রাণিত হই; তার সঙ্গে নেমে পড়ি খেলার মাঠে।
প্রাণজি বসাক

কবি মজিদ মাহমুদের বিশ্বাসভূমিতে এই ভাবনা প্রখর বলেই তাঁর লেখার মননশীলতার ভেতর প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে।
কামরুল ইসলাম

বিচিত্র অলংকার আর নানান উপমার ব্যবহার কবিতার শরীরকে নান্দনিক করে। অথচ এ দুটো বিষয়কে বেশ কম প্রয়োগ করেও 'মাহফজামঙ্গল'- এর কবিতাগুলো চমৎকার। এ কৃতিত্ব কবি মজিদ মাহমুদের।
চৈতন্য চন্দ্র দাস

কবি মজিদ মাহমুদের কবিতার অন্তর্ভাবনায় থাকে এক আলোকরেখা যা প্রকৃতই সত্য উন্মোচনের দিকে, অন্তঃশীল ভাবনার স্বাধীনতার দিকে। কবিতা পাঠকের কাছে তাঁর লেখা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণীয় হয়েছে তার প্রধান কারণ অনেকানেক টুকরো টুকরো বাস্তব ও স্বপ্নময়তা এবং প্রেম ও প্রতিবাদ প্রতি মুহূর্তেই হয়েছে স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল।
গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শনগত, গঠনগত, প্রেম চেতনাগত, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে 'মাহফুজামঙ্গল' যে বিচিত্রভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে কাব্যগ্রন্থটির একটি স্পষ্ট অবয়ব পাঠকের কাছে ফুটে উঠেছে।
অদীপ ঘোষ

মজিদ মাহমুদের কাব্য-সম্ভার সমকালকে ভিত্তি করে সমৃদ্ধি লাভ করেছেন। সময়, সমাজ, সমাজস্থ মানুষের আচরিত কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষণবিন্দুকে ফোকাস করে তিনি কাব্য-পরিধিতে অন্তর্জাত উপলব্ধির সুর সংযোজন করেন।
মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

কবি মজিদ মাহমুদের কবিতা সংকলন 'কবিতামালা' পড়তে পড়তে যে কথাটা মনের মধ্যে উঠে আসে তা হল বিষয় বৈচিত্র্য। জীবনের চারণভূমিতে দাঁড়িয়ে এক একজন মানুষ এমন এক দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করেন যা জীবনবোধকে 'বোধিদ্রুম' করে তোলে।
অমিত কাশ্যপ ও দুর্গাদাস মিদ্যা

কবি মজিদ মাহমুদের কবিতায় দেখা যায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনের বহু অনুষঙ্গ। ভারতীয় পুরাণ, উপনিষদ, গীতা, গ্রিক পুরাণ এবং কোরাণ ও হাদিসের বহু অনুসৃতি তাঁর কবিতার শরীরে মিশে গেছে, কিন্তু সেই অনুসৃতিগুলো পংক্তির পর পংক্তি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঢুকে পড়েছে বর্তমান উত্তর-আধুনিক চেতনাবিশ্বের এক অশেষ সীমান্তে।
অরুণ পাঠক

শুধু কবিতা নয়, বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিভিন্ন শাখায় তিনি অনায়াস বিচরণকরেছেন; সাহিত্যকে তিনি নিছক সাহিত্য হিসাবে দেখতে নারাজ এবং সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব বিচারের মাপকাঠিকেও মান্যতা দিয়েছে।
অনন্ত দাশ

'মাহফুজামঙ্গল' মজিদ একটি সম্মোহিত অবস্থায় লিখেছেন।
প্রবীর ভৌমিক

মজিদ মাহমুদ আদতে প্রেমের কবি। তাঁর প্রেমলোকে দৈহিক ভাবধারার ক্রমবর্ধমান। তাই আপাত প্রেমের অভিসারী পথিকদের কাছে 'আপেল কাহিনি'র কোনও কোনও কবিতা বারবার পাঠযোগ্যতা আদায় করে নেবে -সেখানেই কবির সার্থকতা।
দীপক হালদার

কবি মজিদ মাহমুদের সমগ্র কবিজীবনের মূলবাণী তাঁর অনুবিশ্বের কবিতা। কবির জীবনদর্শন তাঁর কাব্যচর্চার উপাদেয় ফসল। কবি এই জীবনদর্শনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রবেশ করেছেন এক অনন্ত সত্তার মধ্যে, সেখানে কবি এক অদ্বিতীয়।
অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল

কবি মজিদ মাহমুদের কলমে নেচে উঠেছেন সরস্বতী। অনুসন্ধিৎসু বহু পাঠকের কৌতূহল মিটবে গ্রন্থটির সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে।
অমল কর

মজিদ মাহমুদ পুরুষতন্ত্রের সরল কিন্তু শক্তিশালী ফাঁদ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকেন। এই মুক্তির আরেক কারণ, মাহফুজামঙ্গলে 'আমি' প্রায়শই 'আমরা'য় রূপান্তরিত হলেও ব্যক্তি হিসাবে কবি নিজের আলাদা অস্তিত্ব একবারেই ভুলে যান না।

আবদুল্লাহ আল মোহন

এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তাঁর কবিতা পড়তে গেলে মননের পাশাপাশি মেধা ও যুক্তিবাদী মন, দুটিই সমানভাবে প্রয়োজন।

সঞ্জীব মান্না

মজিদ মাহমুদ তাঁর অভিজ্ঞতা ভাবনার লিখনকর্মে ভাষাকে পাঠকের পক্ষে সমীচীন রূপায়ণ করেছেন

সৌম্য ভট্টাচার্য

মাহফুজামঙ্গল কবিতার নামকরণ অবশ্যই সার্থক। বাঙালি মনে যেমন মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল তেমনই মাহফুজামঙ্গল আরেকটি সার্থক অঙ্কন।

সৌমদীপ কুণ্ডু

তিনি (মজিদ মাহমুদ) ট্র্যাডিশনাল মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মতন ভয় দেখিয়ে ভক্তির উদ্রেক করে মানবজাতির পূজা পেতে আগ্রহী নন। বরং ভয়ে ভক্তির পূজায় তাঁর তীব্র অনীহা, আসক্তি তাঁর প্রেমে।

সৌরভ চক্রবর্তী

মজিদ মাহমুদের কবিতাতেও এই অবচেতন মনের জটিল কুহেলিকা ও প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কালের অনন্য এই লেখকও কবির বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে পরাবাস্তবতা ।

অনুসুয়া ঘোষ

বাংলাদেশ শিলালিপিতে এমনি একজন সাধকের নাম মজিদ মাহমুদ; যিনি নিজেই একাধারে কবি, লেখক, গবেষক, সংগঠক এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে বহুমুখী কাজে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছেন স্বীয় সাধন প্রজ্ঞায়।

নূরিতা নূসরাত খন্দকার

মজিদ মাহমুদের কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর সকল মানুষের দুঃখময় নীরব কান্না, আর লুকিয়ে রয়েছে মরণশীল মানুষের অমরতার মন্ত্র।

গুঞ্জন চক্রবর্তী

এখানেই কবি মজিদ মাহমুদ-র সঙ্গে পথ হাঁটা শেষ করছি। এমন একটা জায়গায় এসে পড়লাম তারপর জানি না আর কতটা হাঁটতে পারতাম। এর পর অন্য পথে যাওয়া যায় কি!

নরেশ মণ্ডল

আমি বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করেছি, আধুনিক কবিদের আবিষ্ট করে রাখেন যে কবি জীবনানন্দ দাশ, তাকে আমি তার কবিতায় খুব একটা পাচ্ছি না; এই যে এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি, এড়িয়ে গেলেন জীবনানন্দ দাশকে-এটা তার ক্ষমতার পরিচায়ক।

ড. বেগম আকতার কামাল *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মাহফুজামঙ্গলের কবিতা শেকড়-ঐতিহ্যলগ্ন হলেও এর দর্শনচেতনা ভিন্ন, দূরগামী। প্রকৃতির অমোঘ তাগিদে মজিদ মাহমুদের কবিতায় উঠে এসেছে নবচেতনার কাব্যপঙ্‌ক্তি, যা উচ্চারণের সঙ্গে মন্ত্রের শক্তিরূপে প্রকৃতিকে খণ্ডিত করে সামনে এসে দাঁড়ায় এক অরাধ্য শক্তি।

বিমল গুহ *কবি*

বহুকথিত রাবীন্দ্রিক পথিকচিত্ততা নয়, ঠিক জীবনানন্দীয় নাবিক বৃত্তও না, মুহূর্তে সারাজীবনকে দেখে ফেলার অসংখ্য অথচ অনির্দিষ্ট স্মৃতি-জাগানীয় এক গভীরতর আনন্দের বেদনা অথবা বেদনার আনন্দ অনুভব জেগে ওঠে, তার কবিতা পাঠে।

খালেদ হামিদী *কবি*

মজিদ মাহমুদ এখনও যদি অনেকের দৃষ্টিসীমার নিচ দিয়ে অদেখা থেকে যান, বা সে অবস্থায় যে আছেন সেটা তার ফলভারে নুয়ে-থাকা ছাড়া আর কোনো ঘাটতি নয়।

বিলু কবীর *গবেষক*

মজিদ মাহমুদ কিছুদিন রাজশাহী বিশ্বাবিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিলেন, তখনই তিনি মাহফুজামঙ্গল লেখেন, তখন আমাদের আশঙ্কা ছিল-এই কাব্যগ্রন্থ লেখায় তিনি মৌলবাদিদের রোষানলের শিকার হবেন, তাকে দেশ ছাড়তে হবে। মজিদের ভাগ্য ভালো

যে, এখনো সে পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে হবে যে না তা কিন্তু বলা যায় না। এই অবস্থার সৃষ্টি হলে সেদিন যেন আমরা তার পক্ষে দাঁড়াতে ভুলে না যায়।
শামীমুল হক শামীম *কবি, সম্পাদক*

তার কবি সংরাগ নিয়ে কিছু বলতে গেলে মাহফুজামঙ্গলের পাশে 'বল উপাখ্যান' ও 'আপেল কাহিনি'র কথা সামান্য হলেও স্মরণ রাখতে হয়
ড. অনু হোসেন *গবেষক*

মজিদ তার প্রেমকে কবিতায় প্রকাশ করে গভীর এক স্থিরপ্রজ্ঞায়। প্রেম থেকে সমাজ, সংসার, দিনাতিপাত, মানুষের বয়ে আসা ইতিহাস, বহুবিধ লৌকিক ধারণা, গাছপালা-সমুদ্র-নদী-প্রকৃতি সবই অনুষঙ্গ হয়ে আসে একান্তই মজিদীয় উচ্চারণে। মানুষের সরাসরি সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তিনি ঢুকতে থাকেন এমন এক সম্পর্ক কল্পচিত্রে, যার নজির বাংলা কবিতায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।
টোকন ঠাকুর *কবি*

বাঙালি জনগোষ্ঠি, যাদের একটা অংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী, একটি অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাদের যদি সত্যি সত্যি কোনো অসম্প্রদায়িক ভাষা তৈরি হতো, তাহলে যে ধরনের ভাষা আমরা প্রত্যাশা করতে পারতাম-সেটা সম্ভবত মজিদ মাহমুদের কবিতার মতো।
মোহাম্মদ আজম *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

মজিদ মাহমুদের কাব্যভাষা বাংলা কবিতার রবীন্দ্রনাথ কথিত গড়পেটা কাব্যভাষা, রাহমানের মৌখিক ঢং এবং নিজস্ব ভঙ্গির দারুণ এক রসায়ন।
কুদরত-ই-হুদা *গবেষক*

মজিদ মাহমুদ ক্ল্যাসিক কাব্যধর্মে বিশ্বাসী। ক্ল্যাসিক কাব্যে যেমন মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। মজিদ ছন্দ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, মুক্তগদ্য ছন্দকে বেছে নিয়েছেন।...মাজিদ মাহমুদ হলো বাংলা কবিতার প্রেম পদাবলির নয়াসাধক।
জহির হাসান *কবি*

অতি সাধারণ আর অসাধারণ সব গুপ্তগুহার বর্ণনা ছেড়ে মজিদ হঠাৎই বেরিয়ে আসেন আমাদের অতি পরিচিত মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাতে।
শিবলী মোকতাদির *কবি*

মজিদ মাহমুদ নিজের কবিসত্তাকে প্রথমেই তুমুলভাবে উদযাপন করেছেন এই কাব্যগ্রন্থে। এতে তিনি নিজস্ব জীবনের বোধ ও বোধির আওতার ভেতরে যা কিছু পড়ে, তার সবকিছু ধারণ করতে চেয়েছেন।
হামীম কামরুল হক *কথাশিল্পী*

বাংলাদেশের মানুষের আটপৌরে মুখের ভাষাকে কবিতায় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মজিদ মাহমুদ দার্শনিক ঋদ্ধতাকে নতুন করে যাচাই করেছেন। ভাষার ব্যাবহার সরল কিন্তু ঋদ্ধ।
কাজী নাসির মামুন *কবি*

মজিদ মাহমুদের কবিতায় পৌরাণিক অনুষঙ্গে জীবনকে পাঠ করে তার মর্মমূলে আধুনিক জীবনযন্ত্রনাকে শিল্পিত করার প্রয়াস লক্ষ করার মতো
ড. তারেক রেজা *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

সব মহৎ আবিষ্কারই মনে হয় অতর্কিতে হয়। তেমনি কবি মজিদ মাহমুদের আবিষ্কারও আমার কাছে অতর্কিতে...তার বই পড়ে আমি শিহরণ অনুভব করতে থাকি।
জাহেদ সরওয়ার *কবি*

আরেকটি ছোটকথা এক নিঃশ্বাসে বোধ করি, বলে ফেলা যায়-প্রেমের কবিতা শীর্ষক বিশেষীকৃত কোনো অভিধা যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তবে তাতে সংযুক্ত মজিদীয় মাত্রাটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হবার আবেদন রাখে।
ফারহান ইশরাক *কবি*

মজিদ মাহমুদের কবিতা পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, তিনি সেই ধারার করি নন, যারা কেবল সতঃস্ফুর্ততায় বিশ্বাসী। বরং মজিদ মাহমুদ অনেক বেশি আইডিয়া নির্ভর-কবি।
ফেরদৌস মাহমুদ *কবি*

সন্মোহিতের মতো আমি কবিতাগুলো পড়তে থাকি... পড়তে থাকি। পড়ি আর ভাবি, মজিদ মাহমুদের কবিতায় কি যেন আছে... কি যেন আছে। সেই কি যেনটা আমাকে ভাবায়, উপলব্ধির জগতকে প্রসারিত করে, শিল্পরস যোগায়।
স্বকৃত নোমান *কথাশিল্পী*

তথ্যসূত্র :

১. সবুজ স্বর্গ, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, সম্পাদক লতিফ জোয়ার্দার, ২০১২।

২. মাহফুজামঙ্গল : পঁচিশ বছরের পাঠ, ২০১৪।

৩. অনুপ্রভা, সম্পাদক মণ্ডলী, পাবনা, ২০১৫।

৪. মাঠ, তৃতীয় সংখ্যা, মজিদ মাহমুদ এর ৫০ বছর পূর্তি, সম্পাদক সালেক শিবলু, ১৪২৩।

৫. চরগড়গড়ি মঙ্গল-উৎসব ১৪২৩, সম্পাদক লতিফ জোয়ার্দার।

৬. প্রতিকথা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৭, মজিদ মাহমুদ সংখ্যা, সম্পাদক হানিফ রাশেদীন, ২০১৭।

৭. সমধারা, মজিদ মাহমুদ সংখ্যা, সম্পাদক সালেক নাছির উদ্দিন, ২০১৭।

৮. কারুভাষ, মজিদ মাহমুদ সংখ্যা, সম্পাদক মানসী কীর্তনিয়া, কোলকাতা ২০১৮।

৯. মজিদ মাহমুদ কবি ও কবিতা, মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, প্রকাশক আদর্শ, ২০১৮।